

रवीन्द्रनाथ ठाकुर



विश्वकर्मठी प्रकाशन

२ बहिन चाटुआ स्ट्रीट । कलकत्ता

ବିଷୟ-ସଂକ୍ଷେପ ଗୁଣବତ୍ତ୍ୱ ଓ ୧୯୫୫, ୧୯୫୬, ୧୯୫୭ ମସିହାରେ

୧୯୫୮ ମସିହା

ବିଷୟ-ସଂକ୍ଷେପ ଓ ୧୯୫୫ ମସିହାରେ ୧୯୫୫, ୧୯୫୬, ୧୯୫୭ ମସିହାରେ

ବିଷୟ-ସଂକ୍ଷେପ ଓ ୧୯୫୫ ମସିହାରେ ୧୯୫୫, ୧୯୫୬, ୧୯୫୭ ମସିହାରେ

ବିଷୟ-ସଂକ୍ଷେପ ଓ ୧୯୫୫ ମସିହାରେ ୧୯୫୫, ୧୯୫୬, ୧୯୫୭ ମସିହାରେ

ଶ୍ରୀମାନ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ଚୌଧୁରୀ

କବିଚରଣ

ঘরে-বাইরে

ସିମ୍ବଲର ବାହୁବଳ୍ୟ

[illegible]

১৯৭০-৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়
 বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়
 বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়

[illegible][illegible]

কৃষ্ণাঙ্গ ব্রাহ্মণ, কৃষ্ণাঙ্গ বিদ্যা পীঠ, কৃষ্ণাঙ্গ ব্রাহ্মণ, কৃষ্ণাঙ্গ ব্রাহ্মণ

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

আমায় খান্না এঁদের কুখ্যাতি শুধায়নি, মোর বেগতে পেড়েন না।
আমি বলি, আমায়, নাচব যত মোর সবট সমাজের, কিন্তু আমা যেমি জগৎ
করবার সবক'র কী - হাতের নাগর কিছু কষ্টই পোলে, তাই ফলেই কি—
কিন্তু তাঁর সঙ্গে পাছবার হো বেই। তিনি ভকি না করে একটামানি

ଶ୍ରୀର ଏହି କଥା ଯେତିକି ସେ, ନାଟକଟି ଶ୍ରୀର ଟିପ୍ପିକି ବ଼ି ଦେଖେ ପର ନା
କଲେ ଶ୍ରୀର ନଜା କାଟିବ ନା ।

ସିଦ୍ଧିନାଥଟିର କୁହାବ ପର ଆହାର ଆହାର ଟିକା ତଳ ଆହାର କଳକାହାର
ମିଶ୍ରେ ପାକି । କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁଟି ଆହାର ସ୍ଥଳ ଟିକା ନା । ଏ ସେ ଆହାର ବ଼ିହେବ
ପର, ସିଦ୍ଧିନାଥଟି କଟ ହେବ କଟ କିନ୍ତୁଟିର ଶ୍ରୀର ମିଶ୍ରେ କଟ କଟ ଏକ
ଏକ କାଳ ଆମ୍ଭେ ଏକେହେନ । ଆମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାରେ ଦୁଃଖିତେ ମିଶ୍ରେ ବ଼ି
କଳକାହାର ତଳେ ବାଟି ଟିକା ସେ ଆହାରକେ ଅନ୍ତିନାମ ନାମରେ, ଏହି କଥାଟି ବାଟ
ବାଟ ଆହାର ସ୍ଥଳ ତଳେ ନାମ୍ଭେ । ସିଦ୍ଧିନାଥଟିର ମଧ୍ୟ ଆହାର ଆହାର ଦୁଃଖ
ବିକେ ଡାକିବେ ହଟିଲ । କେଟି ନାମ୍ଭେ ଆହାର ବ଼ିହେବ ଏହି ବ଼ିହେବ ଏକେହେନ,
ଆହାର ଟିକାଆମ୍ଭେ ବ଼ିହେବ ଆହାର ଦେଖେ । ଟିକା ତଳେ ଶ୍ରୀର ଡିଲ ନା । ତାହା
ଶ୍ରୀର ଦୁଃଖ ଏକଟାବ ପର ଏକଟା କଟ ବାଟି ଟିକା, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣକ ଆହାରକେଟି
ଶ୍ରୀର ଶ୍ରୀର ଦେଖେ କଳକାହାର ଟିକାରେ । ଏହି ଦୁଃଖ ନାମ୍ଭେ କେଟି ଡିଲେବ
କଲେ ନାମ୍ଭେ ପୁରାବ ଆହାର ମିଶ୍ରେ । ଏ ଦେଖେ ଆମ୍ଭେ କଳକାହାର ଗ୍ରହଣକେ
ସନ୍ଧ୍ୟା ମିଶ୍ରେ କି କରବ ।

ଆହାର ଆହାର ସ୍ଥଳ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକେନ, ଏହି ଗ୍ରହଣକେ ଆହାର ଦୁଃଖ ତାହେବ
ଡିଲେ ଆହାରକେ ନାମ୍ଭେବ କଟିର ଡିଲେ କେନେ ତାହେ ଟିକାବ ସ୍ଥଳେ ନାମ୍ଭେ
କଟ, ଆହାର ଆହାରକେ ଶ୍ରୀରକେ କଳକାହାର ଏକଟି ବାଳନାମା ମେଳାବ
ଡାକିବା ଦେଖ ।

ଆହାର ଏହିବାରେଟି ମେଳ ମେଳିଲ । ଶ୍ରୀର ଏକ ଡିଲ ଆହାରକେ ତାହେ
ତାହେ ଆମ୍ଭେକେନ, ଆହାର ଆହାର ତାହେ ଶ୍ରୀର କରବେ ଦେଖେ ପାରେନ
ମି, ଆହାର କି ତାହେଟି ପୁରାବ ନାମ୍ଭେ ।

ଆହାର ବାଳନାମା ଡିଲ ଏହିବାରେଟି । ଆହାରକେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ-ଆହାର
ଆହାର-ଆହାରକେ ଆହାର ମଧ୍ୟକେଟି ଆହାରକେ ଏହି ବାଟିକେ ଡାକି ମିଶ୍ରେ
ଦିଅନ୍ତେ । କଳକାହାର ଆହାର କେ ତା ତାମି ନେ, କଟ ବ଼ିଲ ମୋକିବି ବ
କଲେ । ଆହାରକେ ନାମ ମଧ୍ୟକେ ଶ୍ରୀରକେ ମଧ୍ୟକେଟି ଏବାରେ । ଏ-ମଧ୍ୟକେଟି ଡିଲେ

চান্দে যিহে নীচা বেকাৰ নিৰামল বিবেচিলে কেমি ক'হে চলে আৰ ?
আৰ, ওঁহা নিহন খেচো চান্দক ? ওঁহা কি আৰাৰ বাৰীৰ এ' চাকিবোৰ
বহাৰা ঘোহেৰ, না জাৰ বোৰা ওঁহা ?

ওঁহাৰ পৰে বহন চৌহাৰী ফিৰ এখালে কিহে আন্দেৰ হ'ব তখন আৰাৰ
আন্দেৰি কি আৰ কিহে পাব ? আৰাৰ বাৰী বগেৰ, চৰকাৰ কী' তোমাৰ
ওঁহা আন্দেৰ ? ও চাহাৰ বো চৌহাৰেৰ আ'ব'ব আন্দেৰ তিনি আ'হে—
চাহ চাহ আন্দেৰ বেৰি :

আমি হ'লে হ'লে বগলু, পুৰুষ ব'হ'ব এ' হ'ব ক'ব' চিক' বোহে ন'।
স'ল'হ'কি: যে ক'ব'বাৰি তা: ক'হেৰ স'ল'হ' ক'ব' নেট— স'ল'হ'হেৰ বাহিৰ
হ'লেৰে যে ক'হেৰ বা'ব'। ও চাহাৰাৰ হেহেহেৰ ক'ব'হ'ক' ক'হেৰ চ'লা উ'চ'হ'।

স'ব' হেহেৰ ক'ব' ক'ব' হ'হে, একটা হেহ' ক'ব' চ'হ' হে'। ও'হা চিহ'কি
হে'ল' ব'হ'হ' ক'হে এ'হেহেৰ চ'হ'হ' হ'হ'ব স'হ'হ' নিহে প'হে চ'লে বা'ক'ৰা যে
প'হ'হ'হ'। আৰাৰ বা'ৰী হ'হ' বা' তা' হ'হ'হ' চ'হ' আ'হ' হে' হ'হ'হ'হ' হিহে
প'হ'হ' ন'। আমি হ'লে হ'লে হ'হ'হ'হ', ও আ'হ'ব স'হ'হ'হ'হ' হেহ'।

আৰাৰ বাৰী আ'হ'হ'ক' হেহ'ব ক'হে 'ক'ব' হ'হ'হ' (ব'হ'হ'হ' ন'।) আমি জাৰি
হে'ল' : ওঁহা হে'হ'ব আ'হ'হ' ক'হ'হ' হেহ'ব ক'হ'হ' হি' হি'হ' আ'হ'হ'ক' ব'হ'হ'ব
ক'হ' এ'হেহেৰ, খ'হ' ক'হ'হ' হে' ক'হ'ব আ'হ'হ'ক' ক'হ'হ'হ' হ'হ' চ'হ'হ'ব, হেহ'হ'ব
উ'হ'ব আ'হ'হ'ব এ' হে'হ'হ'হ' আ'হ'হ'ব হিহেহ'হ' হ'হ'হ' ন'। আমি আপেক' ক'হে
বা'ক'ব, আৰাৰ স'হ'ব হ'হ' হেহ'হ'হ' হ'হ'হ' হে' : ক'হ'হ'ব, হ'হ' না হেহ'হ' হে'হ'
উ'হ'হ' কী'।

কিহ' হে'হ'ব ক'হ' একটা তিনিহ' আ'হ'হ'— হে' ফিৰ আৰাৰ হ'হ'ব হেহ'হ'হ',
ওঁহা চাহাৰাৰ আমি হে'ল' আৰাৰ— ন', ও ক'ব' আ'ব হ'হ'ব আ'হ'হ'ক' চ'হ'হ'ব
ন'।

করে খোঁজতে হবে তা হলে সে কি কোনো স্থান খুঁজত ? কিন্তু পূর্ব উঠে
পড়ে, অন্ধকার চুকে যায়, অসীম কালের হিসাব ঘুরুটকালে ঘেঁটে ।

বালাসেধে এক মিন হয়েছিল— কিন্তু সে যে কেনই করে
তা পাঠি বোকা দায় না । তার আশেকার সঙ্গে এ কুনের বাঁকবানকার
ক্রয় ফেনে নেই । বোধ করি সেই কয়েকট নতুন কুণ একেবারে বাঁধ-জাড়া
বন্ধার মতো আমাদের ভব-ভাবনা চোখের পলকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল ।
কী হল, কী হবে, তা বোধবার সময় পাট মি ।

পাড়ার বর আসছে, তার বাঁশি বাজছে, তার আশা দেখা দিচ্ছে,
অমনি মেয়েটা যেমন ছাতে বারান্দায় জানলায় বেড়িয়ে পড়ে, তাকে
আকর্ষণের দিকে আর ঘন থাকে না, তেমনি সে মিন সমস্ত মেয়ের বর
আসবার বাঁশি যেমনি শোনা গেল মেয়েটা কি আর ঘরের কাজ নিয়ে
চুপ করে রই থাকতে পারে ! ওলু মিতে মিতে, নাক বাজাতে বাজাতে,
আমি যেখানে বসে আনলো সেখানেই কাজ গেলে সেইখানেই কুণ বাড়িয়ে
ছিলে ।

সে মিন আমাদেরও লুটি এক চির, অশা এক ইচ্ছা উন্নত নবকুশল
আবীরে লাল হয়ে উঠেছিল । এস মিন ঘন যে জগৎটাকে একান্ত কুণ
হেঁদেছিল এবং জীবনের ধর্মকর্ম আকাজকা ও সাধনা যে সীমাইহক কথা
কেন শুধিয়ে-লাজিয়ে হৃদয় করে তোলাবার কাছে প্রতিদিন লেগে ছিল
সে মিনও তার বেড়া জাড়ে মি কাটে, কিন্তু সেই বেড়ার উপর লাড়িয়ে হঠাৎ
যে একটি কুণ সিন্ধের ডাক অনুভব পাঠি তার মানে বুঝতে পারলুম না,
কিন্তু ঘন উতলা হয়ে গেল ।

আমার বাবী বরন কলেকে পড়তেন তখন থেকেই তিনি মেয়ের
প্রয়োজনের মিনিস মেয়েই উপায় করবেন বলে নানা-রকম চেষ্টা কর-
ছিলেন । আমাদের বেলায় বেজুর পাড় অঙ্কন— কী করে অনেক গাড়

সমস্ত পরিবারের জন্যে কেবল আমার ভিসিলাওড়ির সঙ্গে বিবাহ ছিল না। তিনি আমাকে দৈনিক কতবার ভাষন করতেন, বাসন্তেন, কোন কোনো কবে লম্বাই হিলে বিবাহ করহিস। কিরলপাড়ির কথা জ্ঞাপহিস ? আমার সঙ্গে আমি কিনবার এ সম্পত্তি বিলীকরের মাতে বেগে বেগেছি। দুকলোয় কি বেয়েমারের মতো ? কথা যে উল্লম্বতী, কথা গড়াতেই

জানি। নাস্তবট, হোয়ার কপাল ভালো যে সঙ্গে সঙ্গে ও নিজেও উঠছে না।
 দুঃখ পাশ নি খলেই সে কথা জেন থাকে না।

আমার স্বামীর নামের লিঙ্ক ছিল খুব লম্বা। হাজারের কম কিংবা দান
 হাজারের দর কিংবা ওই-বকর একটা-কিছু যে-কেউ তৈরি করবার চেষ্টা করেছে
 তাকে তার শেষ নিম্নলিখিত পদ্য তিনি সাহায্য করেছেন। বিলাতি
 কোম্পানির সঙ্গে টকর দিবে পুরী-মারার জাহাজ চালাবার সম্বন্ধে
 কোম্পানি উল্লেখ, তার এতখানা জাহাজও ভাসে নি, কিন্তু আমার স্বামীর
 অনেকগুলি কোম্পানির লোকও চুপেছে।

দশ চেয়ে আমার বিরক্ত লোক সমীপবাসী যখন দেশের নানা উপ-
 কাণের ছুটোখ টাটকা শুধে মিটেচেন। তিনি বকরের লোক চালিয়েন,
 স্বাধীনতা প্রচার করতে যাবেন, হাকাতের পরামর্শমতে তাঁকে কিছু
 দিনের কাজে উচিতামকে বেছে বেছে—নিবিড়াবে আমার স্বামী তার দরও
 কুশিচ্ছেন। এ ছাড়া লম্বাও বরংও জগৎ নিধমিত 'ঐ'র মানিক বহাদ
 মাছে। অথচ, আশ্চর্য এই যে, আমার স্বামীর সঙ্গে তাঁর যে মতের মিল
 আছে তাও নয়। আমার স্বামী বলতেন, দেশের বনিতা যে লবঙ্গমা আছে
 তাকে উদ্ধার করতে না পারলে যেমন দেশের জাতিতা, তেমনি দেশের
 চিত্তে যেখানে শক্তির বহুধনি আছে তাকে যদি আবিষ্কার একা স্বীকার
 না করা যায় তবে সে জাতিতা আদর্শ গুরুতর। আমি তাঁকে এক দিন
 রাস করে বলেছিলুম, এরা তোমাকে সবাই কীকি দিচ্ছে। তিনি যেহে
 দললেন, আমার চুব নেই, অথচ কেবলমাত্র তাঁকে দিয়ে শুধেও স্বামীসার
 হজি—আমিই তো কীকি দিয়ে লাভ করে নিলুম।

এই পূর্ববর্ণের পরিচয় কিছু বলে রাখা গেল, নইলে মকবুলের নাট্যটা
 ম্পই বোকা যাবে না।

এই দুঃখের কৃপান বেই আমার তাকে লালস আমি প্রথমেই স্বামীকে
 বললুম, বিলিতি তিনিই তৈরি আমার সমস্ত পোশাক পুড়িয়ে ফেলল।

সিল্পি ইংরেজ কি বাঙালি অনেক দিন সে কথা আবারও মনে হইল নি—
 কির মনে হইতে শুরু হল। আমি বামীকে বললুম, মিস সিল্পিকে ডাকিয়ে
 দিতে হবে। বামী চুপ করে বসিলেন। আমি সে চিন টাকে বা মুখে এসে
 তাই- বলেছিলুম, তিনি হান ঘর করে চলে গেলেন। আমি ঘর বানিকটা
 কাঁদলুম। কেঁদে বদন আমার হনটা একটু নরম হল তিনি বায়ে এসে
 বললেন, মেমো, মিস সিল্পিকে কেবলমাত্র ইংরেজ বলে ডাকল। করে যেহেতু
 আমি পারি নে। এত দিনের পরিচয়েও কি এই নামের বেড়াটা মুচবে না ?
 ও যে তোমাকে ভালোবাসে।

আমি একটুখানি লজ্জিত হয়ে অব্যক্ত নিঃশব্দ অভিমানের অঙ্গ একটু
 কাঁদ বজায় রেখে বললুম, আজ্ঞা, থাক-না, কবে কে যেতে বলছে ?

মিস সিল্পি হয়ে গেল। এক দিন সিল্পির মরার সময় পশের মধ্যে
 আমারেই একজন ঘর সম্পর্কের আত্মীয় ছেলে তাকে জিজ্ঞাসিত ঘরে
 অপমান করলে। আমার বামীই এত দিন সেই ছেলেকে পালন করেছিলেন
 — তিনি তাকে ডাকিয়ে দিলেন। এই নিয়ে তারি একটা গোল উঠল। সেই
 ছেলে বা কলে সবাই তাই বিখ্যাস করলে। লোকে বললে, মিস সিল্পিই
 তাকে অপমান করেছে এনা তার লম্বা বামীরে বলেছে। আমারও কেমন
 মনে হল, সেটা অসম্ভব নয়। (ছেলেটার বা নেই, তার বুড়ো এসে আমাকে
 বললে। আমি তার হয়ে অনেক চেষ্টা করলুম, কিন্তু কোনো ফল হল না।

সেরিকার দিনে আমার বামীর এই বাধ্যতার কেউ কথা করতে
 পারলে না। আমিও না। আমি মনে মনে টাকে নিকাট করলুম। এইবার
 মিস সিল্পি আপনাই চলে গেল। মরার সময় তার চোখ দিয়ে কল পড়ল
 — কিন্তু আমার হন বলল না। আজ, বিখ্যাস করে ছেলেটার এমন সন্মান
 করে গেল মো ! আর, অমন ছেলে। কয়েকটি উৎসাহে তার নাওয়া-খাওয়া
 ছিল না। আমার বামী নিজের গাতি করে মিস সিল্পিকে ঠেঁকনে নিয়ে গিয়ে
 গাড়িতে তুলে দিয়ে এলেন। সেটা আমার বুড়ো বাড়াবাড়ি বেশ হল। এই

কথাটা নিয়ে জানা জামপালা নিয়ে কাপড়ে বসে পাল গিলে আহার হয়ে
হল, এই ব্যাপি তাঁর পাকলা ছিল।

ইতিপূর্বে আমি আহার ব্যতীত কতক অন্তর্কথা উপস্থিত হতো, কিছু
এ-পক্ষি তাঁর কতক এক নির্দিষ্ট লক্ষ্যে বোঝে গতি নি। এবার লক্ষ্য হল - মিল
বিলুপ্তি প্রতি নতুন কী অভ্যাস করেছে না-করবে সে আমি জানি নে,
কিন্তু আত্মত্বের মিলে তা নিয়ে সন্নিবিষ্ট করতে পাটোটা লক্ষ্যে কথা।
যে ভাবেই যেকোনো নতুন উপস্থিতির প্রতি উদ্ভাবন করতে পেলেই আমি
তাকে কিছুতেই হামিয়ে দিতে চাই নে। এই কথাটা আহার ব্যতীত যে
কিছুতেই বুঝতে চাইলেন না, আহার মনে হল, সেটা তাঁর পৌরুষের
অভাব। তাই আহার মনে লক্ষ্য হল।

তবু তাই নয়, আহার সব চেয়ে বেশি বিবেচিত যে, আমাকে তার
মানতে হয়েছে। আহার যেত কেবল আমাকেই নয় করলে, কিন্তু আহার
ব্যতীতে উদ্ভাবন করলে না। এই তো আহার সত্যিকারের অপমান।

অন্যতঃ অসমী কান্তর মধ্যে যে আহার ব্যতীত বোঝে ছিল না বা তিনি
এর বিরুদ্ধ ছিলেন তা নয়। কিন্তু 'কলম মাতবম্' মতটি তিনি চূড়ান্ত করে
গ্রহণ করতে পারেন নি। তিনি বলতেন, বেশকি আমি সেবা করতে ব্যক্তি
ব্যক্তি, কিন্তু বন্ধনা করে থাকে তিনি গর চেয়ে অনেক উপরে। সেখানে
যদি বন্ধনা করে তবে সেখানে সন্তোষ করা হবে।

এখন সময়ে সন্নিবিষ্টতা অনুভবী প্রত্যয় করবার কতক তাঁর লক্ষ্য নিয়ে
আহারের প্রত্যয় এসে উপস্থিত হলেন। বিরুদ্ধবোধে আহারের সত্যিকার
সত্য হবে। আহার যেহেতু লক্ষ্যের এক দিকে ঠিক কেন্দ্রে বসে আছে।
'কলম মাতবম্' শব্দের সিংহাসন করে করে কাছে আসতে, আহার বুকের
কিছুটা শুদ্ধ করে কেনে উঠতে। হঠাৎ পান্ডি-ব্যাং দেখা-পরা দৃষ্টি

ও বালকের মল খালি পায়ে আমাদের প্রকাণ্ড আড়িনাৰ মথো, মৰা নৰীয়ে
 প্ৰথম বৰাৰ পেকৰা কল্লোৰ খাৱাৰ মঠো, ওত্ৰুত্ৰ কৰে ঢুকে পড়ল। লোকে
 লোকে কৰে গেল। সেই ভিতৰে মথো নিচে একটা ভৰো ভৌকিৰ উপৰ
 মলিনে মল-বাতোজন ভেলে সক্ষীপদ্যাকে বাঁৰে কৰে নিচে এলা' কৰে
 মাতবম্! কৰে মাতবম্! কৰে মাতবম্! আকাশটো যেন কেটে টুকৰো টুকৰো
 হৈছে ভিত্তে পড়গে মনে হল।

সক্ষীপদ্যাক কোচোয়াক পুৰেই দেখেছিলুম। তখন যে ঠিক ভালো
 লেগেছিল তা বৰেই পাবি নে। কলী কেমতে নহ, এমন কি, বীতিমত
 তলীট। তাৰ জাৰি নে কেন আমাৰ মনে হৈছিল, উজলাতা আছে কটো,
 কিছ ডোবাটো অনেকখানি থাকে মিলিয়ে গছা—চোপে আৰ এটো কী
 একটা আছে বেটা খাট নহ। সেই অজুৰ আমাৰ স্বামী বখন বিনা কিয়
 তাঁৰ সকল জাৰি পুৰল কৰাতেন আমাৰ ভালো লাগত না। অসবায় আমি
 সঠিতে পাবলুম। কিছ আমাৰ কেবলট মনে হ'ল, বহু হ'বে এ লোকটো আমাৰ
 স্বামীকে ঠকাছে। ~~কিননা~~, ভাণশানা হোৱা তলখীৰ মঠো নহ, গলিবেৰ
 মঠো নহ, মিৰি বাণৰ মঠো। ভিতৰে আমাৰে লোভ আছে, মথ—
 এট-বকৰ নানা কথা আমাৰ মনে উলৰ হৈছিল। আজ সেই-সল কথা মনে
 উঠে— কিছ, থাক।

কিছ সে বিন সক্ষীপদ্যাক বখন বক্তৃতা দিত লামনেৰে আৰ এই পুৰ
 সভাৰ অধ্য বুলে ভুলে ভুলে উঠে কল জাপিৰে চেমে খাবাৰ কো হল,
 তখন তাঁৰ সে এক আশ্চৰ্য মূৰ্তি দেখলুম। বিশেষত এক সময় পৰ কমে
 নেৰে এসে ডাফেৰ মীচে কিয় তাঁৰ মূৰেৰ উপৰ বখন হঠাৎ বৌত ডকিৰে
 কিলে তখন মনে হল, তিনি যে অমজলায়কৰ মাতব এই কথাটো কেবল
 সে বিন সময় নকলাৰীৰ সামনে প্ৰকাশ কৰে লিলেন। ~~বক্তৃতাৰ~~ প্ৰথম খেৰে
 খেৰ পৰি প্ৰত্যেক কথাৰ যেন কামেৰ ককা জাওয়া। মাতবৰে অত নেই।
 আমাৰ চোখেৰে সাক্ষনে বৌত্ৰু ভিতৰে আত্মাল ছিল সে আমি সঠিতে

পারছিলুম না। কখন নিজের অসুস্থতায় চিকিৎসা খামকটা দিই যে কলে দুখ
বের করে তাঁর দুখের লিকে চেয়েছিলুম আমার হয়ে লাগে না। সমস্ত সত্য
এমন একটি লোক ছিল না আমার দুখ ভেবে তার একটি অসুস্থতা ছিল।
যেহেতু এক সময় সেখানে, কামপুত্রের একতরফে মতো, সখীসখীর উদ্দেশ্য
এই চোখ আমার দুখের উপর এসে পড়ল। কিন্তু আমার চাপ ছিল না। আমি
কি তখন হাতলাতির বই ? আমি তখন বালাগেশের সময় নারীর একমাত্র
প্রতিনিধি, আর তিনি বালাগেশের বীর। যেমন আকাশের গুহের আলো
তাঁর এই ললাটের উপর পড়েছে, যেমন মেঘের নারীচিত্তের অভিক্ষেপ
হয় চাঁদ। এটিকে তাঁর হৃদয় হার হারলা পূর্ণ হবে কী করে।

আমি সেই অসুস্থতায় কখনো পারেনি, আমার দুখের লিকে চাপার পর
যেহেতু তাঁর চোখের আভাস আবেশ জলে উঠল। ইংরেজ উদ্দেশ্যের তখন
আমি তাপ মানতে চাইল না— যন্ত্রের উপর যন্ত্রের সজ্জা, বিভ্রান্তের উপর
বিভ্রান্তের চমকানি। আমার হন বললে, আমারই চোখের শিখায় এই
আভাস ধরিয়ে দিলে। আমার কি, কেবল লক্ষী, আমারই বোকাবটী।

সে দিন একটি অশ্রু অশ্রু হতে অশ্রু কানের লীলি নিয়ে বাঁধি কিরে
লুম। কিন্তু একটি আভাসের কড়ের বেশ আমাকে এক দুহুর্কে এক
কেজ থেকে আর-এক কেজ তেনে নিয়ে গেল। আমার উচ্চা করলে লালল
গীতের বীণাকন্ঠের মতো আমার চুল বেটে দিই এই লীলের হাতের বড়কের
ছিল। কখনো কভে— আমার এই আভাসলব্ধি চুল। যদি কিতরতর
জিহ্বার সঙ্গে বাঁটরেকার পুরনায় যোগ থাকত তা হলে আমার কষ্ট, আমার
পলায় হার, আমার ব্যত্বক, উৎসাহী হতো সেই লক্ষ্য দুটে দুটে গলে গলে
পড়ে যেত। নিজের অসুস্থতা একটি কঠিন পাতলে তখনই যেন সেই
অশ্রুকের উপসাহেবের গন্ধ করা লক্ষ্য হতে পারত।

সম্ভাষকের আমার বামী যখন ঘরে এলেন আমার কণ্ঠ হতে লালল
পড়ে তিনি সেদিনকার বক্তৃতা লীলক হাতিবীর সঙ্গে জানে না মিলিয়ে

কোনো কথা কলম, পাছে তাঁর সত্যপ্রিয়তার কোনো আফসোস বা লজ্জাতে
তিনি একটুও অসম্মতি প্রকাশ করেন— তা হলে সে দিন আমি তাঁকে শ্রী
অবজ্ঞা করতে পারতুম।

কিন্তু তিনি আমাকে কোনো কথাই কলমেন না। সেটাও আমাকে
ভালো লাগল না। তাঁর উচিত ছিল কল, আর সম্মীশের কথা শুনে আমার
চৈতন্য হল, এ-সব বিষয়ে আমার অনেক দিনের কল ভেঙে গেল। আমার
কেমন মনে হল, তিনি কেবল ভেদ করে চুপ করে আছেন, ছোঁর করেই
উদ্দেশ্য প্রকাশ করছেন না।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, সম্মীশবাবু আর কত দিন এখানে আছেন ?

আমী বললেন, তিনি কাল সকালেই বাপুকে বকনা করেন।

কাল সকালেই ?

হী, সেখানে তাঁর বক্তৃতার সময় থির হয়ে গেছে।

আমি একটুকণ চুপ করে বসিলাম। তাঁর পরে কলুম, কোনোভাবে
কালেকের দিনটা থেকে গেলে হব না ?

সে তো সম্ভব নয়। কিন্তু, কেন হলো যেখি ?

আমার ইচ্ছা আমি নিজে উপস্থিত থেকে তাঁকে ব্যাখ্যাব।

তুনে আমার আদী আশ্চর্য হয়ে গেলেন। এর পূর্বে অনেক দিন অনেক-
বার তিনি তাঁর বক্তৃতা কাছ আমাকে বের হবার জন্যে অনুরোধ
করেছেন। আমি কিছুতেই রাজি হই নি।

আমার আদী আমার ঘরের দিকে দ্বিগতাবে এক দকম করে চাইলেন
— আমি তাঁর মানেটা গ্রীক বুঝলুম না। তিতবে হঠাৎ একটু কেমন লজ্জা
বোধ হল। কলুম, না না, সে কাজ নেই।

তিনি বললেন, কেনই বা কাজ নেই। আমি সম্মীশকে বলল— যদি
কোনো দকমে সম্ভব হয় তা হলে কাল সে থেকে যাবে।

কেবলুম সম্ভব হয়।

আমি সত্য কথা বলব। যে দিন আমার মনে হচ্ছিল, ঊষর কেন আমাকে আশ্রয় দ্বন্দ্ব করছে বলতেন না। কারণ মন হরণ করবার ভয়ে যে তা নয়। কিন্তু তখন যে একটি ঘোঁরে। আর এই মহাপ্রাণে দেশের পুরুষেরা দেশের জাতির অথবা দেশের একবার জগদ্ব্যমোকে। কিন্তু বাইরের তখন না বলে জগতের চোখ যে তেবীকে দেখতে পায় না। মনোমগ্ন কি আমার অথবা দেশের সেই জগতের পক্ষিকে দেখতে পাবেন। না মনে করবেন এ কেমন সামান্য মেয়েমানুষ, তার এই বন্ধুর খবর ঘূর্ণিতমাত্র।

যে দিন সকালে মাঝামাঝে আমার ঘুমের মধ্যে একটা লাল বেলনের দিকে ঘিরে নিশুণ করে জড়িয়েছিলুম। চন্দ্রবেলায় বাবার নিমন্ত্রণ, তাই ভিত্তে চুল তখন খোঁপা করে বাঁধবার সময় ছিল না। পায়ে ছিল জরিব পাড়ের একটি সাদা মাদারি পাড়ি, আর জরিব একটিখানি পাড়ি দেওয়া হাতকাটা কাপড়।

আমি ঐক করেছিলুম এ দুই সাধারণ সাত, এর চেয়ে সাধারণ আর কিছু হতে পারে না। এমন সময় আমার মেজাজ হলে আমার মাথা থেকে পা পদম্বল একবার চোখ বুজিয়ে নিলেন। তার পরে হঠাৎই ঘুম টিপে একটি হাললেন। আমি ভিজাল করলুম, মিলি, দুই হাললে যে।

তিনি বললেন, হোঁচ লাগ দেখছি।

আমি মনে মনে বিবস্ব হয়ে বললুম, যেমিট কী লাগ দেখলে?

তিনি আর একবার একটিখানি হাঁক হামি হলে বললেন, মল্ল হব মি ছোটোভানী, বেশ হলে। ~~খেলি~~ ডান্ডি, সেই হোমার বিলিতি কোকানের দ্বন্দ্ব-কাটা জামাটা পরলেই লাভটা পুরোপুরি হব।

এই বলে তিনি কেবল তাঁর দ্বন্দ্ব চোখ নয়, তাঁর মাথা থেকে পা পদম্বল সমস্ত সেরেই ভক্তি হাশিতে করে দর থেকে ঢলে পেলেন। দুই বাগ চল এক মনে হল, সময় ছেড়েছুড়ে অটোমোবাইল মোটা মোটের একটা পাড়ি পড়ি। কিন্তু যে ইচ্ছা শেষ পর্যন্ত কেন যে পালন করতে পারলুম না তা ঐক জানি

সে। মনে মনে কলসূর, আমি যদি কেন তবু-বকস সাজ না করেই সখীপদ্যবু
সাজনে কেঁদেই তা হলে আমার খাশী হাপ তখন— মেহেরা যে সখাজেন
জি।

জেবেছিলুম, সখীপদ্যবু একবারে খেতে বসল কলসেন তখন তাঁর
সাজনে বেহাং। সেই খাওয়ানো-কমটার আড়ালে প্রথম দেখার সখ্যোচ
অনেকটা কেটে যাবে। কিন্তু দাবার তৈরি হতে আত ছেঁবি হজ্জ, প্রাত
একটা বেতে পেতে। তাই আমার খাশী খালোপ করবার জন্য আমাকে
হেঁকে পারিজেছেন। ঘরে ঢুকে প্রথমটা তাঁর মুখের দিকে চাইতে তারি
লজ্জা মেঁছিল। কোনোমতে সেটা কাটিয়ে ছোব করে বলে কলসূর, আত
খেতে আপনার তৈরি হয়ে গেল।

তিনি অসংকোচে আমার পালনে ডোঁকিতে এসে কলসেন, তেঁদুন, আর
তো রোজই এক-বকস কোটে, কিন্তু অরপূর্ণ থাকেন আড়ালে। আত অর
পূর্ণ। এলেন, অর নাহর আড়ালেই বটল।

যেমন ছোর তাঁর বক্তৃতার তেমনি দাবারবে। একটুকু খিচা নেই। সস
জাহপারেই আপন আসনটি অবিলম্বে ভিত্তে মেঁদ্যাই যেন তাঁর অভ্যাস।
কেউ কিছু মনে করলে পারে এসব তর তাঁর নয়। খুব কাছে এসে বসবার
ছাত্তাবিক দানি যেন তাঁর আত, অতএব এত যে ছোব দিতে পারে ছোব
তারই।

আমার লজ্জা হতে লাগল, পাতে সখীপদ্যবু মনে করল আমি নেহান
একটা সে,কলে জড়পদ্যব। মুখের কথা বেশ জল্জলু করে উঠে, কোখাও
বামবে না, এক-একটা কদাব শুনে তিনি মনে মনে আশ্চর্য হয়ে থাকেন, এ
আমার কিছুতেই ঘটে উঠল না। তিতরে তিতরে তারি কট হতে লাগল—
নিজেকে ছাত্তাবিক তৎক্ষণা করে বললুম, কেন তাঁর সাজনে এমন হট্য
কর হতে সেলুম।

কোনো বকস করে খাওয়ানোটা হয়ে গেলেই আমি তাকাতাকি চলে

হাসিলুম । তিনি আমার যেহিনি মিলকোচে সবক'র কাছে এসে আমার
নয় আসলে বললেন, আমাকে শেঠিক ম'করাযেন না । আমি বাবার লোভে
এখানে আসি নি । আমার লোভ কেবল আসনি ডেকেছেন বলে । যদি
বাগীর পরে অহনি দালাই তা হলে অতিথিকে ক'কি বেতন হবে ।

এমন-সব কথা অত'র পরে অত'র জোরে না বললে ক'টি ব'ক ক'র
লাগত । আমার খাশী যে ঠ'র পরমবন্ধু, আমি যে ঠ'র ভাতের খেতা । আমি
যখন নিজের মতে লড়াই করে লক্ষীপদার প্রথম আত্মীয়তার সম্বন্ধ কেহ
এবার চেই' করছি আমার খাশী আমার বিবাহ কেব' আমাকে বললেন,
আজ্ঞা, কুমি তা হলে কোনার পা'য়া দেবে চলে এসো ।

লক্ষীপদা বললেন, কিছু কথা লিখে যান, ক'কি লেখেন না ।

আমি একটু হেসে বললুম, আমি এখনই আসছি ।

তিনি বললেন, আসনাকে কেন বিদ্যাস করি মে তা বলি । আজ ন বছর
লে মিথিলেশ্বর বিয়ে হয়েছে । এই নটি বছর আসনি আমাকে ক'কি লিখে
জিজ্ঞাসেন । আমার কেব' যদি ন বছর করেন তা হলে আ'র সেবা হবে না ।

আমিও আত্মীয়তা শুক করে লিখে ক'কি বলে বললুম, কেন, তা চলেই
বা সেবা হবে না কেন ?

তিনি বললেন, আমার কুটীরে আছে আমি আর বড়'র ম'র । আমার
ব'ল হাত কেউ ছিগের কোঠা সেবোতে পারেন নি । আমার কোঠা এট
মাত্ৰাল হল ।

তিনি কুন্তেছিলেন কখাটা আমার মনে ব'জবে । বাজল ন গুটে । এব'র
আমার ক'কি করে ব'ল হ'ব ক'কি জলের এক) ডিটে লাগল । আমি বললুম,
লক্ষ' মেগের আশীর্বাদে আসনার কাটা কেটে যাবে ।

তিনি বললেন, কেব' আশীর্বাদ কেনলক্ষীমের ক'র খেতেই কো পার ।
সেই অত'ই কো এক ব্যাকুল হয়ে আসনাকে আসতে বলছি, তা চলে আ'র
কেউই আমার কখাচ'র আ'রত হবে ।

ଲୋକଙ୍କର କଲ ଯୋଗା ଡଲେକ ଅନାହାତେ ଜାବ ବାବୁରାବ ଡଲେକ ନିଶିମବାବୁର
 ନବକଟି ଏକାରି ଜାବ କେବେ ନଢଲ ସେ, ଆବ-ଏକବକଟିର ଦୁବେ ବା ନିକଟ ନା ଡାବ
 ଦୁବେ ତାବେ ଆପାରି କବବାବ ଡାବ ନା ଡାବ ନା । ଡାବେତ ଡାବେତ ବାବେନ,
 ଡେବନ, ଆପାବାବ ଏଟି ଆବୀକେ ତାବିନ ବେନ ଜିଲୁବ, ଆପାରି ବାରି ନା ଆବେନ
 ଡାବ ଡେଲ ଡିନିନ ବାବାବ ନାବେନ ନା ।

ଆସି ବଦନ ଡଲ ଆସି ଡିନି ଆବାବ ଡଲ ଡେବେନ, ଆବାବ ଆବ-ଏକଟି
 ନାବାବ କବବାବ ଆବେ ।

ଆସି ବଦନ କିବେ ଡାବେଲୁବ । ଡିନି ବାବେନ, ଜବ ନାବେନ ନା, ଏକ ଜାବ
 ଜାବ । ଆପାରି ବାବେନ, ଆସି ବାବେନ ନାବେନ ଜାବ ବାଟି ଡେ— ବାବାବ ବାବିକ
 ନାବେ ବାଟି ।

ଏବ ନାବେ ଆବାବ ଡେବକଟି ବ ବାବ ବିଜାବା ବାବେ ଡଲ, କେବେ ଦେଲୁ କେବି
 କେବେ ଡାବ କାରିନ ଆବୀ ବାବାବ ବାବିକିନ ବାବ ଡିନିଟାବେ ନା । ଡାବ ନାବେ
 ଜାବ ନାବେ ଡାବ ବିବକବ ଆବେତ ବାବାବ ନାବେତ ବାବାବ ନାବେଲୁବ । ଆବାବେନାବାବ
 ଡେବିକିନାବାବ ନାବେ ବାବାବେ ବିବିକିନାବେ ଡିନିଟାବେ ବାବାବ ଡେବ ଆବାବେ ବିବି-
 ବାବାବେ ବିବିକିନାବେ ବିବକବ ଆବାବେ କଲ ନାବେବେନ ଜାବ ନାବା ଡେବେ ବେବେ
 ଡିନି ବାବେନ, ଜାବେନ ଆବାବ ବାବାବେନାବାବ ଏକାରି କାବେ ନାବେବେନ ସେ
 ବାବାବେ ବିବିକିନାବେ ବାବାବେ ବାବାବେ ନା, ନାବେ ବାବାବ ନାବାବ ଡେବ ଡାବି ନା ।

ଆବାବ ବାବାବ ଏକ କଲ ନାବେ ବାବାବେ, ବାବାବ ବିବିକିନାବେ ନାବାବେ ବିବିକିନାବାବ
 ସେ ଏକ ଡିନି, ବାବାବ ଆବାବ ଡାବାବ ଡାବାବ ନା—, ବାବାବ ବାବାବେ ବାବାବ ବିବିକି
 ନାବାବ, ସେ ଏକବାବେ—

ନାବାବେ କି ବାବାବ ବାବାବିକିନାବାବେ ବାବାବେ । ଡାବାବେନ ଆବାବେ ବାବାବେ
 ଏକେବେ ବାବାବ, ଆବାବିକିନାବାବେ ବାବାବେ ବାବାବେ ବିବିକିନାବାବେ ଏକେ ବାବାବ
 — କେବେ ନାବାବ ବିବିକିନାବାବେ, ବାବାବେ ବାବାବେ ବାବାବେ ।

ଆବାବ ବାବାବ ଆବାବିକିନାବାବେ ନାବାବେ ବାବାବେ ନା । ବିବିକିନାବାବେ ବାବାବେ
 ଆବାବିକିନାବାବେ, ସେ ବାବାବ ବାବାବେ ବାବାବେ ନା, ବାବାବେ ବାବାବେ । ଆସି ଏକବା

সবীশবাবু উজ্জ্বল করেই আবার বাবীর সঙ্গে তর্ক ব্যক্তি হয়ে উঠেন। তিনি বলেন, তর্কে তাঁর জীর্ণবাস অনেক সময় উপলব্ধ। কৃষ্ণ কৃষ্ণ করে উঠতে থাকে। এর পরেও আমি বাক্যের স্পেণ্ডি, আমি উপস্থিত থাকলেই তিনি তর্ক কববার সামান্য উপলব্ধিই হারিয়ে নেন না।

‘কলম হাতবন্দ’ হয় সত্ত্বে আবার বাবীর হাত কী তিনি জানতেন, সেটাই উল্লেখ করে বললেন, সেখান থেকে হাতবন্দের কলমাবৃত্তির যে একটা কারদা আছে সেটা কি তুমি মান না, নিখিল ?

একটা কারদা আছে হানি, কিন্তু সব কারদাই তাই তা হানি নে। কেন-
জিনিসকে আমি খুব সমাজে নিজেই মনে জানতে চাই এম- সকল
দোকমে জানতে চাই— এর কথা তিনিই সত্ত্বে কোনো মন-ভোগাবার
কল্পনা বাবীর কল্পে আমি তার পাট, লক্ষ্যে বোঝে কবি।

তুমি থাকে হাতবন্দ বলত আমি তাকেই বলি সত্তা। আমি কেনে
সত্তাই দেখতে বলে হানি। আমি একদিকের উপলব্ধি— হাতবন্দের ফোটে
কলমবন্দের সত্তাকার প্রকাশ, হেঁজনি সেখান মনে।

এ কথা যদি সত্তাই বিধান কর তবে হোমার সঙ্গে এক হাতবন্দের সত্তে
অন্ত হাতবন্দের, হাতবান এক সেখান সত্তে অস্ত সেখান ভেদ নেই।

সে কথা সত্তা, কিন্তু আবার নতি অস্ত, অস্তএ নিজেই সেখান পূজা
হাতাই আমি হেঁজাবন্দের পূজা কবি।

পূজা করতে নিজে কবি নে, কিন্তু অস্ত সেখান যে নানান অস্তের উপ
প্রতি বিবেক করে সে পূজা কেমন করে সমাধা হবে ?

বিবেকও পূজার অস্ত। কিহাতকেই হাতবন্দের সঙ্গে লড়াই করেই অস্ত
কলমকে করেছিলেন। আবার এক চিত্র চিত্রে হাতবানকে হাতব, এক চিত্র
জাতাই তিনি প্রকাশ করেন।

তাই যদি হয়, তবে বাস্তব সেখান অতি করতে অস্ত বাস্তব সেখান সে
কল্পে উজ্জ্বলই তাঁর উপলব্ধি করছে— তা বলে বিবেক করে স্পেণ্ডি

প্রচার করবার সময়।

নিজের বেশ সবচেয়ে ভালো কথা— তখনো যে কয়েক মনো পুণ্য
—ই উপলব্ধি আছে ।

তাঁ হলে জু নিজেই বেশ ভেন, তার চেয়ে আরও বেশ —ই উপলব্ধি
আছে নিজেই সবচেয়ে । নিজের মনো যে মনোবোধ আছে তাঁর পুণ্য
হটাই যে বেশ বিদ্যমান সব চেয়ে বড়ো করে কানে রাখছে ।

মিথিল, কুহি যে এই সব শুক করছে এ কেবল বুদ্ধির শুকনো ফল । হঠাৎ
একটা পদার্থ আছে, তাকে কি একবারে মনেই না ?

আমি তোমাকে সত্য বলছি সখীশ, বেশকি বেশকি মনোবোধ মন
তোমার অস্তিত্বের কথা, অর্থাৎ পুণ্য হলে ভালোতে ভালো মনোবোধ
হলে কানে কানেই আমি হির থাকতে পারি নে । আমি যদি নিজের
ব্যর্থতার জন্যে চুপি কপি তা হলে নিজের প্রতি আমার যে মনোবোধ
তারই কি ফলে যা হিট নে ? চুপি করতে পারি নে যে তাই— সে কি বুদ্ধি
আছে হলে ? না, নিজের প্রতি প্রভা আছে হলে ।

জিজ্ঞাসে কিতবে আমার বাগ হস্তি । আমি আর থাকতে পারলুম
না : আমি হলে উল্লেখ, ইংরেজ করাসি জমান কল এমন কোন্ সত্যলেন
আছে তার ইতিহাস নিজের বেশের জন্যে চুপির ইতিহাস নয় ?

সে চুপির জবাবদিহি সত্যলেন করতে হবে, মেনন করতে হচ্ছে । ইতি-
হাস এখনও শেষ হয়ে যায় নি ।

সখীশবাসু কলকাতা, বেশ তো, আমরান তাই করব । চোরাই হালে
আগে মনোবোধ করে তার পরে কীভাবে প্রবেশীকাল হবে আমরান
কবাবদিহি করব । কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কুহি যে বললে একমো সত্য
কবাবদিহি করছে, সেটা কোথায় ?

তোমার মনোবোধ পাশের কবাবদিহি করছিল তখন তা কেউ দেখতে
পায় নি । তখন তার একমো মীমা ছিল না । বড়ো বড়ো ডাকাত-সভাসভা

কবানবিধিে দিন কখন আসে তা বাইরে থেকে দেখা যায় না। কিন্তু একটা
 জিনিস কি দেখতে পায় না— ওদের গলিটোয়ের কুলি-ছত্রা বিখ্যাত,
 প্রদকন, বিবাসখাতকতা, ওপচবুগি, প্রেটীক-বন্ধার লোকে ছাৰ
 সতাকে গলিমান, এই যে-সব পানের বোকা নির্ভেচকোহে এৰ জাৰ কি ভয়-
 আৰ, এ কি প্রতিদিন ওদের সত্ৰা হাৰ বুকের বকু শুবে থাকে না ব বেনেৰ
 উপবেগ যাৰা ধৰ্মকে মানছে না, আমি বলছি, তাৰা বেশেৰেও মানছে না।

আমাব খামীকে আমি কোনো দিন বাইরেৰ লোকেৰ সহকে ভক কবো
 শুনি নি—আমাব সকে তিনি ভক কাহেৰেন, কিন্তু আমাব প্রতি তাঁৰ এমন
 গভীর কত্থা যে আমাকে তাঁৰ মান্যতা তাঁৰ কষ্ট হাৰ : আক তেখলুম তাঁৰ
 অস্ৰচালনা।

আমাব খামীৰ কথাগুলোতে কোনোমতেই আমাব মন সাধে চিহ্নিত
 না। কেবলই মনে হচ্ছিল, এৰ গলদুক উভব আছে, উপস্থিতমাতো যে
 আমাব মনে কোণাচ্ছিল না। মনছিল এই যে, ধর্মের কোণাট মিলে চুপ
 করে যেতে হয়—এ কথা বলা নত, ধর্মকে অকটা লুপ লগত মানতে বাছি
 নই। এই ভক সবচেহে ভালোবকম ওকাৰ বিধে আমি একটা লিপৰ এক
 সেটা সন্ধ্যাপানুৰ হাৰে বেল, আমাব মনে এই সঙ্কল্প ছিল। তাই আত্মকে
 কথাবাটাওলো ঘরে কিংবা বেশেই আমি নোট করে নিয়েছি।

এক সময়ে সন্ধ্যাপানু আমাব দিকে চেয়ে বললেন, আপনি কী করেন

আমি বললুম, আমি বেশি দাখে দেহে চাই নে, আমি মোটা কথা
 বলব। আমি মাড়ব, আমাব লোভ আছে, আমি দেশের কল্ল লোভে করব
 আমি কিছু চাই বা আমি কাচল কুতল। আমাব বাপ আছে, আমি দেশে
 ছেড়ে বাপ করব, আমি কাউকে চাই থাকে কাটব কুটল, যাৰ উপবে আ
 আমাব এক দিনের অপমানের শোণ তুলব। আমাব মোভ আছে, আ
 দেশকে নিয়ে মুক্ত হব; আমি দেশের এমন একটা প্রত্যক্ষ রূপ চাই বা
 আমি বা কলব, ফেরী কলব, চুর্ণী কলব, যাৰ কাছে আমি বলিমানের পত্ত

ବି.ବି.ସି.ସି.ର ଉକ୍ତ ଜାମିନ ଫେର । ଆସି ହାତୁ, ଆସି ଫେର । ମଝି ।

সকলিয়ার চৌকি থেকে উঠে আসলেন সচিব হার আফগানকে করে
বলে উঠলেন, হ্যাঁ! জুয়া! সত্যেরই সত্য বলে করে থাকেন, হ্যাঁ! হ্যাঁ!
হ্যাঁ! হ্যাঁ!

আমার খাবীর অলপের একটি পক্ষীর বোনা হোক মুখের শেষ ছায়া
কেনে চলে গেল । হিমি দূর দূর করে বললেন, আমিও যাব না, আমি
যাব না, আমি সেই চাকের বড়ি, আমার যা কিছু মল কিছুতেই সে আমি
আমার ফেলবে যেন না, যেন না, যেন না ।

[illegible]

CONCLUSIONS

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

॥॥॥ ॥॥॥ ॥॥॥

সত্যজিৎ রায়ের গল্প,
কল্যাণে লেখিতা গাও কলক
নির্লজ্জ কালো কলুসবর
বুকে গাও, প্রেমবতী ।

মাক দিক্ দাক্ সেই দরকে বা হাসতে হাসতে সর্বনাশ করতে জানে
না !

এই বলে তিনি মেঝের উপর চুপচাপ ভোরে লাগি মারতেন— কাপেটি
থেকে অনেকখানি নিশ্চিত ধুলো চমকে উপরে উঠে পড়ল। মেঝে মেঝে
মুগে মুগে মারত খা-কিছুকে বড়ো বলে যেমনতে এক মুহুর্তে তিনি তাকে
অসম্মান করে এমন মৌরবে মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাড়িয়ে উঠলেন যে তাঁর মুখের
নিচে ভেদে আমার সমস্ত শরীরে কাটা গিরে উঠল ।

আবার হঠাৎ মড়ে উঠলেন, যে আঙুন বড়কে পোড়ায়, যে আঙুন
ঝাড়িকে জ্বালায়, আমি নাই কেনেতে পাচ্ছি তুমি সেই আঙনের স্মৃতি
কেনেতা ! তুমি আক আমারের সকলকে নই হবার চুক্তি তেরে গাও, আমারের
অস্ত্রকে জ্বলুও কবে !

এই শেষ কটি কথা তিনি যে কাকে বললেন তা ঠিক বোঝা গেল না ।

মনে করা যেতে পারত, তিনি যাকে লক্ষ্য মারত। বলে বকনা করেন তাকে,
কিবা কেনেব যে নাকী সেই কেনেবায় প্রতিনিবিড়নে তখন সেখানে বক্ত-
মান ছিল তাকে । মনে করা যেতে পারত, কবি বাঙালীকি যেমন পানবুড়ির

বিকছে করবার আদ্যোতে এক নিমেষে হঠাৎ প্রথম অচটপ উচ্চারণ করে-
ছিলেন তেমনি সন্ধ্যাবাদুও পানবুড়ির বিজছে নিকাকণার আঁবাতে এই
কথাগুলি হঠাৎ বলে উঠলেন— কিবা জনসংগঠনের অনোরজন-ব্যবসারে
চিরাত্যস্ত অক্লিনয়-জ্বলন্ততার এই একটি আন্দর পরিচয় ছিলেন ।

আরও কিছু বোধ হয় বলতেন, এমন সময় আমার বামী উঠে তাঁর
গারে হাত গিরে আঙে আঙে করলেন, সন্ধ্যা, চকনাখবাবু এসেছেন ।

করান চন্দন তেলের ফলে লোম, নোমামুক্ত কৃষ্ণ চরটার কাছে ঘাঁড়িয়ে
থরে চুককের কিনা জলধেনেব অকোদুখ লজ্জাপথের কতো তাঁর দুপের
খোঁজি নজরার পবিসূর্ব। আমাকে আমার বামী এসে বললেন, টিনি
কামারি মাস্টারমবার। এইর কথা অনেকবার কোমাকে বলেছি, একে প্রণাম
করো।

আমি তাঁর পাতের ধুলো নিয়ে তাঁকে প্রণাম করলাম। তিনি আশীর্বাদ
করলেন, যা, কসবান চিরদিন কোমাকে বকা করুন।

ঠিক সেই সময়ে আমার সেট আশীর্বাচনের সন্ধানকন ছিল।

ବିଧିବେଦନାର ଆଦାନକଥା

এক দিন আদাম মনে কিবাল ছিল, সেবার আদামকে যা সেরে আনি তা
 নিয়ে পাবেন । ১-পবিত্র স্নান পড়িও; ২২ নি। ১০০০ প্রতি ১২৪ এক।

ଜଣେକ ବସନ ଯେନ ଯେନ ବାହାରି କରନ୍ତୁର ଅନେକ ହୁଏ କହନା କରେନ୍ତି ।
 କପନା, ଶ୍ରେଣିକି, ଧାବିନୀ, କପନା, ଚେଳକାନ୍ତ, କପନା, ଅଳହାନ୍, କପନା, କୁହା ।
 ଏହା କି, କପନା, ବିହାଳେ କୁହା କପାଳ ଡାହାଣ ଡେଇଁ କରେନ୍ତି । ଏହାହୁଁ
 ନୟନାବ କପେ ଅଳହାନ୍ କପେ ଯେ, ଏ କପା ବସନ ବାହାରି ହୋଇ ଯେ ହିଆ ବାରି
 ନି ।

ଏକଦମ ଶେଷି କଥା ହୋଇଲା ଯିଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ କବିରୀ ନାମି । ଆଉ
ଏହି କଥାଟା ନିମ୍ନେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ଏହା କି କଥା ?

ସମ୍ଭବ ହିତରେ କେବଳ ଜାଣିପାର । କଣି କାଣି ସିଦ୍ଧ ହୋଇ । କାଳକର୍ମ
 କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାର ଅବସର ନାହିଁ । ସାଧୁ ସହ ସମସ୍ତ ସୁଧିରେ ଯାକି ଅବରଣେ
 ଏକତା ନାଥା ମାନ୍ୟ କାଟିବେ ଯାନ୍ତି । ଚକ୍ରମେ ଦେଖେ ଓହେଟି କେହି, ନିଜେ
 ଆଲୋଚନା ନାମକା ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲେଖେ -- କି ? କି ? କି ହୋଇବେ ? ଏ କାଳେ
 କିମ୍ଭବ କାଳେ ? କୋପା ସିଦ୍ଧ ଆଦିଏ ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତର ଉପର ଚାନ୍ତି ଦେଖିବେ
 ଏକ ?

আমার মনের বোধশক্তি ১৩১৭ ১২৯ ভাবনিক হেতু উল্লেখ যে যে জন
আমার অতীতের নৃকর ঐতিহ্য কথের ভগ্নকণ পথে লুকিয়ে আসছিল তাই
সমস্ত বিদ্যা আত্ম আমায় নাতি টেনে টেনে তিনটে . আর যে লক্ষ্য
যে ক্রম বহিরে এল বইল, সে বইটী প্রাণপণে ঘোড়া টানতে আমার কন্ঠের
সামনে তবুই তার আবক হুতে গেল : আমার সমস্ত ক্রম লুকিতে গবে
জিয়েছে— বা কেবলই নই, বা কেবলই চাই সে, তাই কস কস কেবলি ।

कवि विद्वत् जेकर कहिक यथा एउ कदा काहीन हउ कविनिनु

সে কথা এত ভাল বুঝিয়ে দেবে আর হঠাৎ লিঙ্গের পর লিঙ্গ, দুহেঁদের পর দুহেঁদের, কথার পর কথাই, শব্দের পর শব্দইতে, সেই আশার প্রত্যাশিত জীবনের চূড়ামা এমন তিল তিল করে প্রকাশ করবার দিন এসে বেলে ন খোঁজানের এই মটী বড়র হাও মাথাকের বাসনা কিংবা জীবনের পর দুহুই পরের মতা সেটাকে তুলে আনিলে কতই কতই আশার বরষে থাকবে। জগৎপেতের লমল হাও একেবারে চুতোরাল সব চেয়ে বড়ো কলোশের কতি তাইট মাউ। শুকু যেন প্রাণেশে বলাও পারি, যে মতা, তোহাটই জুই হোক।

আমার বিশুদ্ধ হান দুতর খানী সোশাল কাল বোঝিল, জাও মেয়েদিয়ের মাচামা চাইতে। সে আশার আরও আশাবাদগুলো মিকে জাওগে মনে মনে ভাবছিল, আমার মতো খুদী জগতে আর কেউ নেই। আমি বললুম, সোশাল, দুতরক বোলে, কাল আনিতার লমানে, জাও হাও দুত আশনার ইন্ডের অতুত পরিবেশ খাতিক দুই বার বেবেছে। সেই লম্বীও হাতের অর একবার হোরে আশনার জগে আমার লমল হাও আত বানডে। সার জগের আশাবাদলিই হাও দুতর হাও হোতে, আত তাকে একবার তুলে আনি গে।—এমো লবিহ, জগতক হোমাত লবিহ লগের দুলা আতন একেবারে নিলেশ হাও হাও নি।

জোর করে, অতাকার করে কী করব নাও হাও টেট করেই বললুম, আমার জগের আশাব আউ। পুলসের মতো মেয়েদি খেট, সব চেয়ে মেয়েদি আমার স্বভাবে হাউতো সেই জোর নেই। কিছু জোর কি শুকু আতালন, শুকু বাইবেগোল, জোর কি এই বকর অতাকাতো হাওের তলাহ—কিছু হা-সমর শুক কতা কেন ন খোঁজাতা করে কো বোলাত লমল করা হাও না। অযোগ্য। অযোগ্য। অযোগ্য। নাও তাই হল, কিছু কালোশালার জো দুলা তাই—সে যে অযোগ্যতাকে লকল করে হোলে। বোমোর জগে পুখীতে অনেক পুখোর আউ—অযোগ্যের জগেই খিাভা কেবল এই কালোশালার জেবেহিলেন।

একদিন বিয়লকে বলেছিলেন, তোমাকে দাঁড়িয়ে আদৃত হবে। বিয়ল ছিল আমার কবের মতো— সে ছিল খর-গড়া বিয়ল, ছোটো কাহেলা এবং ছোটো কর্তব্যের কতকগুলো বীণা নিয়ে তৈরি। তার কাছ থেকে যে ভালোবাসাটুকু নিষ্কাশিত পাচ্ছিলেন সে কি কর্তব্যের পতীর উপরে সীমিত। না সে সাময়িক মানসিকগতির ব্যস্তের চাপে চানিত তৈরিক কলের কলের বীণা বজাচ্ছের মতো ?

আমি লোভী ? না সেয়েছিলেন তার চেয়ে আকাঙ্ক্ষা ছিল আমার অনেক বেশি ? না, আমি লোভী নই, আমি প্রেমিক। সেই ভেতরে আমি ভালো-সেওয়া লোকায় নিষ্কৃতির কিনিম চাই নি— আমি তাকেই চেয়ে ছিলুম আপনি দয়া না বিলে থাকে কোনোমতেই দয়া দাও না। পুষ্টি নাতিতাব পুষ্টির কাপড়ের কাটা ফলে আমি খর সাভারে চাই নি, কিংবা মতো জানে পুষ্টিতে প্রেমে পূর্ণবিশিষ্ট বিয়লকে কেবলার কড়া ইচ্ছা ছিল।

একটা কথা তখন তাবি নি, যাচসকে যদি তার পূর্ণ মুকলমে দয়া কপেই যেবতে চাই তা হলে তার উপরে কেবলারে নিশ্চিত দাবি রাখবার আশা ছেড়ে নিতে হয়। এ কথা কেন তাবি নি ? খীৰ উপর আধীর নিচা হজলের অঙ্ককারে ? না, তা নয়। ভালোবাসায় উপর একান্ত ভরসা ছিল বলেই।

মহোদয় সম্পূর্ণ অনাযুক্ত রূপ পঙ্ক করবার পুষ্টি আমার আছে, এই অংকার আমার মনে ছিল। অতঃ তার পরীক্ষা হচ্ছে। যদি আর দাঁড়ি পরীক্ষার উত্তীর্ণ হয়, এই অংকার এখনো মনে রেখে নিলুম।

আজ পর্যন্ত বিয়ল এক ভাবনার আত্মকে কোনোমতেই মুক্ত পাবে নি। অর্থহীনকে আমি বজাতির মুকলতা বলেই আমি। যে মুকল সে জবিভাৎ করতে সাহস করে না— তারপরতার দাবিই এক্ষিণে অত্যাগের দাব্য যে তাকাতাতি কল পেতে চায়। তৈরিক পথে বিয়লের ঠিক নেই। মুকলো

কথা সে ভুলিও, কখন, এমন কি, অস্বাভাবিক ভাবে ভালোবাসে। জীবন
সহ একটা জন্মের আকাঙ্ক্ষা যেন তার মনে আছে।

জেবেলিন্দ, কতক ভাববার এসে জীবনকে যখন সে ব্যস্ত করে তখন
তখন-সৌভাগ্যের প্রতি এই মোহ থেকে সে উদ্ধার পাবে। কিন্তু আজ
সেখানে পাবি, ওটা কিম্বদন্তি প্রকৃতির একটা অঙ্ক। টুকটেকে উপরে কণ
যন্ত্রের ভালোবাসা। জীবনের সময় সহজ সহজ হৃদয়ে সে লক্ষ্য মরিচ দিয়ে
বাল আত্মন করে জীবের তলা থেকে পাকবস্ত্রের তলা পর্যন্ত আলিয়ে কুলকে
চয়— অল্প সময় থাকতে সে এক-বকম অবস্থা করে।

তবেই আমার মন এই যে, কোনো একটা উদ্ভেদনার কথা মন দিয়ে
উদ্ভেদন যতো বেশের কাছে লাগবে না। আমি বহু কালের জন্যে
তবু চাকর-বাকরকে হারবার করতে পারি নে, কারণ উপর যেনোমেনে
যায়ে কিছু একটা গলতে বা কবুতে আমার সময় দেওয়ার ক্ষমতা একটা
সংকোচ যোগ হয়। আমি জানি, আমার এই সংকোচকে দৃঢ়তা বলে বিদ্য
মনে মনে অবস্থা করে— আক সেই একটা কারণ থেকে সে জিতবে কিভাবে
আমার উপরে রাগ করে উদ্ভেদ যখন সেখানে আমি 'বন্ধে হাতবন্ধ' থেকে
চাতি দিয়ে বা-টুক-তাই করে দেওয়াই নে।

আমি সময় বেশের ঠেঁকটুকু যত্নে পাঠ দিয়ে আমি যে বলে বাই
মি, এতে সকলেই অগ্রিম হয়েছি। বেশের লোক ভাবতে, আমি যেভাবে
চাই কিবা পুলিশকে ছাড় করি। পুলিশ ভাবতে, জীবনের আমার কুসংস্কার
যাতে বসেই বাইরে আমি এমন ভালোবাসা। তবু আমি এই অনিবার্য
এ অসম্মানের পথেই চলেছি।

কেননা, আমি এই বন্ধ, ফেরে সাধাভাবে সত্যভাবে বেশ বসেই
কেনে, হাতবন্ধে হাতবন্ধ বসেই প্রজ্ঞা করে, যারা তার সেবা করতে
উৎসাহ পাব না— জীবনের করে যা বসে, সৌরী বসে, যার লক্ষ্যে যাওয়ার
কেবলই অসম্মানের হৃদয়কে হয়— তারের সেই ভালোবাসা বেশের প্রতি

কেমন নয় যেমন বেশার প্রতি। সম্ভাব্য উপরে কোনো একটা
মোড়কে প্রকাশ করে রাখবার চেষ্টা, এ আমাদের মস্তাপত্ত হানতের লক্ষণ।
চিন্তকে মুক্ত করে নিগেই আমরা আর বল পাঠ নে। হয় কোনো কল্পনাকে
নয় কোনো মাতৃবাক্যে, নয় চাটপাতার ব্যবহারে আমাদের অসাড় চৈতন্যের
পিঠের উপর সজ্জা করি না বলালে সে নড়তে চাই না। স্বতঃক্ৰমে
যতো আমরা আর পাঠ নে, তত কণ এই বকম মোহে আমাদের প্রবোধন
আছে, তত কণ দূরতঃ চবে স্বাধীনভাবে নিজের মেনকে পাবার শক্তি
আমাদের যে নি। তত কণ আমাদের অবস্থা যেমনি হোক, হয় কোনো
কামনিক দৃষ্টি নয় কোনো সত্যকার চেষ্টা, নয় একসঙ্গে উঠে দিলে,
আমাদের উপর উৎসাহ করবেই।

সে দিন সন্ধ্যায় আমাদের বললে, তোমার মত নানা প্রশ্ন থাকতে
পারে, কিন্তু তোমার কল্পনাবৃত্তি নেই— সেইভাবেই যথেষ্ট এই নিবা
মুখিকে তুমি মন্য করে দেখতে পার না। দেখলুম, বিমলও তাতে লম
দিলে। আমি আর উত্তর করলুম না। তাকে ভিত্তে রাখ নেই। কেমন, এ
তো বুদ্ধির অমৈত্বে নয়, এ যে স্বভাবের ভ্রম। ভোটাে ব্যবহার সীমাবদ্ধ
মতো এই ভ্রম ভোটাে আকারেই বেশা চেষ্টা, সেই ভ্রমে সেটুকুতে মিলন
পানের তাল কেটে যায় না। বতো মনোবো এই ভ্রমের অতক কত
সেখানে এই ভ্রম কেবলমাত্র কল্পনামি করে না, আঘাত করে।

কল্পনাবৃত্তি নেই। অর্থাৎ, আমার মনের প্রাণীকে তেল-বাতি থাকতে
পারে, কেবল নিখার অস্তাব। আমি তো বলি, সে অস্তাব তোমাদেরই
তোমরা চক্ষুশ্রী পাখিরের মধ্যে আলোককণীন, তাই এত চকিতে হয়, এত
শব্দ করতে হয়, তবে একটু একটু স্থলিক হোবার। সেই বিস্তারিত স্থানিত
কেবল অসংখ্য বাক্যে, দুটি বাক্যে না।

আমি অনেক দিন থেকেই লক্ষ্য করেছি, সর্বাঙ্গের প্রকৃতির মধ্যে এক

হালসার কুলতা আছে। তার সেই বাৎসরিক আলকিত্তি ভাবে বর্ষ নতুন
 যোগ বচনা করার এক সপ্তের কাছে মৌর্যস্ফোর নিকে সাক্ষ্য করে।
 তার প্রকৃতি বুল অবশ্য বৃদ্ধি হীক হাংগেই সে আনন্দ প্রকৃতিকভাৱে মাথ
 গিয়ে সাক্ষিৰে তোলে। কোণের ভজির মতোই বিবেকের আত চরিতার্থতা
 যার পক্ষে উপস্থাপন করতামি। ঢাকা নতুন সখীশের একটা লোপুশতা
 আছে, সে কথা বিমল এর পূর্বে আমাকে অনেকবার বলেছে। আমি যে জা
 বৃদ্ধি নি তা নয়, কিন্তু সখীশের সঙ্গে ঢাকা নতুন কলনতা করতে আমি
 পারতুম না। ও যে আমাকে কীকি নিকে এ কথা মনে করতেও আমার
 লজা হত। আমি যে একে ঢাকার লগায়া করছি সেটা পাছে কুটী হয়ে
 লগা হলে এই করে ও-নতুন আমি কোনো বকর তক্কার করতে চাইতুম
 এ। আর কিছু বিমলকে এ কথা বোঝানো শক হবে যে, কোণের নতুন
 সখীশের মনের ভাবের অনেকখানিই সেই বুল লোপুশতার উপাধর।
 সখীশকে বিমল মনে মনে পুতা কড়াচ, তাই আত সখীশের নতুন বিমলের
 কাছে কিছু করতে আমার মন ছোটেও হবে না। কী জানি কতকো তার
 মনো আমার মনের টাঙ্গা এসে বেঁধে, বেঁধে অকৃত্যকি এসে পড়ে। সখীশের
 যে চৰি আমার মনে জাগতে তার বেধা বেঁধে আমার কেনার কীকি জালে
 হেঁতুতুরে গিয়েছে। তবু মনে রাখার চেয়ে গিয়ে ফেলা ভালো।

আমার হান্দিয়-কণার চক্ৰনাথবাণকে আত আমার এই কীকনের জায়
 বিশ বৎসর পৰ্যন্ত বেকলুম; তিনি না কন করেন নিজাকে, না কজিকে, না
 কৃত্যকে। আমি যে বাড়িরে করেছি এখানে কোনো উপলক্ষে আমাকে ককা
 করতে পারত না। কিন্তু কী হান্দিয় কীকি পাতি, কীকি নতা, কীকি পবির
 কিত্তিগানি নিয়ে আমার কীকনের হান্দিয়নটিকে কীকি কীকনের প্রকিত্তি
 লগেছেন; তাই আমি কতকো একে নতা করে, একে প্রজক করে
 লগেছি।

সেই চক্ৰনাথবাবু সে দিন আবার কাছে এসে কলকেন, সন্ধ্যাপকে কি
এখানে আর চরকার আছে ?

কোথাও অমতলের একটু হাওয়া দিলেই তাঁর চিত্তে গিরে যা বেহে,
তিনি কেমন করে বুঝতে পারেন। বহুতে তিনি চকল হন না, কিন্তু সে দিন
সামনে তিনি যত বিপদের একটা ছায়া দেখতে পেরেছিলেন। তিনি আমাকে
কত ভালোবাসেন সে তো আমি জানি।

চায়ের টেবিলে সন্ধ্যাপকে বললুম, তুমি ক'ণ্ডে যাবে না ? সেখান থেকে
চিঠি পেয়েছি, তারা ভেবেছে আমিই তোমাকে কোর করে ধরে রেখেছি।

বিমল ভালানি থেকে চা ঢালছিল। এক মুহুর্তে তার মুখ শুকিয়ে গেল।
সে সন্ধ্যাপের মুখের দিকে একবার কটাক্ষমারে চাইলে।

সন্ধ্যাপ বললে, আমরা এই-যে চার নিকে ঘুরে ঘুরে খেচনী প্রচার করে
নেতাজি, ভেবে দেখলুম, এতে কেবল শক্তির বাজে খরচ হচ্ছে। আবার
যেন হয়, এক-একটা জায়গাকে কেন্দ্র করে যদি আমরা কাজ করি তা হলে
তের বেশি স্বাধী কাজ হতে পারে।

এই বলে বিমলের মুখের দিকে চেয়ে বললে, আপনার কি খাট জেনে
হয় না ?

বিমল কী উত্তর দেবে প্রথমটা ভেবে গেলেন না। একটু পরে বললেন, হ
হকমেই দেশের কাজ হতে পারে। চার নিকে ঘুরে কাজ করা কিবা এক
জায়গায় বসে কাজ করা, সেটা নিজের ইচ্ছা কিবা স্বভাব অনুসারে বেছে
লিখে হবে। ওর মধ্যে যেভাবে কাজ করা আপনার মন চায় সেইটাই
আপনার পথ।

সন্ধ্যাপ বললে, তবে সত্য কথা বলি। এতে দিন বিকাশ ছিল, ঘুরে ঘুরে
সমস্ত দেশকে ঘাতিয়ে কেড়ানোই আমার কাজ। কিন্তু নিজেকে কুল ঘুরে
ছিলুম। কুল বোঝবার একটা কাল ছিল এই যে, আমার অন্তরকে সন
সকরে পূর্ণ হাকতে পারে এমন শক্তির উৎস আমি কোনো এক জায়গায় পাট

নি। তাই কেবল ঘেঁষে ঘেঁষে নতুন নতুন লোকের ঘরকে উত্তেজিত করে
সেই উত্তেজনা থেকেই আমাদের চীৎকারের তেজ সাংগ্রহ করতে হয়। আমি
আপনিই আমার কাছে খেলের বাই। এ আপন ছোট্ট আঁক লম্বক আমি
কানো পুকুরের জলো ফেরি। নি। ঠিক, এত দিন আপন লকির অভিমান
করেছিলুম। সেপের নাতক হবার পর আমি বাঁধি নে। আমি উপলক্ষ্যমাত্র
যে আপনাব এট তেজহে এইখানে থেকেই সমস্ত লোককে জালিয়ে ফুলতে
দাও, এ আমি প্যারী করে বলতে পারি। না না, আপনি লক্ষ্য করতেই না
— বিখ্যাত লক্ষ্য শংকোড বিনয়ের অনেক উপরে আপনাব স্থান। আপনি
আমাদের হট্টচাকের মকীরাণী। আমরা আপনাকে চারি দিক ঘিরে কাজ
দেব। কিন্তু সেই কাজের লকি আপনাবই— তাই আপনাব থেকে দূরে
শলেই আমাদের কাজ কেন্দ্রস্থল, আনন্দবীণ হবে। আপনি নিশংকোডে
আমাদের পূজা গ্রহণ করুন।

লক্ষ্যাব একা সৌরবে বিমলের দুখ লাল হয়ে উঠল যে চাঁদের পেছলার
চালারে তার হাত কাঁপতে লাগল।

চন্দ্রনাথবাবু আঁত-এক দিন সেসে বললেন, আমরা দুজনে কিছু দিনের
সঙ্গে একবার হাজিলা বেড়াতে যাব— কোন্‌র দুখ বেবে আমার পোশ
দেব তোমার পরীত ভালো নেই। ভালো দুখ হয় না বুঝি ?

বিলম্বে লক্ষ্যাব লম্বক বললুম, বিমল, হাজিলিও বেড়াতে যাবে ?

আমি জানি, হাজিলিও গিয়ে চিমাল পরিত দেববার করে বিমলের
দুখ লম্ব ছিল। সে দিন সে বললে, না, এখন থাক।

সেপের কতি হবার আশঙ্কা ছিল।

আমি বিবাস ছায়ায় না, আমি অনেকা করব— ছোট্টো আঁক
থেকে বড়ো জাহায্য হবার দাবদানকার হাওয়া ছোট্টো হাওয়া। বড়ের

চক্করীমান্দার যে ব্যবহারটুকুর মধ্যে শিল্পের জীবন বাসা বেঁধে বসে ছিল
 দরের বাইরে এসে হঠাৎ সে ব্যবহার কুলোচ্ছে না। অতেনা বাইরের সঙ্গে
 চেনাভেনা সম্পূর্ণ হয়ে যখন একটি বোঝাপড়া পাওয়া হবে তখন জগৎ
 আবার স্থান কোথায়। যদি দেখি, এই বৃহৎ জীবনের ব্যবহার মধ্যে কোথাও
 আরি আর বাস পাই নে, তা হলে বুঝব, এক দিন বা নিরে ছিলুম সে
 কেবল কাঁকি। সে কাঁকিতে কোনো সরকার নেই। সে দিন যদি আসে তাহা
 কলঙ্ক কব্ব না, আসতে আসতে বিলম্ব হয়ে যাবে। জোর অন্তর্গত ? কিসের
 জোর ! সত্যের সঙ্গে কি জোর থাকে।

সন্দীপের আত্মকথা

✓ স্নেহ আহার করে এসে পড়েছে সেইটুকুই আহার, এ কথা অবশ্যই
মনে আর চুকলেবা পোনে। যা আবি কেচে নিয়ে গাবি সেইটুকুই বর্ষা
আহার, এই হল সমস্ত কথাতত্ত্ব শিকা। ✓

সেই আপনা-আপনি জগেতি কলেই বেশ আহার নয়— স্নেহকে
এ মিন লুট করে নিয়ে ছোর করে আহার করতে পারলে সেই মিনই বেশ
আহার হবে।

লাভ করবার স্বাভাবিক অধিকার আছে বলেই দোষ করা স্বাভাবিক।
কোনো কারনেই কিছু থেকে বঞ্চিত হব প্রকৃতির মধ্যে এমন বাধী নেই।
মনের দিক থেকে যেটা চাচ্ছে বাটরের দিক থেকে সেটা-সেইটুকুই চলে,
প্রকৃতিতে ক্রিয়ের বাটরে এই বন্ধাটাই দরা। এই দরাকে যে শিকার
মনেতে সেব না তাকেই আহার যদি নীতি, এই তাকেই নীতিবলে আর
কিছুকেই হাডন যেমন উঠতে পারছে না।

হাতা কাটতে জানে না, দরতের পারে না, একটুবেই হাতের মুঠো
দেখা হয়ে যায়, পৃথিবীতে সেই আনন্দটা এক-কল লোক আছে, নীতি
শুই বেড়াহাতের হাডনা দিক। কিন্তু হাতা সমস্ত হন কিসে চাটতে পারে,
বন গ্রাস কিসে জোপ করতে জানে, হাতের দিবা নেই, সন্ধ্যাও নেই,
স্বাষ্ট প্রকৃতির বনপুত্র। তারের তরুণ প্রকৃতি যা কিছু সৃষ্টি, যা-কিছু
যি সাজিয়ে রেখেছে। তাহাট নদী মাথের আশ্রয়ে, পাড়িল চিহ্নিয়ে
চলে, লবঙ্গ লাড়িয়ে জাঃয়ে, পাহার ঘোরা জিনিস জিনিয়ে কেড়ে নিয়ে
ন যায়ে। এতকই বর্ষা আনন্দ, এতকই যদি জিনিসের দান। প্রকৃতি
অসংখ্য করবে, কিন্তু সে হস্তার কাছে। কেননা, চাকরার জোর,
কায়র জোর, পাওয়ার জোর সে জোপ করতে উলোবাসে— তাই

আমরা তুলসীর চাউ-বের-করা দলার সে আপনার কলহকুলের স্বকল্যে
মালা পথান্তে চার না । নতবাণীয়ার হোলনীচৌকি বাজারে— লর করে বার
সে, জন উদাস হয়ে গেল । লর কে ? আমিই লর । যে মশাল জালিয়ে এ-
পড়তে পারে বরের আসন তাই । প্রকৃতির লর আসে অনাহত ।

লক্ষা ? না, আমি লক্ষা করি নে । যা লরকার আমি তা চেয়ে নিই
না চেয়েও নিই । লক্ষা করে দারা নেবার যোগা জিনিস নিলে না তার
সেই না-নেবার চাপটাকে চাপা দেবার জেজি লক্ষাটাকে বড়ো নাম দেও
এই যে পৃথিবীতে আমরা এসেছি এ হচ্ছে বিয়ালীর পৃথিবী । কলহকুলের
বড়ো কলহ নিজেই ডাকি দিয়ে পালি সেটি পালি চারের যে মাড়র এ
দরর বাতি থেকে চলে গেল সে কেন । এই লর মাটির পৃথিবীতে জেজিছিল
আমরানে আকাশকুলের কলহনে কলহকুলের মিহি পৃথিবী বাতাসে বাতাসে
বাজাবার জেজি পৃথিবীতে বাতাসে পালি লর থেকে তাহা বাতাসে নিয়েছি
না কি । আমার সে বাতাসে পৃথিবীতে পলকার নেই, আমার
আকাশকুলের সেটি পলকার না । আমি যা চাই তা আমি বুলই চাই ।
আমি চুই চারের করে চুইকার, চুই পলকার করে লর, লরর পায়ে তা মাথা
লরর সেটি করে তা বাত । চাইতে আমার লক্ষা নেই, সেজে আমা
লকোচ নেই । বাতাসে নীতির উপরাসে শুকিয়ে শুকিয়ে অনেক কালে
পরিহার্য বাতাসের চাকলাকার মতো জেজিবার লাগলা লরর হয়ে চো
জায়ে চী-চী লরর কলহনে আমার কানে পৌছবে নী ।

কোচুরি করতে আমি চাই নে, কেননা তাতে কাপুজবতা আছে
কিন্তু লরকার ললে ঘরি করতে না পারি তবে সেও কাপুজবতা ।
যা চাই তা তুমি লেখাল গেঁথে বাজতে চাও, ততরা আমি যা চাই
আমি শিখ কেটে নিতে চাই । তোমার লোভ আছে, তাই তুমি লেখাল
গীথ । আমার লোভ আছে, তাই আমি শিখ কাটি । তুমি ঘরি কল না
আমি কোল কর । এইগুলোই হচ্ছে প্রকৃতির বাজব কথা । এই লর

কসোব উপরেই পৃথিবীর বাতাস-মাতা, পৃথিবীর বড়ো বড়ো কান-
 গাবানা চলছে। আর, যে-সব অবতারের জন্ম থেকে নেমে এসে সেই-মান-
 বাস ভাবার কথা কটকট খ্যেঁকেন তাঁদের কথা বাস্তব নয়। সেই জন্য এক
 চীৎকারে সে কথা কেঁদলমাই দু'বলনের ঘরের কোণে ছান পাড়, খাবা লকল
 হয়ে পৃথিবী শালন করে তাবা সে-সব কথা জানতে পারে না। কেননা,
 মানুষের মেলের বলকর হয়, তার কারন, কথাকলো লকাই নয়। খাবা এ কথা
 বুঝতে কিনা করে না, জানতে লকাই করে না, তাবাট কতকাষ হল। আর,
 এ হাতপ্রাপ্যতা এক দিকে প্রকৃতি আর এক দিকে অবতারের উৎপাতের
 পক্ষ অবস্থার শু মৌক্য লা নিয়ে হলে মরছে 'তা'ব না' পারে এখোতে, না
 পারে গীতেরে।

এক জন মাড়ব বাঁচলে না বলে প্রতিজ্ঞা করে এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ
 করে। শুধুমাত্রকালের আকাশের মতো দুদু'বার একটি মৌক্য আছে,
 তাবা তাই লেখে দুহু। আমাদের নিখিলেশ সেই জন্মের জীব, কত
 মিকীর বললেই হয়। আর তাঁর বড়র আগে এর লবে আমার এই নিয়ে
 এক দিন যোর অক হয়ে গেছে। এ আমাকে বলে, তোর না হলে কিছু
 লাভ্য বাই না সে কথা জানি, কিন্তু কাকে তোর বল আর কোন
 ভিনিসকে পেতে হবে তাই নিয়ে তব— আমার জোর ভাগের দিকে
 জাব।

আমি বললুম, অর্থাৎ, লোকমাতা-এ মেলার কৃষি একেবারে হরিয়া হয়ে
 উঠেছে।

নিখিলেশ বললে, হু, কিনের ভিতরকার শাপি যেমন তা'র ভিতরে
 খোলাটাকে লোকমান করবার ভক্তে হরিয়া হয়ে পড়ে। খোলাটা পূব
 গাবব ভিনিস করে, তার কলে সে শাপ হাকর, শাপ আসে— কোমায়ের
 করে সে যোর কব ঠেকে।

নিখিলেশ এই-রকম জলক দিয়ে কথা কয়, তার পরে আর তাকে

যোক্তানো পক্ষ যে, শুধুমাত্রও সেগুলো কেবলমাত্র কথা, সে সত্য নয়। তা
 বেশ, ও এই-রকম রূপক নিয়েই মনে থাকে-তো থাক। আমরা পৃথিবীর
 মানুষই ছিঁ। আমাদের শাস্ত আছে, নশ আছে। আমরা মৌতকে পারি,
 ধরতে পারি, ছিঁকতে পারি। আমরা সকালবেলায় বাস করে সন্ধ্যা পর্যন্ত
 তাইই হোমফরে দিন কাটাতে পারি নে। অতএব, এ পৃথিবীতে আমাদের
 থাকের যে শাস্তা আছে তোমরা তখন আমাদের কল তার দরকা আগলে
 থাকলে আমরা মানতে পারব না। এর চূঁবি করব, নশ চাকান্তি করব।
 নইলে যে আমাদের প্রাণ বাঁচবে না। আমরা তো কতবার প্রাণে মৃত হয়ে
 পুনরুত্থার উপর করে করে কখন কখন প্রাণত্যাগ করতে বাঁচি নই— তা
 এতে আমাদের বৈফল্য বাবাগিরা খতই চূঁবিত হোন-না কেন।

আমার এই কথাগুলোকে সবাই বলবে, এ তোমার একটা মন্ত। তখন
 কখন, পৃথিবীতে যাওয়া চলছে তাবা এই নিয়েই চলছে, অশচ কলচে
 অত-রকম কথা। এই করে তাবা জানে না, এই নিয়েটাই নীতি। আমি
 জানি। আমার এই কথাগুলো যে মতমার নয়, কীকনে তার একটা পরীক্ষ
 হয়ে গেছে। আমি যে চালে চলি তাতে মেয়েদের মনর মন করতে আমা
 তেরি হয় না। ওরা যে বাস্তব পৃথিবীর ছী, পুরুষদের মতো ওরা তাঁর
 আইজিবার কেনুনে চলে মেয়েদের মতো মূর্খে বেঁচার না। ওরা আমার চেয়ে
 মূর্খে মেয়ে-কনে কথা-ভাণে একটা প্রবল ইচ্ছা দেখতে পাথ। সেই ইচ্ছ
 কোনো তপস্তার দ্বারা ত্বকিরে কেনা নয়, কোনো অর্কের দ্বারা নিছন মিনে
 মূখ-কোনো নয়, সে একেবারে মনপুর ইচ্ছা— চাই-চাই বাই-বাই করতে
 করতে কোটালের বানেক মতো করে চলছে। মেয়েবা আপনার জিত্ত
 মেয়ে জানে, এই দুঁয় ইচ্ছাই হচ্ছে মনয়ের প্রাণ। সেই প্রাণ আপনাকে
 ছাড়া আর-কাউকে মানতে চায় না বলই চার মিকে ওঠী হচ্ছে। বাস্তব
 দেখলুম, আমার সেই ইচ্ছার কাছে মেয়েবা আপনাকে জানিরে দিয়েচে
 তাবা মরবে কি বাঁচবে তার আর ধঁপ থাকে নি। যে পক্ষিতে এই মেয়েল

পাওয়া যায় সেইটাই হচ্ছে বীরবর পক্ষি— অর্থাৎ, বাস্তব জগৎকে পাহারা
 পক্ষি। বাড়া আত্ম-কোঁরো জন্য পাহারার আছে বলে কল্পনা করে তারা।
 তাদের ইচ্ছায় পাহারাকে হাটির ভিত থেকে বহিরে আমদান্যের দিকেই নিয়ে
 যাক— বেশি, তাদের সেই 'কোঁরাবা' কাজ হয় এবং আর কাজ ভিত চলে।
 এই আইকিনাখিয়ারী পক্ষ প্রাণীদের ভেত্রে মেয়েদের কয় হয় নি।

আকিনিটি : ছোড়া মিলিয়ে মিলিয়ে ক্যাসা বিশেষভাবে এক-একটি
 হয়ে এক-একটি পুস্তক পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, তাদের মিলটি মনের মিলের
 চার পাঁচি, এমন কথা সহস্রছোড়া বহুভাষ্যছোড়া অনেক ভাষ্যবাহ বলেছি।
 হার কাক, হাড়ের হানতের চার প্রভৃতিতে, কিন্তু একটা কথার আড়াল না
 মিলে তার স্থান হয় না। এই ভুলে যখন কথার ভুল হলে মেল। আকি-
 নিটি একটা কেন ? আকিনিটি হাজারটা। একটা আকিনিটির ব্যক্তির
 দার-দায়র আকিনিটিকে সহস্রাত করে বলে থাকতে হবে, প্রভৃতির সঙ্গে
 এমন লেখাপড়া নেই। আবার কীকনে অনেক আকিনিটি দেখেছি, তাতে
 দার আশ্রয়-একটি পাদার দার বহু হয় নি। দেখিকে স্টাই দেখকে পাঠিক
 দেখ আবার আকিনিটি দেখকে দেখেছে। তার পরে ? তার পরে আমি
 যদি জন্ম করতে না পারি তা হলে আমি কানুজ।

বিমলার আত্মকথা

আমার লজ্জা যে কোথায় গিয়েছিল তাই তাহি। নিজেকে কেবলবে আমি একটুও সময় পাই নি— আমার দিনগুলো রাতগুলো আমাকে নিয়ে কেবলবে ঘূর্ণায় যত্নো ঘুরছিল। তাই সে দিন লজ্জা আমার মনের মধ্যে প্রবেশ করবার একটুও ফাঁক পায় নি।

এক দিন আমার সামনেই আমার মেজো ভা হামতে হামতে আমার স্বামীকে বললেন, তাই থাকবেনা, কোমারের ও বাড়িতে এক দিন বরাদ্দ দেবেবাঁই কেঁদে এসেছে, এঁটার পুত্রবধূর পাশা এল। এমন থেকে আরবাঁই কাঁদবে। কী বলে, তাই ছোটোবানী ? বলাবে তো পাবে, বদবজিষ্ট, এবার পুত্রবধূর বুকে কলে হানো শেল।

এই বলে আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত তিনি কেবার তাঁর চোখ বুলিয়ে নিলেন। আমার সাজে-সজ্জা ভাবে পরিত্যক্ত ভিতরের দিক থেকে কেটা কেমন বেঁচে উঠা ফুটে উঠছিল, তার লেশমার মেজো ভাইের চোখ এড়াতে পারে নি। আজ আমার ও কথা লিখতে লজ্জা হচ্ছে, কিন্তু সে দিন আমার কিছুই লজ্জা ছিল না। কেননা, সে দিন আমার সমস্ত প্রজীবী আপনাবি ভিতর থেকে কাঁচ করছিল, কিছুই বুকে-হুকে করি নি।

আমি জানি, সে দিন আমি একটু বিশেষ সাজসজ্জা করতুম। কিন্তু সে যেন অল্পমানে। আমার কোন সাজ সঙ্গীপবাসীর বিশেষ ভালো লাগত তা আমি স্টাই বুঝতে পারতুম। তা ছাড়া আমাকে যোকবার লজ্জার ছিল না। সঙ্গীপবাসী সকলের সামনেই তার আলোচনা করতেন। তিনি আমার সামনে আমার স্বামীকে এক দিন বললেন, নিশ্চিন, যে দিন আমারের হকী বানীকে আমি প্রথম দেখলুম— সেই জবির-পাড়-ফেণ্ডা কাপড় পাঁয়ে চুপ করে বসে, চোখ দুটো ঘেঁ পথ-তারানো তারার যত্নো অদীঘের দিকে

জাকিয়ে, যেন কিসের সহ্যানে তার অপেক্ষার অন্তিমক্ষণ অত্যাশঙ্কিত ভাবে
 হাজার হাজার বছর করে এই-সকল করে জাকিয়ে, তখন আমার বুকের
 ভিতরটা কেঁপে উঠল। মনে হল, ক'র অত্যাশঙ্কিত অস্থিগিহা যেন বাইরে কানড়ে
 পাঠে পাঠে ঠেকে জাকিয়ে জাকিয়ে রয়েছে। এই আত্মকষ্ট তো চাই, এই
 কষ্টকে আমার মক্ষীকানী, আমার এই একটি অত্যাশঙ্কিত ভাবনা, তার
 কে ছিল যেমন অস্থিগিহা থেকে আমারের দেখা দেবেন।

(এই দিন আমি ছিলুম আমার একটি ছোট্টো নদী, তখন ছিল আমার
 কে ছল, এক ছায়া। কিন্তু তখন এক দিন কোনো বর না দিয়ে সমুদ্রের
 বন থেকে এল, আমার বুক জ্বলে উঠল, আমার কল জ্বলিয়ে গেল,
 সমুদ্রের তরঙ্গের তালে তালে আমার পলাতক কলতান আসলি বোঝে বোঝে
 উঠতে লাগল।) আমি আমার বকের ভিতরকার সেই কবির ঠিক
 মতটা বোঝে কিছুট বরষে লাগলুম না। আমি কোথায় গেল (যদি
 আমার মধ্যে জ্বলে যেই কোথা থেকে এমন করে জ্বলিয়ে এল।
 স্কীপবাসুর টুই অত্যাশঙ্কিত আমার সৌন্দর্যের লিকে যেন লুফের স্ত্রীলোকের
 মতো জ্বলে উঠল।) বসেতে জাকিয়ে আমি যে অত্যাশঙ্কিত, সে কথা স্কীপবাসুর
 পক্ষ চাক্ষুস কন্যার মক্ষিবের কন্যার মতীর মত। অত্যাশঙ্কিত জাকিয়ে
 বাজতে লাগল। সে দিন জ্বলেই পুড়িয়ে অত্যাশঙ্কিত জ্বলে জ্বলে
 গেল।)

আমাকে কি বিবাহিত অত্যাশঙ্কিতের নদুন করে পক্ষী কলেন ? তার
 স্তম্ভিতকার অনাসের শেষে লিখে লিখেন ? যে পক্ষী ছিল না সে পক্ষী
 হয়ে উঠল। যে ছিল সত্যিকার সে নিজের মধ্যে সমস্ত বাতাসের মৌলিক
 স্তম্ভিত অত্যাশঙ্কিত কলেন। স্কীপবাসুর বোঝে কেবল একটিমাত্র মাত্র নদ—
 তিনি যে একলাই দেলের কল কল চিত্রবাসুর মেঘিনার মতো। তাই
 তিনি তখন আমাকে বললেন 'মইত্যাশঙ্কিত মক্ষীকানী' তখন স্তম্ভিতকার সমস্ত
 স্তম্ভিতকারের স্তম্ভিতকারমিতে আমার অস্তিত্বকে চায়ে গেল। এর পরে

আমাদের ঘরের কোণে আমার বড়ো জামের নিশাখ অবজা আর আমার
 ছেলো জামের লম্বা পছিনাস আমাকে স্পর্শ করতেই পারেন না। সমস্ত
 জগতের সঙ্গে আমার সকলের পরিচরিত হয়ে গেছে।

সন্ধ্যাপরানু আমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন, আমাকে যেন সমস্ত দেশের 'ভাদি
 বরকার'। সে দিন সে কথা আমার কিবাস করতে মাখে নি। আমি পাহি
 সমস্তই পাহি। আমার মধ্যে একটা নিবাসক্তি এসেছে— সে এমন একটা
 কিছু থাকে ইতিপূর্বে আমি অনুভব করি নি, যা আমার অতীত। আমার
 অন্তরের মধ্যে এই যে একটা বিপুল আবেগ চোঁৎ এল এ ভিনিস্টা কী
 সে নিয়ে আমার মনে কোনো কথা বঠবার সময় ছিল না। এ যেন
 আমারই, অথচ এ যেন আমার নয়। এ যেন আমার বাইরেকার, এ যেন
 সমস্ত দেশের। এ যেন বাতের জল, এর ভাঙে কোনো বিচকির পুতুরের
 দ্বাবাধিহি নেই।)

সন্ধ্যাপরানু দেশের সবচেয়ে প্রত্যেক ছোট্টো বিকরে আমার পরামর্শ
 নিচ্ছেন। প্রথমটা আমার ভাবি সকেচ বোখ চলে, কিছু স্টো অল জিনেট
 কেটে গেল। আমি যা বলতুম তাতেই সন্ধ্যাপরানু আশ্বস হয়ে ছেয়েন।
 তিনি কেবলই বলছেন, আমরা পুতুরা কেবলমাত্র তাতেই পাহি, কিন্তু
 আপনারা বুঝতে পারেন, আপনাদের আর ভাববে হয় না। ছেয়েছেরই
 কিাতা মানস থেকে শব্দী করেছেন, আর পুতুরের তিনি ভাঙে করে
 ভাঙুতি শিষ্টিয়ে গড়েছেন। জনতে জনতে আমার কিবাস হয়েছিল, আমার
 মধ্যে সহজ বুঝি, সহজ শক্তি এতই সহজ যে আমি নিজেই এত দিন তাতে
 দেখতে পাট নি।

দেশের চাষি শিক থেকে নানা কথা নিয়ে সন্ধ্যাপরানু কাছে ভিঠি আসতে,
 সে-সমস্তই আমি শচকুম এবং আমার মত না নিয়ে তার কোনোটো
 কথায় বেত না। থাকে থাকে এক-এক দিন সন্ধ্যাপরানু আমার সঙ্গে ঘরে
 ছিলেন না। আমি তাঁর সঙ্গে তর্ক করতুম না। কিন্তু তার দু'দিন পরেই

সঙ্গে যেন দুই থেকে উঠেই তিনি একটা আলো দেখতে পেতেন এবং
একটি আত্মকে ডাকিয়ে এনে বলতেন, যেহেতু সে তিন আশনি বা কলোজিসের
স্টাইল সভা, আমার সমস্ত ভুল ভুল। এক-এক দিন বলতেন, আশনার যে
পরামর্শটি নিই নি সেইটোইটি আমি ঠিকের। আজ্ঞা এই ভুলটা কী
আত্মকে বুঝিয়ে দিতে পারেন ?

কয়েক আমার বিবাস পাকা হতে লাগল যে সে তিন সমস্ত চেপে যা-
কিছু কাজ চলছিল তার দূলে ছিলেন। সমীপবাস, আর তার দূলে ছিল
কোন সামান্য স্বীকৃতির সমস্ত বুঝি। প্রত্যহ একটি লিখিতের ভৌগবে
আমার মন ভরে গেল।

আমাদের এই-সমস্ত পরামর্শের মধ্যে আমার স্বামী (কোনো জান ছিল
না) কালোয়ন আশনার নাবালক ভাইটিকে দুই ভাগ্যবাসে, অর্থাৎ কাজে
করে তার বুঝির উপর কোনো ভরণ ভাবে না। সমীপবাস আমার স্বামীর
সঙ্গে সেই-কম ভাবটা প্রকাশ করতেন। আমার স্বামী যে এসব বিষয়ে
কেবলবে কলোয়নভবের মধ্যে, তাঁর বুঝি বিবেচনা একেবারে উল্টো রকম,
যে কথা সমীপবাস যেন দুই পক্ষীয় ভেদের সঙ্গে হাশ্বতে হাশ্বতে বলতেন।
আমার স্বামীর এই-সমস্ত অকৃত মত ও বুঝিবিশেষের মধ্যে এমন একটি
বক্তার হল আছে, যেন সেই কয়েকটি সমীপবাস তাঁকে আরও বেশি করে
ভাগ্যবাসতেন। তাই তিনি নিরন্তর ভেদের সঙ্গেই আমার স্বামীকে
সমস্ত সমস্ত দায় থেকে একেবারে বেচাই দিয়েছিলেন।

প্রকৃতির ভাঙাফাঙে বাবা অশান্ত করার অনেক জুড় আছে। যখন
কোনো একটা স্তম্ভীয় সমস্তের নাকী কাটা পড়তে থাকে তখন চিত্তের
চিত্তের কখন যে সেই জুড়ের কোথান খটে যা কেউ জানতে পারে না—
যখনবে এক দিন জেলে উঠে সেবা দায় মত একটা বাসভবন খটে পিঠেছে।
আমার স্বীকৃতির সব চেয়ে বড়। সমস্তের মধ্যে যখন দুই চলছিল তখন
আমার মন এমন একটা ভীত আবেগের দ্বারা আবাসিত। আজ্ঞা হতে

বইল যে আমি টেরই পেলুম না কত বড়ো নিকট একটা কাণ্ড ঘটছে । এই
 মুহূর্তে ঘেরেঘেরেই স্বভাব— ভ্রাসেও হৃদযাতন এমন এক দিকে প্রবল হয়ে
 আসে গঠে তখন মস্ত দিকে তারের আগ কিছুই সাচ থাকে না । এই ক্ষণেই
 আমরা প্রলয়-করী ; আমরা আমাদের অন্ধ প্রকৃতি দিয়ে প্রলয় করি, কেবল
 মাত্র পৃথি দিয়ে নয় । (আমরা নদীও মতো, কালের মতো দিয়ে যখন করে যাই
 তখন আমাদের সমস্ত দিয়ে আমরা পালন করি, যখন কল ছাপিয়ে যাইতে
 থাকি তখন আমাদের সমস্ত দিয়ে আমরা ফিলাপ করি)

সন্দীপের আত্মকথা

আমি বুঝতে পারছি একটা ছোলায়ান বেবেছে। সে দিন তার একটু পিচকি পাওয়া গেল।

মিসেসের বৈয়াকথানার ঘরটা আমি আসার পর থেকে সবার ও
মধ্যস্থে মিলিয়ে একটা উত্তরকারীরা লগাও হয়ে কাটিয়েছিল। সেখানে
এইরকম থেকে আমার অধিকার ছিল, ভিতরের থেকে মকীরা বাধা ছিল

আমাদের এই অধিকার যদি আমরা কিছু কিছু হায়ে বেশে হয়ে বসে
তোম করতুম তা হলে হুজো লোকের এক-বকর হয়ে যেত। কিন্তু বীথ মখন
মখন হায়ে তখনই জলের হোকাটা হয় বেশি। বৈয়াকথান ঘরে আমাদের
কোটা এমনি জোরে চলতে লাগল যে আর কোনো কথা মনেই হইল না।

বৈয়াকথান ঘরে মখন মকী আসে আমার ঘর থেকে আমি এক-বকর
ঘরে টের পাট। বানিকটা মালা-চুড়ির বানিকটা এটা নটীর লক পাওয়া
গে। ঘরের ঘরজাতি বোর করি সে একটু অন্যমনস্ক জোরে যা লিফট
হায়ে। তার পরে বইয়ের আলমারির কাঁচের পাড়াটা একটু খাঁট আছে,
সেটা টেনে খুলতে গেলে ঘরেই লক হয়ে পড়ে। বৈয়াকথানায় এনে
লক, লকজার লিকে লিখন করে মকী শেলস, থেকে মনের হুজো বই
চাড়াই করলে অস্বাভূ বেশি মনোযোগী। তখন কানে এই উক্ত কাকে
হাওয়া করবার প্রস্তাব করতেই সে ওমকে উঠে আশঙ্কি করে— তার
পরে লক প্রসঙ্গ উঠে পড়ে।

সে দিন বুজাশ্রিত্যের বাজবেলার পুণেক হুজোর লক লক্য করেই
এ থেকে হুজো হুজেলিগুয়। শেষের মাকথানে বাজাবার বেশি এক
কোয়ান বাড়া। তার প্রতি মক্কেল না করেই আমি চললিগুয়, এমন

সময় সে পথ আগলে চললে, বাবু, ও দিকে থাকেন না।

হাব না! কেন?

বৈষ্ণবানাথের দানীয়া আছে।

আজ্ঞা, তোমার দানীয়াকে কখন তাও বেঁচে সজীপনায় দেখা করবে
চান।

না, সে হবে না, ভয় নেই।

তারি দান হল। দল। একটু চাট্টির কলসুয়, আমি ভয় করছি তুমি
সিজ্ঞাসা করে এসে।

পড়িক বেগে ধরোয়ান একটু থমকে গেল। তখন আমি তাকে পাল
ছেলে ফেরে দিকে এগোলুম। যখন প্রায় দশবার কাছ-বদায় শৌচোঁ
এমন সময় তাতাতাটি সে কর্তব্য পালন করবার কয়েক ফুটে এসে আমায়
হাত চেপে ধরে চললে, বাবু, থাকেন না।

কী! আমার গায়ে হাত! আমি হাত তিনিয়ে নিয়ে তার গালে এক
চাপ করিয়ে দিলুম। এমন সময়ে মশী খর থেকে বেরিয়ে এসেই বেগে
ধরোয়ান আমাকে অপমান করবার উপক্রম করছে।

তার সেই বৃত্তি আমি কখনো কখনো না। মশী যে প্রমত্তী সেটা আমার
আধিকার। আমাদের বেগে অধিকাংশ লোক ওই দিকে তাকাতে না।
লম্বা ছিপ ছিপে গমন, যাকে আমাদের গণরাজ্য লোকেরা নিজে করে বলে
'গ্যাঙ্গা'। ওর ওই লম্বা গমনটিই আমাকে মুগ্ধ করে, যেন প্রাণের কোমলতা
ধারা—সদীকতার জলধারা। থেকে থেকে উপরের দিকে উজ্জ্বলিত হতে
উঠেছে। ওর বস পাখী। কিন্তু সে যে ইন্দ্রাজ্যের তলোয়ারের মতো
পাখী—কী তেম আবার কী ধর। সেই তেম সে দিন ওর সমস্ত দান
তোমার কিস্কিন্ধ করে উঠল। চৌকাঠের উপর দাঁড়িয়ে তরঙ্গী কুসে দানী
কলসে, নবুত, চলা বাও।

আমি কলসুয়, আপনি দান করছেন না। নিজে যখন আছে তখন

আমিই চলে যাই।

মকী বলিল করে বললে, না, আপনি যাবেন না— করে আনুন।

এ তো অসম্ভব নয়, এ হকুম। আমি করে এসে চৌকিতে বসে একটা চোখাবা নিয়ে হাওয়া খেতে লাগলুম। মকী একটা কাপড়ের টুকরোর পেনসিল দিয়ে কী লিখে বেচাষাকে হেঁকে বললে, লাড়ুকে নিয়ে এসো।

আমি বললুম, আবারে আস করতে, বৈধ হাফতে পারি নি— লেফটানটাকে কেবেরি।

মকী বললে, বেশ করেছেন।

কিন্তু এ বেচাষার তো কোনো জোব নেই। এ তো করুণা শালম করেছে।

এমন সময় নিখিল করে ঢুকল। আমি জ্বর চৌকি থেকে উঠে জ্বর শিক নিয়ে করে আনবার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম।

মকী নিখিলকে বললে, আজ এন্ট লেফটান্ট সলীদরাবুকে অনমান করেছে।

নিখিল এমনি ভালোমানুষের মতো আশঙ্ক করে বললে 'কেন' যে আমি আর থাকতে পারলুম না। মূল কিভাবে তার মতের শিক একল্লীকে হ'কালুম। জাবলুম, লাড়ুলোকের সহোব বড়াই হীর কাছে টেঁকে না, যদি বিমল হী কর।

মকী বললে, সলীদরাবু বৈকসমানার আশঙ্কিলেন, সে বৈধ পথ আটক করে বললে 'হকুম নেই'।

নিখিল জিজ্ঞাসা করলে, কার হকুম নেই?

মকী বললে, তা কেনন করে জাব?

কসে কোতে মকীর জোব দিয়ে জল পড়ে-পড়ে জাব-কী।

লেফটানটকে নিখিল থেকে পঠিয়ে। সে বললে, হকুম, আবার তো হবে নেই। হকুম জামিল করেছি।

কার হৃদয় ?

কচোরাণীরা মেজোরাণীরা আমাকে তেঁকে কল দিচ্ছিলেন ।

কদম্বালের জন্তে সবাই আমরা চুপ করে বসিনু ।

মরোয়ান চলে গেলে মকী কললে, ননকুতে ছাড়িয়ে দিতে হবে ।

নিখিল চুপ করে বসিল । আমি বুকলুম, ওর ভাববুদ্ধিতে বইকা লাগল ।
ওর থটকার আর অহু নেই ।

কিছু কচো পলক নমস্কা । সোজা ঘেঁষে তো নয় । ননকুকে ছাড়াণোয়
উপলক্ষে জায়েসের উপর অপমানের গোথ তোলা চাই ।

নিখিল চুপ করেই বসিল । তখন মকীর চোখ দিয়ে আগুন ঝিকরে
পড়তে লাগল । নিখিলের জালোমাত্তিরি 'পরে তার দুবাহ আর অহু
বসিল না ।

নিখিল কোনো কথা না বলে উঠে দর থেকে চলে গেল ।

পরদিন সেই মরোয়ানকে দেখা গেল না । বরষ নিয়ে গুলনুম, তাকে
নিখিল মকবলের কোন্ কাতে নিয়ুক করে পাঠিয়েছে—কচোয়ানকির তাতে
লাভ বৈ ক্ষতি হয় নি ।

এইটুকুর ভিতরে বেশখো কত কত করে গেছে সে তো আজ্ঞাতে
বুজতে পারছি । দ্বারে দ্বারে কেবল এই কথাই বনে হয়— নিখিল অধুর
মাড়ম্ব একেবারে কটীছাড়া ।

এর কল হল এই যে, এর পরে কিছুদিন মকী বোঝাই বৈকবানার এত
কচোয়াকে দিয়ে আমাকে ডাকিয়ে এনে আলাপ করতে আদর করলে—
কোনো-রকম প্রয়োজনের কথা আকস্মিকতায় দুতোটুকু পবিত্র হাথমে না

এমনি করেই ভাবতকি করে আকার-ইকিতে, অশ্রুই ক্রমে স্রষ্টব্য
কমে উঠতে থাকে । এ যে মজের বট, বাইরের পুরুষের দকে একেবারে
নকচলোয়াকের মাহুদ । এখানে কোনো বীয়া পথ নেই ।

এই পথটান নৃত্যের ভিতর দিয়ে ক্রমে ক্রমে টানাটানি, জামাজানি,

অন্ত হাকরায় তাড়ায় বাঁধায়ে পর একটায় পর আর-একটী উকিয়ে
 দিয়ে কোন্-এক সত্তা একেবারে উল্লস প্রকৃতির হাকরানে এসে পৌছনো,
 সত্তার এ এক আদর্শ সজ্জায়া ।

অতী নর কো কী ! স্বীকৃতির পরস্পরের যে বিলের টান সৌর ফল
 কেটী বাতাস জিনিস ; বুসোর কথা থেকে আদর্শ করে আকাশের ডায়া
 পদ্য করতের সমস্ত বস্তুত তার পক্ষে, আর হাতের তাকে কতকগুলো
 মন দিয়ে আত্মালে হাথকে চার, তাকে বসনতা বিবিক্রিশে দিয়ে নিকের
 মনের জিনিস করে বানাতো কসেছে । যেন সৌরকণথকে গলিয়ে জাহাইয়ের
 করে খকির তেন করবার কদাশ । তার পরে দাত্য যে গিন বস্তুর ডাক
 তনে জেলে গঠে, হাতের সমস্ত কথার ডাকি এক দুহুকেই উকিয়ে লুকিয়ে
 দিয়ে আপনায় হাকরায় এসে হাকায়, তখন মন হল, বিধান হল—কেউ
 'মি তাকে ঠেকাতে পারে ? তখন কত বিককার, কত হাতাকার, কত
 পতন—কিছু করেই লসে কপতা কতবে কি শু দুখের কথার ? সে জো
 কদাশ ঘের না, সে শু নাকি ঘের । সে যে বাতাস ।

তাই চোখের সাক্ষরে সত্তার এই প্রত্যক্ষ প্রকাশ দেখতে আবার
 গারি চমৎকার লাগছে । উল্লসি লক্ষ্য, কত চম, কত ফিলা—তাই যদি
 এ থাকবে তবে সত্তার কস গইল কী ? এই যে পা কাগজে থাকে, এই-
 যে থেকে থেকে মূখ ফেরানো, এ বজা খিট্ট আর, এই ভঙ্গনা, শু
 মজকে নয়, নিকেকে । শিথিলকে বদন অমায়কের সঙ্গে লড়াই করতে চম
 বদন ভঙ্গনা তার প্রবান অস্থ নিকেননা, বজকে তার পরস্পক লক্ষ্য দিয়ে
 গবে, জুগি ফুল । তাই, চম তাকে লুকিয়ে লুকিয়ে থাকতে নয় মায়-আবকল
 শীঘ্র বেকায়ে চম । যে-বকম অবস্থা তাকে সে জোর করে কসতে পারে না
 যে ইং, আদি ফুল, কেননা আদি লজা, আদি মাল, আদি প্রকৃতি, আদি
 কণা নির্লজ, নির্লজ, যেমন নির্লজ নির্লজ সেই প্রকৃতি পানথ বা দুইটু বাতায়
 "হাকের উল্লস থেকে সোকাগরের হাকার উল্লসে লুকিয়ে এসে পড়ে—

তার পরে যে বাচক আর যে মকক ।

আমি সমস্তই দেখতে পাচ্ছি । ওই-যে পর্দা উড়ে উড়ে পড়ছে । ওই-যে দেখতে পাচ্ছি প্রকাণ্ডের বাতাস বাতাস সাড়সন্ধ্যা চলছে । ওই-যে লাল ফিতটুক, ছোট্ট এতটুক, রাশি রাশি ঘসা চুলের জিতর থেকে একটুখানি দেখা যাচ্ছে, ও যে কালটেকাটীর লোলুপ জিহবা, কাহনায় বোপন উদীপনায় বাঙা । ওই-যে পাড়ের এতটুক তলি, ওই-যে ছায়েকেটের এতটুক ইকিত, আমি যে গলায় অতুলন করছি তার উত্তাপ । অবশ্য, এ-সব আয়োজন অনেকটা অগোচরে হচ্ছে এবং অগোচরে থাকলে, যে করছে সেও সম্পূর্ণ জানে না ।

কেন জানে না ? তার কারণ, মানুষ বহুদূর বাস্তবকে ঢাকা দিয়ে ফিরে আসতে শুরু করে জানবার এবং মানবার উপায় নিষেধ হাতে নই করেছে । বাস্তবকে মানুষ লক্ষ্য করে । তাই মানুষের তৈরি রাশি-রাশি ঢাকাত্বের জিহবার ঘিরে লুকিয়ে লুকিয়ে তাকে নিষেধ কাজ করতে হয় । এই ক্ষেত্রে তার প্রতিবিম্ব জানতে পারি নে, অঙ্গশব্দে হঠাৎ যখন সে একবারে বাস্তব উপরে এসে পড়ে তখন তাকে আর অস্বীকারে করবার জো থাকে না । মানুষ তাকে শব্দভান বলে গন্যমান দিয়ে তাড়াতাড়ি ছেড়েছে, এই ক্ষেত্রে সাপের মৃতি ধরে বর্জ্যোদ্ভানে সে লুকিয়ে প্রবেশ করে, আর কানে-কানে কথা কয়েই মানবপ্রেমদীর্ঘ চোপ ভুট্টিয়ে গিয়ে তাকে বিহ্বালী করে তোলে । তার পর থেকে আর আরাম নেই । তার পরে মকক আর-খী !

আমি বসন্তর । উল্লস বাস্তব আর 'জাদুকতার' জেলখানা ভেঙে আলোকের মতো বেগিয়ে আসছে, এবং পথে পথেই আমার আনন্দ খনির উন্মেষ । না চাই সে খুব কাছে আসছে, তাকে বোটা করে পাব, তাকে শব্দ করে ধরব, তাকে কিছুতে ছাড়ব না—মাকখানে বা-কিছু আছে ব'লে ভেঙে চুরবার হয়ে বুঝাব লুটোবে, হাওয়া উঠবে, এই আনন্দ, এই জো আনন্দ, এই জো বাজকের তাকন নৃত্য । তার পরে মকক-খী—

হলো—বল দুক-দুপ দুক! দুক! দুক!

আমার মকীয়ানী অস্ত্রের ঠোকেই চলছে। সে জানে না কোন্ পথে
চলছে। সমর আসবার আগ্রহ তাকে হঠাৎ জানিয়ে তার ঘুম জাগিয়ে বেগম
মিহাবের নর। আমি যে কিছুই লক্ষ্য করি নে এইটে জানানোই ভালো।
সে দিন আমি যখন ব্যক্তিগত মকীয়ানী আমার ঘরের নিকে এক বকর
কর তাকিয়ে ছিল, একেবারে কুলে গিয়েছিল এই চোখে-বাঁকাব অবস্থা
কী। আমি হঠাৎ এক সময়ে তার চোখের নিকে চোব ফুলফুলেই তার ঘুম
লাগ হয়ে উঠে, চোব অন্ধ নিকে ফিটিয়ে নিলে। আমি বললুম, আপনি
আমার পাঠরা লেখ একেবারে অবাক হয়ে পড়েন। অনেক কিনিম
দৃষ্টিতে রাঙতে পারি, কিন্তু আমার এই লোকটা পড়ে পড়ে বরা পড়ে। তা,
কেন, আমি যখন নিজেই হয়ে লক্ষ্য করি নে তখন আপনি আমায় হয়ে
লক্ষ্য করবেন না।

সে ব্যক্তি বৈকিবে আরও লাগ হয়ে উঠে কলতে লাগল, না, না,
আপনি—

আমি বললুম, আমি জানি লোকটা মাড়ককে মেয়েরা ভালোবাসে— কই
লোকের উপর লিখেই কো মেয়েরা ভালোবাসে কই বলে। আমি লোকটা, তাই
বাবার মেয়েদের কাছ থেকে আঁকির পেয়ে পেয়ে আঁকি আঁকি এমন কথা
কাজে যে আর লোকের লেনমাত্র নেই। অতএব আপনি এককুঠি অবাক
হয়ে আমায় বাংলা কেন্দ্র-না, আমি কিছু কেরার করি নে। এই দুটি কলির
আলোকটিকে চিকিৎসা একেবারে নিসব কয়ে ফেল সে হবে ডাক্তার— এই
আমার স্বপ্ন।

আমি কিছু দিন আগে আত্মকালকার দিনের একবারি টাইপেরি এই
“অভিলুখ, তাকে হীপুকনের ফিল্ম-নীতি সম্বন্ধে দুই-দুই বাস্তব কথা
বাত্ত। সেইটে আমি কবের ঠোঁটখানায় ফেলে গিয়েছিলুম। এক দিন
চন্দ্র-কোয়ার আমি কী করে সেই হয়ে ফুকেই সের মকীয়ানী সেই বইটা

হাতে করে নিয়ে পড়ছে— পাঠের সব শেষেই জাড়াডাঙি স্টোর উপর আর-একটা বই চাপা দিয়ে উঠে পড়ল। যে বইটা চাপা ছিল সেটা লংকেন্সের কবিতা।

আমি বললুম, সেখান, আপনারা কবিতার বই পড়তে লজ্জা পান কেন আমি কিছুই বুঝতে পারি নে। লজ্জা পাবার কথা পুরুষের। কেননা, আমার কেউ বা আর্টসি, কেউ বা এডিনিয়ার—আমাদের যদি কবিতা পড়তেই হয় তা হলে অর্ধেক-বাহেয় বহকা বহু করে পড়া উচিত। কবিতার সঙ্গেই তো আপনারা আপনারা মিলে। যে বিপত্তা আপনারা সৃষ্টি করেছে— তিনি যে বীভূতিকবি। অবশেষে তাঁরই পাঠের কাছে এসে 'লমিডলবলকতা' হাত পাড়িয়েছেন।

হকীদারী কোনো কখন না নিয়ে কেলে লাগ হয়ে চলে যাবার উদ্দেশ্য করতাই আমি বললুম, না, সে হলে না—আপনি হলে হলে পড়ুন। আমি একখানা বই কেলে দিয়েছিলুম, সেটা নিয়েই সৌভ নিছি।

আমার বইখানি টেবিল থেকে তুলে নিলুম। বললুম, তাহো এ বা আপনার হাতে পড়ে নি—তা হলে আপনি হকজো আমাকে হার্টস আসতেন।

হকী বললে, কেন ?

আমি বললুম, কেননা, এ কবিতার বই নয়। এতে বা আছে যে একেবারে হাড়নের বোটা কথা, খুব বোটা করেই কথা, কোনোরকম চাতুরী নেই। আমার খুব ইচ্ছে ছিল, এ বইটা মিথিল পড়ে।

একটুখানি ঝু কুজিত করে হকী বললে, কেন বলুন দেখি।

আমি বললুম, ও যে পুরুষমানুষ, আমাদেরই হলের লোক। এই ৭০ ভগ্নখটাক ও কেবলই কাপসা করে সেখানে চায়, সেই অর্থেই তার মত আমার কবিতা বাবে। আপনি তো দেখছেন সেই অর্থেই আমাদের হলেই কাপাটাকে ও লংকেন্সের কবিতার মতো ঠাট্টাচ্ছে—যেন কি কথা

মুখ হৃদয় বাচবে চলতে চলে, এই-বকর পুর মরলব । আঁহরা মুক্তের কথা
মিছে বেড়াই, আঁহরা হৃদয়-জাড়াই চল ।

মকী কলমে, অশ্রুধীর গিছে এ বইটার ঘোম কী ?

আঁহি বলসুন্ন, আপনি নরিত দেখসেই মুক্তের পারবে । কী বশেষ কী
মত সব কিছরেই নিখিল বানানো কথা নিয়ে চলতে চাই, তাই পথে পথে
মাকুনের বেড়া স্বভাব তাড়ই লকে ওর চোকটুকি মাঝে , তখন ও স্বভাবকে
নল সিন্তে থাকে ঠিকিছুতেই এ কথাটা ও মানতে চায় না যে, কথা বৈরি
খোর কর আপেই আঁহাদের স্বভাব বৈরি করে গেছে— কথা খেয়ে দাবার
ওর পথেও আঁহাদের স্বভাব বেঁচে থাকবে ।

মকী বানিক কব চুপ করে হইল, তার পরে বস্তীরভাবে কলমে,
স্বভাবের চেয়ে কড়া হতে চাকরাটাই কি আঁহাদের স্বভাব নয় ?

আঁহি হুনে হুনে হাসসুন্ন : কলো ও বানী, এ তোঁহার আপন মূসি
এ, এ নিখিলেশের কাছে দেখা । তুমি সম্পূর্ণ হুয় প্রকৃতিক মাকুয়,
স্বভাবের সঙ্গে মিথি টুস্টু করছ , যেমনি স্বভাবের ভাক শুনেছ অমনি
তোঁহার সমস্ত স্বকমায় মাড়া সিন্তে শুরু করবে— এত দিন এরা তোঁহার
কলমে যে হয় সিন্তেছে সেই স্বাভাবিকভাবে তোঁহাকে হবে থাকতে থাকবে
কেন ? তুমি যে স্বীকনের আঙনের কোয়ে শিখায় শিখায় জলছ আঁহি কি
কানি নে ? তোঁহাকে সাধুকবার ভিকে লাহছা জড়িয়ে ঠাটা হাথবে আর
কত দিন ?

আঁহি বলসুন্ন, পৃথিবীতে তুঁকল লোকের সাখাট বেশি , তারা নিজেই
হুয় বাঁচাবার জেতে পই বকনের হয় জিন্দাত পৃথিবীর কানে আঙিকে
আঙিকে সকল লোকের কান বাধ্যপ করে সিন্তে । স্বভাব হানের বক্তিত
ক'বে, কাকিল ক'বে কেবেছে তারাট আঙের স্বভাবকে কাকিল করবার
পর্যাপ্ত দেয় ।

মকী কলমে, আঁহরা ঘেয়েরাও তোঁ তুঁকল, তুঁকলের বকুয়ে আঁহাদেরও

তো বোপ দিতে হবে ।

আমি কোসে বললুম, কে বললে দুর্গল ? "পুন্ডরীক" তোমাদের অকলা
কলে জড়িতবাদ করে করে তোমাদের লজ্জা দিয়ে দুর্গল করে রেখেছে ।
আমার বিবাস, তোমরাই সকল । তোমরা পুন্ডরীক মনে-পড়া দুর্গল জেতে
কেনে জবাব দিবে মুক্তি লাভ করবে, এ আমি নিশ্চয়ই জানি ।
দাঁড়িয়ে পুন্ডরীক হাঁকডাক করে বেড়াই, কিন্তু তাদের ভিতরটা তো দেখে
জানি অস্তিত্ব বহু জীব । আজ পর্যন্ত তাই তো নিজেদের হাতে শাস্তি
নিজেদের বৈশিষ্ট্য, নিজের কৃপা এক আশ্রমে রেখেছাড়াই দোনার নিকট
দানিয়ে অসহ্য-বাইরে আশ্রমকে জড়িয়েছে । এমনি করে নিজের কাছে
নিজেকে বাদবাস অস্বস্তি কমরা যদি পুন্ডরীক না থাকত তা হলে পুন্ডরীক
আজ ধরে রাখত কে ? নিজের ঠেঠি কীকট পুন্ডরীক সব চেয়ে জড়
উপাস্ত দেবতা । তাকেই পুন্ডরীক নানা রঙে রাঙিয়েছে, নানা নামে সাধিয়েছে,
নানা নামে পুজো দিয়েছে । কিন্তু মেয়েরা ? তোমরাই যে ছিবে মন দিয়ে
পৃথিবীতে পুন্ডরীকদের বাসকে চেয়েছ, বাসকে জড় দিয়েছ, বাসকে
পালন করেছ । ১২

মন্ডী দিকিত মেয়ে, সত্যক সত্য করতে চাচ্ছে না । সে বললে, তাই
যদি সত্যি হত তা হলে পুন্ডরীক মেয়েকে পছন্দ করতে পারত ?

আমি বললুম, মেয়েরা সেই বিশেষ কথা জানে, তারা জানে পুন্ডরীক
জড়তা স্বভাবের কীকট ভালোবাসে, সেইজন্তে তারা পুন্ডরীক কাছ থেকেই
কথা খাব করে কীকট সেজে পুন্ডরীক ভালোবাস চেঁচা করে । তারা জানে
খাচ্ছেন চেয়ে মনের দিকেই স্বভাব-মাতাল পুন্ডরীক-জড়তার হোক বেশি
এই জন্তেই নানা কৌশলে নানা ভাবে-উদ্ভিজে তারা নিজেকে মন কপটে
চালিয়ে চাচ্ছে, আসলে তারা যে খাচ্ সেটা খাদ্যাদা খোপান করে রাখে ।
মেয়েরা বস্তুতঃ, তাদের কোনো মোহের উপকরণের লব্ধি করে না—
পুন্ডরীক জন্তেই তো বস্তু হকম-বেরকম মোহের আয়োজন । মেয়েরা মোহিনী

হাজে নেহাজ হয়ে পড়ে ।

যকী কলমে, কবে এ যৌবন ভাঙবে চান কেন ?

আমি বললুম, যাবীনতা চাই বলে । কেনও যাবীনতা চাই, হাজেবেশ
সহে সহজেও যাবীনতা চাই । কেন আমার কাছে অত্যন্ত দারুণ, সেইভাবে
আমি কোনো নীতিকথার দোষায় তাকে একটুকু আড়াল করে দেবারে
সাহস নেই । আমি আমার কাছে অত্যন্ত দারুণ, কুনি আমার কাছে অত্যন্ত
দারুণ, সেই ভাবে হাজেবনে কেনস কতকগুলো কথা চুড়িয়ে হাজেবেশ কাছে
হাজেবেশ চুড়িয়ে চুড়িয়ে করে ফোলায় বাবসায় আমি একটুকু লজ্জা করি নে ।

আমার মনে ছিল যে লোক যুগোতে যুগোতে চলছে তাকে বহুত
হেবিয়ে ফেলে; কিছু নয় । কিছু আমার বক্তাবনী যে হুলায়, বীবে হুবে
চলো আমার চল নয় । আমি, যে কথা সে দিন বললুম তার তমিটী তার
হুলায় হুলায় সাহসিক । আমি, এ-বকর কথার পুখরু আঘাত কিছু হুলায় ।
কিছু হেবেবেশ কাছে সাহসিকবই কর । পুখরু তালাদাশে দোহায়ে,
আমি হেবেবেশ তালাদাশে বহুত । সেই ভাবেই পুখরু পুখরু কবতে ভোটে
বাস বিবেক আইজিবাব অবহাজেবে, আম হেবেবেশ তালাদেব পদম অবা এসে
হাজেবে করে প্রাণদেব পায়েব তলায় । ✓

আমাদের কবাবী ঠিক খবর পদম হুবে উঠেব চলতে এমন সময়
আমাদের পদেব অবা নিবিদেব ফেলবেলাকর হুলায়ব চলনাশেবান এসে
উপস্থিত । হোটেব উপবে পুখরী ভাঙমাটী কেন ফালায় ছিল । কিছু এই-
সব হাটোব কথারবে উলপাতে এবান থেকে বস এবাতে উঠে করে ।
নিবিদেবের হুলায় হাজেব হুলায়কাল পদম এই সাহাজেবে ইকুল বাসিয়ে
কেনে দিতে চাই । বস বস, তবু ইকুল শিঙন-শিঙন চলল । সাহাজেবে প্রকল
করবে, দেখানেও ইকুল এসে ঢুকল । উঠিল, হুলায়ব সময় ইকুল-হাটোবাজীকে
শহরকল টেনে নিয়ে হাওয়া । সে দিন আমাদের আলোদেব হাজেবনে
অবকরে সেই হুজিবান ইকুল এসে হাজেবে । আমাদের সকলেবই হাজেবে

অথো এক জায়গায় একটা ছাত্র বাসা করে আছে বোম্বে কবি। আমি যে এ-ধেন চুক্তি আদিও কেমন ব্যয়কে পেলুম। আর, আমাদের মকী— তার মূল চেয়েই মনে হল সে এক যুক্তিই আসে সব চেয়ে ভালো জাহী হয়ে একেবারে প্রথম সারের মকীও হয়ে গেলেন। তার মকীও মনে পড়ে গেল পৃথিবীতে পবীকার উত্তীর্ণ হবার একটা দায় আছে।— এক-একটা মকীর জেলের পাবেই সন্ধানের মতো পথের ধারে কল থাকে, তারা তাদের পাড়িকে বাবকা এক লাইন থেকে আর-এক লাইনে চালান করে দেয়।

চন্দ্রনাথবাবু যবে চুকেই স-কুচিত হয়ে ফিরে যাবার চেষ্টা করছিলেন। 'মাপ করছেন— আমি'— কথাটা শেষ করতে না-করতেই মকী তাঁর পায়ের কাছে নত হয়ে প্রণাম করলে আর বললে, মাস্টার-মশায়, বাবের না, আপনি বহন। সে মনে ক্রম-ক্রমে পড়ে গেছে, মাস্টার-মশায়ের আদর চায়। জীও। কিংবা আমি হয়তো কুল বুঝি। এর ভিতরে মকীও একটা হলনা আছে। নিজেও দায় বাতাবার ইচ্ছা। মকী মকীও আমাকে আন্তর্য করে জানাতে চায় যে, তুমি জানছ তুমি আমাকে অভিযুক্ত করে ফিরেছ। কিন্তু, তোমার চেয়ে চন্দ্রনাথবাবুকে আমি চেনে বেশি জ্ঞান করি।— তাই কহো-না। মাস্টার-মশায়ের তো জ্ঞান করতেই হবে। আমি তো মাস্টার-মশায় নই। আমি জ্ঞান জ্ঞান চাই নে। আমি তো কলেক্টর জাকিরের আমায় পেট ভরবে না, আমি বহু চিনি।

চন্দ্রনাথবাবু কলেক্টর কথা কুললেন। আমায় ইচ্ছে ছিল জ্ঞান একটানা করে যেতে চেন, কোনো কথার করব না। বুঝে মকীকে কথা কইতে যেতাম-ভালো। তাতে তাদের মনে হল, তারাও বুঝি সঙ্গায়ের কল হল ফিরে। যেভাবেই জানতে পারে না তাদের কলনা বেখানে চলছে সঙ্গায় জায় থেকে অনেক দূরে চলছে। প্রথমে বানিকটা কুল করেই ফিল্ম— কিন্তু, মকীপত্রের বৈধ আছে এ আমায় জায় পথে মকীও ফিরে

পাছের দা ।

চন্দ্রনাথবাবু কখন কলসেন, সেখান, আরহা কোনো সিনই চান করি নি,
যাও এমনই হাতে হাতে কলস পাৰ এমন আশা বহি করি তবে—

আমি হাকতে পাছলুম না— আমি কলসুম, আরহা তো কলস চাই
নে । আরহা বলি, যা কলস কলসেন ।

চন্দ্রনাথবাবু আশ্চর্য হয়ে বলেন, কলসেন, তবে আশনারা কী চান ।

আমি কলসুম, কাটাগাছ, যাৰ আশানে কোনো খবর নেই ।

সাঁকো-বলার কলসেন, কাটাগাছ পথের হাতা কেবল বন্ধ করে না,
সিঁথের হাতাতেও সে জড়াল ।

আমি কলসুম, কটা হল ইকুনে পড়াবার নীতিবল । আরহা তো খতি-
হাতে ঘোটেই বচন দিচ্চি নে । আশাসেখ বুক জলছে, এমন সেইটেই বকো
কথা । এমন আরহা পথের পাতের তেলোর কথা মনে রেখেই পায়ে কাটা
সে— তার পায়ে বন্ধ মিথের পায়ে গিঁথবে তখন নারের বীণে-জুড়ে অচ-
হাস করা যাবে । সোঁটা এমনিই কী বেশি ৷ হওয়াব বচন বচন চলে তখন
হাতা হবার সময় হয়ে, তখন জলুনির বচন তখন হঠকই কবচটাই পোতা
পার ।

চন্দ্রনাথবাবু একই হেসে কলসেন, হঠকই করতে চান কতন, কিন্তু সেই-
টেকেই বীণের কিবা কুন্ডির মনে করে নিজেকে বাঁচবা লেগেন না । পৃথিবীতে
যে কাত আপনায় হাকতে বাঁচিয়েছে তারা হঠকই করে নি, তারা কাত
করেছে । কাতটাকে বাঁচা বন্ধাব বাঁচের মতো লেবে এসেছে তারা
কাতকলা খুব থেকে লেবে উঠেই মনে করে, অকালের অশখ বিয়েই তারা
কাতাকালি লসারে করে রাখে ।

খুব একটা কলস জ্বাৰ লেবার কলসই মনে কোমর হেসে কাঁকানি এমন
সময় মিলিল এর । চন্দ্রনাথবাবু উঠে মকীর দিকে চেয়ে কলসেন, আমি এমন
চাই যা আমার কাত আছে ।

তিনি চলে যেতেই আমি আমার সেই ইংরিজি খঁটা লেখিয়ে নিখিলকে
কলসুম, নকীবানীকে এই খঁটার কথা বলছিলাম।

পৃথিবীর সাথে পনেরো আনা মাস্তকে মিথোর দ্বারা কীকি লিখে চর,
আর এই ইকুল-খাটায়ের চিরকলে জায়গিকে সত্যের দ্বারা কীকি বেগনাই
সকল। নিখিলকে কেনেকেনে ঠকতে দিলেই তবে এ ভালো করে ঠকে।
তাই এর সঙ্গে দেখা-নিখিল খেলাই ভালো খেলা।

নিখিল খঁটার নাম পড়ে দেখে চূপ করে বসিল। আমি কলসুম, মাস্ত
লিখে এই বাসের পৃথিবীটাকে নানান কথা লিখে তারি অশ্রুই করে
ভুলেছে। এই সব দেখেবো খঁটা হাতে করে উপভোগ বুলা উঠিয়ে লিখে
চিত্তবদ্ধ বস্তুটাকে শ্রুই করে তোলাবার কাজে লেগেছে। তাই আমি কা-
ছিলাম, এ খঁটা তোমার পক্ষে দেখা ভালো।

নিখিল বললে, আমি পড়েছি।

আমি বললাম, তোমার কী বোধ হয় ?

নিখিল বললে, এ-বকর খঁটা নিয়ে দ্বারা সত্য-সত্য জায়গে চার তালো
পক্ষে ভালো, দ্বারা কীকি লিখে চার তালো পক্ষে বিব।

আমি বললাম, তার অর্থটা কী ?

নিখিল বললে, দেখে, আজকের দিনের মধ্যে যে লোক এমন কথা
যলে যে নিজের সম্পত্তিতে কোনো মাস্তের একান্ত অধিকার নেই, সে
যদি নির্গোষ্ঠ হয় তবেই তার মুখে এ কথা সাজে। আর, সে যদি স্বভাবতই
চোর হয় তবে কথাটা তার মুখে ঘোর মিথো। প্রকৃতি যদি প্রকল থাকে
তবে এ-সব খঁটের গ্রিক মানে পাওয়া যাবে না।

আমি বললাম, প্রকৃতিই তো প্রকৃতির সেই প্যাসপোর্ট বার আলোতে
আবহা এ-সব ভাবের খোজ পাই। প্রকৃতিকে দ্বারা মিথো বলে জাভা চোপ
উপক্ষে কেনেই দ্বারা দ্বারা পাবার চেষ্টা করে।

নিখিল বললে, প্রকৃতিকে আমি ভাবনই সত্য বলে মনে আমি মনে জাভ

সঙ্গে সবেই নিযুক্তিকেও বৃত্তা বলি। চোখের জ্বালায় কোনো জিনিস শুঁকে
 দেখতে গেলে চোখকেই নষ্ট করি, দেখতেও পাই নে। প্রকৃতির সঙ্গেই
 কোর জড়িয়ে বাবা সব জিনিস দেখতে চায় তারা প্রকৃতিকেও বিকৃত করে,
 সত্যকেও দেখতে পায় না।

জামি কলসু, বেবো নিবিল, খয়ীত্বির সোনা-বাখানো ১৭মার জ্বালা
 নিয়ে জীবনটাকে বেবো তোমার একটা মানসিক বাস্তবিত্ব। এই জ্বালাই
 বাবের সময় তুমি বাস্তবকে কাপসা দেয়, কোনো কাজ তুমি ছোবের সঙ্গে
 করতে পার না।

নিবিল কলসে, ছোবের সঙ্গে কাজ করাটাকেই আমি কাজ করা বলি
 না।

তবে ?

বিখ্যা শুক করে কী হবে ? এ-সব কথা নিয়ে নিবিল একত্রে গেলে এর
 লাভনা নষ্ট হয়।

আমার ইচ্ছে ছিল, মকী আমাকেও সঙ্গে যোগ দেয়। সে এ-পর্বত
 কেউ কথা না বলে চূপ করে বসে ছিল। আত ইচ্ছা আমি তার মনটাকে
 কিছু বেশি নাকচা দিচ্ছি, তাই মনের মধ্যে বিখ্যা লেগে গেছে—উকুল-
 বাস্তবের কাছে পাঠ বুঝে নেবার ইচ্ছে হচ্ছে।

কী জামি, আমাকেও বাহাটা অতিরিক্ত বেশি চেষ্টা কিনা। কিন্তু,
 কল করে নাকচা দেওয়াটা বড়কায়। চিরকাল বেটাকে অন্যত বলে মন
 নিচ্ছিল আছে সেটা যে নড়ে এটিটাই বেটায় জানা চাই।

নিবিলকে কলসু, তোমার সঙ্গে কথা হল ভালোই হল। আমি আর
 একটু হলোই এ বইটা মকীবানীকে পড়তে নিযুক্ত।

নিবিল কলসে, তাতে কতি কী ? ও বই মন আমি পড়েছি মন
 বিসলই বা পড়বে না কেন ? আমার কেবল একটা কথা বুঝিয়ে বলবার
 আছে। আমকাল জুরোপ বাবের সব জিনিসকেই বিজ্ঞানের ভাব থেকে

হাটাই করছে। এরমিতাবে আলোচনা চলছে যেন হাটু-পরাখটী ফেল
সেততর, কিবা জীবতর, কিবা মনতর, কিবা কড়া-কোর সমাজতর। কিয়
নাহয় যে তর নয়, হাটু যে সব তরকে দিয়ে সব তরকে ছাড়িয়ে অসীমের
দিকে আপনাকে ফেল দিচ্ছে, হোয়াই তোমাদের, সে কথা বুঝো না।
তোমরা আমাকে বল, আমি ইচ্ছা-হাস্টারের ছাত্র। আমি নই, সে তোমরা
— হাটুকে তোমরা হাটুদের হাটুদের কাছ থেকে চিনতে চাও,
তোমাদের অন্তরহাটু কাছ থেকে নয়।

আমি বললুম, নিবিল, আত্মকাল তুমি এমন উবেজিত হয়ে আছ কেন ?
সে বললে, আমি যে মাই সেপছি, তোমরা হাটুকে ছোটো করছ,
অপমান করছ।

কোথার সেপছ ?

হাটুকার মতো, আমার সেপনার মতো। হাটুদের মতো যিনি সব চেয়ে
কড়া, যিনি জ্ঞান, যিনি তরুণ, তাঁকে তোমরা ঠাকুরি হাটুকে চাও।

এ কী তোমার পাশ্চাত্যের কথা।

নিবিল হঠাৎ ঠাকুরির উঠে উঠে, কোথা দখীল, হাটু মনোভিত্তিক হুয়
পালে কিয় তবু মরবে না এই বিশ্বাস আমার লুচ আছে, তাই আমি সব
মইতে প্রস্তুত হয়েছি— জেনেভনে, বুকেজরে।

এই কথা বলতে সে ঘরের থেকে বেরিয়ে চলে গেল। আমি অন্যাক হয়ে
জান এই কাণ্ড সেপছি, এমন সময় হঠাৎ একটা লম্বা তরুণে বেধি টেম্বলের
উপর থেকে দুটো-কিনটে বই মেঝের উপর পড়ল, আর দখীদানী বস্ত্রশরে
আমার থেকে যেন একটু দূর দিবে চলে গেল।

অনুত হাটু কই নিবিলেন ! ও বেশ বুকেছে, কয় ঘরের মতো একটা
বিশ্ব বহিরে এসেছে। কিয় তবু আমাকে দাড় করে কিয় করে সেব না
কেন ? আমি জানি, ও অপেক্ষা করে আছে কিনা কী করে। কিয় যদি

পক্ষ হলে, তোমার সঙ্গে আমার মোড় হলে মি, তুমিই ও বাবা খেঁচ করে
 বসবো বলে, তা হলে যেখানি কুল হয়ে গেছে। কুলকে কুল বলে বাবলেই
 সব সেরে বড়ো কুল করা কুল, এ কথা বোঝবার ভোর তব নেই। আইজিয়ার
 মতককে যে কত কাহিল করে তার প্রত্যেক পুটাই হল মিথিল। ও-কর
 পুণ্যবাক্য আর বিতীর বেশি মি। ও নিত্যকই প্রকৃতির একটা বেটাল।
 পক্ষ নিয়ে একটা তব বকবো বর কি নাইক পড়াও চলে এ, বর করা
 তা পুণ্যের কথা।

তার পরে বকী— বেশ বোধ হচ্ছে, আমাকে ওর বোধ ভেঙে গেছে।
 ও যে কোন মোড়ে ভেসেছে, হঠাৎ আর সেটা বুঝতে পেরেছে। এখন
 পক্ষ ভেনেডনে বর কিভাবে হবে সব এখানেই হবে। তা নয়, এখন
 বকে ও একবার এখানে একবার শিখোবে। তাকে আমার ভাবনা
 নেই। কাপড়ে বসে আসে লামে তখন করে বসেই চুটোচুটি করে
 আসে তবই বেশি করে বলে ওঠে। তবের বাতাসেই ওর বসবের
 বেশ আরও বেশি করে বকে উঠবে। আরও তো এমন দেখছি।
 সেই তো খিলা কুলের ভয়েতে কাপড়ে কাপড়েই আমার কাছে এসে
 থা সাইয়েছিল। আর, আমাকে হলেসের কাছে যে কিরিসি মেয়ে ছিল
 সে আমার উপরে বাস করলে এক-এক দিন মনে টক, সে আমাকে
 হলে বেশ খিঁচে কেনে ভেবে। ~~আমি~~ ^{আমি} আমাকে বেশ মনে
 আছে যে দিন সে চীৎকার করে 'মাও বাণ' বলে আমাকে বর থেকে
 কোর করে ডাকিয়ে গিলে— তার পরে যেহি আমি চৌকাঠের বাইরে
 গা বাজিয়েছি অমনি সে ছুটে এসে আমার গা বাজিয়ে বর কাপড়ে
 কাপড়ে কোরতে মাথা ঠুকতে ঠুকতে বুদ্ধিত হয়ে পড়ল। ^{আমি} আমি কুল
 জানি। বাস বল, ভব বল, লজা বল, কুণা বল, এ-সবকই জালানি কাঠের
 বড়ো কলস, কলসের আত্মকে বাজিয়ে কুলে পুড়ে চাই হয়ে ~~যাচ্ছে~~
 জিনিস এ আত্মকে লামলয়ে পায়ে সে হলে আইজিয়ার। মেয়েদের সে

হালাই নেই। কথা পুঁথি করে, ভীর্ণ করে, শুকঠাকুরের পাতের কাছে পড়
হয়ে পড়ে প্রশংসা করে, আমরা যেমন করে আগুন করি— কিন্তু আইভিয়ার
ধার দিয়ে যায় না।

আমি নিজের ঘুমে গুকে বেশি কিছু করি না—এখনকার কালের
কতকগুলো ইংরেজি বই গুকে পড়তে যেন। এ কয়েক কয়েক বেশ মন দিয়ে
বুঝতে পারি যে, প্রত্নতাত্ত্বিক বাস্তব বলে স্বীকার করা ও প্রমাণ করাটাই হচ্ছে
মতাবলম্বন। প্রত্নতাত্ত্বিক লক্ষ্য করা, সংরক্ষণ করা জানাটা মতাবলম্বন নয়। ‘মতাব-
লম্বন’ এটা কথাটার যদি আশ্রয় পায় তা হলেই এ জোর পাবে। কেননা,
গুহের ভীর্ণ চাই, শুকঠাকুর চাই, বাবা সাহাব চাই— তুমি আইভিয়া গুহের
কাছে কীকা।

যাই হোক, এ নাট্যটা পড়ায় আর পড়ায় তেমন ব্যাক। এ কথা ভাবি করে
বলতে পারব না, আমি কেবলমাত্র লক্ষ্য, উপরের তলায় বহাল দীর্ঘতায়
মাঝে মাঝে কেবল হাততালি দিচ্ছি। বুকের ভিতরে টান পড়ছে, খেতে
খেতে নিবলুলো ব্যথিয়ে উঠছে। ঘরে বাহিরে বিবিধে বিভিন্দের খবর শুই
তখন এতটুকু ছোঁওয়া, এতটুকু চাপা, এতটুকু কথা মতকার ভক্তি করে
কেবলই ঘুমে ঘুমে খেতায়। সকালে ঘুম থেকে উঠে ঘরের ভিতরটার একটা
পুলক বিলম্বিত করতে থাকে, যেন হয় যেন হকের সঙ্গে সঙ্গে সর্বাঙ্গে
একটা জ্বরের ধারা বইছে।

এই টেকিলের উপরকার কোতো-দ্যাগে নিখিলের ছবি পাপে বকীর
ছবি ছিল। আমি সে ছবিটি ঘুমে নিয়েছিলুম। কাল বকীকে সেই ভাঙটা
সেখিয়ে বললুম, কপালগণের কপালতার সোয়েই ছবি হয়, অতএব এই ছবির
পাশটা কপাল চোরে ভাঙাভাঙ্গি করে নেওয়াই উচিত। কী বলেন ?

বকী একটু হাসলে। বললে, এ ছবিটা তো তেমন ভালো ছিল না।

আমি বললুম, কী করা যাবে ? ছবি তো কোনোমতেই ছবির চেয়ে
ভালো হয় না। ও যা তাই নিয়েই সবুই থাকব।

যকী একখানা বই কুলে তার সাতা ওটাতে লাগল। আমি বললাম,
আমনি যদি হাস করেন আমি এর কাকটী কোনো বকর করে তকিরে
(২৪)

আজ কাকটী তকিরেছি। আমার এ তকিরটা অল্প বয়সের— তখনকার
দুটো কাটা-কাটা, মনটাও সেই বকর ছিল। তখনও ইংকাল-পরকালের
অনেক কিনিম বিবাদ করতুম। বিবাসে ইকায় বটে, কিন্তু এর একটী ইকায়
ও এই— ককর মনের ইকায় একটা লাগনা বের।

মিকিলের তকির পাশে আমার তকির বইল— আমার তকির বকু।

নিখিলেশের আত্মকথা

আগে কোনো দিন নিজের কথা জামি নি। এখন প্রায় হাতে-হাতে নিজেকে বাইরে থেকে দেখি। বিদল আমাকে কেমন চোখে দেখে সেইটে আমি দেখবার চেষ্টা করি। কত পতীর— সব ভিনিসক কত বোনি শুক-
তর করে দেখা আমার অভিমান।

আর কিছু না, পীকটাকে কেনে তামিরে বেওয়ার চেয়ে বেশে উড়িয়ে
কেওয়ারি ভালো তাই করেই তো চলেছে। সবসময় আসতে আসতে দূর
যে-বাঁধে উড়িয়ে আছে তাকে তো আমরা মনে-মনে চাচার মতো
মাচার মতো উড়িয়ে গিয়ে তবেরি অনাচারে নাড়ি-নাড়ি। তাকে যদি এক
মুহুর্ত সত্য বলে মনে হতো তখনো পারতুম তা বলে কি মনে আর কত ?
না, চোখে দুই থাকত ?

কেবল নিজেকেই সেই-সময় উড়ে-না-ওয়া তেলে-বা-ওয়া বলে দেখতে
পারি নে। মনে করি, কেবল আমারই দুঃখ অপেক্ষে বৃকে অনন্তকালে
যোকা হয়ে হয়ে জমে উঠছে। তাই এত পতীর— তাই নিজের মিল
জাকালে দুই চোখের কলে বক চেয়ে যায়।

প্রবের হতভাগা, একবার অপেক্ষে সকলে পাড়িয়ে সমস্তর সঙ্গে আপনাকে
মিলিয়ে দেখ-না। সেখানে দুঃখপাতের মহামেলার লক্ষ-কোটি লোকের
জিতে বিদল তোমার কে ? সে তোমার স্বী। কাকে বল তোমার স্বী ? ও
পীকটাকে নিজের হুঁয়ে ফুলির তুলে বিনবাধি সামলে খেড়াজ— জাম
বাইরে থেকে একটু পিন ফুটলেই এক মুহুর্তে হাওয়া বেরিয়ে গিয়ে সমস্ত
চুপসে যাবে।

আমার স্বী, অতএব ও আমাকেই ! ও যদি কখনো চায়, না, আমি
আমিই, তখনই আমি কখন— সে কেমন করে হবে, তুমি যে আমার স্বী

১) • ওটা কি একটা মুক্তি ? ওটা কি একটা সত্য ? এই কথাটার মধ্যে
 একটা আত্ম হাতককে আত্মানন্দীক পূরে কেনে কি আলা বহু করে বাবা
 দেব ?

হী ! এই কথাটিকে যে আমার জীবনের বা-কিছু মনুষ্য, বা-কিছু পবিত্র,
 সে দিয়ে বুকের মধ্যে হাতক করেছি । এক দিন এ গুহে দুসোত উপর নায়াই
 ১২) ওই নামে কত পুকার পূন, কত সাফাফার হাঁসি, কত বনশ্বেত বকুল,
 বহু শব্দেব বেকালি । ও বহি কানভেব খেলার মৌকার মধ্যে আজ হাঃ
 মমার খোলা জলে ভুবে যায় যা হলে সেই সত্য আমার—

ওই কোন্, আমার সাত্ত্বিক । কাকে বলত নটর, কাকে বলত খোলা
 কল : ওসব হল আমার কথা । কুহি হাস করবে বলেই কপরে এক কিনিম
 খাপ হলে না । বিয়ল যদি কোয়ার না হত কো সে কোয়ার নাই, খসুই
 ১৩) খাচাপি হাশাখাপি করবে ততই ওই কথাটাই আরও বড়ো করে প্রমাণ
 হাঃ । ঊর্দ্ধ কোটে যায় যে । যা থাক । তাহলে শিব কোঁলে হলে না, এমন-কি
 কুহিও কোঁলে হলে না । জীবনে হাতক বা-কিছু হাঃ হাঃ তার সত্যের চেয়েও
 হাতক অনেক বেশি বড়ো । সমস্ত কারণে সমস্ত পরিণামে তার পায়
সত্য । এই কাজেই সে কাশে, নটলে বাততও না ।

কিছু সমাজের দিক থেকে—

সে-সব কথা সমাজ ভাবুক সে, বা কপরে হয় কতক । আমি কাশছি
 আমার আশ্রয় কার, সমাজের কার । না । বিয়ল যদি বলে সে আমার হী
 না, তা হলে আমার সামাজিক হী যেখানে থাকে বা-কিছু, আমি বিয়ল হলুম ।

কুহ কো আছেই । কিছু, একটা কুহ বড়ো মিথো করে, সেটা থেকে
 নিজেকে যে ক'রে পারি বাঁচাবই । কাপুরুষের মধ্যে এ কথা কল কল
 পাক না যে, অন্যকরে আমার জীবনের তার করে দেন । আমার জীবনের
 কল আছে— সেই কল দিয়ে আমি কেবল আমার কবের অতঃপুর্নকু কিলে
 বাক্যের "ভেদে" আসি নি । আমার যা বড়ো ব্যাকল সে কিছুতেই কোঁলে

হবে না, আজ এই কথাটা বুঝ সত্য করে তাববার দিন এসেছে ।

আজ যেমন মিছেকে তেমনি বিবলকর্ণে সম্পূর্ণ বাইরে থেকে কেঁপে
হবে । এত দিন আমি আমারই মনের কঠকপুলি আমি আঁটছিলাম তিনে
বিবলকে সাধিয়েছিলাম । আমার সেই মানসী দৃষ্টির সঙ্গে লগাবে বিবলের
সব আয়নার যে মিল ছিল তা নয়, কিন্তু তবুও আমি তাকে পূজা করে
এসেছি আমার মানসীর মতো ।

সেটা আমার গুণ নয়, সেইটাই আমার মরকমোহ । আমি মোস্তা—
আমি আমার সেই মানসী তিলোত্তমাকে মনে মনে তোলা করতের চেয়ে
ছিলাম, বাইরের বিবল তার উপলক্ষ্য হয়ে পড়েছিল । বিবল যা সে তাইট
— তাকে যে আমার পারিবার তিলোত্তমা হতেই হবে এমন কোনো কথা
নেই । বিবলকর্মা আমারই কর্মণ পাঠছেন না কি ?

তা হলে আজ একবার আমাকে সমস্ত পরিত্যক্ত করে তেঁকে নিয়ে হবে ।
মাঝের রক্ত যে-সব ডিহিপিটির করেছে, সে আজ বুঝ সত্য করে বুঝ
ফেলবে । এত দিন অনেক কিনিম আমি সেসেব দেখি নি । আজ এ কথা
স্পষ্ট বুঝেছি, বিবলের জীর্ণনে আমি আকস্মিক যাত্রা, বিবলের সমস্ত প্রকৃতি
যুব সত্য সত্য মিলতে পারে সে হচ্ছে সন্দীপ । এইটুকু জানাই আমার
পক্ষে যথেষ্ট ।

কেননা, আজ আমার নিজের কাছে নিজের দিনের কবলার দিন
নেই । সন্দীপের মধ্যে অনেক গুণ আছে বা মোচনীষ, সেই গুণে
আমাকেও এত দিন সে আকর্ষণ করে এসেছে । কিন্তু বুঝ কম করবেও যদি
বলি তবু এ কথা আজ নিজের কাছে বলতে হবে যে, মোস্তের উপর যে
আমার চেয়ে কতো নয় । কবলসত্যের আজ আমার গলায় বহি হাল্লা ন
পড়ে, বহি হাল্লা সন্দীপই পায়, তবে এই উপলক্ষ্যে কেবল ঠাঁইই বিচার
করলেন বিনি হাল্লা দিলেন—আবার নয় । আজ আমার এ কথা 'অত'
কার করে বলা নয় । আজ নিজের দুলাকে নিজের মধ্যে বহি একান্ত সত্য

করে না জানি ও না খোঁকার করে, আত্মকলার এই আত্মকলার
আত্মার এই আত্মকলার করে অসহান করে যেমন নিজে হয়, তা হলে
করি আত্মকলার করে। আত্মকলার খোঁকার করে নিজে করে, আত্মার করে
আত্মকলার করে করে না।

ଏକତ୍ର ଏ ଆଜି ମହତ୍ତ୍ୱ ଅନନ୍ତ ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଆହାର ଯଥେଷ୍ଟ ଯଥେଷ୍ଟ
 ଦେଖି ନୁହଁନ୍ତି ଆମକୁ ଜାଣିବା ଚେନାଶେନା ହେ—ବାରିତାକେନ ଦୁଇମାସ,
 ସହଜାକେନ ଦୁଇମାସ ହୁଏ । ଲାଜ ଲୋକମାନେ ଯିତିବେ ସା ବାକି ବଞ୍ଚି ଯାଏ
 ଆମି । ସେ ଯୋ ଲକ୍ଷ ଆମି ନା, କିନ୍ତୁ ଆମି ନା, ସେ ଅନ୍ଧାଧୁରେବ ଗୋଟିଏ
 ଲକ୍ଷ ଯାହାକି କହା ଗୋଟିଏ ଆମି ନା, ସେ ବିବାହର ଲକ୍ଷ ଯାହାକି ଶେଷି ଆମି ।
 ଯାହା ହୋଇ ଯା ହେବେ, ଆମ ଜାଣ କିହୁବେ ଯାବେ ଏହି ।

এইসকল মাদ্রাসাগুলিতে শিক্ষার ব্যয়কে ১০% পর্যন্ত বৃদ্ধি হইতে হইবে
যাহাতেও হইবে, নিম্নলিখিত প্রকারে হইবে, তাহা কেবল হইতে পারে।

অনেক ব্যাধি বিধল যুব সমষ্টির মধ্যে ঘুটিয়ে না লাগলে আমাদের লোক
জাত বাতলা জারি করিল হইবে। শিশুর বেলা হাত লোক লেখালিখায় হইবে,
কথাবার্তায় শুনে। কিন্তু বিদ্যানুরে মধ্যে একলা ব্যাধির শিশুরা হাত হাত
লোক কী কথা বলবে ও আমাদের সমস্ত (সেহান লজিক হইবে পূর্বে)।

আমি দাখিল-শেখের ভিকারী কলকাতা, আগ্রা এবং মুম্বাই
কেন ?

[illegible]

এই পথের কোনো কালে প্রবেশ বন্ধি-বাস করছি এবং সমস্ত আশার ভাবনা
সময়ের আকর্ষণে জীবনের শেষ চর্চায় একটি কণ্ঠস্বর ছিন্ন হয়ে গেল—
‘দার তুমিই যখন থেকে একটি নতুন জীবন করে উঠল। আমার

মনে হল আমাকে সে বললে, কত দূরই তাড়িয়ে পড়তে হয়েছে মজা, কিন্তু আমি ঠিক আছি; আমি বাসক-ঘরের চিকিৎসীদের বিধা, আমি মিলনবাতির চিকিৎসক।

সেই মুহুর্তে আমার সমস্ত দৃক ভরে উঠে মনে হল, এই বিবদম্বল পথের আড়ালে আমার অনন্তকালের প্রেমসী ছিল হয়ে কসে আছে। কত করে কত আদ্যনাথ কণে কণে তার ছবি দেখলুম— কত ভাঃ আদ্যনা, বাঁকা আদ্যনা, ধুলোর-অংশই আদ্যনা। যখনই বলি, আদ্যনাটো আমারই করে নিই, বাস্তব জিত্তরে বাধি, তখনই ছবি সরে যায়। থাক না! আমার আদ্যনাতেই বা কী, আর ছবিতেরই বা কী, প্রেমসী! তোমার বিবদল অটুট হউল, তোমার হাসি জান কসে না, তুমি আমার সঙ্গে সীমহে যে শিকরের বেধা একেই প্রতি দিনের অকণোয় তাকে উজ্জল করে ফুটিয়ে রাখবে।

একটা পথতান অন্ধকারের কোণে দাঁড়িয়ে বলছে, এসব তোমার ছেলে তোলানো কথা! তা হোক-না, ছেলেকে তো তোলাতেই হবে— লক ছেলে, কোটি ছেলে, ছেলের পর ছেলে— কত ছেলের কত কাজ। এক ছেলেই কি মিথো নিয়ে তোলানো চলে? আমার প্রেমসী আমাকে ঠিকানো না— সে লুতা, সে লুতা— এই করে বায়ে বায়ে তাকে দেখলুম, বায়ে বায়ে তাকে দেখব। কুলের দ্বিতর দিয়েই তাকে দেখেছি, তোমার মনের দন কৃষাণের মধ্য দিয়েও তাকে দেখা গেল। জীকনের হাটের দ্বিতর মনে তাকে দেখেছি, হাকিরেছি, আবার দেখেছি। মনোর তুকোবেব দ্বিতর দিয়ে যেহিয়ে গিয়েও তাকে দেখব সিসো নিতর, আর পরিচাল কোরো না। সে পথে তোমার পায়েব চিক পড়ছে, যে বাতাসে তোমার এসো কুলের দন করে আছে, এবার যদি তার ঠিকানা কুল করে থাকি তবে সেই কুলে আমাকে চিরদিন কীহিরো না। এই ঘোড়া-খোলা তারা আমাকে কলহে না না, ভব নেই, বা চিরদিন থাকবার জা চিরদিনই আছে।

এইবার দেখে আমি আমার বিকলকে— সে বিদ্বান্য এলিয়ে পড়

দুজনে আরো । আরো না আশিরে আর, পদ্যটো একটি চুপন যেনে ছিল ।
 এই চুপন আমার পূজার নিমিত্ত । আমার বিবাহ হইবার পরে আর সবই
 কখন সব কুল, সব কাম, কিছ এই চুপনের সুতির সন্ধান কোনো একটা
 ব্যাঘাত থেকে ঘটে । কেমন, কতক পর কতক এই চুপনের মালা যে
 লগ্না হয়ে থাকে সেই কেশরীও লগ্নার পরানো হয়ে গেল । ५

যেন লগ্নে আমার ঘরের মধ্যে আমার থেকে ডাক এসে চুপলেন ।
 তখন আমারে পাঠ্যকার ঘড়িতে চা চা করে চট্টা বাজল ।

মানুষলো, তুমি কবছ কী । লক্ষী ভাই, তাকে মান । তুমি নিজে
 যেন করে চুপ ছিলো না । কোমার চেহারা যা হয়ে গেছে সে আমি চোখে
 দেখে পারি নে ।

এই বলতে বলতে তাঁর চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ করে জল পড়তে লাগল ।

আমি একটি কথাও না বলে তাঁকে প্রণাম করে তাঁর পায়ে দুগো নিয়ে
 ফক সেলুম ।

বিমলার আত্মকথা

গোড়ায় কিছুই সন্ধান করি নি, চর করি নি। আমি জানতুম, দেশের কাছে আত্মসমর্পণ করছি। পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণে কী প্রচণ্ড উন্নতি! নিজের সবনাশ করাটো নিজের সব চেয়ে আনন্দ, এই কথা সে দিন প্রথম আবিষ্কার করেছিলুম।

জানি নে, কখনো এমনি করেই একটা অস্ট্রি আফগেনের দ্বিতর দিয়ে এই মেখাটা এক মিম আপনিট কোটে যেত। কিন্তু সন্দীপবাবু যে থাকতে পারলেন না, তিনি যে নিজেকে অস্ট্রি করে ফেললেন। তাঁর কথার স্তর যেন স্পর্শ হয়ে আমাদের ছুঁয়ে যায়, তাঁর চোখের চাহনি যেন চিন্তা হয়ে আমার পায়ে পড়ে। ঐশ্বর্য তার মতো এমন একটা কথাকর ইচ্ছার ছোব, যেন সে নিজের ভাষাকতের মতো আমার চুলের নৃষি পথে তৈরি ছিঁড়ে নিয়ে যেতে চায়।

আমি সত্য কথা বলব, এই দুঃখ ইচ্ছার প্রলয়মুখি দিনরাত আমার মনকে টেনেছে। মনে হতে লাগল, মতো মনোবল নিজেকে হেঁচবাদের ছাঁড় দার করে ফেলল। তাতে কত লজা, কত চর, কিন্তু মতো তাঁর মূণ্ড সে।

আর, কৌতুহলের অঙ্ক নেই। যে মাতৃমকে ভালো করে জানি নে, যে মাতৃমকে নিশ্চয় করে পাব না, যে মাতৃমের কমতা প্রকাশ, যে মাতৃমের যৌদ্ধ সহস্র শিখায় অলঙ্কার, তার ক্ষুদ্র কামনাব রহস্ত— সে কী প্রচণ্ড! কী বিপুল! এ তো কখনো কখনো করতে পারি নি। যে সমুদ্র বর হয়ে ছিল, পড়া বইয়ের পাতার দার নাই স্নেনেছি মাত্র—এক ক্ষুদ্রিত বস্তুর হাবখানের সমগ্র বাধা ভিত্তি, যেখানে বিভক্তি দ্বাটে আমি বাসন মাজি, ভাল তুলি, সেট পানে আমার পায়ের কাছে কেনা এলিবে বিধে তার অসীমতা নিয়ে সে লুটিয়ে পড়ল।



আমি পোকার লম্বীপদ্যকে ভক্তি করতে আরম্ভ করেছিলুম, কিন্তু সে ভক্তি বেশ ভেঙ্গে। তাঁকে প্রীত্ব্য করি নে, এমন কি, তাঁকে অগ্রছাই করি। আমি যখন মনে করি, বুঝি, আমার স্বামীও মতে তাঁর তুলনাই হয় না। এক আমি প্রকাবে না হোক তবে কবে জানতে পেরেছি যে, লম্বীপদের মতো যে ভিনিস্টটাকে পৌড়ন বলে হয় তা সেটা চাকলা মাত্র।

তবু আমার এই বসন্ত-মাসে এই চাকলা-চাকলায় গড়া বীথিয়া নব্বই মতে বাহ্যতে লাগল। সেই চাকলাকে আমি বুঝি করতে চাই এবং এই লিখারকে—কিন্তু বীথ হো লাগল। আর, সেই স্তরে যখন আমার মনে পড়ে তবে উঠল যখন আমার আর কোনোটা বীথ না। এই স্তরের বসন্তকালে দুইটি মতো, আর কোমর বা কিছু আছে সব হজিরে থাক, এই কথা আমার বিবাহ প্রস্তাবক কখন, আমার বকের প্রস্তাবক তেই আমাকে বলতে লাগল।

এ কথা আর বুঝতে পারি নেই যে আমার মতো একটি কিছু আছে মতি—কী বলক—যার বলে মনে হয় আমার মনে যা গড়াই ভালো।

হাস্তীক-মস্তক যখন একটি মাক লান আমার কাছে এসে গেলেন। তাঁর একটি লক্তি আছে, তিনি মনটাকে এমন যেটা শিবের উপর দাঁড় করিয়ে শিরে পাড়েন যেখান থেকে মিলের কীপের পরিদিতাকে এক দুর্ভাগ্যের মতো বাক লেখতে পারি। বসন্তের যেটাকে লিখা বলে মনে করে। সেটি কখন বৈধি সেটা লিখা নয়।

কিন্তু, কী হবে। আমি যখন করে কোমরটি চাই নে। যে বেশার আমাকে পেয়েছে সেই বেশটি ভেঙে থাক, এমন ইচ্ছা যে আমি লম্বা গবে করতে পারি নে। লম্বায়ে চলে যটুক, আমার মতো আমার লম্বা পকে-পকে কাগজ হয়ে যকক, কিন্তু আমার এই বেশা চিরকাল টিকে থাক, এই ইচ্ছা যে কিছুতেই ভাঙতে পারছি নে। আমার মনে যখন দাবী যখন হয় তখন যুক্তকে মারত, তার পাবে মেয়ে অচ্যুতালে চাউ-

হাট করে, কীলত, নগ্ন করে মলত 'আর কখনও হয় হোম না', আবার জায় পরদিন সন্ধ্যাবেলাতেই হয় নিয়ে 'কলত—সেবে আমার সর্বাং বগে দুপার মলত। আতকে দেখি আমার হয় বাগা বে তার চেয়ে তদানত। এ হয় কিনে আনতে হয় না, হানে চালতে হয় না—জলক তিতর থেকে আপনা-আপনি তৈরি হয়ে উঠে। কী করি! এমনি করেই কি জীবন কাটবে!

এক-একবার চমকে উঠে আপনাব দিকে তাকাই আর জাবি আমি আপাদগোড়া একটা দুঃখ, এক সময়ে হঠাৎ দেখতে পাব এ আমি সত্য নয়। ঐ যে তদানত অসংলগ্ন, এর যে আমার সঙ্গে মোড়ার মিল নেই, এ যে দারিদ্র্যকরের হাতো কাণো কলতকে ইচ্ছাকৃত করে করে বহিন করে ফুলেছে। ঐ যে কী হল, কেমন করে হল, কিছুই বুঝতে পারছি নে।

এক দিন আমার মেজো ভা এসে হেসে বললেন, আমাদের চোড়োবানীস জল আছে। অতিথিকে এত হয়, সে যে পর ছেড়ে এক ছিল নকতে চায় না। আমাদের সমবেগ অতিথিশালা ছিল, কিন্তু অতিথির এর বেশি আদর ছিল না। তখন একটা নকর ছিল, বামীসেবণ হয় করতে হয়। মেজো ঠাকুরশা একাল বেঁচে জলছে কলটী কাঁকিতে পড়ে গেছে। ওর উচিৎ ছিল অতিথি হয়ে এ বাড়িতে আসা, তা হলে কিছুকাল ঠিকতে পারত—এখন হুড়া মলত। মেজোটা বাকসী, একবার কি কাঁকিতে লেগেছেও নেই পর দুখের ছিঁবি কিংকম হয়ে গেছে।

এ-সব কথা এক দিন আমার মনে লাগতই না। তখন ভাকতুম, আমি যে হাত নিয়েছি এরা জায় মানেই বুঝতে পারে না। তখন আমার চাচি দিকে একটা ভাবের আদক ছিল। তখন জেবেছিলুম, আমি হেনের জল গ্রাণ মিছি, আমার লক্ষ্যপকমের লব্ধার নেই।

কিছু দিন থেকে হেনের কথা বন্ধ হয়ে গেছে। এখনকার আলোচনা—মতাদ্বন্দ্ব কালের স্বীপুতরের সবক এক অত হাতার কলমের কথা। জারই

‘ভিতরে-ভিতরে ইংরেজি কবিতা একা বৈকর কবিতার আধারানি— সেই-
সময় কবিতার মধ্যে এমন একটা ছন্দ লাগানো চলতে যেটা হচ্ছে দুই
মোটা ভাবের ছন্দ । এই ছবের ছাক আধার করে আমি এক দিন পাই নি ।
আমার মনে হতে লাগল, এইটাই পৌরুষের ছন্দ, প্রাকলব ছন্দ ।

কিন্তু, আজ আর কোনো আফাল হইল না । কেন যে সঙ্গীপদ্য
দিনের পর দিন কিনা কারণ এমন করে কাটাচ্ছেন, কেনই যে আমি যখন-
তখন তাঁর সঙ্গে কিনা প্রয়োজনের আলোচনা-আলোচনা করছি, আজ তার
কিছুই জবাব দেবার নেই ।

প্রাই আমি সে দিন নিজের উপর, আমার মেজো ভাবের উপর, সমস্ত
জগতের ব্যবহার উপর দুই বাস করে বসলাম, না, আমি আর বাটীরের করে
বস না, মরে সেলেও না ।

তু দিন বাটীরে সেলুম না । সেই তু দিন প্রথম পরিচায় করে বসলাম এক
বার দিয়ে পৌড়েছি । মনে হল, যেন একেবারে কীভাবে ছাক চল সেজে ।
যে সময়টাই ছুঁবে ছুঁবে সেলে সেলে কেসে কিসে ইচ্ছে করে । সে হল,
তার ভেত্রে যেন আমার হাফের চুল থেকে পাইয়ে নয় পাইয়ে অনেকা করে
ছাড় — যেন সমস্ত পাইয়ে বাক বাটীরের লিকে কান সেজে রয়েছে ।

দুই বেশি করে কাক করবার চেষ্টা করলুম । আমার শোবার ঘরের
মেজে যথেষ্ট পরিচয়ের ছিল, তবু নিজে কাটিয়ে থেকে খড়া-খড়া কল
মজিরে লাগ করলুম । আলমারির ভিতর ভিনিসলর এক ভাবে লাগানো
ছিল, সে-সময় ঘের ক’রে, কোকো-ককে কিনা প্রয়োজনে অজ-বকর করে
শালালুম । সে দিন নাটকে আমার কোলা হুটো হয়ে গেল । সে দিন বিকাশে
চল বাগা হল না, কোনোভাবে এলো চুলটা পাকিয়ে কড়িয়ে দিয়ে ঠাঙ্কার-
ঘটা দোড়াবার ভাবে লোকজনকে ব্যক্তিব্যক্ত করে তোলা গেল । বেশি
ইতিহাসে ঠাঙ্কারে চুবি অনেক হয়ে গেছে, তা নিয়ে কাটতে বকতে
শব্দ হল না, পাইয়ে এ কথা কেউ মনে-মনে কবার করে ‘এক দিন জোয়ার

চোখ চুট্টা ছিল কোথা

সে দিন কুন্তে পাওয়ার হতো এই-রকম-দোলমাল করে কাটল। তার পরদিনে বই পড়বার চেষ্টা করলুম। কী পড়লুম কিছুই মনে নেই, কিন্তু এক-একবার সেপি, কুলে অজমনির হয়ে বই-চোখে ঘুবেতে ঘুবেতে অজমনির খেয়ে বাইরে দাবার বাগার জানদার একটা বস্তুত্বি পূলে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি। সেইখানে থেকে আচিনার উত্তর যিকে আদ্যের বাইরের এক-সং পর মেলা দায়িত্ব মনো-একটা পর মনে হল আমার জীক্সশুনের শু পায়ে চলে গিয়েছে। সেখানে আর সেবা বইয়ে না। তবে আছি তো চেয়ে আছি। নিঃশব্দে মনে হল, আমি যেন পরঅমিন্দার আমির কুন্তের হতে — সেই-সব দায়গারেই আছি তবুও নেই।

এক সময় বেখতে পেলুম, সন্ধ্যায় একখানা পথের কাপড় হাতে করে ঘর থেকে দাবাখায় বেগিয়ে এলেন। তার বেখতে পেলুম, তাঁর মুখের জায়ে বিষম চাকলা। এক-একবার মনে হতে লাগল, যেন উত্তরানটার উপর, দাবাখায় বেলা জলার উপর বেগে বেগে উঠছেন। পথের কাপড় চুট্টে কলে গিলেন, দাঁড় পায়েতেন হো! দাঁড়বটা আকাল যেন ছিলে কলে বিজেন। প্রতিজ্ঞা আর থাকে ন। যেই আমি বৈশ্বকখানার দিগে দাব মনে করছি এমন সময় হঠাৎ সেপি, পিচনে আমারে মেজো জা দাঁড়িয়ে

‘জলো, অবাক করলি যে।’ এই কথা বলেই তিনি চলে গেলেন আমার বাইরে দাঁড়া হল না।

পরের দিন সকালে দোবিল্লর মা এসে বললে, ছোটোরাণীমা, তাঁর দাবার কোলা হল।

আমি বললুম, ভবিষ্যতিকে বেব করে নিতে বল। এই বলে চামির দোজা কলে দিতে জানলার কাছে বলে দিলিতি সেলাইয়ের কাজ করলে লাগলুম। এমন সময় কোথা এসে একখানা চিঠি আমার হাতে লিখে কলে, সন্ধ্যাবাবু গিলেন। — সাহসের আর অস্ত নেই! বেগদাটা কী মনে করলে!

কেবল যখন কাঁপতে লাগল। চিঠি ধরে ফেলি, তাহে কোনো লক্ষ্যবল নেই,
কখন এই কণ্ঠ কথা আছে : বিশেষ প্রয়োজন। সেখান কাঁক। সমীপ।

এইল আমার সেলাই পড়ে। তাড়াতাড়ি আচমনের সামনে ঠাট্টিয়ে
বোতামি তুল টিক করে নির্মূল। শাউটো যেমন ছিল তাই এইল, তাৎকট
এটা বল করলুম। আমি জানি, ইংর চোখে এই তাৎকটটির লক্ষ
যখন একটি বিশেষ পরিচয় জড়িত আছে।

আমাকে যে দাবালা নিয়ে বাইরে যেতে হবে তখন সেই দাবালায় বসে
দামার যেকো কা তাঁর নিয়মমতো গুলুবি কাটছেন। আর আমি কিছুই
নাওড় করলুম না। যেকো কা নিজস্বা করলেন, বঁল, চলেই কোথায়।

আমি চললুম, বৈকল্যানাংগরে।

এই সকালে ৭ ঘোড়ালীলা কুঁচি ৭

আমি কোনো ভদ্রাব না নিয়ে চলে সেলুম।

যেকো কা গান বকালেন—

বাই আমার চলে যেতে চলে পড়ে

অসমি তলোর মকর যেমন,

ক তাং চিটে চিনি জান নেই।

বৈকল্যানাংগরে গিয়ে ফেলি, সমীপ লগার লিচু মিঠে করে দিটিল
খ্যাকাতমিতে প্রাপ্তিহ কুঁচি তাৎকটের একখানা বই নিয়ে ঘর গিয়ে
লেখছেন। আট লম্বা সমীপ নির্যকে বিচক্ষণ বলেই জানেন। এক দিন
আমার ছাড়া ইংকে বললেন যে, আটটি লম্বা বঁল গুলুবিলায়ের লগার হই
হবে কুঁচি বৈটে খ্যাকাত হোয়া লোকেব অত্যাং হইবে না।

এমন করে খোঁড়া লিখে কথা বলা আমার খামীর অত্যাং নয়, কিন্তু
অত্যাংগল ইংর যেতাম একটু কালে এলো— সমীপের অত্যাংগরে তিনি
ক নিজস্বালালেন ছাটেন না।

সকীপ বললেন, তুমি কি ভাব' আউট'য়ের আর শুককণ হরকার
নেই ?

স্বামী বললেন, আউ'স্বয়ে আউট'য়ের কাছ থেকেই আবারের মধ্যে
দায়ককে চিরকাল নতুন নতুন পাঠ নিয়ে উল্লসিত হবে, কেননা এর কোনো
একটিমাত্র বাধা পাঠ নেই ।

সকীপ আমার স্বামীর বিনয়কে বিজ্ঞপ করে পূর্ব হাসলেন, বললেন,
মিথিল, তুমি ভাব' লেভটাট চাচ্ছে বললেন, ওটাকে বস বাটোনে ইবব ততই
বাকসে । আমি বলছি, অচ্যকার বাব নেই সে মোদের জাওলা, চারি মিকে
কেবল কেসে কেসে বেছাদ ।

আমার মনের ভাব ছিল অদ্বৈত বসম । এক মিকে ইচ্ছাটী, তাকে আমায়
স্বামীর দ্বিতীয় হয়, সকীপের অচ্যকারটা একটু করে । অচ্য সকীপের
অসাকোচ অচ্যকারটা আমাকে টানে— সে যেন হারি হীরের বক
বকানি, কিছুতেই তাকে লক্ষ্য দেবার জো নেই, এমন কি, পুষের কাছে—
সে তার মানতে চায় না, বরক তার স্পর্শ আরও বেড়ে যায় ।

আমি ধরে চুকলুম । জানি, আমার পুষের লব সকীপ ভ্রমতে পেলেন
কিন্তু যেন শোনে নি আমি জান করে বইটা সেখানেই লাগলেন । আমার
জয়, পাড়ে আটের কথা পেতে গলেন । কেননা, আটের চুরতা করে সকীপ
আমার মাঝে যে-সব ছবিব যে-সব কথাব আলোচনা করতে ভালোবাসে—
আজও আমার জোতে লক্ষ্য বেশি করার অজ্ঞান ঘোচে নি । লক্ষ্য লুক-
বার জন্তেই আমাকে দেখাতে হত যেন এর মধ্যে লক্ষ্যের কিছু নেই ।

জাই একবার মুহূর্তকালের লব জাবলিসুম, কিবের চলে বাই । এমন
সময়ে পূর্ব একটা পতীর দীর্ঘনিশ্বাস কেসে দুখ কুলে সকীপ আমাকে কেসে
যেন চরকে উঠলেন । বললেন, এই-বে, আসনি এসেছেন ।

কথাটার মধ্যে, কথাব জুয়ে, তার ছুই চোখে, একটা চাপা জ্বলিতা ।
আমার এমন লনা যে, এই জ্বলিতাকেও যেন লিখ । আমার উপর

আপনাকে বলি নি ? কুঙ্গোলবিবরণে তো একটা সত্য বসে নয়, তুমি সেই ম্যান্টার কথা বসান করে কি কেউ জীৱন নিজে পারে ? বসান আপনাকে সামনে দেখতে পাই তখনই তো বুঝতে পারি, বেশ কত চমক, কত প্রিয়, প্রাণে তেজের কত পরিপূর্ণ ! আপনি নিজের হাতে আমার কপালে জয়টিকা পরিয়ে দেবেন, তবেই হ্যাঁ জানব, আমি আমার সেশের আদেশ পেয়েছি । তবেই তো সেই কথা বসান করে লড়তে লড়তে যুদ্ধাঙ্গণ খেয়ে বসি মাটিতে লুটিয়ে পড়ি তবে বুঝব, সে কেমলহার কুঙ্গোলবিবরণের মাটি নয়, সে একঘাটা ছাঁচল । কেমন ছাঁচল জানেন ? আপনি সে দিন সেই-যে একঘাটা পাচি পড়েছিলেন, লাল মাটির মতো তার গা, আর তার ঠগড়া পাচ একটি বকের দাঁড়ার মতো রাঙা, সেই পাচির ছাঁচল । সে কি আমি কোনো দিন কলতে পারব । এই-সব ভিনিসই তো জীৱনকে সন্তোষ, যুদ্ধাকে বদলীয় করে তোলে ।

কলতে কলতে সন্ধ্যারের গুটী চোখ জলে উঠল । চোখে সে কখনো আঙুলি পুঁজার সে আমি বুঝতে পারতুম না । আমার সেই দিনের কথা মনে পড়ল যে দিন আমি প্রথম ঠগ বকড়া কুঙ্গোলবিবরণে গিয়েছিলাম, তিনি অতিশয় না মাজব সে আমি কলে গিয়েছিলুম । লগাবল মাজবের সঙ্গে মাজবের মতো বাবদার করা চলে, তার অনেক কাঁচা-কাটান আছে । কিছু আঙুল যে আর-এক কাজের, সে এক নিমেষে চোখে বাঁধা লাগিয়ে দেয়, প্রলম্বেরে বুঝায় করে তোলে । মনে হতে থাকে, যে লড়া প্রতিদিনের শুকনো কাচ ফেলাফেলায় মধ্যে লুকিয়ে ছিল সে আত্ম আপনায় লীপ্যমান দৃষ্টি ধরে চারি দিকের সমস্ত কপালের দক্ষতালোকে অইহাতে লজ কলতে ছুটে উলটে ।

এর পরে আমার কিছু কলবার শক্তি ছিল না । আমার জব হতে লাগল । এখনই সন্ধ্যা ছুটে এসে আমার হাত চেপে বসলেন । কেননা তাঁর হাত চকল আঙুলের নিখার মতোই ঠগছিল, আর তাঁর চোখের দৃষ্টি আমার উপর বেন আঙুলের দৃষ্টিবের মতো এসে পড়ছিল ।

দ্বিতীয় অংশে উল্লেখ, আপনাদের দল কোটো কোটো ঘোরে ঘিরছে।
কর্তা করে কুলকে। আপনাদের এমন প্রশ্ন আছে বাই একই
মহাশয়ী আদর্শ জীবন-কলকে কুল করতে পারি। সে কি কেবল অন্ধের
সমস্যা-যেমন জিনিস? আরও আর লক্ষ্য করছেন না লোকের কান্দাধ্বনি
কম যেন বা। আর বিনিমিতে কুলি ঘরে কুলি বাতাসে কুলি
কুলি আর।

[illegible]

১৪৪ যে, আমার সেই যদিও আমার মূলের দ্বিতীয় স্তরে এখনই কোন
 একটি প্রত্যক্ষ বীজের মধ্যে দেখানো না। আমার দৃষ্টি দিয়ে এখন কোথায়
 একটি কথা উঠবে না কেন যা আমার মধ্যে এখনই লক্ষ্যে আনিয়েছে
 (১৪৪)

এমন সময় হাটঘাট করে কীভাবে কীভাবে আমার গরের কোম্পানী
হবে উপস্থিত। সে বলে, আমার হাটসে চুকিয়ে লাও, আমি চলে যাই,
আমি দাড় করে এমন— হাটঘাট, হাটঘাট।

॥ वास्तव्यः ॥

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଗାନ୍ଧୀ ବାଡ଼ୋ ଲୋକାବଳୀର ନାମର ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ମଧ୍ୟ କାନ୍ଥର
 ଉପରେ, ଉପର ବା ଉପର ଆଗର ଛାତି ଉପରେ ଗାନ୍ଧୀ ଲିଖିତ ।

আমি যত বসি 'আজ্ঞা, সে আমি বিচার কব' কিছুতেই কোমর
কাটি আর কাটবে না।

সকাল-কোলাহলীশবক হাসিনীর যে ছবি এখন কমে উঠেছিল তার উপরে যেন বাসন-বাঝার জল ঢেলে দিলে। মেয়েদ্বয়কে যে পক্ষদের পক্ষ তার তলাকার পক্ষ ঘুলিয়ে উঠল। সেটাকে সখীশেবর কাছে ত্যাগাত্যাগি চাপা দেবার কাজে আমাদের তখনই অধ্যাপকের ছুটতে হল। তেঁর, আমার ছেড়া বা সেই ব্যাঝার সঙ্গে একমনে মাথা নিচু করে হুপরি কাটছেন। দু'শ একটু হাসি লেগে আছে, গুন গুন করে গান করছেন 'রাই আমার চলে ছেড়ে চলে পড়ে'— ইতিমধ্যে কোথাও যে কিছু অনর্থপাত হয়েছে তার কোনো লক্ষণ তাঁর কোনোখানেই নেই।

আমি বললুম, মেজোবানী, তোমার থাকো ছেড়াকে এখন মিছিমিছি গাল দেব কেন ?

তিনি বুক তুলে আশ্চর্য হয়ে বললেন, ওহা, সখী না কি ? হাসিকে কাঁটাপেটা করে বুঝ করে দেব। সেখা সেখি, এই সকালকোলাহল তোমার বৈঠকখানার আসন মাটি করে দিলে। ছেড়ারও আজ্ঞা আদেশ দেখছি, জানে তার মনিষ বাটীরে বাবু সজ্ঞে একটু গরু করছে— একেবারে সেখানে গিয়ে উপস্থিত— লক্ষ্যপত্নীর মাথা ধরে বসছে। তা, ছোটোবানী, ও সব খবরকার কথাই তুমি খেঁচো না। তুমি বাটীরে বাবু, আমি যেমন করে পারি সব মিটিয়ে দিচ্ছি।

আশ্চর্য মাড়বের মন। এক মুহূর্তের মধ্যেই তার পালে এমন উত্তেজিত লাগে। এই সকাল-কোলাহল খবরটা ফেলে বাটীরে সখীশেবর সজ্ঞে বৈঠকখানায় আলাপ-আলোচনা করতে বাসব— আমার চিরকালের অধ্যাপকের অত্যন্ত আশ্চর্য্য এমনি পত্রিকাটা ধলে মনে হল যে আমি কোনে উত্তর না দিয়ে যাব চলে পেলুম।

বিন্দুর জানি, গ্রীক সময় বুকে মেজোবানী নিজে থাকোকে টিপে ধরে ছেড়ার সঙ্গে বগলতা করিয়েছেন। কিন্তু আমি এমনি উদ্ভুলে ব্যাঝার

আছি যে এসব নিয়ে কোনো কথাই কইতে পারি নে : এই হোক যে আমি
এক মহোদয়কে জাতির খেদে ভরে প্রথম ভাগে আমার স্বাধীর সঙ্গে
যে বকম উচ্চতর্য্যে বগড়া করেছিলুম সেই পরে তা ঠিক নয়। ^{কিন্তু}
সেই নিজে উত্তরনায়েই নিজের মধ্যে একটা লক্ষ্য ^{একটা} এবং যখন
আমার মেজাজানী এসে আমার স্বাধীকে বললেন, ঠাকুরশে, আমারই
সমস্যা। কেবো ভাট, আমার সেকেন্দ্রে লোক, হোমার কই সখীসমূহের
চলতলন কিছুতেই ভালো ঠেকে না। সেই ভরে ভালো মনে করেই আমি
মহোদয়কে—তা, এতে যে হোটাগামীর অসমান হবে এ কথা মনে
করি নি, বকে রেবেছিলুম উঠো। তার যে সোতা কপাল, আমার যেমন
দুঃখ।

এমনি করে সেকেন্দ্রে সিক থেকে, লুতার সিক থেকে, যে কথাটাকে এক
উচ্চতর্য্য করে দেখি সেইটেই বকম নীচের সিক থেকে এমন করে দৃষ্টি
হাতে থাকে তখন প্রথমটা হয় বাল, তার পরেই মনে হানি আসে।

আজ সোবার ঘরে লিখে ঘরের বহুতা এক করে কামিনীর কাছে বলে
বলে ভাসতে লাগলুম, ১৭২ সিকের সঙ্গে প্রব মিলিয়ে জীকনটা আসলে কতট
বল হয়ে পারে। কই যে মেজাজানী, নিশ্চিন্দনে বাবাখার বলে হুসুরি
কটিতেন, কই পরে আসলে বলে সেক কাকের বাবা আমার কাছে আজ
যমন চুর্গম হয়ে উঠল। বোত বোত নিজেকে জিজ্ঞাসা করি, যে শেষ
কোনখানে ? আমি কি করে বার, সখীস কি ভালো পারে, এসময়ই কি
সোণীর প্রলাপের মতো বক হয়ে উঠে একবারে কুলে বার ? না, ব্যতিক্রম
করে এমন সবমতের উল্লাহ তুলিয়ে বার যেমন থেকে উঠলীয়ে আমার
আম উচ্চতর্য্য নেই ? জীকনের সৌভাগ্যকে বলতাবে প্রব করতে পাকলুম
না এমন করে ছাড়াবার করে লিখ কী করে।

আমার এই সোবার ঘর, যে ঘরে আজ ২ বছর আগে নতুন বই
হয়ে পা দিয়েছিলুম, সেই ঘরের সমস্ত মেজাজ ভাব থেকে আমার আমার

সুবের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে আছে । এর এ পরীক্ষার উদ্দেশ্য হ'লে আমার
 স্বামী কলকাতা থেকে ভারত-সাগরের কোন-এক দীপের অনেক দূর
 এই পরদাহাটি কিনে এনেছিলেন । এই কটি বাহ পাভা, কিন্তু ভাঙে ন
 যে একটি কুলের গুহা ফুটেছিল সে খেন সৌন্দর্যের কোন শোভা একবারে
 উপস্থ করে চেলে দেওয়া ; ইচ্ছা হ'লে ওই-কটি পাতার কোলে ফুল হয়ে
 গজ নিয়ে হোল পাচ্ছে । সেই কটির পরদাহাটিকে আমরা হুগলে যিলে
 আমাদের শোবার ঘরের এই জানদার কাছে টাঙিয়ে রেখেছি । সেই একবার
 ফুল হয়েছিল, আর ৪৪ মি । আশা আছে, আবার আর-এক দিন ফুল ফুটেবে ।
 আশা এই যে, অভ্যাসমত আরও এই পাথে আমি যোজ কল যিছি ।
 আশা এই যে, সেই নারকেল গুটি নিয়ে পাথে পাথে খাঁট করে বাখ
 এই পাতা-কয়টির বাধন আলসা হল না— তাহ পাতাগুলি আরও নতুন
 আছে ।

আজ চার বছর হল, আমার স্বামীর একটি ছবি হাতিব পাতেব ক্ষেত্রে
 বাধিরে ওই কুমুদীর মধ্যে বেধে দিবেছিলুম । ওর দিকে দৈবাৎ যখন
 আমার চোখ পড়ে আর চোখ ফুলতে পারি নে । আজ ৬ দিন আগেও
 যোজ সকালে ঘানের পর ফুল ফুলে ওই ছবির শাফনে বেধে প্রদান করেছি ।
 কত দিন এই নিয়ে স্বামীর সঙ্গে আমার তর্ক হয়ে গেছে ।

এক দিন তিনি বললেন, তুমি যে আমাকে আমার চেয়ে বড়ো করে ফুলে
 পুজো কর, এতে আমার বড়ো লজা বোধ হয় ।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কেন তোমার লজা ?

স্বামী বললেন, তুমি লজা নয়, উবা ।

আমি বললুম, খোদো একবার কথা । তোমার আবার উবা কাকে ?

স্বামী বললেন, ওই মিথো-আমিটারে । এর থেকে বুঝতে পারি, এই
 সামান্য আমাকে নিয়ে তোমার লজাব নেই, তুমি এমন অসামান্য কাউকে
 চান যে তোমার বুদ্ধিকে অতিক্রম করে বেবে, তাই আর-একটা আমাকে

ବୁଦ୍ଧି ହେଉ ନିଜେ ମନେ ହୋଇବାର ହେଉ ହୋଇଯାଉ ।

বাহি কালসু, ভোয়াং এই কথাগুলো শুনে বাহার হাসে।

তিনি কলমে বাণ জাহাজ উপরে করে কী হয়, জোয়ারে অলুট
 উপর করে। ^Mতিনি তো আমারকে অস্বস্তিকার ভেত্রে না-এ নি, যেমন
 শেষে তেমনি জোয়ারে চোর কুয়ে নিজে হয়েছে, কাকেই কেবল মিলে
 আমারকে মজাটা পার সাধোনে করে নিচ্চ। অস্বস্তী অস্বস্তা: মনেছিল
 মনেই যেমতাকে বাণ দিয়ে মাজুককে নিজে পেয়েছিলেন। জোয়ারে অস্বস্তা
 হলে পার নি বলেই হোক মাজুককে বাণ দিয়ে দেখবার সুযোগ হাল। (১০)

সে দিন এই কথাটা নিয়ে এক বোল করেছিলুম যে, আত্মও তোমার লিখে
মন পড়ে গিয়েছিল। তুমি মনে করে আত্ম এই গুরুদ্বিটার লিখে তোমার কলমে
সার্থি নে।

৭ট-যে আহার লব্ধ্যের ব্যতীত অন্য আর এক ভবি আছে। সে কি
 বাইরের যৌকখানায়র স্বাক্ষরীকৃত করার উপলক্ষ্যে সেই কোটো-কো-
 দান্য কুলে প্রবেশিত, সেই দায় মতো আহার স্বামীর হস্তির পালে লক্ষ্যের
 ভবি আছে। সে ভবি কো পুত্রো কবি মে, তাকে আহার প্রদায় করা কুলে
 মে, সে বটল আহার চীয়ে-মানিক মুকোব মতো চাকা। সে লুকোচর
 গিল বলেই তার মতো এক পুলাক। যবে লব লবতা বহু করে কুলে তাকে
 কুলে লেখি। কুলে আছে কুলে কেবলসিমেব বাসিন্দা কুলে কুলে তার
 লবনে এই কুলিটা যবে কুল করে চেয়ে কুলে থাকি। তার পাবে কোকট কুলে
 কবি এই কেবলসিমেব বিখ্যার কুলে পুত্রিবে চাই করে চিহ্নসিমেব মতো
 কুলিবে কেনে বিহী—আবার কোকট লীলসিখান কেনে লীল লীলে আহার
 চীয়ে-মানিক-মুকোব লীলে তাকে চাপা কিলে চাবি-বহু করে চাবি। কিছু
 কোচাকুলী, এই লীলে মানিক মুকোব কোকো বিবেছিল কে! এর মতো
 কত লবনে কত আহার লক্ষ্যে আছে। তারা আর কোথায় লব লুকোচর।
 লব লবনে যে বাসি।

সন্ধ্যাপূৰ্ণ এক দিন আমাকে বলেছিলেন, ফিলা কব্বাটা মেয়েদের প্রকৃতি নয়। তার ভাইনে বায়ে মেই, তার একমাত্র আত্মে সাফনে। তিনি বার বার বলেন, কোনের মেয়েটা যখন জানলে তখন তারা পুরুষের চেয়ে ডের বেশি স্পষ্ট ক'রে বলবে 'আমরা চাই', সেই চাহবার কাছে কোনো ভালো-বন্ধ কোনো সম্বন্ধ-অসম্বন্ধের তর্কবিতর্ক টিকতে পারবে না। তাদের কেবল এক কথা, 'আমরা চাই।' 'আমি চাই' এই বাণীটী হচ্ছে সত্যের মূল বাণী। সেই বাণীটী কোনো ন্যায়বিচার না করে আঙুন চরে হয়ে তারার কলে উঠেছে। ভয়'কর তার প্রণয়ের পক্ষপাত—নাচকে সে কামনা করেছে বলেই যুগযুগাবধি লক্ষ লক্ষ প্রাণিকে তার সেই কামনার কাছে গুলি দিতে দিতে এসেছে। লক্ষন-চলনের সেই ভয়'করী 'আমি চাই' বাণী আজ মেয়েদের মনোহ মুক্তিযন্ত্রী। সেই ভয়েই ভীত পুরুষ লজ্জনের সেই আত্মীয় বক্তাকে ধাক দিয়ে ঠেকিয়ে রাখবার চেষ্টা করছে, পাছে সে তাদের কুমড়াগেহেতের মাচাপুলসোকে অষ্টকলগাত্রে ভাসিয়ে দিতে নাচতে নাচতে চলে যায়। পুরুষ মনে করে আছে, এই বাণীকে সে ডিরকালেন মতো পাকা করে বেঁধে রেখেছে। তুমচ, বল রয়েছে। বুকের জলবাণি আজ শাস্ত গজীব। আজ সে চলেন না, আজ সে চলেন না, পুরুষের দায় ধরের কলের জালা মিনেকে ভাঙি করে। কিন্তু চাপ আর মটবে না, দাঁত ডাঙবে। তখন এত দিনের গোবা নকি 'আমি চাই' 'আমি চাই' বলে গজন করতে করতে ছুটবে।

সন্ধ্যাপূৰ্ণের এই কথা আমার মনের মতো যেন তুমচ বাজাতে থাকে। তাই আমার আপনার সঙ্গে যখন আপনার বিদোব বাসে, যখন লক্ষ আমায়িক বিক্কাব নিজে থাকে, তখন সন্ধ্যাপূৰ্ণের কথা আমার মনে আসে। তখন বুঝতে পারি, আমার এ লক্ষ্য কেবল মোক্ষলক্ষ্য, সে আমায় মেঝো জানের মুক্তি ধরে বাইরে কলে কলে হুপুবি কাটতে কাটতে কটাক-পাত করছে। তাকে আমি কিসের গ্রাহ্য করি! 'আমি চাই' এই কথা

স্বাক্ষেপেই নিম্নলিখিত অধ্যায় অঙ্করে বাহিরে সমস্ত শক্তি দিয়ে বলতে পারাই
 হইবে আশ্রমের পূর্ণ প্রকাশ । তা বলতে পারাই হইবে ব্যর্থতা । কিসের
 এই পরশাছা, কিসের এই মূল্য—আমার এই উল্লীস আঘিকে ব্যত
 করে, অপমান করে, এমন সাধা কলের কী আছে ।

এই কলে তখনই ইচ্ছে হল, এই পরশাছাটাকে জানলার বাইরে ফেলে
 দিই, ছবিটাকে মূল্যহীন থেকে নামিয়ে আনি, সেলফশিপের লক্ষ্যহীন
 উদ্বুদ্ধতা প্রকাশ হোক । হাত উঠেছিল, কিন্তু কবের মধ্যে থিঁদল, চোখে
 রস হল—যেহেতু উপর উপর হয়ে গেল উদ্বুদ্ধতা লাগলুম । কী হবে ।
 আমার কী হবে । আমার কপালে কী আছে ।

সমীপের আত্মকথা

আমি নিজের সেবা আত্মকাহিনী যখন পুঁচু দেখি তখন তাহি, এই কি সমীপ! আমি কি কথা গিয়ে তৈরি! আমি কি বক্তব্য-সের কলাটে বোকা একদানা বই! (

পৃথিবী টানের মতো বস্তু ভিনিস নয়, সে নিখাদ কেলচে, তার সমস্ত নবী সমুদ্র থেকে বাস্প উঠছে— সেই বাস্পে সে বেঁচে। তার চতুর্দিকে বুনে উঠছে, সেই বুণোর প্রসার সে ঢাকা। বাইরে থেকে যে কর্কশ এই পৃথিবীকে দেখবে, এই বাস্প আর বুণোর উপর থেকে প্রতিফলিত আলোই কেবল সে দেখতে পাবে। সে কি এই বেশ-মহালারের স্ট্রট সন্ধান পাবে।

এই পৃথিবীর মতো যে মাতৃর সজীব তার অস্থির থেকে কেবল আইভিয়ার নিখাদ উঠছে, এই জন্তে বাস্পে সে অলস্ট, যেখানে তার ভিতরের কলকল, যেখানে সে বিচির, যেখানে তাকে দেখা যায় না। মনে শুধু সে যেন আলোড়নার একটা মণ্ডল।

আমার বোধ হচ্ছে, যেন সজীব প্রহের মতো আমি আমার সেই আইভিয়ার মণ্ডলটাকেই খাঁকছি। কির আমি বা চাই, বা তাহি, ন সিদ্ধান্ত করছি, আমি যে আদ্যপোকা কেবল তাইই তা জ্ঞে নয়। আমি বা ভালোবাসি নে, বা ইচ্ছে করি নে, আমি যে তাও। আমার জন্মবার আগেই যে আমার স্রষ্টা হয়ে গেছে। আমি তো নিজেকে বেঁচে নিতে পারি নি, হাতে বা পেয়েছি তাকে নিয়েই ফাক ঢালাতে হচ্ছে।

এ কথা আমি বেশ জানি, যে কড়া সে নিষ্ঠুর। সীলসীলারের জন্তে তার আর অসাব্যসের জন্তে অজ্ঞান। বাটির তলাটা আদ্যপোকা সমান—আমের পবিত্র তাকে আত্মনের গিঠের ভরফের ভাঁতো বেঁধে তবে ঝুঁকি হয়ে ওঠে। সে চাই কিরকর প্রতি ভাববিতার করে না, তার বিচার নিজে

প্রায়। সকল অভাবশূন্যতা এক অভাবের নিদর্শন। কোথেকে, হাতের কল, জাত কল, এ-পর্বত লক্ষণগুলি ইহা-পরি চলে উঠছে। ১-এক মিথ্যা চোখ বুজে ছিলে দেখে তবেই ২ ছবি হয়ে উঠবে পারে, নইলে ১-এর সমস্ত লাইন একটানা হয়ে চলেত।

আমি তাই অভাবের উপক্রমেই প্রচার করি। আমি সবলকে বলি, অভাবই হোক, অভাবই বিনিময়। সে বসনই লজ্জা না করে তখনই ছাট হয়ে যায়। বসনই কোনো জাত বা হাতের অভাব করতে অক্ষম হয় তখনই পথিবীর ভাঙা কুলোর ভাব পড়ি।

কিন্তু তবু এ আমার আইডিয়া, এ পুরোপুরি আমি নই। বহুই অভাবের কথাই কহি-না কেন, আইডিয়ার উদ্ভূতির মধ্যে ভুলো আছে, ভুল আছে, তার ভিতর থেকে একটা কিনিম বেঁধে পড়ে— সে নেহাৎ কীড়া— অতি নরম। তার কাছ, আমার অধিকার আমার পূর্বেই তৈরি হয়ে গেছে।

আমার জেলাগুলির নিয়ে আমি মাঝে মাঝে নিজের পরীক্ষা করি। এক দিন বাগানে চক্কিভাতি করতে গিয়েছিলুম। একটা ভালল চলে বেড়াছিল, আমি সবাইকে বললুম, কে এর পিছনের একখানা পা এই পা দিয়ে কেটে আনতে পারে? সকলেই বহু ইতস্তত করছিল আমি নিজে দিয়ে কেটে নিয়ে এলুম। আমারদের লসের মধ্যে সকলের চেয়ে যে লোক নিজের সে এই লজ্জা বেধে মুক্তি হয়ে পড়ে গেল। আমার পাশে অধিষ্ঠিত হু হু বেধে সকলেই বিধিকার হঠাৎপুতুর বলে আমার পায়ের বুসো মিলে। সর্বাং, সে ছিল সকলেই আমার আইডিয়ার বাগানগুলটাই দেখলে। কিন্তু কোনো আমি, নিজের কোয়ে না ভাবাফোয়ে, কবল, লক্ষণ— যেখানে নিজের ভিতরে বুক কাটছিল, সেখানে আমাকে ঢাকা দেওয়াই ভালো।

কিন-নিকিলকে নিয়ে আমার বীজের এই-বে একটা অমায় জমে উঠে—এক ভিতরের অমেকটা কথা ঢাকা পড়তে। ঢাকা পড়ত না যদি

আমার মতো আইডিয়াও কোনো দালালই না থাকত। আমার আইডিয়া আমার জীবনটাকে নিয়ে আপনায় মতলবে পড়ত। কিন্তু সেই মতলবেই বাইরেও অনেকখানি জীবন থাকি পড়ে থাকত। সেইটের সঙ্গে আমার মতলবেই আর সম্পূর্ণ মিল থাকে না, এই জন্য তাকে চেপেচুপে ভেঙেচুঙে থাকতে চাই, নইলে সমস্যাটাকে সে মাটি করে দেয়।

গ্রাম জিনিটটা অস্পষ্ট, সে যে কত বিকল্পতার সমষ্টি তার ঠিক নেই। আমার আইডিয়াগুলো মাথায় তাকে একটা বিশেষ ঢাঁচে ঢেলে একটা কোনো বিশেষ আকারে স্পষ্ট করে জানতে চাই। সেই জীবনের স্পষ্ট জাই জীবনের সফলতা। সিঁচিকরী সেবেল্লর খেতে শুরু করে আজকের দিনের আমেরিকার জোড়পতি বঙ্কলেয়ার পর্যন্ত সকলেই নিজেকে তলোয়ারের কথা চাকার বিশেষ একটা ঢাঁচে ঢেলে জমিরে লেগতে পেয়েছে বলেই নিজেকে সফল করেছেন।

এইখানেই আমারের নিখিলের সঙ্গে আমার শুরু বাসে। আমিও বলি, আপনাকে জানো। সেও বলে, আপনাকে জানো। কিন্তু, সে বা হল তারই ঠিকানা এই, আপনাকে না-জানাটাই হচ্ছে জানা। সে বলে, তুমি বাবে ফল-পাওয়া বল সে হচ্ছে আপনাকে বাস নিয়ে ফলটুকুকে পাওয়া। ফলেও চেয়ে আস্থা বড়ো।

আমি বললুম, কথাটা নেচারে বাপসা হল।

নিখিল বললে, উপায় নেই। গ্রামটা কলের চেয়ে অস্পষ্ট, জাই বলে গ্রামটাকে বল বলে সোজা করে জানলেই যে গ্রামটাকে জানা হয় তা নয় তেমনি আস্থা কলের চেয়ে অস্পষ্ট, জাই আস্থাকে কলের মতো চব্বস করে দেখাই যে আস্থাকে সত্যি দেখা জা কলর না।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, তবে তুমি কোথায় আস্থাকে দেখছ? কোন নাকের তথ্য, কোন্ জর থাকখানে?

সে বললে, আস্থা যেখানে আপনাকে অসীর জানছে, যেখানে কলকে

হেতে এক ছাকিরে চলে যাবে ।

তা হলে নিষেধ কোণ দবড়ি কী দবড়ি ?

এই একই কথা । বেশ যেখানে বলে 'আমি আমাকেই লজা করব' সেখানে সে কল পেতে পারে, কিন্তু আত্মাকে হারায়ে । যেখানে সকলের চার দিককে সকলের দড়ি করে লেবে সেখানে সকল দলাকেই সে খোঁচতে পারে, কিন্তু আত্মনাকে সে পারে ।

ইতিহাসে এর দুটো কোথায় কেবল ?

যাহলে এর দড়ি যে সে যেমন কলকে অগত্যা করতে পারে তেমনই হারাবেও । দুটোই হতেই নেই, বীভেদ ভিতরে কলের দুটোই যেমন নেই, কিন্তু বীভেদ ভিতরে কলের বেলা আছে । 'তবু, দুটোই কি একে বাদেই নেই ?' বুদ্ধ বড় লজাকী বলে যে সাধনার সময় কাগজবাক্য জাপিয়ে দেখিয়েছেন সে কি কলের সাধনা ?

নিখিলের কথা আমি যে একেবারেই বুঝতে পারি নে তা নয় । কিন্তু সেইটাই হল আমার দুশকিল । কাগজবাক্য আমার কড়া, সাধিকতার বিদ্যাকের মধ্যে থেকে একেবারে হঠাৎ চলে না । আত্মনাকে পুড়িয়ে করার পাল চলে যে পাগলাঘরি, এ কথা মুখে ঘরট পলি এটাকে একেবারে উড়িয়ে দেবার সাধ্য নেই । এই ভেঙেই আমাদের কোন আত্মকাল অকৃত ব্যাপার চলে । দর্শনের দুয়ো কলের দুয়ো দুটিকেই পুরোনো একসঙ্গে চালাজি । চন্দ্রকান্তিকা এবং স্বকম্মাকরা আমাদের দুটাই চাই । তাতে দুয়ো যোনোটাই যে স্পষ্ট হতে পারতে না, তাতে একসঙ্গেই পড়ের বাজ এবং লানাই বাজানো চলে, এ আমরা বুঝি নে । আমার জীবনের কাজ হচ্ছে এই যেহুয়া পোলমালটীকে ধাবানো, আমি বড়ের বাড়টীকেই বাহাল রাখব, লানাই আমদের সন্ধান করতে । প্রকৃতির যে করণশক্তি আমা-
লেব চলে দিবে না প্রকৃতি, না শক্তি, না মহামায়া বশবশত আমাদের পাঠিয়েছেন তাতে আমরা লজা দেব না । প্রকৃতিই প্রথম, প্রকৃতিই নিম্ন,

যেমন নির্মল কুইটাপা ফুল, যে কথার কথার জানের মনে তিনোটিয়া দাবান
মাকতের ছোটে না।

একটা প্রহর ক মিন ধরে মাথার দুজের, কেন বিরহের সঙ্গে জীবনটাকে
জড়িয়ে ফেলতে দিছি ? আমার জীবনটা তো ভেসে-মাগে কলার ভেসে
নয় যে বেগানে-বেগানে ঠেকতে ঠেকতে চলেবে।

সেই কথাই তো বলছিলাম, যে একটামাত্র আইহিয়ার চাঁচে জীবনটাকে
পরিমিত করতে চাই জীবন তাকে ছাপিয়ে যায়। বেধে বেধে মাতন
ছিটকে ছিটকে পড়ে। এবার আমি যেন বেশি দূরে ছিটকে পড়েছি।

কিন্তু যে আমার কামনার বিহীন হয়ে উঠেছে সে মনে আমার কোনো
জিহবা লজ্জা নেই। আমি যে স্পষ্ট ফেলেছি ও আমাকে চায়। ওই তো
আমার স্বকীয়। পায়ে ফল বোটার ফুলে আছে। সেই বোটার হাতিকট
চিরকালের দাঁলে হানতে এসে নাথি। এর বড় কস, বড় মাধুর্য, সে যে
আমার কাছে সম্পূর্ণ বসে পড়বার ভল্টেট। সেইখানেই একেবারে
আপনাকে ছেড়ে কেমনাই এর সার্থকতা। সেই এর ধর্ম, এর নীতি। আমি
সেইখানেই গুকে পেতে আনব, গুকে বাধ হতে দেব না।

কিন্তু আমার ভাবনা এই যে, আমি জড়িয়ে পড়ছি। মনে হচ্ছে, আমার
জীবনে কিয়দ কিয় একটা ছায় হয়ে উঠবে। আমি পৃথিবীতে এসেছি কষ্ট
করতে। আমি লোককে চালনা করব কথার এক কাজে। সেই মোকদ্দম
জিহ্বা আমার দুজের বোকা। আমার আসন তার শিরে উপরে, তার রূপ
আমার হাতে। তার লজ্জা সে জানে না, শুধু আমিই জানি। জাঁট
তার পায়ে বড় পড়বে, কাদার তার পা ভরে যাবে, তাকে বিচার করবে
কেব না— তাকে ছোটাও।

সেই আমার বোকা আজ লজ্জার লাড়িয়ে অধির হয়ে দুই মিতে কাট
খুঁকছে। তার হেঁদাধনিতে লম্বা আকাশ আজ কেনে উঠে। কিন্তু আমি
করছি কী! যিনের পর মিন আমার খী মিতে কাটছে! ও মিকে আমার

যেন শুভকিন বে করে ফেল ।

আবার থাকনা ছিল আমি কতের মতো দুটে চলেতে পারি । ফুল
ফিকে আমি হাটিকে ফেল ফিই, কিন্তু তাতে আমার চলার ব্যাধ্যক করে
না । কিন্তু এবার যে আমি ফুলের চার দিকে ফিরে ফিরে ঘুরে ঘুরে যেতামি
এবারই মতো, কতের মতো না ।

তাই তো বলি, নিজের আইটিয়া দিয়ে নিজেকে যে গড়ে তুলি মন
কামার সে বড় তো শাকা হয়ে যবে না । হঠাৎ ফেলেতে পারি সেই সামান্য
মহাবল্যকে । কোনো-এক অল্পবয়সী যদি আমার জীবনব্যাপ্ত লিখতেন
তা হলে নিশ্চয়ই দেখা যেত আমার সঙ্গে আর কই পাচুও সঙ্গে বেশি তাকাত
নেই, এমন-কি কই নিখিলেশের সঙ্গে । কাল রাতে আমার আত্ম-
কাহিনীর ব্যতীতি নিয়ে ঘুমে পড়তিনুম । তখন সবে বি. এ. পাশ করেছি,
কিন্তুকিন্তে মনস কেটে পড়তে গলগেই হয় । তখন থেকেই শব করেছিলুম,
নিজের হাতে না পনের হাতে গড়া কোনো মহাবেষ্ট জীবনের মতো স্থান
সে না । জীবনটাকে আপাদপোতা একেবারে নিজেই বাতল করে ফেলব ।
কিন্তু তার পর থেকে আত্ম পথক লম্বা জীবনকাহিনীটাকে কী দেখছি ?
কোথায় সেই হাস বুনোনি ? এ যে কালের মতো । বড় মতাবস চলেতে,
কিন্তু বড় ব্যতখানি কাক তার চেয়ে বেশি বৈ কম নয় । এই কাকটায়
লজ গড়াই করে করে একে সম্পূর্ণ হার মানানো গেল না । কিন্তু কিন বেশ
একটু নিশ্চিন্ত হয়ে জোড়ের সঙ্গেই চলতিনুম, আত্ম বেশি আমার একটা
হয় কাক ।

আত্ম বেশি, মনের মতো ব্যাধা লগতে । আমি তাই, হাকের কাছে
এসেছি, ফিকে বেশ—এ হল বড় মতাব, বড় মতাব ব্যাধা । এই
বাক্য ব্যাধা জোড়ের সঙ্গে চলতে পারে তাহাটী সিদ্ধান্ত করে, এই কথা
আমি ফিরি ফিরে আসছি । কিন্তু ইচ্ছাশেষ এই বাক্যসঙ্গে লম্বা কলতে
নিজে গা, ফিরি কোথা থেকে কেনার অপরীকে পারিয়ে ফিরে লম্বাফের

দুটিকে যাদুজাদি অশ্বাশ্বী করে তেন ।

হেমচি, বিয়লা আসে-পড়া চকিটর মতো জুইকুই করছে । তার বড়ো বড়ো জুই তোপে কত ভয়, কত ককণা, জোর করে বাধন চিঁড়িতে দিয়ে তার দেহ কতবিকৃত । যাদু তো এই লেখে নুঁশি চয় । আমায় নুঁশি আছে, কিন্তু ব্যাধ আছে । সেই জন্তে কেবলই বেগি হয়ে যাচ্ছে । তেমন জোরে কান ককতে পারছি নে ।

আমি জানি, চণ্ডাচ-তিনবার এমন এক-একটা মুহূর্ত এসেছে যখন আমি ছুটে গিয়ে বিয়লার হাত চেপে ধরে তাকে আমার বুকের উপর টেনে আনলে সে একটু কথা বলতে পারত না । সেই বুকেতে পারছিল, এখনই একটা কী ঘটতে যাচ্ছে যাব পর থেকে জন্মসংসারের সমস্ত তাপের একে-বারে দহলে যাবে । সেই পরম অনিশ্চিতের প্রভাব সামনে দাঁড়িয়ে তাকে মুখ ভাংকালে, তার জুই ঢকে গর অশ্রু উখীলনার সীলি । এই সরস্টুকর মতো একটা-কিছু দ্বিগ হয়ে যাবে তারই জন্তে সমস্ত আকাশ-পাতাল নিঃশব্দে ঘোষ করে যেন ধমকে দাঁড়িয়ে । কিন্তু, সেই মুহূর্তগুলিকে করে জোর দিচ্ছেছি । নিঃসংকোচ বলের সঙ্গে নিশ্চিতপ্রায় এক নিজের নিশ্চিত হয়ে উঠতে চিই নি । এর থেকে বুকেতে পারছি, এত দিন যে-সব ব্যথা আমার গাফিলতির মধ্যে লুকিয়ে ছিল তারা আজ আমার বাহ্যে ছুটে দাঁড়িয়েছে ।

যে বাধাকে আমি বাম্যাসনের প্রদান নাহক বলে গ্রহণ করি সেও এমনি করেই মরেছিল । সীতাকে আসনার অঙ্কপূরে না এনে সে কলোকখনে রেখেছিল । অত বড়ো বীষণ অস্তরের মধ্যে ওই এক জায়গার একটু ও কাটা সংকোচ ছিল তারই জন্তে সমস্ত লজ্জাকাণ্ডটা একেবারে সার্থক হয়ে গেল । এই সংকোচটুকু না থাকলে সীতা আসন সতী নাহ বুড়ির হাবগেত পুজো করত । এই বকনেরই একটু সংকোচ ছিল বলেই যে বিজীকণকে তার বাহ্যে উড়িত ছিল তাকে হাবল চিরদিন লগা একে অবজ্ঞা করলে, আর

হোলে বিছে ।

কীভাবে ট্রান্সমিট্টে এইখানেই । সে ছোটো বয়ে হলেও এক কলায়
পুঁজির থাকে, তার পরে বড়োকে এক দুহাতের কাজ করে দেয় । মাঝে
মাঝে একে বা বলে জানে মার্কস তা নয়, সেই কাজটাই এর অর্থটম খাটুই ।

নিমিল যে এমন অদৃষ্ট, তাকে দেখে যে এক হাসি, তবু তিরস্কার
চোখের এক কিছুতে অস্বীকার করতে পারি নে যে সে আমায় বন্ধু ।
স্বপ্নমী তার কথা বেশ কিছু জারি নি, কিন্তু বারট দিন যাচ্ছে তার
কাজ লজ্জা পাচ্ছি, কষ্টকর বোধ হচ্ছে । এক-এক দিন আমেরিকার মতো তার
লোক দু'খ ক'রে পরে করতে তরুণ কণ্ঠের খাট, কিন্তু উৎসাহটা কেমন
অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে । এমনকি, যা কখনো করি নে তাকে করি, তার
মার্কস লোক মতে হেলানোর তান করে থাকি । কিন্তু এই কপটতা ভিন্নমতা
আমার নয় না, এটা নিখিলেরও নয় না— এইখানে এর লোক আমার মিল
আছে ।

কষ্ট করে আকস্মিক নিমিলকে এড়িয়ে চলতে চাই, কোনোমতে
কলমটা না চললেই বাঁচি । এই-সব হচ্ছে দুঃসংসার লক্ষণ । অসংসারের কৃষ্ণ-
টিকে মানবা হা এই সে একটা সত্যাকার ভিন্নতা হয়ে উঠার । তখন তাকে
সবই অবিরাম করি-না কেন সে চেলে পরে । আমি নিখিলের কাছে
এইটাই অসংসারের জানাঘরে চাই, এমন ভিন্নমতকে বড়ো করে রাখার করে
কলমে হচ্ছে । যা লজ্জা তার মধ্যে পড়তে পড়তেও কোনো বাধ্যতাবাদ
উঠিত নয় ।

কিন্তু এ কথাটা আর অস্বীকার করতে পারছি নে, এইবার আমাকে
চলি করতেছে । আমার এই দুঃসংসার বিমল দুঃ হয় নি । আমার অসংসার
পৌরুষের আভ্যন্তরেই সেই পরজিনী তার পাখা পুড়িয়েছে । আমেরিকার
খোঁজ কখন আমাকে আকর্ষণ করে তখন বিমলার মনও খাটুই হয়, কিন্তু
তখন ওর মনে স্থগা হয়ে । তখন আমার গলা থেকে ওর অর্থবোধের মালা

কিছিরে দ্বিভে পায়ব না হঠাৎ, কিন্তু সেরা মেবে ও চোক বুজতে চায়।

কিন্তু, কেমনা পথ বহু হতে গেছে আশাবাদের ছান্দেবই। বিদ্যাকে যে ছাড়তে পায়ব এমন শক্তিও নিজের মধ্যে দেখছি নে। তাই যখন নিজের পথটাও আমি ছাড়তে পায়ব না। আমার পথ লোকের দ্বিভে পথ। এই অকপটের বিকিরে দরকার পথ নহ। আমি আমার অশেষে ছাড়তে পায়ব না, বিশেষত আভকের দিনে। বিদ্যাকে আমি আমি আমার অশেষের সত্য দ্বিভিরে মেব। যে শক্তিরে ককে আমার অশেষ লম্বীর সুপের উপর থেকে ছাড়-অভ্যয়ের দোষটা উঠে গেছে সেই কভেই বিদ্যার সুপে বহু দোষটা দূলবে, সেই অনাবরণে তার অনোধব থাকবে না। অনসমূহের কেরের উপর চলবে তবী, উঠবে তাতে 'অনবাত্ত'। অশপতাকা, চারি দিকে গভীর আশ কেনা—সেই নৌকোই একসঙ্গে আশাবাদের শক্তির সোলা আশ প্রেরের সোলা। বিদ্যা সেখানে দ্বিভির এমন একটা দ্বিভিট রূপ দেখবে যে, তার দিকে চেয়ে তার সকল বহন বিদ্যা লজ্জায় এক সময় নিজের অনোধবে বসে থাকে। এই প্রেরের রূপে দুই হতে নিষ্কর হতে উঠতে সব এক দুহুতের কভে বাসবে না। যে নিষ্করতা প্রেরের সত্য শক্তি সেই পদমাত্মকতা নিষ্করতার দ্বিভি আমি বিদ্যায় কহা দেখছি। যেহেতু যদি পুত্বেব কহিম বহন থেকে দ্বিভি পেত ও হলে পৃথিবীতে কালীকে প্রেরাক দেখতে পেতুম। সেই মেবী নির্ভর, ও নির্ভর। আমি সেই কালীর উপাশক; বিদ্যাকে সেই প্রেরের দ্বিভিরে টেনে নিয়ে আমি এক দিন কালীর উপাশনা করব। এবার তাই আশোক করি।

বিনিময়ের আবশ্যকতা

ভাতের বস্ত্র চাৰি সিকি টুলস্ কৰে। কচি বাগের আকা ঘেৰ
কচি ঘেৰেৰ কঁটা ঘেৰেৰ লাগে। আমাৰে বাঁহিৰ বাগানের নীচে পুত
কল এয়েছে। সকাৰেৰে বোঁহাট্টী এই পুখিৰীৰ উপৰে একেবাৰে অগাধ
চাৰ পৰিচে, নীল আকাৰেৰ ভালেলাগাৰ মতে।

আমি কেনে গান পাঠিতে পাৰি নে? বাগেৰ কল বিলম্বিত কৰে,
কচিৰ পাতা কিকমিক কৰে, বাগেৰ ঘেৰ অল অল নিউৰে নিউৰে
'কচিকিৰে উঠে — এই পৰেৰে পৰা'তলাগীৰে আমিই কেবল বোবা।
আমাৰ হোবা গুৰ অকল, আমাৰ হোবা বিধেৰ সময় উজলাতা আটকা
পাৰে নাহ, কিৰে খেতে লাগে না। আমাৰ এই পৰা'তলাগীৰে বীৰতলাগীৰে
আলমকে ঘনন কেবতে পাঠি তখন বুকাৰে পাঠি, পুখিৰীৰে কেনে আমি
কিত। আমাৰে সৰু সিনহাৰি তেউ সৰিতে লাগে কেন।

কিন্তু যে প্ৰাণেৰে ঘেৰে একেবাৰে কৰা। সেই কৰে এই বুকাৰে
হোবা এক বুকাৰেৰ কৰে সে আমাৰ কাচে পুৰানো হয় নি। কিন্তু আমাৰ
হোবা কচি কিছু থাকে সে কেবল বোবা পৰিচয়, সে হোবা কলমিত ঘেৰ
না। আমি কেবল প্ৰথম কৰেট পাঠি, কিন্তু নাতা সিতে পাৰি নে।
আমাৰে সৰু মাচঘেৰে পকে উপহাৰে হোবা। কিন্তু এক সিন যে কী
কিৰেৰে হোবাট্টী ছিল তা আজকেৰ পকে সেবে বুকাৰে পাঠি ইতিমধ্যে
হোবা।

কিৰে —

কৰা ব'কা, মাচ ক'কা।

পুত হাৰিৰ মোৰ।

আমাৰে হাৰিৰ যে পুত হাৰিৰ কৰেট্টী হৈকি, তা যে লগা কৰ।

আমায় যে সেবতা ছিল সে মণিরের বাইরেই বসে ছিল, এক কাল তা বুঝতে পারি নি। যেন করেছিলুম অন্য সে নিয়েছে, বরং সে কিংগে। কিন্তু নৃত্ত মণির মোর, নৃত্ত মণির মোর।

প্রতি বৎসর ভাত্রমাসে পৃথিবীর এই 'ভরা' মৌসমে আমরা কৃষকে জরপক্ষে আমাদের শাকল-বহর ঘিলে ঘোটে করে বেড়াতে বেরুই। কৃষ্ণ-পক্বীভূত বহন লম্বাকেলোকার জোংগা কুড়িয়ে গিয়ে একেবারে তলার এনে ঠেকত তখন আমরা বাড়ি ফিরে আসতুম। আমি বিমলকে কলকুম, দানকে বাঘে বাঘে আপন দুয়োয় ফিরে আসতে চাই। জীকনে মিলু-সংকীতের দুয়োই হচ্ছে এইখানে, এই বোলা প্রকৃতির মতো। এই কলকুম-করা কলের উপরে যেখানে 'বায়ু করে পুরবৈদী', যেখানে ভাকল পৃথিবী মাথার ছায়ায় ঘোমটা টেনে নিশ্চল জোংগায় কুলে কুলে করে সেতে সাবা বাত আঁচি পাততে— সেইখানেই কীপুকনের প্রথম চাব চকো মিলন হয়েছিল, সেমালের মধ্যে নয়। জীক এইখানে আমরা একবার করে সেই আনিফুলের প্রথম-মিলনের দুয়োয় মরো ফিরে আসি, যে মিলন হচ্ছে হরপার্বতীর মিলন, কৈলাসে মানসসরোবরের পঙ্কজনে। আমায় বিবাহের পর দু বছর কলকাতার পকীকার হাটোনে কেটেছে। তার পরে আজ এই সাত বছর প্রতি ভাত্রমাসের চার আমায়ের সেই কলের বাসনায় বিকশিত কুমুকনের মাথে তাব নীচের তৃত্তশব্দে থাকিয়ে এসেছে। জীকনে সেই এক সন্তক এমনি করে কাটল। আজ দ্বিতীয় সন্তক আরম্ভ হয়েছে।

ভাত্রের সেই তৃত্তশব্দ এসেছে সে কথা আমি বোঝে কিছুতেই কুলে পারছি নে। প্রথম তিন দিন বোঝে কেটে গেল, বিকলের যেন পড়তে কি না জানি নে, কিন্তু যেন করিয়ে গিল না। সব একেবারে চূপ হয়ে গেল, গান খেয়ে গেছে।—

ভরা বাহর, বাহ ভাকর।

নৃত্ত মণির মোর।

কিছুই যে যশির শূন্য হই সে যশিরের শূন্যতার মধ্যেও স্থানি আছে ।
কিছু কিছুকে যে যশির শূন্য হই সে যশির অজ্ঞা নিষ্কর, সেখানে কার্য্য
শূন্য কেহবো পোনার ।

আজ আমার কাজ কেহবো লাগছে । এ কাজ আমার বাধ্যতাই
হবে । আমার এই কাজ দিবে বিশেষ আমি বলী করে রাখব, এমন
বাপুল যেন আমি না হই । ভালোবাসা যেখানে একেবারে মিথ্যা হয়ে
যেতে সেখানে কাজ যেন সেই মিথ্যাকে বাতিল না চায় । অতঃপর আমার
যেমন প্রকাশ পাবে ততঃপর বিশেষ একেবারে মুক্তি পাবে না ।

কিন্তু তাকে আমি সম্পূর্ণ মুক্তি দেব, নইলে মিথ্যার ভাত থেকে
কানিও মুক্তি পায় না । আজ তাকে আমার সঙ্গে বেঁধে রাখা মিকেভেই
মহার ভাসে ভজিয়ে রাখা হার । তাতে কারণ কিছুই মকল নেই, কখন
যে নেই । দুটি হাত, দুটি নাক । ভাব বুকের মানিক হয়ে যদি মিথ্যা
যেতে লাগল পেতে পার ।

আমার মনে হচ্ছে, যেন এটাবার আমি একটা বিশেষ পুরুষে পারাব
বিশ্বাসের এসেছি । স্বীকৃতির ভালোবাসটাকে সকলে মিলে ছাঁদ দিয়ে
দিবে তার আত্মনিক অবিকার ভাঙিয়ে এর ক্রম পথকে তাকে বাড়িয়ে
কুলেছি, আজ তাকে সমস্ত মজুতকেই ফোটাট দিয়েও বলে আনতে পারছি
না । যতঃপ্রাণকে যতঃপ্রাণে আত্মন করে কুলেছি । এমন তাকে আর প্রাণের
সেপা নয়, তাকে অবজ্ঞা করবার দিন এসেছে । প্রকৃতির ভাতের পুজা
হয়ে গেছে সে যেবীর রূপ করে বাড়িয়েছে । কিন্তু তার সামনে পুরুষের
শেষে কুলি দিয়ে তাকে বকুলান করতে হবে, এমন পুজা আমার
মনে না । সাজে-সজ্জা, লজা-লজা, পানে-পানে, হাশি-কার্য্য, যে উদ্ভ-
কর সে তৈরি করেছে তাকে ভিত করতে হবে ।

হালিসানের কুলসংহার কাথোর উপর বরাবর আমার একটা কুল্য
হবে । সুকীর সত্য কুলের সত্যি, সমস্ত কুলের তালি ফেলার

গ্রেসীরা পানের কাছে পড়ে পক্ষীদের পুতার উপচার বোনাচ্ছে, জনসং-
 আনন্দলীলাকে এমন করে ছুর করতে বীভূত পানে কী করে! এ কোন
 মহার নেশার কবির চোখ চলে পড়েছে। আমি যে মত এত দিন পান
 করছিলাম তার বদ এত লাগে নয়, কিন্তু তার নেশা তো এমনই তীব্র।
 এই নেশার থেকেই আজ সকাল থেকে তন তন হয়ে যাবছি—

ভাবা বাসব, মাত ভাবব।

শুভ মন্দির মোর।

শুভ মন্দির। মন্দির লক্ষ্য করে না। এত বড়ো মন্দির কিনে তোমরা
 শুভ হল। একটা মিথ্যাকে মিথ্যা বলে কোনেছি, তাই বলে কীকনের সঙ্গে
 সত্য আর উজাড় হয়ে গেল।

শোবার ঘরের পেলুক থেকে একটা বই আনতে আমার সত্য
 গিয়েছিলুম। কত দিন দিনের বেলায় আমার শোবার ঘরে আমি চুপি চুপি
 আর দিনের আলোতে ঘরের দিকে তাকিয়ে বুকের ছিতবটা কেমন বা
 উঠল। সেই আনন্দাটিকে বিবলেব কোঠানো লাঠি পাকানো হয়েছে, এ
 কোণে তার ছাড়া দেখিলে আর আমি গোবাব করে অপেক্ষা করতে
 আদনার টেবিলের উপর তার চুলের কাটা, মাথার রেল, চিকমি, এসেকো
 মিনি, সেই সঙ্গে দিচ্চবের কোটোটিপ। টেবিলের নীচে তার ছোট্ট পি
 একছোটা ছবি-ছবিও চুটিছোটা— এক দিন যখন বিমল কোনোমনে
 ছোটা পড়ে চাইত না সেই সময়ে আমি ওর ওড়ে আমার এক লক্ষ্যে
 সহপাঠী মূলগমান বন্ধুর যোগে এই ছোটা আনিতে গিয়েছিলুম। কেবল
 শোবার ঘর থেকে আর ওই বারান্দা পর্যন্ত এই ছোটা পরে যেতে সে লক্ষ্য
 হয়ে গিয়েছিল। তার পরে বিমল অনেক ছোটা কন করেছে, কিন্তু ও
 চুটিছোটাটি সে আদর করে রেখে গিয়েছে। আমি তাকে ঠাট্টা করে
 বলেছিলুম, যখন ছুঁলে থাকি দুকিয়ে আমার পানের হুগো নিয়ে বুঁদি

কখনো পুঁজা কর—আমি কোয়ার পাথরগুলো বিক্রয় করে আত্ম
 আমার এই কাছের হেবজার পুঁজা করতে এসেছি। বিমল বললে, হাও।
 দু'টি অমন করে হোলো না, তা হলে কতকগুলো গুলুটা পাবে না।—এই
 আমার চির-পরিচিত বোবার ঘর, এর একটি পক্ষ আছে যা আমার
 মনে মনে আছে, আর বোব হয় কেউ তা পারে না। এই সময় আমি
 চাটো চোঁটো জিনিসের মধ্যে আমার এসপিলায়ু ছদ্ম তর কত যে সময়
 শেষ শিকড় হোলো রয়েছে তা আত্ম যেমন করে অতঃপর করলুম তেমন আর
 কোনো কিনে কবি মিঃ—কিনল দু'ল শিকড়টি কাটা পড়লেই যে কোন দুটি
 পাতা তা ছোঁ মত, সেই চসিজেতাটা পক্ষ তাকে এনে রয়েছে চাপ। সেই
 ভারী হোয়া লম্বী তাম্র করলেও তাঁর চির পথের পাশাচিকলোর চাষি
 শিক মন এমন করে ধীরে ধীরে বেড়ায়—কিন্তু সেখানে সেখানে বসুজিটার
 তাঁর চোখ পড়ল। কেথি আমার সেই চবি—হামনির রয়েছে, তার সামনে
 অনেক জিনিস শুকনো কালো কুল পাতা আছে। এমনকো পুঁজার
 বিবারণে ছবির মুখে কোনো বিকার নেই।—যদি থেকে এই ভাবিয়ে
 পড়া কালো কুলই আছে আমার মত। উল্লেখ্য।—এক যে কোনো কোনো
 আছে তার কাছের এসেছে কোলে—কিন্তু তার—কিন্তু নেই। তাই হোক,
 পক্ষকে আমি তার এই নীচল কালো দু'টিতেই গেল করলুম—কবে সেই
 বসুজির ছিত্তরকার ছবিটারই মতো নিশিবার হয়ে পড়ব?

এমন সময় হঠাৎ নিচল থেকে বিমল দাবের মধ্যে ঢুক পড়ল।
 আমি তাড়াতাড়ি চোখ ফিরায়ে নিয়ে সেলাকের দিকে ঘেঁরে ঘেঁরে বললুম,
 বসিয়েলুম ভরীল বটবানা নিচে এসেছি। এই কৈকিয়তটুকু কোয়ার কী
 যে লজ্জার ছিল তা হো জানি নে। কিন্তু কোনো আমি কেন অসহায়ী,
 কেন অস্বিকারী, কেন এমন কিছুই মনে চোখ নিয়ে এসেছি যা লুকানো,
 যা শুকিয়ে থাকবারই যোগ্য। বিমলের মুখে লিকে আমি তাড়াতাড়ি পাললুম
 ন। তাড়াতাড়ি বেড়িয়ে যেলুম।

বাঁহীকে আমার ঘরে ধরে ধরে বই পড়া অসম্ভব হয়ে উঠিল, এমন
 কীছনের বা-কিছু সময়ই যেন অসম্ভব হয়ে থাকিলো— কিছু দেখতে বা
 শুনে, করতে বা করতে লেনদান আর প্রকৃষ্টি হইল না— এখন আমার
 সময় ভবিষ্যতের দিন সেই একটা মুহূর্তের মধ্যে জমাট হয়ে আসল হইল
 আমার বুকের উপর পাখরের মতো চেপে বসল— ঠিক সেই সময়ে ৭৭
 একটা মুহূর্তে গোটাভক্তক কুনো নারকেল নিয়ে আমার সামনে ঘেঁষে
 পড় হয়ে প্রণাম করলে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, এ কি, পতু ? এ কেন ?

পতু আমার প্রতিবেশী ওমিলাব চরিত্র কুণ্ডর প্রভা, মাস্টার-কন্যার
 যোগে তার সঙ্গে আমার পরিচয়। একে আমি তার ওমিলাব নই, তাই
 উপরে সে পরিচয়ের একশেষ, এর কাছ থেকে কোনো উপহার গ্রহণ
 করবার অধিকার আমার নেই। যেন চানচিলুম, বেচারা মোহ হইল
 নিকপার হয়ে বক্ষণের চলে আসল ঘরের এই পড়া কভেছে।

পকেটের টাকার খলি থেকে দুটো টাকা বের করে বসে গুকে দিলে
 বাঁহী তখন ও ছোট-বাক্ত করে বললে, না হুজুর, নিতে পারব না।

সে কী, পতু ?

না, তবু বলে বলি। পতু! টানাটানির সময় একবার হুজুরের সম্মুখ
 বাগান থেকে আমি নারকেল চুরি করেছিলুম। কোন দিন যখন তাই শোণ
 করে দিতে এসেছি।

আমিহেলুম জমাল পড়ে আর আমার কোনো কল হুত না। কিয়
 পতু এই এক কথাই আমার মন খোলসা হয়ে গেল। একজন স্বীকৃতি
 সহ্য বিলম্ব-কিছরের জুখুজু ছাড়িয়ে এ পৃথিবী অনেক দূর বিকৃত। নিপুণ
 মাছের জীঘন, তারই মাছখানে গাড়িয়ে তবুই যেন নিকর হাসিকণা
 পরিমাপ করি।

পতু আমার মাস্টার-কন্যার একজন ভক্ত। কেনন করে এর মাস্টার

চলে যা আমি আমি । বোধ হোয়ে উঠে একটা চাঙাখিকে করে পান,
 লোক, বহিন হুকে, কোটো আকনা, ঠিকনি প্রকৃতি চাবার হেতু
 লোকের তিনিস নিয়ে ঠাট কল হেতু বিন পেতিয়ে সে নমস্তুতের পাতার
 বা, সেখানে এই তিনিস্তানের কলসে হেতুতের কাচ হেতু বান পান ।
 হায়ে পরসার চেয়ে কিছু বেশি পেয়ে থাকে । যে তিন সতান সতান কিয়তে
 নগর সে তিন আকাবাতি দেয়ে নিয়ে বাতাসা-কহালার সেখানে বাতাসা
 কহালার বায় । সেখানে থেকে কিংব বাতি এসে পাঁচা তৈরি কহতে বসে,
 হায়ে প্রায় হাত হুপু হুয়ে যায় । এমন কিয় পরিভ্রম করে কহতের মধ্যে
 বহল কয়েক মাস ছেলেপুলে নিয়ে চ-বলা চ-বলা বাতাসা চলে । তার
 আহারের বিষয় এই যে, খেতে বসেই সে এক খটি কল পেয়ে পেট ভরাই,
 তার তার বাতের মত একটা আন হেতু সতান শায়ের বীকে-কলা । কহতের
 মত চার মাস তার এক মেলাই বেশি বাতাসা ছোটো না ।

আমি এক সময়ে একে কিছু জান করায় চেয়েছিলুম । হাট্টা-হাট্টা
 আমাকে কলসে, কোটার লানের দ্বারা মাথাকে কুমি নই কহতে পার, কল
 নই কহতে পার না । আমাকে বাতাসাতে পক হো কলসে নই । লম্বা
 লম্বা কলসে আন চ-বলা এসেছে । সেই হাট্টা চ-বলা কুমি হো আম
 করে টাকা নিয়ে দাঁড়ে থেকে হোয়াতে পারবে না ।

এই সব কথা ডাবদাব কথা । কিংব কহেছিলুম, এই তাআমাকেই কল
 কল । যে তিন বিষয়কে এসে বললুম, বিমল, আমাকে কলসের জীয়ে সেলের
 কল-কলসের কাছে লাগান ।

বিমল হেসে কলসে, কুমি কলসি আমার হাতপুত সিদ্ধার্থ । সেখানে
 পেয়ে আমাকে ডানিয়ে চলে হেতু না ।

আমি কলসুম, সিদ্ধার্থের কলসায় কল হী ছিলেন না, আমার কলসায়
 বীকে চাই ।

একদিন করে কথাটা হাসির উপর মিটেই গেল । আসলে বিমল, কলসায়,

থাকে বলে 'মহিলা'। ও যমিও পরিবেশ ঘর থেকে এসেছে, কিছ ও দাবী :
 ও জানে, দাবী নীচের শ্রেণীর তাদের অনুভব ভালো-মন্দ মাপকাঠি
 চিবকাগের জন্তই নীচের লবের। তাদের তো অভাব থাকবেই, কিছ
 সে অভাব তাদের পক্ষে অভাবই নয়। তারা আপনার চীনতার বেচাও
 দাবীও প্রযুক্ত। যেমন ছোটো পুরুষের জন আপনার পাচির বাথনেই
 টিকে থাকে। পাচিকে কেটে বড়ো করতে গেলেই তার জন কুড়িয়ে পড়
 বেয়িয়ে পড়ে। যে আন্তিতাত্ত্বিক অচিমানের খুব ছোটো ছোটো ভাগে
 মনো ভাবতত্ত্ব খুব ছোটো ছোটো দৌরবেদ আসন ঘের দিয়ে বেয়েছে,
 দ্বান্তে করে ছোটো ভাগের চীনতার গতির মনো মিজের মাপ-অনুযায়ী
 একটা কৌলীক-এক আন্তর্যের গণ স্থান পায়, বিমলের তাকে সেই অচিমান
 প্রদল। সে ভগবান মহাব শেচিহী বটে। আমার মনো কো হই ভাবক
 এক একলগের বক্তব্য দাবীটাই প্রদল, আম দাবী আমার নীচে রয়েছে
 তাদের নীচ বলে আমার থেকে একেবারে দূরে গেলে বেশে দ্বিত পাবি নে
 আমার ভাবতত্ত্ব কেবল ভাবলোকেরই ভাবতত্ত্ব নয়। আমি স্পষ্ট জানি
 আমার নীচের লোক যত নাগড়ে ভাবতত্ত্বই নাগড়ে, তারা বত মহা
 ভাবতত্ত্বই মহাচে।

বিমলকে আমার সাধনার মনো পাঠি নি। আমার জীবনে আমি
 বিমলকে একটি প্রকাশ করে তুলেছি যে, তাকে না পাঠ্যাত্তে আমার সাধন
 ছোটো করে গেছে। আমার জীবনের লক্ষ্যকে কোন্ সত্যে দ্বিবেছি বিমলকে
 জায়গা দিতে হবে বলে। তাতে করে হয়েছে এই যে, তাকেই সিন-বাস
 সাধিয়েছি, পরিবেষ্টি, শিখিয়েছি, তাকেই চিবসিন প্রদক্ষিণ করেছি— দ্বিত
 যে কত বড়ো, জীবন যে কত মহা, সে কথা স্পষ্ট করে মনে রাখতে পারি
 নি।

তবু এর ভিতরেও আমাকে বন্ধা করেছেন আমার হাটীর-মদার—
 তিনিই আমাকে বতটা শেখিয়েছেন কতাব দিকে বাঙিয়ে বেয়েছেন, নীচে

আজকের দিনে আমি সর্বাধিকার যথো উপায়ে দেখুই। আমার গুইলাফটী। আমি ঠিক আমার বলছি এই উক্ত যে, আজকের আমার এই দেশের সঙ্গে আমার সঙ্গে ঠিক এমন একটি প্রবল পার্থক্য আছে। উনি আমার মতবোধকে কেবল দেখেছেন, সেই জন্য আর কিছুতে ঠিক তোলাতে পারে না। আর এখন আমার জীবনের সেনা সাম্রাজ্য হিসাব করে তখন এক দিকে একটা মন্য হিবে কুল, একটা বাড়া লোকসান করা পড়ে, কিন্তু লোকসান ছাড়িয়ে উঠিয়ে পারে এমন একটি লাভের অর্থ আমার জীবনে আছে সে কথা যেন জোর করে বলতে পারি।

আমাকে এখন উনি সত্যানো শেষ করেছেন তার পুরোঁ শিকড়িফোশ এর আমি স্বাক্ষর হয়েছি। আমি আমার মন্যকে বললুম আপনি আমার কাছেই থাকুন, আজ কারোও কাজ করেছেন না।

হিনি বললেন, তেহো, তোমাকে আমি যা লিখেছি তার নাম দেখেছি। তার চেয়ে বেশি যা লিখেছি তার নাম যদি মিথ্যা হলে আমার কলহানকে হাতে দিচ্ছি কথা হবে।

বহানর হাঁহ বালা থেকে দৌলতুদী মামার করে চলনাংবাবু আমাকে সত্যের বলেছেন, তোমোমোমেরই আমারের পাঠ মোটা ঠাঁকে বাবাহার করতে পাবলুম না। হিনি বললেন, আমার নাম ঠিককাল বটীকনা থেকে লালসিবি পবলু টেটে দিয়ে অর্পিত করে আমারের মামার করেছেন, সেখানে পাঠিয়েও কোনো চাপলেন নি, আমার হাজি পুরুষাতকয়ে শতাব্দিক।

আমি বললুম, নাং আমারের বিসবেরমো কাজ যেটা থাক নিল।

হিনি বললেন, না বাবা, আমাকে তোমোমোমের বড়োমোমসির কাছে সরল না, আমি যুক্ত থাকতে চাই।

হাঁহ ছেলে এখন এম এ পাঠ করে চাকরি খুঁজতে। আমি বললুম, আমার এখানে হাঁহ একটা কাজ হয়ে পারে। ছেলেদেব সেই উজ্জ্বল পুখ

ছিল। প্রথমে সে তার বাগকে এই কথা আনিবেছিল, সেখানে ছবিই পায়
নি। তখন লুকিয়ে আমাকে আকাস করে। তখনই আমি উপায় করে
চক্ৰনাথবাবুকে বললুম। তিনি বললেন, না, এখানে তার কাজ হবে না —
তাকে এক বড়ো ভ্রমণের থেকে দক্ষিণ করাত্তে ছেলে বাগের উপর খুব রক্ষা
করেছে। সে যেহে পট্টাখীন বুড়ো বাগকে একলা গেলে কেমনে চলে
গেল।

তিনি আমাকে বারবার বলেছেন, যেখা নিকিল, তোমার সহজে আমি
বাদীন, আমার সহজে তুমি বাদীন, তোমার সঙ্গে আমার এই সম্বন্ধ :
কল্যাণের সহস্রকে অর্ধের অন্তর্গত করলে পরমাৰ্ধের অপমান করা হয়।

যেন তিনি এখানকার এন্ট্রোল কুলের হেড মাস্টারি করেন। এক দিন
তিনি আমাদের বাড়িতে পয়স পাঠতেন না, এই কিছু দিন থেকে আমি
প্রায় সবেকোয়ার তার বাসাঘ গিয়ে বাছি এগারোটা চুপের পয়স নানা কথায়
কাটিয়ে আসছিলাম। বেশ হয় লাগলেন, তার ছোটো ঘর এই তাহমাসে
তুমি আমায় পকে তেলকর, সেই কাজটী তিনি নিজে আমার এখানে
আজ্ঞার নিয়ন্ত্রণে। আশ্চর্য এই, বড়োমাস্তরের 'পবেণ' তার পরিবার হারা
সমান কথা, বড়োমাস্তরের চুপকে ও তিনি অবজ্ঞা করেন না।

বাগকে বড় একাক করে বেশি ততটী সে আমাদের পেয়ে করে—
আজ্ঞামাস্তরে সত্যকে যখন বেশি তখনই মুক্তি চাওয়া পায়ে লাগে। কিন্তু
আজ আমার ভীতনে সেই বাগকেই এক বেশি ভীত করে কুলেছে।
সত্য আমার পকে আজ আজ্ঞার হবার কো হয়েছে। তাই কিয়তকাল
কোথা ও আমার চুপের আর সীমা বুজে পারছি নে। তাই আজ আমার
এতটুকু কাককে লোকলোকান্তরে ছড়িয়ে গিয়ে পরজনের সহস্র সকাল হয়ে
পান গাইতে কলছি—

এ কথা বাগর, হার তামর।

দুঃস্থ হকির মোর।

কখন চন্দ্রনাথবাবুর জীবনের বাস্তবায়ন থেকে সত্যকে দেখতে পাই তখন
* গানের মাঝে একেবারেই কঁপে যায়, শুধন—

বিজ্ঞাপতি করে কৈসে রেখাঁরবি

হরি কিনে কিনছাতিয়া ?

বড় ভ্রম, বড় কুল, সব যে ওই সত্যকে না পেয়ে। সেই সত্যকে জীখন
করে না নিয়ে কিন-চাত্ত এমন করে কেমনে কাটবে ? আর তো লাগি নে,
সত্য, কুসি এবার আমার লুপ্ত মন্দির করে গাও ।

বিষমতার আত্মকথা

সেই সময়ে হঠাৎ সমস্ত বাংলাদেশের চিত্ত যে কেমন হতে গেল তা বলতে পারি নে। যাঁরা হাজার হাজারখানের ছাট্টেরেব 'পরে এক মুহুর্তে যেন জাতিবন্দীরা জল এসে স্পর্শ করলে। কত দুঃখপাতকের ছাট্ট, কল্যাণে পড়ে ছিল—কোনো আত্মনের জ্বালা জ্বলেন না, কোনো বসের মিনালে জ্বালা বাধে না—সেই ছাট্ট হঠাৎ একবারে কল্যাণে উঠল, বললে 'এই যে আমি'।

বইয়ে পড়েছি, গীল দেশের কোন মূর্ত্তিকর দেবতার করে আমাদের মূর্ত্তির মধ্যে প্রাণদেবার করেছিলেন—কিছু সেই দেশের থেকে প্রাণের মধ্যে একটা ক্রমশ বিকাশ, একটা সাধনার যোগ আছে। কিছু আমাদের দেশের জ্ঞানের চন্দ্রাবলির মধ্যে সেই দেশের ঐক্য ছিল দেখায়। সে যদি পাথরের মতো খাঁট পক্ষ ছিলি হাত তা হলেও তেঁা পুতুত—অতলা পাখীদিগ হো এক দিন মাহস হয়ে উঠেছিল। কিছু এ দেশের ছাট্টনো, এ যে স্মৃতিকর্তার মতোব কাজ দিয়ে কেবলই গলে গলে পড়ে, বাতাসে উড়ে উড়ে যায়। এ যে বাস হয়ে থাকে, কিছুতে এক হয় না। অথচ সেই খিনিস হঠাৎ এক দিন আমাদের ঘরের আত্মনার কাছে এসে মেঘসজ্জনে বলে উঠল 'অমরতা হো'।

জাই আমাদের সে দিন মনে হল, এ সমস্তই অলৌকিক। এই বর্তমান মুহুর্ত কোনো উপারসোজ্জিত দেবতার মুহুর্তের থেকে মানিকের মতো এক বাবে আমাদের হাতের উপর বলে পড়ল। আমাদের অতীতের সত্য আমাদের এই বর্তমানের কোনো বাস্তবিক পাবেস্পর্শ নেই। এ দিনে আমাদের সেই গুণের মতো যা খুঁজে যের করি নি, যা কিনে আনি নি, যা কোনো চিকিৎসকের কাছ থেকে পাওয়া নয়, যা আমাদের স্বতন্ত্র।

সেই কহে মনে হয়, আমাদের সব কাম সব ভাল আসনি সুখে সেবে
যাবে । লক্ষন-অনন্দের কোনো সীমা কোথাক বাইল না । কেবলই মনে হতে
লাগল, এই ভাল বাইল, ভাল বাইল ।

আমাদের সে দিন মনে হয়েছিল, উজ্জ্বলতার কোনো বাধা নেই, সুখের
বেলা হতো সে আসনি ভাল আসে । শিখর তার মা'লকে কোনো
মানে স্নেহে হয় না । তার গোরাটির ওল কোনো ভাবনা নেই, কেবল
কখন কখন তার মনের সেবালা ভাবি করে দিতে হয়—আর, তার পরেই
হঠাৎ কেবলবে লক্ষীবে স্বপ্নাঙ্গি ।

আমার স্বামী যে অবিচলিত ছিলেন তা নয় । কিন্তু সমস্ত উত্তেজনার
মতো তাঁকে যেন একটা বিষম রোগে আক্রান্ত করত । যেটা সামনে দেখা
গ্যাত তার উপর মিথেন তিনি যেন আর কোনো কিছুকে দেখতে পেরেন ।
X মনে আছে, লক্ষীলের সঙ্গে তাকে তিনি এক দিন বলেছিলেন, লীলাঙ্গা হঠাৎ
এসে আমাদের সবকাম কাছে টাক দিয়ে যায়, কেবল সেবারের তাকে যে
বাক্য প্রদান করবার লক্ষি আমাদের নেই । তাকে যাবের মধ্যে নিয়ন্তণ করে
বাগদার কোনো আয়োজন আমরা করি নি ।^৩

লক্ষীল বললেন, সেখা নিখিল, তুমি সেবাকে মানি না, সেই কহেই
যেন লক্ষীলের মতো কথা বল । আমরা প্রত্যেক সেখি দেবী বর দিতে
পেরেছন । আর, তুমি অবিচল করছ ।

আমার স্বামী বললেন, আমি সেবাকে মানি, সেই কহেই সুখের
মায়া নিশ্চিত জানি তাঁর পুত্র আমরা তোটারে লাগেই না । বর তুমি
লক্ষি সেবতার আছে, কিন্তু বর সেবার লক্ষি আমাদের থাকে চাই ।

আমার স্বামীর এই বক্তব্যের কথাই আমার ভাবি হ'ল হ'ল । আমি
টাক বললুম, তুমি মনে কর সেবেই এই উজ্জ্বলতা, এ কেবলমাত্র একটা
সেবা । কিন্তু সেবার কি লক্ষি সেহ না ?

তিনি বললেন, লক্ষি সেহ, কিন্তু অহ সেহ না ।

আমি বললুম, নাকি মেথতা কেন, সেইটেই জিজ্ঞাসিত। আর, অন্য কে
সামান্য কামাবেও দিতে পারে।

স্বামী হেসে বললেন, কামার তো অমনি মেথ না, তাকে লাম দিতে হয়।

স্বামীও বুক ফুলিয়ে বললেন, লাম মেথ গো কের।

স্বামী বললেন, যখন কেনে তখন আমি উৎসবের যোগদানগৌকি বাড়ান
যেব।

স্বামীও বললেন, তোমার দায়নার আশায় আমবা কলেন নেই। আমাদের
মিকড়িয়া উৎসব করি দিবে কিনতে হবে না।

বলে তিনি তাঁর ভাঙা মোটা পলার গান ধরলেন—

আমার মিকড়িয়া বসেব বদিক কানন খুবে খুবে

মিকড়িয়া বাপের বাপি পাকায় মোচন জুয়ে।

আমার দিকে চেয়ে হেসে বললেন, স্বামীবানী, গান যখন শ্রোণে আশে
তখন গলা না থাকলেও যে গানে না এটিটে শ্রোণ করে মেথার কয়েট
পাইলুম। পলার কোবে পাইলে গানের কোব হালকা হয়ে যায়। আমাদের
দেশে চট্টাং তরপুর গান এসে পড়েছে, এমন নিমিল বলে বলে গোড়া থেকে
সারসংস সাপতে থাকুক, উজ্জ্বলনা আমবা ভাঙা পলার মাতিয়ে তুলব।

আমার ধর বলে, ভুই কোখার দাখি,

দাইরে দিবে সব খোয়াবি।

আমার শ্রাণ বলে, কোব বা আছে সব

থাক-না উড়ে পুড়ে।

আজ্ঞা, নাহয় আমাদের সর্বনাশই হবে, তার খেঁচি তো নয়। নাকি আমি,
তাকেই আমি আমি।

ওসে, যার যদি তো থাক-না চুকে—

সব দায়াব হাসিমুখে,

আমি এই ভলেছি যখনতরা

নিতে পড়ান পূবে ।

দান্দ কবা হুয়ে, নিবিল, আমদের হন কুলেহে, আমরা হুসাখা-দাখনের
পরিব যথো ঠিকতে পাবেন না, আমরা অসাখা-দাখনের পথে ঘেঁষিয়ে
পড়ব ।

ওসে, আপন বাবা কাছে টানে
এ বস তারা কেই বা জানে—

আমার বাকা পনের বাকা সে যে
তাক দিয়েছে পূবে ।

এবার বাকার টানে সোকার বোকা
পছুক জেয়েপূবে ।

মনে হল, আমার স্বামীর কিছু বলবার আছে— কিন্তু তিনি বললেন না,
যাকে আগে চলে দেলেন ।

দমত সেলের উপর এই-যে একটা প্রকল আবেশ হঠাৎ জেই পড়ল
ঐক এই জিনিসটাই আমার জীবনের যথো অংক-এক তর নিয়ে চুকেছিল ।
আমার জাদায়েবতার বর আসচে, কোথা থেকে তার সেই চাকার সঙ্গে
মিল-বাঁধি আমার বুকের জিতর গু-গু-গুচে । প্রতি মূহুরে মনে হতে
লাগল, একটা কী পরমান্দর এসে পড়ল বলে— তার সঙ্গে আমি কিছুমাত্র
লগী নই । পাপ ? যে ক্ষেত্রে পাপ-পুণ্য, যে ক্ষেত্রে বিচার বিবেক, যে
ক্ষেত্রে মর্যাদা, যে ক্ষেত্রে থেকে সম্পূর্ণ মনে চাবার পথ হঠাৎ আন্দোলিত
সে বলে গেছে । আমি তো একে কোনো দিন কাহনা করি নি, এর সঙ্গে
প্রত্যাপনা করে বলে থাকি নি, আমার সমস্ত জীবনের সিকে ছাকিয়ে
দেখে, এর সঙ্গে আমার তো কোনো জবাবদিহি নেই । এক দিন একমুখে
আমি তার পূজা করে এসুম, বর সেবার খেলা এ যে এল অংক-এক সেবাটা ।
তাই, দমত সেল যেমন কেসে উঠে দমতের দিকে ছাকিয়ে হঠাৎ বলে

উঠে 'কল মাতক' আবার প্রাণ তেমনি করে তার সমস্ত শিবা উপনিষাদ পুস্তক পুস্তক আত্ম ব্যক্তিবে তুলেছে, বলে— কোন্ অজানাত, অসুস্থকে, কোন্ সকল-পটী-চাচাকে।

দেশের যুবের গলে আমার ভীষনের প্রাণের অকৃত এই মিল। এক এক দিন অনেক বারে আসে আসে আমার বিচারা থেকে উঠে যোগ চাদের উপর ঠাট্টিয়েছি।^১ আমাদের বাগানের পাঁচিল পেছিয়ে মাথানকা দানের খেত, তার উত্তরে গ্রামের ঘন গাছেব কাঁকরের জিহব দিয়ে নদীর জল এবং তাবল পদপাথে ঘনের যেন, সমস্তই যেন বিবর্ত হারিয়ে পদেব যোগে কোন্ এক চাঁদী পটীর পদেব মতো অকৃত আকারে গুলিয়ে রয়েছে আমি সামনের দিকে চেয়ে দেখতে দেখেছি, আমার বেশ ঠাট্টিয়ে আছে আমারই মতো একটি মেয়ে। সে ছিল আপন আঁচনার কোণে, আত্ম তাকে চতায় অজানাত দিকে তাক করেছে। সে কিছুই তাবলার সময় পেনে না, সে চলেছে সামনের অন্ধকারে, একটি লীল জেলে মেঘেরও সবুজ তার সব মি। আমি জানি, এই তপ বারে তার পূব যেমন করে উঠেছে পড়ছে আমি জানি, যে পূব থেকে দীপ তাকছে পূব সমস্ত ঘন মেনি করে সেখানে ছুটে গেছে যে পূব ঘন হচ্ছ, 'যেন' দেখেছি, 'যেন' পৌঁছেছি, 'যেন' এখন চোপ বৃক্ষে চললেন কোনো তব নেই।' না, এ তো মাতা নয়। সন্ধ্যাবে গুন দিতে হবে, অন্ধকারের গুলীল জালাতে হবে, ঘরের খুলো বাঁট দিতে হবে, সে কথা তো এর সেখানে আসে না। এ আত্ম অভিসারিকা। এ আমাদের শৈকর-পদাবলীর বেশ। এ ঘর ছেড়েছে, কাছ তুলেছে। এ আছে কেবল অস্বস্তির আগমন। সেই আবেগে সে চলেছে যার, কিছু পড়ে কি কোথায় সে কথা তার মনেও নেই। আমিও সেই অন্ধকার হারিয়ে অভিসারিকা। আমি ঘরও হারিয়েছি, পথও হারিয়েছি। উপায় কিছু, লক্ষ্য দুইই আমার কাছে একেবারে বাপসা হয়ে গেছে, কেবল আছে আসে আর চলা^২ তবে নিশাচরী, হাত বন্ধ হাটা হয়ে পোহাবে তখন কেবল

০১ শাহর মকবরার খোদে গুলন মায়াব বাকীর প্রাচীন বৈদ্য বিদিত

হুদ, বিলিভি ডিনি, বিলিভি কাপড় একদো নিবাসিত হয় নি। একদা কি, আমার বামীর আদলারা পবন এই নিয়ে 'চকল' একা লক্ষিত হয়ে উঠে লাগল। অবচ, কিছু দিন পূর্বে আমার বামী বদন এখানে কয়েক দিনিয়ে আদলানি করেছিলেন তখন এখানকার ছেলেরা সন্ধ্যায় তা নিয়ে বদন মনে একা একা হাঙ্গামা করেছিল। তিনি দিনিয়ে লক্ষ বদন আমারের স্পর্শের যোগ ছিল না তখন তাকে আমার বদন প্রাণে লক্ষ করেছি। এখনো আমার বামী তাঁর সেই দিনি ছুটিতে তিনি সেন্সিভ কাটেন, বাগড়ার কলার লেপের, শিতলের ঘড়ির কল বদন একা সন্ধ্যায় সময়ে নামাযানে তিনি ব্যতি আলিয়ে লেখাপড়া করেন। কিন্তু তাঁর এই অত্যন্ত লাল কিলেক হাঙ্গামা করেছিল আমার বদনের মতো কোনো বদন না। বরক তখন তাঁর বদনার ঘরে আসবাবের চৈত্রে আরি বদনার লক্ষ বোধ করে এসেছি, দিনেরাত ব্যতিতে বদন হ্যাঙ্গামা কিংবা আদ-কোনে সন্ধ্যায়-কোনে সমাগর হাঙ্গ। আমার বামী হেসে বলতেন, এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে তুমি অত নিচলিত হাঙ্গ কেন ?

আমি বলতুম, ওহা যে আমারের অসহ্য অসহ্য হয়ে করে রাখে।
 ✎ তিনি বলতেন, তা বদন মনে করবে তখন আমিও এই কথা বদন করব, ওহের সত্যতা চামড়ার উপকার লাল পালিন পবন, কিংবা অন্য কিছেরকার লাল বদনার পবন পৌছয় নি। ✎

এর মধ্যে একটি সামান্য শিতলের ঘড়িকে উনি কললানি করে ব্যত্যা করতেন। কত দিন কোনো সন্ধ্যায় আসবাব বদন সেলে আমি লুকিয়ে সেটিকে সন্ধ্যায় বিলিভি বদন কাডের কললানিতে কল লাকিয়ে রেখেছি।
 ✎ আমার বামী বলতেন, কোথা বিল, কললানি যেমন আদ-কোনে আমার এই শিতলের ঘড়িও যেমন। কিন্তু তোমার এই বিলিভি কললানি অত্যন্ত বেশি করে জানাব যে, ও কললানি। অত সন্ধ্যায় কল না, বদন পবনের কল হাঙ্গা উচিত। ✎

তখন এ সময়ে তাঁর কক্ষের উল্লম্বাঙ্গা ছিলেন হেজোহানীশ তিনি একেবারে ধাঁসিয়ে এসে বললেন, ঠাকুরপো, তুমিই, আত্মকাল মিনি লগান উঠেছে না কি। আমায়ের ঘো ডাট, লগান হাফার মিনি উঠেই খেয়ে, কল কল বহি চহি না থাকে আ হলে হাফকে পারি। হেজোহানের বক্তিত এসে অমনি ভী এক অত্যন্ত হয়ে খেতে। অনেক দিন ঘো ছেলেই শোহি, তবু লগান না খেবে আত্মক হলে হয় মেনে ডানটা। ঠিকমতো হল না।

ভেটই আবার আদী ছাতি বৃশ। বাহু বাহু মিনি লগান আদকে লগল। সে কি লগান না লজিমাতীর ফেলা। অমি বৃশ আমি নে? ক'নীর আমলে হেজোহানী যে বিলিতি লগান হাফকেন আত্মক লগানে তাই চলছে, এক মিনেও কামাই নেই। এট মিনি লগান দিবে তাঁর কালক-বাতা চলতে লাগল।

আর-এক দিন এসে বললেন, তাই ঠাকুরপো, মিনি কল নাতি উঠেছে? সে তো আমার চাই। হাফা বাপ, আমাকে এক বক্তিত—

ঠাকুরপো হ্যা উল্লম্বিত। কলয়ের নাম ধরে ধর কলয়ের ঠাকুরের কাঠী তখন বেরিয়েছিল সব হেজোহানীর পরে খোকাই হয়ে লাগল। পরে ঠর কোনো অম্বুধিরে ছিল না, কেননা লেখাপড়ার সম্পর্ক ঠর ছিল না বললেই হয়। খোকার চাকির ছিলেন লকনের ঠাকুরা দিবে লেখাপড়ার। বাপ দেখেছি, লেখবার হাফের হবো ঠর সেই পুরোনো কালের চাকির দিবার কামাইটি আছে, তখন কালেজের লেখার পর হাফ তখন ঠিক সেইটুকুই উপর হাত পড়ে।

মানে কথা, আমি যে আমার খাদীর খোলে খোপ মিট মে সেইটোর ফেলা কবাব লেখার কলেই উনি এই কাঠী কলকেন। অন্য আমায় লম্বীকে ঠর এই কলনার কথা বলবার তো ছিল না। কলে খোকাই তিনি এম দুখ করে দুখ করে থাকতেন যে, বৃহত্ত্ব যে উঠেই ফল হল। এসব

মাথাকে ঠিকানোর হাত থেকে বাঁচাতে পেলেই ঠকতে হয়।

মেজোবানী সেলাই ভালোবাসেন, 'এক মিনি মখন সেলাই কতক
তখন আমি স্পষ্টই ঠাকে বললুম, এ তোমার কী কাণ্ড! এ দিকে তোমার
ঠাকুদেপার সন্ধ্যাবে দিগি কাড়ির নাম করলেই তোমার জিব ডিরে চল
গড়ে, ও দিকে সেলাই করবার বেলা বিলিতি কাড়ি ছাড়া যে তোমার এক
হস্ত চলে না।

মেজোবানী বললেন, 'তোমার কোম হায়েছে কী? কত দূনি চমক
বেশি। ছোটো বেলা থেকে সব সঙ্গে যে কেসঙ্গে যেতেছি, তোমার মনে
কবে আমি চানিসুখে কষ্ট দিতে পারি নে। পুঙ্খমাছের, ওর আর কে
কোনো নেণা নেই—এক, এটি দিগি কোকান নিয়ে বেলা, আর ওর এ
সবনেণে নেণা কুই—এটেনেই ও মজবে।

আমি বললুম, ঘাট বল, পেটে এক মুখে এক ভালো নয়।

মেজোবানী হেসে উঠলেন, বললেন, 'কলো মরল, ভুই যে বেশি বড়
বেশি দিগে, একেবারে শুকনুয়ারেব বেতকাটির মতো। মেয়েমাছের অব
সোছা নয়—সে নবম বলেই অমন একটা-আদটী চরে থাকে, কান
মোম নেই।

মেজোবানীর সেই কথাটি কলম না, ওর এক সবনেণে নেণা কুই, এ
খেনেই ও মজবে।

আমি আমার কেবলই মনে হয়, পুঙ্খমাছের একটা নেণা চাই, 'ওর
সে নেণা যেন মেয়েমাছের না হয়।

আমাদের শুকনুয়ারেব হাট এ কোলার মধ্যে ময় কাড়া হাট। এখানে
কোনার এ ধারে নিস্তা বাজার করে, আর কোনার ও ধারে প্রতি শনিবার
হাট লাগে। কবার পর থেকেই এই হাট বেশি করে করে। তখন নীচ
সঙ্গে কোলার যোগ হয়ে বাজারান্তের পর সফল হয়ে যায়। তখন হাট

এক আশাবাদী স্ত্রীকে কয়েক বছর আগের আমলানি খুঁজ বেছে গেল।

সেই সময়টোতে তিনি কাশিত আর তিনি তখন-তিনিও বিবাহ নিয়ে বাল্যকালের হাটে হাটে ভ্রমণ পড়গোল বেখেছে। আমলের সবলস্বট খুঁজ একটা ছোক চলে বেছে। আমাকে সন্ধান এসে বললেন, এক বছর এত বাকার আমলের হাতে আছে, এটাকে আমলানোটা খসেই করে ফেলার হবে। এই একোটা থেকে বিলিখি অলসীকে কুলোর হাওয়া নিয়ে খেতে করা চাই।

আমি কোমর বেঁধে বললুম, চাই বৈকি।

সন্ধান বললেন, এ নিয়ে নিশিলাল সঙ্গে আমার অনেক কথা কাটাকাটি হয়ে গেছে, কিছুতে পেতে উঠলুম না। এ বলে, বড়ো পথের চলেবে, কিছু চেষ্টা করবে না।

আমি একটু অস্বস্তির করে বললুম, আজ্ঞা, সে আমি সেখানি।

আমি জানি, আমার উপর আমার বাকীর ভালোবাসা তার পতীর। সন্ধান আমার দুই বছর বীর থাকার তা বলে আমার সোটা দুখ নিয়ে গেল কিন্তু সেই ভালোবাসার উপর তারি বরকে গেল আমার লজ্জার কথা কটা বের। কিন্তু সন্ধানকে যে সোনার হরি আমার পক্ষি কত। উপর আছে আমি যে পক্ষিগুলি। তিনি উপর আমার বাখার বাখার উপর আমার আমাকে এই কথায় বুঝিয়েছেন যে, লজ্জাগুলি এক একজন বিশেষ মানুষের কাছে এক-একজন বিশেষ মানুষেরই কীল ফেলা গেল। তিনি বলেন, আমরা বৈক্যবহরের জোড়িনীগুলিকে গাভার সোনার জন্তেই এক থাকল হয়ে যেতাজি, যখন সোনার সোনার লাই-বহর-এ লাই বুঝতে পারি, আমার অন্ধদের মধ্যে যে হিতকর বাকি বাতালেই উপর বাকির জগৎ টা হে। বলতে বলতে এক-এক ফিন গান গেলেন—

যখন সোনা হারি মি রাহা, যখন হেঁকেছিল বাকি।

এখন চোখে চোখে চোখে গেল যে আমার সেল জগতি।

তখন নানা ভাবের ভলে

ভাক কিংবদন্তি বলে বঁদে,

এখন আমার সকল কাঁচা বাধার ভগ্নে উঠল হাসি।

এই-সব কেবলই স্নানান্তে স্নানান্তে আমি 'কূলে গিয়েছিলুম যে আমি বিফলা। আমি নকিতক, আমি রসতক, আমার কোনো বন্ধন নেই, আমার মনো সমস্তই স্বত্ব, আমি যা-কিছুকে স্পর্শ করছি তাতেই স্পন্দ করে শক্তি করছি। নতুন করে শক্তি করেছে আমার এই জনপদে, আমার প্রবাসের পরশমণি চৌধুরার আগে নবজন্মের আকাশে এত সোনা ছিল না। আর, মূহুর্তে মূহুর্তে আমি নতুন করছি এই নীরকে, এই সাধককে, এই আমার ভক্তকে— এই জ্ঞানে উজ্জল, তেজে উজ্জীর্ণ, তাদের সঙ্গে অস্তিত্বিক অস্পৃহ প্রতিভাকে। আমি যে স্পষ্ট অস্তিত্ব করছি, এর মনো প্রতি কণা আমি নতুন প্রাণ ভেলে দিচ্ছি, এ আমার নিজেরই শক্তি। সে দিন অনেক অল্পবয়স করে সন্ধ্যা উপর একটি বিশেষ ভক্ত বালক অমূল্যচরণকে আমার কাছে এনেছিলেন। এক বড় পথের আমি দেখতে পেলুম, তার চেয়েও তার মনো একটা নতুন দীপ্তি জলে উঠল। নতুন, সে আত্মশক্তির লেখতে পেরেছে। বুকের পাবলুম, এর বকের মনো আমারই পথের দিক আরও হয়েছে। শিশুদিন সন্ধ্যা আমাকে এসে বললেন, এ কী মন তোমার ও বালক তো! আর সেই বালক নেই, এর পালকের এক মূহুর্তে শিখা হয়ে গেছে। তোমার এ আশ্রমকে ঘরের মনো লুকিয়ে রাখবে কে! একে এর সবাই আসবে। একটি একটি করে প্রতীপ জগতে জগতে এক দিন যে সেরে যেমানির উৎসব লাগবে। —

নিজের এই মহিমার নেশার মাতাল হয়েই আমি মনে মনে ঠিক করে ছিলুম, ভক্তকে আমি বহন করব। আর, এও আমার মনে ছিল, যদি যা চাইব তাকে কেউ ঠেকাতে পারবে না।

সে দিন সন্ধ্যার কাছ থেকে ভিবে এসেই চুল ঘুলে কেলে আমি নতুন

৩৫৫ চুল, বাঁধলুম। ব্যাকের থেকে এঁটে চুলগুলোকে আমার উপরের দিকে
 গুলে বুনে আমার যেহে আমারকে এক-রকম খোপা বাঁধতে শিখিয়েছিলেন,
 আমার দ্বারী আমার সেই খোপা দু'খ জালোবাসতেন। তিনি বলতেন, ব্যাক
 'ভিনিসী' যে কত দুখের হতে পারে তা বিদ্যতা কালিদাসের কাছে প্রকাশ
 ২ করে আমার হজো অ-কবির কাছে গুলে দেখালেন। ^৩কি হজো
 বলতেন পড়ের দুপাল, কিহ আমার কাছে যনে হু যেন মখাল, তার উপর
 আমার কালো খোপার কালো দিবা উপরের দিকে গুলে উঠেছে। ^৪এই বলে
 তিনি আমার সেই চুল-তোলা ব্যাকের উপর— হাং হে, সে কথা আর
 কেন।

তার পরে তাঁকে ডেকে লাঠালুম। আগে এমন ছোটোখাটো লতাখিণ্ডা
 মনে ছুজোয় তার হাক লাগত। কিছু দিন থেকে হাকবার সব উপলক্ষ্যই
 লু হতে পেড়ে, বানাদার শক্তিক নেই।

নিখিলেশের আত্মকথা

পক্ষের হী বন্ধ্যায় কুপে কুপে মবেছে। পক্ষকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে
সহ্যজ হিসেব করে বললে, খরচ লাগবে সাড়ে তেইশ টাকা।

আমি হাস করে বললুম, নাট না করনি প্রায়শ্চিত্ত, তোরা ভয় কিসের।
সে ভ্রাজ্জ গোকর মতো। তার বৈবজ্যবপুর্ন চোপ কুলে বললে, কেহেই
আছে, দিখে দিতে হবে। আর, বউদেবদ তো পতিত করা চাই।

আমি বললুম, পাপট বড়ি হয়ে থাকে এত দিন ধরে তার প্রায়শ্চিত্ত হৈ
কম হয় নি।

সে বললে, আজ্ঞে, কম কী। মজার খরচায় কমিকনা কিছু বিক্রি করে
বাঁকি সমস্ত বন্ধক পাচে গেছে। কিছু ধান-কচিণে ব্রাহ্মসভোজনে না হলে
তো খালাস পাই নে।

তর্ক করে কী হবে। মনে মনে বললুম, যে ব্রাহ্মসভোজনে করে তারো
পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে হবে।

একে তো পক্ষ দরানবট উপদ্রবের দাবি যেনে কাজিয়েছে, তার উপর
এই হীর চিকিৎসা এবং সংজার উপলক্ষে সে কেবলবে অগাধ চলে পড়ল।
এই সময়ে কোনো বকম করে পেলটা সাংসানা পানার জন্তে সে এক সন্ধ্যাটে
সামুর চেলামিগি শুরু করলে। তারে লে এই, তার ছেলেমেয়েবা যে খোস
পাচ্ছে না সেইটেই কুলে থাকবার একটা নেশায় সে কুবে বসিল। বুকে নিজে
লাসাবটা কিছুই না, তখ যেমন নেই তেমনি ছাখটাকে ব্যয়মার। অতঃপর
এক দিন রায়ে ছেলেমেয়ে চাবটিকে ভাঙা ঘরে কেলে বেখে সে বৈরাগী হই
বেকিয়ে চলে গেল।

এ-সব কথা আমি কিছুই জানতুম না। আমার মনটার মধ্যে তখন
জ্বাছরের ময়ন চলছিল। মাস্টার-মশায় যে পক্ষর ছেলেমেয়েগুলিকে নিয়ে

লগ্নের ভেত্রে বাতাস বকছেন সে কখনও আত্মকে জানেন নি। প্রথম দীর্ঘ
মিকের ভেতলে তার বটকে নিয়ে ঢেতুন চলে গেছে, যবে তিনি একলা
তার আবার সময় ছিল ইতুল।

এমনি করে এক মাস বর্ষন কেটে গেছে তখন এক দিন সকাল বেলায়
লক্ষ এসে উপস্থিত। তার বৈবাহিকের ঘোর ভেঙেছে। এখন তার বেড়া ভেঙ্গে
মরে দুটি তার কোলের কাছে হাটীর উপর এসে তাকে বিজ্ঞাপন করলে
‘বাবা, তুমি কোথায় গিয়েছিলি’, সব ভোতা ভোতা তার কোল লখন করে
তোলে, আর সেজো বেয়েটি গিরের উপর গড়ে তার ললা ভড়িয়ে বসলে—
তখন কাছার লর কাছা, কিছুতে তার কাছা বাহকে চায় না। চলতে
লাগল, হাটীর বাবু, একলোকে দু বেলা পেট ভরে খানচায় সে লক্ষিক মেই,
আবার এদের ভেতলে বেবে মৌচ মাংস সে লক্ষিক মেই, এখন করে
বৌ মাংস কেন। আরি কী শাপ করেছিলুম।

এ লিকে যে ব্যাকসটুকু ধরে কোনোমতে তার মিন চলছিল তার লর
ভিত হয়ে গেছে। প্রথম সিনকরক নই যে মানসার মশারের লমানে সে বাসা
লেনে সেটীকেই সে টেনে চলতে লাগল, তার মিকের বাঁকিরে নড়বার
নাম করতেও চায় না। শেষকালে মানসার মশার কাকে বললেন, লক্ষ, তুমি
বাঁকিতে বান, নইলে হোমার পর দুচাঁদপুলে নই হতে পারে। আরি
সামাকে কিছু টাকা দান দিচ্ছি, তুমি কাপড়ের লমানে করে আর আর করে
লাই দিও।

প্রথমটা লক্ষর মনে একটি বেগ হল। মনে বসলে, লক্ষর বলে একটা
কিনিস লগ্নেরে মেই। তার পরে টাংগাট মেদার বেলায় মানসার মশার তখন
খাওনাট লিখিয়ে নিলেন তখন তাহলে, সে’র বো’ বরকে হে—এছর
উল্লগারের মূল্য কী।

হাটীর-লমার কাটকে বাঁকিরে লিকে দান করে দিকরেরে লিকে
খী করতে নিভানু নাহাড। তিনি বলেন, মনের ইচ্ছাত চলে গেলে

হাঙ্গেরের দ্বারা মারা হয়।

জাওনোটে টাকা নেওয়ার পর পল্লু হাঙ্গের-মণ্ডারকে দূর করে এবং
প্রদান করতে আর পারলে না, পারলে খুশোটা বাস পড়ল। হাঙ্গের-মণ্ডার
মনে মনে চাকলেন, তিনি প্রদায়টা পাটো করতে পারলেই বাচেন। তিনি
কলেন, আমি প্রদা করব, আমাকে প্রদা করবে, হাঙ্গেরের সঙ্গে এই সম্বন্ধ
আমার খাটি। তত্ধি আমার পাণ্ডার অতিথিক।

পল্লু কিছু খুটি-পাটি কিছু ঈহের কাশর কিনে আনিবে চাকিলের সঙ্গে
মরে বেচে বেড়াতে লাগল। নমস নাম পেত না কটে, তেমনি কিছু বা খান
কিছু বা পাটি, কিছু বা অস্ত্র ফল বা চাতে চাতে আশার করে আনত পেত
নামে কাটা পেত না। শু মাসের মশোই সে হাঙ্গের-মণ্ডারের এক কিত্তি দূর
এক আসলের কিছু শোষ করে ছিল। এক এই কলশোপেই আশ প্রদায়ের
খোকে কাটান পড়ল। পল্লু নিশ্চয় মনে করতে লাগল, হাঙ্গের-মণ্ডারকে সে
যে এক দিন শুচ বলে হাউরেছিল, কুল করেছিল, লোকটার কাছনে
প্রতি দ্বী আছে।

এই সকলে পল্লুর দিন চলে যাচ্ছিল। এমন সময়ে হাঙ্গেরীর বান দূর প্রদায়
হয়ে এসে পড়ল। আমাদের এক আসলশোপের গ্রাম থেকে যে-সব ছোট
কলকাতার কুলে কলচে পড়ত তাহা ছুটির সময় বাড়ি ফিরে এল, তাহা
অনেকে কুল-কলের ছেড়ে ছিল। তাহা সবাই সন্দীপকে কলপতি বান
হাঙ্গেরীপড়ারে যেতে উঠল। এতব অনেকেই আমার অইহেনিক কুল খোশ
এনটোল পাশ করে পেতে, অনেককেই আমি কলকাতার পতবার বঁধি
দিবেছি। একা এক দিন কল বৈশে আমার কাছে এসে উপস্থিত। কল
আমাদের শুকসারের হাট থেকে বিলিতি হুতো ব্যাপার প্রকৃতি একেবারে
উদ্রিখে সিত্তে হবে।

আমি কলু, সে আমি পারব না।

তাহা কলেন, কেন, আপনার লোকসান হবে ?

কলস, কবাটা আমাকে একটু অপমান করে বলবার ভয়ে । আমি
ওকে বাজিলস, আমার লোকসান নয়, বাড়িবেব লোকসান ।

মাস্টার-মশায় ডিকেন্স, তিনি বলে উঠলেন, হী, ওব লোকসান বৈকি,
সে লোকসান তো তোমাদের নয় ।

সারা বললে, কেনেব ভয়ে—

মাস্টার-মশায় তারেব কথা চাপা দিয়ে বললেন, কেন বলতে যাঁটি তো
না, হী-মহা হাড্ডখই তো । তা, তোমরা কোনো দিন একবার চোখের
বাক্সে এসেব দিকে তাকিয়ে কেনেব ? আর, আক হীং হাড্ডখানে পাচে
তা কী তুমি যাবে আর কী কালত পড়বে তাই নিয়ে অস্বাভাব করবে
কেনেব । এরা দুইবে কেন, আর এসেব মটতে কেনেব ?

সারা বললে, আমরা নিজেবো এটা তিনি তুমি, তিনি তিনি, তিনি কালত
পড়তি ।

তিনি কালস, তোমাদের মনে হাড হাডে, ভেব হাডে, সেই মেঝার
তোমরা বা কতক বুনি হবে কতক— তোমাদের লম্বা আছে, তোমরা কু
শক্য বেশি দিয়ে তিনি তিনিস কিনে— তোমাদের সেই বুশিতে কবা তো
বোঝা সিনে না । কিন্তু ওসেব তোমরা বা কবাবে চান্দ সেটা কেবল জোরেব
উপবে । কবা প্রতিদিনই মতল-বীচনেব টানাটানিবে পাচে পড়বে সেম-
মিলাস পথক লড়কে কেবলমাত্র কোনোমতে টীকে থাকবার ভয়ে । ওসেব
কতক ছটো পয়সার লায় কত সে তোমরা কতনাও করবে পার না । ওসেব
কতক তোমাদের কলস কোথায় । কীকনেব মানে বদোব তোমরা এক
কোঠা, কবা আর-এক কোঠা কটিয়ে এসেচে । আর, আক তোমাদের
শে ওসেব কীসেব উপর চাপাতে চাপ ? তোমাদের বাসেব কাল কসেব
দিয়ে মিটিয়ে নেবে ? আমি তো এক কানুজবত মনে করি । তোমরা নিজে
কত কু পথক পার করে, মতল পথক । আমি বুডোমাক্স, মেজা বলে
তোমাদের নমস্কার করে শিড়নে শিড়নে চলতে বাড়ি আছি । কিন্তু ওই

পরিবহের, স্বাধীনতা। মলম করে তোমরা এমন স্বাধীনতার অঙ্গশতকে
আত্মপালন করে বেড়াবে তখন আমি তোমাদের বিলম্ব বাড়াব, তাতে যদি
হয়তো হয় সেও স্বীকার।

তারা প্রায় সকলেই মাশীরা-মশাবের ভাষি, সেই কোনো কিছু করে
বলতে পারেন না, কিছু রাগে তাদের বক্তৃতা সবই হয়ে থাকে মতো দুটো
লাপল। আমার দিকে চেয়ে বললে, কেমন, সমস্ত দেশ আছে যে এর
গৃহণ করেছে কেবল আপনি তাতে বাধা দেবেন ?

আমি বললুম, আমি বাধা দিতে পারি এমন দাবী আমার কী আছে।
আমি বরং প্রাণপণে তার আশ্রয়লা করব।

এম. এ. জামের ছাত্রটি বাধা চানি হেসে বললে, কী আশ্রয়লাটি
করছেন ?

আমি বললুম, মিনি মিল থেকে মিনি কাপড় মিনি তুতো আনিবে
আমাদের ঘাটে রাখিয়েছি। এম-কি, অত এলাকার ছাটেও আমার
তুতো পাঠাই—

সে ছাত্রটি বলে উঠল, কিছু আমরা আপনার ছাটে দিতে গেলে এসেছি,
আপনার মিনি তুতো কেউ কিনছে না।

আমি বললুম, সে আমার বেশ নয়, আমার ছাটের বেশ নয়। তার
একমাত্র কারণ, সমস্ত দেশ তোমাদের দ্রত নেয় নি।

মাশীর মশাব বললেন, শুধু তাই নয়, দাবা দ্রত নিয়েছে তারা বিক্রয়
করবারই দ্রত নিয়েছে। তোমরা চান, দাবা দ্রত নেয় নি তাহাট্ট না
তুতো কিনে দাবা দ্রত নেয় নি এমন কোলকে দিবে কাপড় বোনায়ে
আর দাবা দ্রত নেয় নি তাদের দিবে এই কাপড় কেনাবে। কী উপায়ে দ্রত
তোমাদের পাঠবে কোরে আর জমিদারের পেছানার তাড়াত। অর্থাৎ, দ্রত
তোমাদের, কিছু উপদাস করবে ওরা আর উপদাসের পাঠন করতে তোমরা।

দাবা দ্রতের ছাত্রটি বললে, আমরা বেশ, উপদাসের কোন আশঙ্কা

আপনারাই নিচ্ছেন শুনি।

হাস্তাঘ-মশায় কলহলন, ঠুনকে ৭ মিনি মিল থেকে নিখিলের সেই
প্রচণ্ড নিখিলকেই জিন্মতে হচ্ছে, নিখিলই সেই প্রচণ্ড কোলাহলের
দ্বারা কাপত ঘোনাচ্ছে। তাতেই ঠুনক দুশে বাসেছে। তার শব্দে বাধাকির
এ রকম ব্যাকসাধুর্ভি তাতে সেই প্রচণ্ডের সামান্য বদন হেঁচ হেঁচ তখন
তার নাম হাতাবে কিংবাণের টুকরোর মতো। প্রচণ্ড সে সামান্য নিজেই
বদন উনি ঠর বদবার ঘরের পলা খাটাবেন, সে শব্দই ঠর ঘরের আঁক
খাটবে না। তত দিনে কোলাহলের যদি তত সজ হই তখন মিনি কাক
বাবার নতুন সেবে কোমরাই সব চেয়ে হেঁচকে হাসবে। আর, কোমরা
যদি সেই যদিই সামান্যের আঁক'র এক আঁক'র মতো সে হাঁহেজের কাছে।

এক দিন ঠর কাকে আছি, হাস্তাঘ মশায়ের এমনকরা পাখিকক বলে
যদি কোনো দিন কেদি নি। আমি বেশ বদনে লাগলুম, কিছু দিন থেকে
এর জলবের মতো একটা বেলনা মিশকে কমে আসছে— সে কেবল
আমাকে ভালোবাসেন বলে। সেই বেলনা'রই ঠর বোঁদের বাঁধ ছিড়বে
ছাড়বে কব করে নিচ্ছে।

যেতিফল কলহকে তার বলে উঠল, আপনারা বসলে মতো
আপনারের সঙ্গে তর্ক আঁহরা কব'ন। তা বলে এক কথায় বলুন—
আপনারের হাতি থেকে বিলিতি মাল আপনারা লবাবেন না ?

আমি বললুম, না, লবাব না। কারণ, সে মাল আমার নয়।

এক এক চালেই তারটি ঠর। হোসে বললে, কারণ, তাতে আপনার
লোকমান আছে ?

হাস্তাঘ-মশায় কলহলন, ইং তাতে ঠর লোকমান আছে। প্রচণ্ড সে
উনিই মুক্খনে।

কখন ছাড়েয়া লকলে উকক'রে 'হাশে-নাহরা' বলে চীৎকার করে ঘেঁষিয়ে
বিল।

এর কিছু দিন পরেই মাস্টার-বন্দার পক্ষকে আমার কাছে নিয়ে এসে উপস্থিত। ব্যাপার কী ?

ওদের জরিফার হাফিল দৃঢ় পক্ষকে এক-শো টাকা জরিমানা করেছে। কেন, এর অপবাদ কী ?

ও বিলিতি কাপড় বেচেছে। ও জরিফারকে নিয়ে হাতে পায়ে খায়ে কালো, পরের কাছে থাক-করা টাকার কাপড় কখনো কিনেছে, এইভাবে বিক্রি হয়ে গেলেও ও এমন কাজ আর কখনো করবে না। জরিফার বললে সে হচ্ছে না, আমার সামনে কাপড়গুলো পুড়িয়ে ফেল, তবে ছাড়া পারি। ও থাকতে না পেয়ে হঠাৎ বলে ফেললে, আমার ভোঁ সে সামখী নেই, আমি গরিব; আগনার যথেষ্ট আছে, আগনি চাম দিয়ে ফিনে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলুন। শুনে জরিফার লাল হয়ে উঠে বললে, ছাব্বানভাল, কথা কইতে নিষেধ হটে। লাদাও জুরি। এই বলে এক-চোটে অগ্নিরান হে হয়েই গেল, তার পরে এক-শো টাকা জরিমানা। এরাই সম্মীপের শিকড়ে শিকড়ে চীংকার করে বেড়ায়, কলকাতার। এরা দেশের সেবক।

কাপড়ের কী হল ?

পুড়িয়ে ফেলছে।

সেখানে আর কে ছিল ?

লোকের সংখ্যা ছিল না, তারা চীংকার করতে লাগল, কলকাতার। সেখানে সন্ধ্যা ছিলেন, তিনি এক-দুটো ছাই কুলে নিয়ে কালসন, ছাই সব, বিলিতি ব্যবসার অস্বার্থীসংকারে ভোম্বাফের গ্রামে এই প্রথম চিত্রণ আশ্রয় জঙ্গল। এই ছাই শব্দ। এই ছাই পায়ে কেবে ম্যাকেন্ট্যাগের জাল কেটে ফেলে নাগা সন্ধ্যানী হয়ে ভোম্বাফের সাধনা করতে বেহাফের হবে।

আমি পক্ষকে ফালুয়, পক্ষ, ভোম্বাকে কৌতুহাণি করতে হবে।

পক্ষ বললে, কেউ সাক্ষি নেবে না।

কেউ ন্যাক নেবে বা ? নবীপ ! নবীপ !

নবীপ তার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললে, কী, বাস্পারটা কী ?

এই মোকটার কাপড়ের কথা সব জমিদার তোমার সামনে পুড়িয়েছে,
তুমি নাকি নেবে না ?

নবীপ হেসে বললে, ঘেব বৈ কি । কিছ, আমি যে সব জমিদারের
শকে নাকী ।

আমি বললাম, নাকী আমার জমিদারের শকে কী । নাকী তো সন্তোর
শকে ।

নবীপ বললে, ছোটো দাঁটেতে সেটাই বুকি একমাত্র সন্তা ?

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আর সন্তাটা কী ?

নবীপ বললে, যেটা দটা সবকার । যে সন্তাকে আমাদের শকে
হাসতে হবে । সেই সন্তোর কাজ অনেক দিখো ১৫— যেমন দাঁটা দিয়ে এই
ঘরা দটা হচ্ছে । পৃথিবীতে দাঁটা দটা করবে এসেছে তাহা সন্তাকে
হাসে না, তাহা দটাকে দানায় ।

অতএব ?

অতএব, তোমরা দাকে দিখো নাকি বলে আমি সেই দিখো নাকি
দেব । দাঁটা দাঁটা দিখাব করছে, দাঁটাকা পড়ছে, সমাজ বৈদ্যে,
কর্মসম্পাদন স্থাপন করছে, তাহাট কেমনামের দাঁটা সন্তোর আলাপতে
এক কলিরে দিখো নাকি দিবে এসেছে । দাঁটা নাম করবে তাহা
দিখোকে ছড়াবে না, দাঁটা নাম দান বেতামের কাজেই সন্তোর মোকাত
শিকল । তোমরা কি ইতিহাস পড় নি ? তোমরা কি জান না, পৃথিবীর
কড়া কড়া দাঁটায়ের বেদানে দাঁটুক পলিটিকের কিছুকি কৈশি হচ্ছে
সেখানে বলসভ্যত্বো সব দিখো ?

কিন্তু অনেক কিছুকি পাকানো হচ্ছে, এমন—

না নো, তোমরা কিছুকি পাকানো কেন, তোমাদের টুটি কেনে ঘরে

নে জরিমানার টাকা কিসের থেকে আদায় হবে ? যদি যে আদায় হবে ।

আমি, তার কাগজের দ্বারা ?

আমি আনিরে কিছু । আদায় প্রথা হয়ে ও যেমন ইচ্ছে বিক্রি করব, সেখি থেকে কে বাধা দেবে ।

পক্ষু ছাড় ছোড় করে বললে, ওজুৰ, বাজার বাজার লড়াই— পুলিশের দারোগা থেকে উকিল ব্যারিস্টার পর্যন্ত পক্ষু-পুখিনীর পাল করে যাবে, সবাই দেখে আদায় করতে, কিন্তু মহাবার বেলায় আদায়ই হবে ।

কেন, তোর কী করবে ?

যদি আদায় আশুন লাগিলে দেখে, ছেলেমেয়ে হুত্ব নিয়ে পুড়বে ।

মাস্টার-বশায় বললেন, আচ্ছা, তোর ছেলেমেয়েরা কিছু দিন আদায় করাই থাকবে, তুই ভয় করিস নে । তোর ঘরে কল তুই যেমন ইচ্ছে ব্যবসা কর, কেউ তোর দ্বারা হাত দিতে পারবে না । অজ্ঞাতের কাছে তুই হার কেনে পালাখি, এ আমি চতে দেখ না । বড় সইব বোঝা তুই বাকবে ।

সেই দিনই পক্ষু আমি কিনে বেছেপ্তি করে আমি দখল করে বললুম তার পর থেকে ছুটোপুটি চলল ।

পক্ষু বিকল্পপতি ওর মাতামহের । পক্ষু ছাড়া তার ওরফেন কেউ ছিল না, এই কথাই সকলের জানা । হঠাৎ কোথা থেকে এক দাবী এসে ছুটে জীভবদের লাগি করে তার পুটুনি, তার প্যাঁইরা, জরিমানার দুটি এক একটি প্রাপ্তকর কিনা তাইকি নিয়ে পক্ষু খবর দ্বারা উপস্থিত ।

পক্ষু অস্বাক হয়ে বললে, আদায় দাবী তো কতকাল হল দাবা গেছে ।

তার উত্তর, প্রথম পক্ষের দাবী দাবা গেছে অটে, দ্বিতীয় পক্ষের অতঃপর নি ।

কিন্তু, দাবার দ্বারা অনেক পরে যে দাবী করেছে, দ্বিতীয় পক্ষের তো

महर्षिः कृष्णः ॥

হীলোকটি বীকার ক্রমে বিবীত নকটি দ্বারা পথে গ, দ্বারা
পথে। নতীনের ধর করবার ভয়ে বাপের বাড়ি ছিল, বাড়ির দ্বারা
পথে প্রকা বৈবাহো সে দ্বারা চলে যায়। দ্বারা-অধিকারের আদ্যো
এক কথা কেউ কেউ জানে, কোন কবি প্রজাতন্ত্রের কারও কারও জানা
যাবে, আর অধিকার যদি কোবে হোক সে ভবে বিবাহের সময়ে যাবে।
অন্য কেউহিন জায়াও বেহিনে আদ্যে পাবে।

১২. সবার অঙ্গপুঞ্জ থেকে বিকলা অঙ্গাঙ্গে থেকে পাইয়েদেয়।

क्याहि ठामके ठेगाना , बिजली कटने, ये कठकट ?

● 2010年11月11日

संक्षेपः

२. आठवणीय ।

काशीवासी : मदन मल्ल, अकाली, लखनऊ काशीवासी आदरणीय आचार्य

ঠিকানাভাষ্যের সমাটিকে পড়িয়ে দেখে আমি অতঃপূর্বে চলতুম। শোবার
ঘরে কিস্যাকে ঘেঁষে আরও আশ্রয় চলুম বন্ধন দেখা গেল, লগায়ে, বেশি
নি অমত বেশ একটু, সাজের আভাস আছে। কিন্তু ফিল এট বড়টা বহুত
দায় বন্ধন দেখি মি, সব এখন এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল যে করে কত
সে বড়টা ছুঁতে অসম্ভব হয়ে গেছে। কবী হনো আমেরিকার অনেক আদ
একটা পাবলিশারী দেখতে গেলুম।

আমি কিছু না জানে বিষয়কে বুঝে গিয়ে গেলো গাড়িতে উঠলাম।
 বিজ্ঞান বুঝ একটু ভাল হয়ে উঠল, সে জানে হাত দিয়ে তার বা হাতের
 দ্বারা কত বেশে বোঝাতে বোঝাতে পারে, দেখে, শব্দে বাসোয়াসের
 যে কোন আঘাতের এই হাতের মধ্যেই বিভিন্ন কান্ড আসবে, এই

কি ভালো হচ্ছে ?

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কী করলে ভালো হল ?

ওই জিনিসগুলো বেচ করে বিক্রি করে-না।

জিনিসগুলো তো আমার নহ।

কিন্তু, চাট তো তোমার।

চাট আমার চেয়ে আমার অনেক বেশি দাম। ওই চাটে জিনিস কিনে
আসে।

তোরা দিনি জিনিস কিছুক-না।

যদি কেনে তো আমি বুনি হল, কিন্তু যদি না কেনে ?

সে কী কথা। ওদের এক বড়ো আশ্রয়ী হবে ? ভুনি হল—

আমার সময় আল, এ নিয়ে তর্ক করে কী হবে। আমি অত্যাচার
করতে পারব না।

অত্যাচার তো তোমার নিজের হাতে নহ, দেশের হাতে—

দেশের হাতে অত্যাচার করা দেশের উপরই অত্যাচার করা। সে ক
ভুনি করতে পারবে না।

এই হল আমি চলে এসুম। হঠাৎ আমার চোখের সামনে সব
জন্য কেন দীপ্যমান হয়ে উঠল। 'মাতার পৃথিবীর তার যেন চলে যায়,
সে যে আপনার জীবনালয়ের সবত কাজ করেও আপনার নিজস্ব
বিকাশের সন্ত পর্দারের ভিতরেও একটি অদৃশ্য শক্তির কোম বিদ্যায়িত
জগৎমানার হাতো কেবোতে কেবোতে ফুল ফুলে আকাশের মধ্যে ছুটে চলে।
কোনো আমি আমার হাতের মধ্যে অস্বস্তি করলাম। কর্তব্যের সীমা সেই
অর্ধট মুক্তিভঙ্গের সীমা সেই। কেউ বাধবে না, কেউ বাধবে না,
কিন্তু কেউ বাধবে না। অস্বস্তি আমার হাতের পর্দারতা কেনে একটা শিশু
আমি কেন, সবুজের জলজলের হাতো আকাশের মেঘের বিয়ে
করলে

ভিকরে বাহ্যিক বিজ্ঞান করলুম, হঠাৎ তোমার এ মন কী ?

এবং— সেই উত্তর শুকনো বেশ না, তার পরে পরিবার কুললুম, এই
কম দিন যে মন বিবাহ আবার মনের ভিতরে একটা সিক্তে আন
তার একটা মন কীক দেখা বেশ। আমি তারি আশ্রয় হলুম, আবার
মনের মধ্যে কোনো বোধ ছিল না। কোটোগ্রাফের যেটে যে বকর করে
হুপি পড়ে আবার দূরিতে বিলাস সবল-কিছু ত্রেহনি করে অস্তিত্ব হল।
আমি সেই বেকতে গেলুম, বিলাস আবার কান থেকে কান আবার কান
করে কিশোর করে মার করেছে। আকর্ষণ দিনের পূর্ণ পদম আমি
কলমাই বিলাসকে এক বিলাস লাভকে ভ্রান্ত করে দেখি নি। আশ্রয়
বিবাহিত বোমার চুড়াকে কেলমার চুলের কুলনী সঙ্গে বেরলুম, শু
মাই ম, এক দিন এই বোমা আবার কানে অফুরা ছিল— আর বেবি এ
মরা নামে কিকোবার ভরে প্রবৃত্ত।

সবীণের সঙ্গে আবার বেশ নিয়ে পদে পদে বিবাহ হয়, কিন্তু সে
মহাকাশ বিবাহ। কিন্তু বিলাস বেশের নাম করে যে কলমারো মন
ক কেলমার সবীণের ছায়া বিরে পড়া, আটকি বিরে ম, এই
ছায়ায় বহি কল হয় কল কলমার কল হবে। এই সময়ট আমি খুব কল
কর হেললুম, মেলমার কুলনা কোলাও ছিল না।

আবার সেই পোমার অরম ভাটা বাজটির ভিতর থেকে মন সেই
মেম-কলমার বোমা আলোর মতো বেগিয়ে এলুম উত্তর এক-কল শাসির
মদার বাসানের বাজের ভলার অকলমার কী কারণে তারি উত্তরমার
সে কিকিবিটি বাজিয়েছে, বাসানের সামনে কিশোর বোমার-কলমার
ই মরম তারি মারি কাকলমার অকল বোলাশি কুলের কুলমার
মাকলমার অতিকৃত করে সিক্তে, অরম মেম পদের প্রায়ে শূন বোমার
মারি আকলমার পূর্ণ কুলে কুল কুলমার পদে মরম, তাই কলমার
বোমার মরম একটা মন মরম, আর একটা বোমার ভরে পদে মরম

আর তাকু শিঠির উপর একটা বাক টোকা দেবে কেনে কীট উদ্ধার করে
— আদ্যাসে পোকটার চোখ বুজে এসেছে ।” আক আমার মনে হল, কিংবা
এই বা-কিছু বুঝ সফল অবশ্য অত্যন্ত দুঃখ আমি তারই স্মৃতিত কখন বুঝ
কাজে এসে আসছি, তারই স্মৃতিত নিবাস এই কাকনকুলের গভীরে সব
দিশে আমার হৃদয়ের উপরে এসে পড়ছে । আমার মনে হল, আমি আছি
এক সবুজই আছে এই ছুইয়ে ছিলে আকাশ হুড়ে যে সঙ্গীত বাজবে
কী উদার, কী গভীর, কী অনিবার্যের হৃদয় ।

তার পরে মনে পড়ল, হারিত্রা এক চাকুরীর কাছ আটকা-পড়া পড়
সেই পড়কে যেন পেশুর আদ্য হেমন্তের হৌতে বাংলার সমস্ত উদার
মাঠ বাট হুড়ে এই পোকটার মতো চোখ বুজে পড়ে আছে— কিংবা
আদ্যাসে নয়, জাগ্রিতে, ব্যাধিতে, উপদাসে । সে যেন বাংলার সমস্ত গভীর
হৃদয়ের প্রতিধ্বতি । হেমন্তে পেশুর, পদম আচারমিষ্ট কোটা-কাটা বুলবুল
হরিশঙ্কু ; সেও ছোটো নয়, সেও বিরাট, সে যেন বাংলার সমস্ত
কলকালের বহু পড়া দিবার উপর তেলা সবুজ একটা অবশ্য সর্বের মনে
এ পার থেকে এ পার পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে কণে কণে বিবর্তনীয় উপদাস
করছে ।

যে প্রকাণ্ড তামসিকতা এক দিকে উপদাসে কুল, অজ্ঞানে মন
অজ্ঞানে জীর্ণ, আর-এক দিকে হৃদয়ের বক্তব্যে মীত হয়ে আপনায়
অবিচলিত কলকের জলাধার পরিত্রায়ে সীতিলিত করে পড়ে আছে, সে
পর্বত তার মনে লড়াই করতে হবে— এই কাকটা স্মৃতিবি হয়ে পড়ে
জড়িয়ে পড়ে পড়ে কলক করে । আমার মোহ শূন্য, আমার আবরণ মোট
হাক, আমার শৌক্য অজ্ঞপূর্বের মনের কালে ব্যর্থ হয়ে জড়িয়ে পড়ে
থাকে না কেন । আমার পুঙ্খ, মুক্তিই আমার মনের সাক্ষ্য : আইজিরায়ে
তাক শুনে আমার মনের দিকে ছুটে চলে যায়, মৈতাপুরীর মেঘ
তিথিরে যক্ষ্মী নদীকে আমার মনের উদ্ধার করে আনতে হবে— যে মো

তার সিন্ধু হাতে আশ্রয়ের সেই অভিমানেର অগণতাকার ঠেঙুরি করে
 নিজে সেই আশ্রয়ের সন্ধানিনী । আর, কবেক কোথେ যে আশ্রয়ের
 মাতামাতা কুন্ডে তার উদ্দেশ্য ছিন্ন করে তার যোহবুত লক্ষ্যকার
 -চিত্রের সন্ধান পাই, তারক আশ্রয়ের নিজেই কাহনার সঙ্গে গড়ে
 মেলার সাক্ষরে কুন্ডে যেই নিজের অগণতাকার করতে না পাটাই । আর
 আশ্রয় রক্তে হলে, আশ্রয় রক্ত হবে—আমি লজ্জার বাস্তব কাড়িয়েছি ।
 লজ্জা চোখে লজ্জা দেখছি । আমি বুদ্ধি পেয়েছি, আমি বুদ্ধি কিলু । কেবলে
 আশ্রয় কাক সেইখানেই আশ্রয় উদ্ধার ।

আমি জানি, যেমনর কুন্ডের নাড়িতলা আশ্রয় এক-এক কিস টম টম
 করে উঠবে । কিন্তু সেই যেমনকেও আমি এনার চিনে নিয়েছি । তাহলে
 আমি আর জ্ঞান করতে পারব না । আমি জানি, সে কেবলমাত্রই
 আশ্রয়, তার তার কিসের । সে ছাড়া কিসের সেই জে আশ্রয় সত্য
 হয়ে হবে । ঠাঁই সত্য, বাচাও, আশ্রয়কে বাচাও । কিছুকেই আশ্রয়কে কিসে
 বেতে কিসে না জেনার কুন্ডবর্ণনাকে । আশ্রয়কে একলা-পথের পথিক যদি
 কর সে পথ জোয়ারই পথ হোক, আশ্রয় জমিগেওর হলে জোয়ার জম-
 জেনী বেজেছে আশ্রয় ।

সন্দীপের আত্মকথা

সে দিন অন্ধকারের বাধ তাকে আঁহ-কী। আনাকে বিকলা জাতিতে আনলে। কিন্তু বাণিক কল তার মূখ দিয়ে কথা বের হন না, তার হুই ফোৎ কক্ কক্ করতে লাগল। বুকলুদ, নিকিলের কাছে কোনো কল পার নি। যেমন করে হোক কল পামে সেই অহংকার গর মনে ছিল, কিন্তু সে আশ আবার মনে ছিল না। পূর্বেররা যেখানে হুঁল কেহেরা সেখানে তাদের হুঁ জালো করেই চেলে, কিন্তু পূর্বেররা যেখানে খাটি পূর্বের কেহেরা সেখানকার রক্ত টিক ভেদ করতে পারে না। আসল কথা, পূর্বের কেহের কাছে হাত, আর যেহে পূর্বের কাছে হাত— এই যদি না হয়ে তা হলে এই হুই জাতের ভেদ ভিনিষ্ট। প্রকৃতির পক্ষে নেহাত একটা অসম্ভব হত।

অভিমান! যেটা বরকার সেটা ঘটন না কেন সে হিসেব মনে নেই। কিন্তু, আমি যেটা মূখ হুই চাইলুম সেটা কেন ঘটন না এইটেই হল যে, আমার এই আখির হাথটাকে নিয়ে যে কত হা, কত ভক্তি, কত কার, কত হল, কত হাবভাব, তার আর অহং নেই। এইটেই তো ভেদে মাহুঁ। ওরা আমাদের চেয়ে চেয়ে বেশি ব্যক্তিত্বের। আমাদের বহু খিলাফা তৈরি করছিলেন তখন ছিলেন তিনি ইক্বাল-মাস্টার; তখন তখন হুঁলিতে কেলা পুঁথি আর তহ। আর, ওদের কো ভিনি হাথটাকে জবাব দিয়ে হয়ে উঠেছেন আর্টিস্ট; তখন তুলি আর হুঁলি বাজ।

এইটাই সেই অহং-ওরা অভিমানের অভিমান বহন বিকলা সুবাদে সিগন্যেবার একখানি অহং-ওরা আত্ম-ওরা বাড়া যেহেঁ মতো মিশবে লাঞ্ছিত হইল সে আবার তারি বিষ্টি লেগতে লাগল। আমি মূখ করে দিয়ে তার হাত চেপে বুকলুদ; সে হাত হাথিয়ে নিয়ে না, বুকলু কক্ কক্ উঠল। কললুদ, মকী, আনকা হুঁলনে মাহেদী, আমাদের এক লস;

বেশ্যো কুণি ।

এই ভয়ে বিলাসকে একটা চৌকিতে বসিয়ে বসুধ ।

আত্মবিশ্বাসে বেশ বেশ এই কুণিতে এসে দাঁড় বেলা । কথার যে
পদ্য ভাঙতে ভাঙতে ভাঙতে ভাঙতে আসছে, মনে হয় শাবরে কিছু আর
বাক্যে না, সে হঠাৎ একটা কাহিনীর মনে বিনা কাহিনে তার ভাঙনের
সোজা সাহিন হেঁকে একেবারে এ পার থেকে ও পারের চলে বেশ । তার
ভাবের কিত কোথায় কী বাবা লুকিয়ে ছিল মকমলবাহিনী নিজেও তা
কমের না । আমি বিলাসের হাত চেনে বহুদূর, আমার বেলায়ীয়ার
কোটা স্বজ্ঞা সমস্ত তার কিতবে কিতবে কাকার কিত উঠল । কিন্তু এই
মহাবীরকেই কেন বেলে বেশ ! অথবা পথের কেন পৌড়ল না ! বুঝতে
পারলুম, স্বীকরণের মোকদমখের পতীকতর ভলটা বড়কালের বক্তি কিত
বৈধি হয়ে গেছে ; ইচ্ছার বজা বহন প্রবল হয়ে যা তখন সেই ভলার
পতীকে কোথাও বা ভাঙে, আমার কোথাও বা এসে দাঁড় যায় ।
কিতবে একটা মকোচ কোথাও হয়ে গেছে, সেটা কী ? সে কোমো-
একটা বিনিস না, সে অনেকগুলোতে গড়ানো । সেই ক্ষেত্রে তার কোমো
শুধু বুঝতে পারি নে ; এই কেকল বক্তি, সেটা একটা বাবা । এই বক্তি,
আমি আসলে যা তা আসলেই মাক্য বাবা কোমো কামে পাকা বসিয়ে
প্রকাশ হয়ে না । আমি নিজেই কামে নিজে বক্ত ; সেই অতীত নিজেই
উপর একমাত্র টান—ওকে আদ্যমোচা সম্পূর্ণ কিত কোমোই ওকে
টান মেরে কেনে কিত একেবারে কুণীর অবস্থা হয়ে বেত ।

চৌকিতে বসে কেকত-কেকত বিলাসের মূখ একেবারে কাকাকামে
হয়ে বেশ । মনে মনে সে বুঝলে, তার একটা টানটা কেটে বেশ ।
দুঃখক্লম জো পান কিত সেই করে চলে বেশ, কিত তার আভ্যন্তর পুঙ্খ
পাক্য কত কাম্যাম কিছু কবের কত মনে বুদ্ধিত হয়ে পড়ল । আমি এই
মোমটারকে কাকিয়ে কোথায় করে বসলুম, বাবা আছে , কিত তা কিত কো

করন না, জকাই করন। কী বল, মামী ?

বিমলা একটু কেসে তার বড় ভরকে কিছু পরিচয় করে নিয়ে শু
কলসে, হাঁ।

আমি কালসু, কী করে কাজটা আরও করতে হবে তারই ম্যানটা
একটু স্পষ্ট করে টিক করে নেওয়া যাক।

বলে আমি আমার পকেট থেকে পেনসিল-কাগজ বের করে নিয়ে
মসলুম। কলকাতা থেকে আমাদের কলস বে-সব ছেলে এসে পড়তে
জানেন মনো। কিয়কম কাজের বিভাগ করে দিতে হবে তারই আলোচনা
করতে লাগলুম— এমন সময়ে হঠাৎ হাতখানে বিমলা বলে উঠল, এমন
থাক সন্দীপবাবু, আমি পাঁচটার সময় আসব, তখন সব কথা হবে।

এই বলেই সে ডাডাডাতি ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

বুঝলুম, এত কণ চেষ্টা করে কিছুতে আমার কথা বিমলা মন নিয়ে
পারছিল না; নিজের মনটাকে নিয়ে এমন কিছু কণ তার একলা বাক
চাই। হঠকো বিদ্যানার পড়ে গুকে কাজতে হবে।

বিমলা চলে গেলে সেখান থেকে বিতরকার চাকরা যেন আরও বেশি
মাতাল হয়ে উঠল। দুই অত বাগার কিছু কণ পরে তবে যেমন আকাশে
বেশ জেঙে হুঙে হঠিন হয়ে ওঠে তেমনি বিমলা চলে যাওয়ার পরে আমার
মনটা হঠিয়ে হঠিয়ে উঠতে লাগল। মনে হতে লাগল, টিক সময়টাকে ব্য
কোতে দিয়েছি। এ কী কাপুরুষতা! আমার এই অকৃত খিয়ার বিমলা
বোধ হয় আমার 'পরে অবজা করেই চলে গেল। কর্তেও পারে।

এই দেশের আবেশে রক্তের মধ্যে বদল কিম্বিশ্ব করছে এমন সময়
যেহাওয়া এসে থকর সিলে, অকূল্য আমার নকে মেঝা করতে চান
কনকালের জন্ত ইচ্ছে হলে, তাকে এমন খিয়ার করে দিই। কিন্তু মন
খির করবার পূর্বেই সে অবেশ মনো এসে চুকে পড়ল।

তার পর জল-চিনি-কাশডের গড়াইয়ের ব্যবস্থা। তখনই তত্ত্বের হাজীরা থেকে দেখা ছুটে যায়। বসে হল, তার থেকে কাশডের। কোষের বেঁচে পাড়ানুর। তার পরে চকো বনকেছে। হর হর যোয় যোয়।

বসে এই, হাতে কুণ্ডলের যে-সব প্রকা মাল আনে তারা বন বেমেছে। চিনিলের পক্ষে আমলারা প্রায় সকলেই মোশনে আমলের লগে। তারা অতঃপুনি শিখে। হাকোরাবিরা বলছে আমলের কাচ থেকে কিছু ৩৩ নিয়ে বিলিতি কাশড বেচেছে সিন, মইলে কতুর হয়ে যাব। মুলদ্যানেচা কিছুকেই বাপ মানছে না।

একটা চামি তার ফেলেরফেলের কতক লগা লগের ভরম পাল কিনে নিয়ে বাজিল, আমলের লগের এখানকার প্রায়ের একজন ফেলে তার সেই পাল-কটা থেকে নিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে। তাই নিয়ে মোদমালা গলেছে। আমরা তাকে বলছি, তোকে চিনি লগম কাশড কিনে দিছি। কিছু লগা দায়ের, চিনি লগম কাশড কোথায়? হঠিন কাশড কোথায়? কাশীবি পাল তো গকে কিনে দিতে পারি মে। সে এসে চিনিলের কাছে বেঁচে পড়েছে। তিনি সেই ফেলেরা নামে নালিন করবার চকুম দিচ্ছেন। নালিনের টিকমতো কতবিদ যাকে না হর আমলারা তার তার দিচ্ছে, এমন-কি মোক্তার আমলের লগে।

এমন কথা হলে, তার কাশড পেচান তার কতক যদি চিনি কাশড কিনে দিতে হয়, তার পরে আবার মাফলা চলে, তা হলে তার টাকা পাট কোথায়? আর, এই পুড়তে পুড়তে বিলিতি কাশডের ব্যাকলা যে লগম হয়ে উঠবে। নবাব যখন জেনারেলি কাক তাহার শেষে দূর হয়ে গলে তার কাচ থেকে বৈকাত তখন কাক-হালার ব্যাকলায় দূর উঠতি হয়েছিল।

খিতীয় প্রায় এই, লগা অতঃ চিনি লগম কাশড বাতাবে সেই। ঈত এসে পড়েছে, এমন বিলিতি পাল-হালার-মেরিচো কাশব কি জাফার?

আমি বলুয়, যে মোক বিলিতি কাশড কিনেছে তাকে চিনি কাশড

কবিশি হেঁচকা চলবে না। হও তাই হেঁচকা চাই, আদ্যন্তের নহ। মাঝে
 বাহা করলে হবে তাদের কলসের খোলায় খাঙন লাগিয়ে দেব, বাহে বাহ
 কুশিরে কিছু হবে না। ওরে অনুলা, এখন চমকে উঠলে চলবে না। চাখি
 খোলায় আঙন দিয়ে হোপনাই করার আদ্য পথ নেই। কিন্তু এ হল
 দুঃ। হুঃ মিতে যদি ওহাও তা হলে হুঃ হুঃ হুঃ হুঃ হুঃ, মাঝাকবে হুঃ
 হুঃ 'ক' কলমেই হাঙিতে গুটিয়ে পড়ে।

আহ, বিলিতি পথ কপক ? হত অহুসিবেই মোক, ও কিছুতেই
 চলবে না। বিলিতির সঙ্গে কোনো কাজেই কোনোখানেই বকা করবে
 পাবেন না। বিলিতি হঠিন হ্যাণার এখন ছিল না তখন চাখির ছেলে মাথার
 উপর দিয়ে সোলাই জড়িয়ে দীত কাটাও, এখনও তাই করবে। তাহে
 তাদের পথ মিটেবে না জানি, কিন্তু পথ যেটাবার সময় এখন নহ।

হাটে বাহা নৌকো আসে তাদের মধ্যে অনেককে হুঃ হুঃ বাহা
 করবার পথে কতকটা আনা গেছে। তাদের মধ্যে নহ চেয়ে বড়ো হুঃ
 বিহ্বান। সে কিছুতেই নহবে হল না। এখানকার নায়েব কুলশাকে জিজ্ঞাস
 করা গেল, ওর এই নৌকোখানা কুশিরে মিতে পার কিনা। সে বলল,
 সে আর পত কী, পারি। কিন্তু দার তো দেখকালে আদ্য পথে পড়বে
 না ?

আহি কলুঃ, হাঙটাতে কারও বাহে পড়বার মতো আলনা জাৰণ
 বাহা উচিত নহ, তবু মিডাঙই যদি পড়ে-পড়ে হয় তো আখিই বাহ
 পেতে দেব।

হাট হয়ে গেলে বিহ্বানের খালি নৌকো হাটে বাহা ছিল। মাঝি
 ছিল না। নায়েব কৌশল করে একটা বাহাৰ আলনা জাৰণের নিয়ম
 করিয়েছিল। সেই হাটে নৌকোটাতে হুঃ মোকের মাঝখান দিয়ে গিয়ে
 তাকে হুঃ করে তার মধ্যে হাখিদের বকা চাখিরে তাকে কুশিরে পেতে
 হল।

বিক্রম নরকেই বুকে। সে একবারে আবার কাছে এসে কান্ডে
কান্ডে হাত ছোঁত করে বলল, হুজুর, গোপালি হয়েছিল, এখন—

আমি বললুম, এখন সেটা এমন শব্দ করে বুকের পাড়নে কী করে।

তার কথার না শিখে সে বলল, সে সৌকোশনার দায় হু হাজার
টাকার কম হবে না, হুজুর। এখন আবার হ'ল হয়েছে— এবারকার হাজার
হুজুর যদি মান করেন—

তলে সে আবার পারে জড়িয়ে পড়ল। তাকে বললুম, আর মিন-কথের
পরে আবার কাছে আসতে। এই মোকটাকে যদি এখন হু হাজার টাকা
কেন্দা যায় তা হলে একে কিনে রাখতে পারি। এরই হাজার হাজারকে তলে
আনতে পারলে তবে কাজ হয়। কিছু বেশি করে টাকার ছোপাড় করতে
না পারলে কোনো কল হবে না।

জিকল-বোয়ার বিলা করে আসলো হাথ চৌকি থেকে উঠে কাছে
বসলুম, হানী, সব হয়ে এসেছে, আর বেশি নেই, এখন টাকা চাই।

বিলা বলল, টাকা? কত টাকা?

আমি বললুম, দুই বেশি নয়, কিন্তু যেখানে থেকে চোক টাকা চাই।

বিলা জিজ্ঞাসা করলে, কত চাই বলুন।

আমি বললুম, আশান্তত কেবল পঞ্চাশ হাজার মাত্র।

টাকার সংখ্যাটা শুনে বিলা ভিতরে ভিতরে চমকে উঠল, কিন্তু
বাইরে সেটা গোপন করে দিল। তার দায় সে কী করে বলবে যে, লাভ
না।

আমি বললুম, হানী, অসভ্যকে সভ্য করতে পার কুমি। কবেকাল।
কী যে করেছ যদি যেখানে পাঠকুম তো ফেলে। কিন্তু এখন তার সময়
নয়; এক দিন ফরতো সব আসবে। এখন টাকা চাই।

বিলা বলল, সেব।

আমি বললুম, বিলা তখন তলে টীক করে নিচ্ছে, তা পক্ষা থেকে

হবে। আমি কলসূর, তোমার পয়সা এখন হাতে থাকতে হবে, কখন কী
দরকার হয় বলা যায় না।

বিমলা আমার দু'খের দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি কলসূর, তোমার বাখীর টাকা থেকে এ টাকা নিতে হবে।

বিমলা আরও স্তম্ভিত হয়ে গেল। বান্নিক পরে সে কলসূর, তাঁর টাকা
আমি কেন্দন করে নেব ?

আমি কলসূর, তাঁর টাকা কি তোমার টাকা নয় ?

সে খুব অভিমানের সঙ্গেই বললে, নয়।

আমি কলসূর, তা হলে সে টাকা তাঁরও নয়। সে টাকা কেদের ; কেন্দন
যখন প্রয়োজন আছে তখন এ টাকা মিথিলা হেনের কাছ থেকে চুরি করে
হবেবেছে।

বিমলা বললে, আমি সে টাকা পাব কী করে ?

যেমন করে হোক। তুমি সে পারবে। ঐরা টাকা তুমি তাঁর কাছে
এনে দেবে। কল্মেহাতকা ! 'কল্মেহাতকা' এই মন্ত্রে আজ লোকের কিছুকে
দবকা খুলবে, তা তাঁর-করের প্রাণীর খুলবে, আর বাহা বর্ষের নাম করে
সেই মহাপ্রতিকে মানে না তাদের দ্বন্দ্ব বিলীর্ণ হয়ে যাবে। মকী, কল্মে—
কল্মেহাতকা !

কল্মেহাতকা !

আমরা পুতল, আমরা রাজা, আমরা বাগদান নেব। আমরা পৃথিবীতে
এসে অবধি পৃথিবীকে লুণ্ঠ করছি। আমরা বড়ই তাঁর কাছে বাধি করেছি
ততই সে আমাদের বল হেমেছে। আমরা পুতল আমিকাল থেকে জ
পেতেছি, পাহা কেটেছি, মাটি খুঁতেছি, পত্র ফেরেছি, পানি ফেরেছি, দাঁত
ফেরেছি। নকুহের তলা থেকে, মাটির নীচে থেকে, কুকুর কুকুর থেকে
আমরা, আমরা, আমরা কেবলই আহার করে এসেছি। আমরা সেই

পুলক-হাস্য। কিাতার স্বাক্ষরে কোনো মোহাৰ সিন্দূৰকে আঁতী বোঝা
ক'লি নি। আঁতরা কেউই আঁব কেউহি।

এই পুস্তকের দাবি ঐক্যোনোই হলে বহুদূর আনন্দ। হিন্দ-হাস্য হেই
বহুদূর দাবি হেটোতে বোটাতেই পৃথিবী উত্তরা হয়েচে, তপস্বী হয়েচে,
শ্রমক হয়েচে; নইলে অতলের মধ্যে ঢাকা পড়ে সে আপনাকে আপনি
জানত না। নইলে তার হৃদয়ের সকল দরজাই বন্ধ থাকত, তার বলির
দীরে বলিতেই বেকে বেক, তার শুষ্কিত হৃদয়ে আলোতে উষার দেখ না।

আমরা পুস্তক কেবল আমাদের দাবির জোরে চেয়েলে আর উদ্ভাটিক
ক'লি কিয়দিকি। কেবলই আমাদের কাছে আপনাকে লিখে লিখে রাখা
ক'লে ক'লে আপনাকে হুড়া ক'লে বেশি ক'লে পেয়েচে। তারা তাদের
সবই হৃদয়ের দীরে এবং হৃদয়ের হৃদয়ে আমাদের হৃদকোণে জমা করে
লিখে লিখেই ক'লে তার সন্ধান পেয়েচে। এমনি করে পুস্তকের পক্ষে
একটাই হলে ক'বার ক'লে, আর হেয়েলে পক্ষে ক'বারই হলে ক'বার
প'ত।

বিদ্যার কাছে খুব একটা হুড়া ঠাক হৈকেছি। মনের দরই নাকি
আপনার সঙ্গে না-কক ক'লতা ক'ল, তাই প্রথমটা একটা খটকা লেগেছিল।
মন হয়েছিল, এটা হুড়া বেশি ক'ট্রি হ'ল। একবার ভাবলুম, ক'লে ক'লে
ক'লি, না, জোয়ার এ-সব ক'লটে লিখে ক'ল নেই, জোয়ার কীক'লে কেন
ক'লি ক'লি এলে ক'লি। ক'লকালের জ'লে ক'লে লিখেছিলুম, পুস্তক-হাস্য
এই ক'লেই জো মক'লক; আমরা অতরকলের মধ্যে ক'লটি দাবিয়ে ক'লি
ক'লে তাদের অতিশ্রুতে মার্কক করে ক'লব ক'ল। আমরা আর নব্ব
অতলের দাবি ক'লি ক'লি না আপনক'ল তা ক'লে তাদের হৃদয়ের ঐক্যজাতক'লে
প'ল ক'ল ক'লটিই থাকত। পুস্তক ক'লি ক'লক'লে ক'লি ক'ল ক'লক'ল
ক'লি। নইলে তার হাত এসে সকল, তার হৃদয়ে এসে প'ল ক'লে ক'ল ?

বিদ্যার অতরক'ল ক'লি ক'লি, আমি ল'লি তার কাছে খুব ক'ল

হাবি কৰিব, তাকে মনতে ভাব বে। এ না হলে সে খুনি হ'বে কেন ?
 এক দিন সে ভালো কমে কাকত পায় নি কিন্তুই তো আমাৰ পথ চোখে
 হলে ছিল। এক দিন সে কেবলমাত্ৰ হ'বে ছিল হলেই তো আমাকে দেখা
 যায় তাৰ হৃদয়ের বিনতে হৃদয়ের নবকৰী একবানে মৌল হ'বে বনিবে এ।
 আমি যদি ক'ব ক'বে তাৰ কান্ধা বাহাতেই চাই তা হলে মনতে আমাৰ
 মৰকাৰ ছিল কী।

আমলে আমাৰ মনের মতো যে একটুখানি খটকা বেখেছিল তাৰ
 প্ৰধান কাৰণ, এটা যে টাকার হাবি। টাকা কিনিমটা যে পুৰুষ-আলোকে
 এটা চাইতে থাকে মতো একটু ভিত্তিকতা এসে পড়ে। সেই হাৰে টাকার
 অকটোকে ক'তা ক'তে হল। এক-আম চাহায় হলে সেটোতে অত্যন্ত চুৰি
 পড় থাকে, কিন্তু পকান হাজাৰটা হল তাকান্তি।

তা হাতা, আমাৰ পুৰ মনী হ'কা উচিত ছিল। এক দিন কেবলমাত্ৰ
 টাকার অভাবে আমাৰ অনেক ইচ্ছা পথে পথে হেঁকে গেছে। এটা, আৰ
 যাকে হোক, আমাকে কিছুতেই পোতা পায় না। আমাৰ তাপোৰ পকে
 এটা অজাৰ যদি হ'ত তাকে মাপ ক'বতুম; কিন্তু এটা কঠিৰিক, হ'ব
 অমাক্ৰমীৰ। বাসা তাতা ক'লে মানে মানে আমি যে তাৰ তাকার ক'ত
 মাখায় হাত দিৰে তাকৰ আৰ বেলে চাপৰাৰ সময় অনেক চিন্তা ক'ৰ
 টাকার খলি টিপে টিপে ই-টা-খিনিজিমেটৰ টিকিট কিনে, এটা আমাৰ
 হ'তো হাতৰে পকে তো চুৰক'ব ন'ৰ, হাতক'ব। আমি কেবু বেখেতে পা।
 দিখিলেৰ হ'তো হাতৰে পকে শৈল্পিক সম্পত্তিটা বাহুল্য। ও ন'কিব হ'ৰ
 ক'কে কিছুই বেমানান হ'ত না। তা হলে ও অন্যায়সে অধিকন'ৰ
 তাক'ৰা পাকিতে ওৰ চহ-মালাক'ৰে হুঁকি হ'তে পাৰত।

আমি কীকনে অসহ একবাৰ পকান হাজাৰ টাকা হাতে দিৰে ছিল
 আমাৰে এক বেপেৰ প্ৰয়োজনে দু দিনে সেটা উঠিয়ে দিতে চাই। আমি
 আখীৰ, আমাৰ এই ন'কিবৰ হাজৰেখটা দু দিনেৰ অস্তে-ও হুঁকিৰে একবাৰ

শুভ্রের আপনাকে মেখে নিই, এই আহার একটী পথ আছে ।

কিন্তু, বিজ্ঞান পকান স্ত্রীস্বামীরা নাথান লক্ষ্যে কোথাক পাথে বলে
কখনো বিবাহ হয় না । জরাজীর্ণ পথকালে সেই দু-চার চাকরকেই ফেলে ।
বসি পই । ‘অর্থঃ আকর্ষিত পণ্ডিতঃ’ বলেছে, কিন্তু জ্ঞানবীরা বহন নিজের
জীবন এর জীবন হতভাগ্য পণ্ডিত বারো আনা, এমন-কি, পল্লভোঃ আশ্রিত
হাউরি ।

এই পথের পিছনে— এ খেল আহার খাসের কথা । এ-সব কথা আহার
অন্যভাবেই কিছু আহার কুটিয়ে তোলা হবে । এখন অর্থকাল হই । এখানে
ক’র নাটক ক’র নাটককে, এখনই একবার তার কাছে দাওয়া চাই ।
ক’র, একটী সোমহাস মেখেছে ।

নাথের কালে, যে লোকটার দ্বারা নৌকো কোথায় রেখেছিল পুলিশ
জানক লক্ষ্যে করেছে । লোকটা পুথোনেঃ লালি, জাহাজ নিয়ে টানাটানি
লক্ষ্যে । লোকটা সেহান, তার কাজ থেকে কথা আহার করা পক্ষ হবে ।
বসি কল দায় কি ! বিশেষত, নিবিল ভোগে রয়েছে, নাথের পায় ছোঁ কিছু
হাতক পাগুরে না । নাথের আহারকে কলসে, কেন্দ্র, আহারকে যদি বিশেষ
শুভ্রের হয় আশি আপনাকে চাকর না ।

আশি নিজানা করপুর, আহারকে যে অর্থকাল তার কাল কোমীর ?

নাথের কালে, আপনায় সেবা একবারে আন অর্থকালিক সেবা ছি-
লো টিটি আহার কাছে আছে ।

এখন কুটি, যে টিটিখানা লিখে নাথের আহার কাজ থেকে জবাব
কিনয় করে রেখেছিল সেটা এই কাছনেই জড়তি, তার আন-কোনো
জালকন ছিল না । এ-সব চান নুতন সেবা হচ্ছে । সেহান করে শত্রুর
সৌক্যে কুটিয়েছি প্রয়োজন হলেই ভেদনি করে যে বিজ্ঞকেও অন্যায়সে
ইসকলে পারি, আহার শব্দে নাথের এই অর্থকাল ছিল । জাহাজ আহার

অনেকখানি বাতত বহি চিঠিখানার জমার লিখে না লিখে ঘুরে বেড়ায় যেত।

এখন কথা হচ্ছে এই, পুলিশকে ঘুর বেড়ানো চাই একা বহি আরও কিছু
দূর পড়ায় তা হলে যে লোকটার নৌকো ভুগুনো পেছে আপনো তব
কতিপূরণ করতে হবে। এখন বেশ বুঝতে পারছি, এই-যে বেঞ্চ ভাঙল
পাতা হচ্ছে এর মুনকার একটা মোটা আল নায়েবের ভাগেও পড়বে। কি
মনে মনে সে কথাটা চেপেট রাখতে হচ্ছে। মুখে আমিও বলছি যত
মাতব, আর সেম বলছে যতমাতব।

এ-সব ব্যাপারে যে আমদান লিখে কাজ চালিয়েছে তার তার ভাণ্ড
অনেক। যেটুকু পদার্থ টিকে থাকে তার চেয়ে গলে পড়ে ডের বেশি। খ
বুঝিটা নাকি লুকিয়ে মজার মতো মেনিবে বলে আছে, সেই জন্তে নায়ে
টার উপর প্রথম পক্ষের ঘুর বাণ হয়েছিল, আর একটু হলোই সেমের লোক
কপটতা দেখে শব্দ কড়া কথা এই জাহাজিতে লিখতে বলেছিলুম। কি
ভগবান বহি থাকেন তাঁর কাছে আমার এই কৃতজ্ঞতাই হীকার করবে
হবে, তিনি আমার বুঝিটাকে পরিচাল করে নিয়েছেন, নিজের ভিতর
কিছা নিজের বাইরে কিছু অংশই থাকবার জো নেই। অত থাকেই তোলা
নিজেকে কখনোই ভোলাই নে। সেই জন্তে বেশি কল বাগতে পারলুম এ
যেটা সত্য সেটা ভালোও নয় মন্দও নয়, সেটা সত্য, এইটাই হল বিজ্ঞা
মাটি হতটী কল তবে নেয় সেটুকু বাগে যে জলটা থাকে সেইটে নিজে
জলাশয় শ্রিলঙ্কেশ্বরের নীচেও তলার মাটিতে বানিকটা জল তলা
লে কল আমিও শুধ, ওই নায়েবও শুধ—তার পরেও ভৌ বাগ
সেইটেই হল যতমাতব। একে কপটতা বলে গাল দিতে পারি। কিছ
সত্য, একে মানতে হবে। পৃথিবীর সকল কড়া কাজেরই তলার
জব্ব করে খেটা কেবল শাক। মহাশয়দের নীচেও সেটা আছে।

তাই, কাজ করবার সময় এই পাঁচের লাবির হিসেবই বহা চাই
অতএব নায়েব কিছু নেবে এক আমদানও কিছু প্রয়োজন আছে।

তা বলা প্রয়োজনের অতীবর্ত। কারণ, খোঁচাই কেবল জানা
নয়, চাকাতকও কিছু ভেল দিতে হয়।

জোক, টাকা চাই। পলাশ হাকাতের জন্তে মদ্য করলে চলবে না।
এ পাগলা ব্যাঘ্র খাট্ট মাসায় করতে হবে। আমি আমি, এই সময়
কতক দখল জামিন করে আবেদনকে তখন জামিনে দিতে হয়। আভ্যন্তর
সময়ের পাঠ হাকাতের পবিত্র দিনের পলাশ হাকাতের অক্ষর মুচিত্র হয়।
আমি হোক খাট্ট নিমিত্তকে বলি, দারোজারের দারোজ চলে তারের হাকাতের
দখল করলেই হয় না, দারোজারের দারোজ চলে পলাশ পলাশ তারের হাকাতের
দারোজ করতে হয়। সীকান হাকাতকে আমি হাকাত করলাম, নিমিত্তের
দারোজ মশার চমকদানকে খাট্ট হাকাত করতে হয় না।

খাট্ট যে বিপদ আছে তার মধ্যে পলাশ খাট্ট। পলাশ খাট্ট হাকাত
পলাশের, আর দারোজারের খাট্ট হাকাত। পলাশের পলাশ পলাশ, কিছু
দারোজ থাকবে না, হাকাত থাকবে না। তা দারোজের কামদ হল খাট্ট। হাকাত
খাট্ট হাকাত খাট্ট হাকাত আর খাট্ট হাকাত খাট্ট। দারোজকে পলাশ হাকাত
দারোজ হাকাত হাকাত। এখনই খাট্ট হাকাত খাট্ট হাকাত দারোজ হাকাত
দারোজ হাকাত হাকাত হাকাত, দারোজ হাকাত হাকাত হাকাত হাকাত।
দারোজ হাকাত হাকাত হাকাত হাকাত হাকাত হাকাত হাকাত হাকাত হাকাত হাকাত
খাট্ট হাকাত হাকাত হাকাত হাকাত হাকাত হাকাত হাকাত হাকাত হাকাত হাকাত
খাট্ট হাকাত হাকাত হাকাত হাকাত হাকাত হাকাত হাকাত হাকাত হাকাত হাকাত

সেলিন আমি বিদ্যালয় হাকাত হাকাত হাকাত হাকাত, খাট্ট হাকাত হাকাত হাকাত
হাকাত হাকাত। আমার হাকাত হাকাত হাকাত হাকাত হাকাত হাকাত হাকাত হাকাত
হাকাত হাকাত হাকাত হাকাত হাকাত হাকাত হাকাত হাকাত হাকাত হাকাত হাকাত
হাকাত হাকাত হাকাত হাকাত হাকাত হাকাত হাকাত হাকাত হাকাত হাকাত হাকাত
হাকাত হাকাত হাকাত হাকাত হাকাত হাকাত হাকাত হাকাত হাকাত হাকাত হাকাত
হাকাত হাকাত হাকাত হাকাত হাকাত হাকাত হাকাত হাকাত হাকাত হাকাত হাকাত
হাকাত হাকাত হাকাত হাকাত হাকাত হাকাত হাকাত হাকাত হাকাত হাকাত হাকাত
হাকাত হাকাত হাকাত হাকাত হাকাত হাকাত হাকাত হাকাত হাকাত হাকাত হাকাত
হাকাত হাকাত হাকাত হাকাত হাকাত হাকাত হাকাত হাকাত হাকাত হাকাত হাকাত
হাকাত হাকাত হাকাত হাকাত হাকাত হাকাত হাকাত হাকাত হাকাত হাকাত হাকাত

যতদূর বন্ধ করে কী হবে ? এমন আবার কাকের ডিক। অতএব ঐকমত্যে
হতো হলের দেয়ালের এই উপরকার অল্পেক পর্যন্তই থাক, তলানি পথ
দেলে পৌলসান থাকবে। স্ক্রীন তার ঠিক সময় আসবে তখন তাকে অতিক্রম
করব না। হেঁচকাহী, পোড়কে জাগ্রত করে এবং মোড়কে কবাকের হাত।
বীণাক্ষেপ হতো সম্পূর্ণ আরম্ভ করে তার হিচি তাতে বিড় লানাত্তে থাকে।

এ দিকে কাকের আসর আমাদের ঘরে উঠেছে। আমাদের হল
তিতরে ডিকের ডিকের দেছে। জাই-বেহানর বলে অনেক গলা হো।
দেখকালে এটা বুকেছি, গায়ে হাত বুকের কিছুকোই মুসলমানগুলো
আমাদের দলে আনতে পারব না। পক্ষের একেবারে দীর্ঘে লাড়িয়ে দি
হবে, কবের জানা চাই, জোর আমাদেরই হাতে। আজ ওরা আমাদের
তাক খানে না, হাত বের করে 'টাই' করে ওঠে, এক দিন কবের জাগ্রত
নাচ নাচায়।

নিখিল বলে, জাহতবধি বহি সতাকার জিনিস হয় তা হলে ওর ওর
মুসলমান আছে।

আমি বলি, তা হতে পারে, কিন্তু কোনখানটাতে আছে তা জানা নেই
এক সেইখানটাতেই কোর করে কবের বলিয়ে দিতে হবে, নইলে না
কিরোধ করবেই।

নিখিল বলে, কিরোধ বাড়িয়ে দিবে বুঝি কুমি কিরোধ হেঁচকাতে চান।

আমি বলি, কোয়ার জ্ঞান কী ?

নিখিল বলে, কিরোধ হেঁচকাতে একটামাত্র পথ আছে।

আমি জানি সাধুলোকের দেখা গজের হতো নিখিলের সব ডিকই না
কালে একটা উপদেশে এসে টেকবেই। আশ্রয় এই, এক দিন এই উপদেশ
দিয়ে নাকসচাড়া করছে, কিন্তু আজও একলোকে ও নিজেও কিরোধ না
সাথে আমি বলি, নিখিল হচ্ছে একেবারে কল-কল। কবের, হাত ও
বাঁটি হাত। তার সঙ্গপদের হতো ও অবাকেরে পিরময় নিজেই, কাকের

স্বপ্নের ভাষাশব্দক ও ভাষিক মানসকে চাহ না। কুশলিন এই, একে কানে
বসাই শেষ প্রমাণ নয় ; বরং চক দৃষ্টি করে দেখেছে, তার উপরেও
কণ্ঠ আছে ।

অনেক দিন থেকে আমার মনে একটা ছায়া আছে, সেই যদি বাটীখানা
কম্বোয় পাই তা হলে যেখানে যেখানে সময় পেলে আসতাম সেখানে যাবো।
সবকিছু ছোঁবে যেখানে না গেলে আমাদের দেশের লোক ভাববে না।
দেশের একটা সৌন্দর্য্যকিরা চাই। কখনো আমরা বন্ধুত্বের মনে নেমেছিল,
কিন্তু কলমে, আমরা একটা দৃষ্টি বানানো থাক। অর্থাৎ বসন্ত, আমরা
কখনো চলেবে না, যে প্রতিমা চলে আসবে তাহলেই আমাদের দেশের
প্রতিমা করে তুলতে হবে। সুতরাং সব আমাদের দেশে পড়ীর করে কাটা
যাবে। সেই বাটা নিয়েই আমাদের কলিক পান্যকে দেশের দিকে টেনে
আসতে হবে।

এই নিবেদিতকালে সত্যে কিছুকাল পূর্বে অসম্ভব দুখ বাকি হয়ে গেছে।
নিজের কলমে, যে কাজকে সত্য বলে জানা গড়ি তাকে লখন করবার ক্ষমতা
যাহোক বলে টানা চললে না।

আমি বললাম, মিষ্টান্নমিষ্টবোধন্যাস : যের নীলে ইহক লোকের চলেই
 ন, আর পৃথিবীর কারো-আনা ছাপ ইহক : সেই মোহেরে বাঁচিরে বাস
 এর জাহাজই সকল দেশে ভেদবার নই হইবে— হৃদয় আসন্যকে ভেদে :

ନିମ୍ନିତ୍ତ ବଳେ, ଯୋଗେ କାହାଣୀ କହେ (କେବଳ) : ବାସନା କହେ
 ସଦାକାଳ ।

মাঝা বেদ, অশ্বমেধকাই নই, সেটাকে নইলে ক'লক এবেদে না।
 উত্তর কিং, আত্মারের বেদে মোহটা ব'ড়াই অসহ্য, তাকে লম্বায়ে
 লম্বাক হিচ্চি, অসহ্য তার ক'ল থেকে ক'ল অসহ্য করছি নে। এই
 লম্বা না, ব্রাহ্মণকে ক'লবে করছি, তার পায়ের দুলা মিচ্চি, লম্বা-কিৎসের
 দল নেই, অসহ্য এর ক'লক একটা। বৈদ্য হিচ্চিকে ক'ল নই হ'লে হিচ্চি

কাজে লাগাচ্ছি নে। ওদের কমত্বাটা যদি পুরো ওদের হাতে ফেলা যায় তা হলে সেই কমত্বা দিয়ে যে আমরা আজ অসাধ্য সাধন করতে পারি। কেননা, পৃথিবীতে এক-কল জীব আছে তারা শতশতকোটি, তাদের সংখ্যাই বেশি, তারা কোনো কাজই করতে পারে না যদি না নিষিদ্ধ পারের বুলা পায়, তা শিরেই হোক আর মাথারই হোক। একে পাটাবার জন্তেই মোট একটা মন্ত শক্তি। সেই শক্তিলেন্ত্রদ্বারা এক দিন আমাদের অস্ত্রশালার দার দিয়ে এসেছি, আর সেটা হানাদার দিন এসেছে। আজ কি তাদের সবিয়ে ফেলতে পারি।

কিছু নিষিদ্ধকে হা-সব কথা বোঝানো জারি নক। সত্য তিনিষ্ট কর মনে একটা নিষিদ্ধ প্রেক্ষিতের মধ্যে গাড়িয়ে গেছে। যেন সত্য বলে কোনো একটা বিশেষ পদার্থ আছে। আমি একে কতবার বলেছি যেখানে মিথ্যাটা সত্য সেখানে মিথ্যাই সত্য। আমাদের বেশ এটা কমটী বুঝত বলেই অসংকোচে বলতে দেবেছে, অজানীর পক্ষে মিথ্যাই সত্য। সেই মিথ্যা থেকে বই হলেই সত্য থেকে সে বই হবে। দেশের প্রতিমানে যে লোক সত্য বলে মানতে পারে দেশের প্রতিমা তার মধ্যে সত্যের মতোই কাজ করবে। আমাদের যে একমের অস্ত্রের কথা সাধারণ ভাবে আমরা কখনো সবেম মানতে পারি নে, কিছু দেশের প্রতিমাকে অন্যভাবে মানতে পারি। এটা যখন জানা কথা তখন যারা কাজ উদ্ধার করতে চায় তারা এইটে বুঝেই কাজ করবে।

নিষিদ্ধ হঠাৎ জারি উত্তেজিত হয়ে উঠে বললে, সত্যের সাধনা কখনো নক্তি তোমরা খুঁবেছ খুঁবেছ তোমরা হঠাৎ আকাশ থেকে একটা লব ফল পেতে চাও। তাই নত নত বস্তুর দ্বারা দেশের যখন সকল কাজই থাকি তখন তোমরা কখনো ফেলতা বানিয়ে বর পাবার জন্তে চাও পেতে ফলে হবেই।

আমি কলমুর, অসাধ্য সাধন কথা চাই, সেই জন্তেই ফেলতে ফেলতা বা

সত্যক।

মিছিল বললে, অর্থাৎ, সাধারণ সাধনার কোষাক্ষেপ মন উঠছে না। বা-
কিছু আছে সমস্ত এমনিই থাকবে, কেবল ত্যাক ফলটা হবে আকর্ষণ।

আমি বললাম, মিছিল, তুমি যা বলছ শুভলো উপদেশ। একটা বিশেষ
রোগ এর সরকার থাকতে পারে, কিন্তু হাতবের মন দাঁত করে তখন ও
চলে না। স্টেট চেম্বের সাধনে যেখানে শক্তি, কোনো সিন আছে, তুমি
সত্যক বলি নি সেই ফল ওত করে ফলে উঠছে। কিন্তু কোথেকে? আত-
মিক সেবতা বলে মনের মতো সেবতে শক্তি বলে। এইটোকেই দৃষ্টি
সিদ্ধি বোধ করে তোলা যেমনকার প্রতিষ্ঠার কাজ। প্রতিষ্ঠা তত করে
না, দৃষ্টি করে। আত্ম সেবা যা তাতে আমি তাকে চলে দেব।^১ আমি আর
দার গিয়ে ফলে বেড়াই, দেবী আমাকে বলে সেবা নিয়েছেন, তিনি পূজা
চান। আমার প্রাণেশের গিয়ে বলল, দেবীর পূজারি তোমরাই, সেই
পূজা বহু আছে বলেই তোমরা নামের বলে। তুমি বললে, আমি মিথ্যা
বোঝে না, এ সত্য। আমার মন থেকে এই কথাটি সোনার কণ্ডে
আমাদের দেশের লোক লোক লোক আসে। করে হয়েছে, সেই করেই বলছি,
এ কথা সত্য। যদি আমার দাঁত আমি প্রচার করলে পারি তা হলে তুমি
কিনতে পারবে এর আশ্চর্য ফল।

মিছিল বললে, আমার আত্ম কত সিনট বা। তুমি যে ফল দেশের কাছে
চলে গেছে তাবৎ পূর্বের ফল আছে, সেটা হয়তো এমন সেবা হবে না।

আমি বললাম, আমি আত্মকের সিনের ফলটা চাই, সেই ফলটাই
আমার।

মিছিল বললে, আমি কালকের সিনের ফলটা চাই, সেই ফলটাই
সত্যক।

আমল কথা, বাহ্যিকের যে একটা কথা ঐশ্বর আছে, কল্মাশুষ্টি, সেটা
হয়তো মিছিলের ছিল, কিন্তু বাটবের থেকে একটা বদনুষ্টি অসম্ভব

কড়া হুয়ে উঠে ওটাকে নিজের আওতাধরে ধরে ফেললে ফলে। তারফের
এই-বে দুর্গা কসভাভীর পূজা বাঙালি উদ্ভাবন করেছে এইটোতে
নিজের আশ্রয় পথের দিয়েছে। আমি নিশ্চয় করতে পারি, এ দেশী
শোলিতিকাল ঘেবী। মুসলমানের শাসনকালে বাঙালি যে দেশশক্তির কাছ
থেকে পরজন্মের বর কামনা করেছিল এ দুই ঘেবী তাই দুই বর
হুতি। সাধনার এমন আশ্রয় বাহু তপ তারতম্যের আর কোন
সকতে পেয়েছে ?

কল্পনার বিদ্যাপুত্রী নিখিলের একেবারেই অস্ত হুয়ে গেছে ফলে
আমাকে অনায়াসে করতে পারলে, মুসলমান-শাসনে ঘণি ফল, শিশু
নিজের হাতে অস্ত নিয়ে ফল চেয়েছিল, বাঙালি তার ঘেবহুতির
অস্ত দিয়ে বর পড়ে ফল কামনা করেছিল— কিন্তু দেশ ঘেবী নয়, তার
ফলের মধ্যে কেবল ছাপমহিষের সুতপাত ফল। যে দিন কল্যাণের পথে
দেশের কাজ করতে থাকব সেই দিনই যিনি দেশের চেয়ে ফল, যিনি সত্য
ঘেবতা, তিনি সত্য ফল ঘেবেন।

মুখুণ্ডিল হচ্ছে, কাপড়ে ফলে নিখিলে নিখিলের কথা পোনার ভালে
কিন্তু আমার কথা কামছে লেখবার নয়, লোভার বক্তা নিয়ে দেশের
বুঝ ডিবে ডিবে লেখবার। পণ্ডিত দে-বকম কবিতার ছাপার ফলীয়ে
লেখে দে-বকম নয়, লোভলের ফলা নিয়ে চাষি দে-বকম আত্মিক বুর
আপনার কামনা অস্তিত করে দেই-বকম। ১

বিমলার সঙ্গে যখন আমার দেখা হল, আমি বললাম, যে দেশের
কামনা করার জন্তে লক হুগের পর পৃথিবীতে এসেছি তিনি বক্ত
আমাকে প্রত্যক্ষ না দেখা দিয়েছেন তত লক ওটাকে আমার সমস্ত
দিয়ে কি বিবাল করতে পেরেছি ? তোমাকে যদি না ঘেবতুম তা হুত
আমার সমস্ত দেশকে আমি এক করে ঘেবতে পেতুম না, এ কথা আমি

তোমাতে কখনোই আসেছি ; আমি নে কুহি আমার কথা ঠিক বুঝতে পার
কিনা। এ কথা বোঝারো তারি শক যে, হেফসোকে হেফসোয়া থাকেন
সকল, মর্ত্যলোকেরই তাঁরা লেখা যেন ৷৮৮

বিদ্যা এক স্বকম করে আমার দিকে চেয়ে বললে, তোমার কথা খুব
শুধি বুঝতে পেরেছি।

এই প্রথম বিদ্যা আমাকে 'আপনি' না বলে 'কুহি' বললে।

আমি বললাম, অর্জুন যে কালের তাঁর সামান্য সামান্য কুপে মহলা
সেখানেই তাঁরও একটি বিঘাট রূপ ছিল, সেও এক দিন অর্জুন দেখেছিলেন।
কখন তিনি পুরো লড়াই দেখেছিলেন। আমার সমস্ত কেশের মধ্যে আমি
তোমার সেই বিঘাট রূপ দেখেছি। তোমারই পলায় পড়া-কল্পপুঙ্খের
সম্বন্ধশী চার। তোমারই কালো চোখের কাকল মাঝা পলক আমি দেখে
পেরেছি নীর নীল জলের বহুতর পারের বনোবনাং মধ্যে, আর, কতি
কালেও যেতের উপর দিগে তোমার চায়া আলোর বহিন কুণ্ডলাকিটি
দৃষ্টিতে দৃষ্টিতে বাহ, আর, তোমার নিরুদ রেজ দেখেছি তৈয়ারে যে
কৌত্রে সমস্ত আকাশটা যেন মলকুমির দাঁতের মতো লাল সিন্ধু খের
করে দিগে হা-বা করে বলতে থাকে। তৈরী এখন তাঁর ভক্তকে এমন
আলস্যে বকস করে লেখা দিয়েছেন কখন তাঁরই পুত্র আমি আমার সমস্ত
কেনে প্রচার করব, তবে আমার কেশের লোক ভীতন পাবে। 'তোমারই
বুঝি গতি যথিবে যথিবে'। কিন্তু সে কথা সকলে শুনী করে বোঝে
নি। তাই আমার সাকল, সমস্ত কেশকে কাল দিগে আমার লেখী বুদ্ধিটি
দিকের হাতে গড়ে এমন করে তার পুত্রো যেন যে, কেউ হাতে আর
যথিবাস করতে পারবে না। কুহি আমাকে সেই সব লোক, সেই রেজ
সকল।

বিদ্যার চোখ বুজ এল। সে যে আসলে হঠাৎ সেই আসলের
মতো এক করে দিগে যেন পাখরের কুটির মতোই শুক করে গেল।

আমি আর বানিকটী কলমেই সে অজান হয়ে পড়ে যেত। বানিক পথে সে চোখ মেলে বলে উঠল, কপো প্রজন্মের পবিত্র, তুমি পথে বেড়িয়েছ, তোমার পথে বাণ শেষ এমন শাণ্ড কারও নেই। আমি যে ক্ষমতে পাচ্ছি, আজ তোমার ইচ্ছার বেশ কেউ সামলাতে পারবে না। বাণ আসবে তোমার পায়ের কাছে তার বাজতও কেলে ফিটে, ধনী আসবে তার ভাণ্ডার তোমার কাছে উজাড় করে দেবার ভয়ে, হাঙ্গের আর-কিছুই নেই তারও কেবলমাত্র ঘরবার ভয়ে তোমার কাছে এসে শেষে পড়বে। ভালো-মন্দর বিসি বিদান সব ভেসে যাবে, সব ভেসে যাবে। রাজা আমার, দেবতা আমার, তুমি আমার মতো যে কী সেবেছ তা জানি নে, কিন্তু আমি আমার এই জামপত্রে উপরে তোমার গিরকণ যে লেখলুম। তার কাছে আমি কোথায় আছি। সম্মান গো সম্মান, কী তার প্রচণ্ড শক্তি। যত বল না সে আমাকে সম্পূর্ণ মেয়ে ফেলবে তত বল আমি তো আর রাখি নে, আমি তো আর পারি নে, আমার যে বুক কেটে গেল।

বলতে বলতে সে চৌকির উপর থেকে মাটির উপর পড়ে গিয়ে আমার চুই পা ছড়িয়ে দরলে। তার পথে কুলে কুলে কারা, কারা, কারা।

এই তো হিপনটিজম্। এই নক্সিই পৃথিবী জয় করবার নক্সি কোনো উপায় নয়, উপকরণ নয়, এই সন্ধ্যাহীন। কে বলে, সত্যম্বে জঘন্তে। জয় হবে মোহের। বাঙালি সে কথা বুঝেছিল, তাই বাঙালি এনে ছিল লক্ষ্মীনার পূজা, বাঙালি গড়েছিল সিংহবাহিনীর মূর্তি। সেই বাঙালি আবার আজ মূর্তি গড়বে, জয় করবে বিব কেবল সন্ধ্যাহীন কলকাতার।

আগে আগে চাতে হবে বিমলাকে চৌকির উপরে উঠিয়ে কালুম। এই উত্তেজনার পথে অবসাদ আসবার আগেই তাকে বললুম, বাঙাল্যবোধে ধারের পূজা প্রতিষ্ঠা করবার তার তিনি আমার উপরেই ফিরেছেন, কিং আমি যে দক্ষিণ।

বিলম্ব দুখ ভরসে। ভাল, চোখ ভরসে। মাংসে ঢাকা, এল খদ্দর
করে বললে, তুমি গরিব কিসের? হার যা-কিছু আছে সব যে ঘোষায়ই।
কিসের সঙ্গে বাস করবে আমার? ঘরোয়া করে তছোলে? আমার সময় সোনা-
মণিক জোয়ার পুজোর না-না। কেউ, আমার কিছুই চরকার নেই।

এই আসে আর-একবার বিলাস। গমনা নিজে চেয়েছিল, আমার
কিছুতে মাংস না। শুইখানটার বাবল। সাকোচের কিসের আমি কেব
কেনি। চিরদিন পুজারই ফেটকে গমনা গিয়ে লাভিয়ে এসেছে, মেয়ের
হাত থেকে গমনা নিজে খেলে কেমন যেন শৌক্যে যা শেখ।

কিছু এখানে নিজেকে ভোলা চাই। আমি নিজেকে নে। এ মাংস
পুজা সবকই সেই পুজার চালব। এমন সমারোহ করে করতে হবে
যে যেমন পুজা এ দেশে কেউ কোনো দিন মাংস নি। চিরদিনের মতো
নতুন বাসার ইতিহাসের মতো মাংসখানে এই পুজা প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে।
এই পুজার আমার জীবনের প্রেরণার সঙ্গে মেলতে লাগে। মাংসের
সাধনা করে দেশের মুখে, দেশের গায়ে করতে লাগে।

এ তো খেল বড়ো কথা। কিছু ছোটাছুটি কখন যে লাভের হবে।
আপনার অসহ্য দিন হাজার টাকা না হলে বো চলেবেট না, পাচ হাজার
হলেই বেশ ক্রোড় লাগে চলে। কিছু এর বড়ো উদ্দেশ্যের মুখে তখন
এই টাকার কথাটা কি বলা চলে? কিছু আর সময় নেই।

সাকোচের কুক পা গিয়ে লাভিয়ে গলে ফেলপুর, কানী, এ লিকে যে
হাজার পুজ হবে এল, কাজ বড় হয় গলে।

অমনি বিলাসের মুখে একটা বেহমান কুকন লেগা লিল। আমি কুকন,
বিলাস ভাবছে, আমি এখনই বুঝি সেই পুজার হাজার লাভি করছি। এই
নিজে সব কুকের উপর মাংসের চেয়ে তছোলে, মাংস হয় মাংস হাজার ছেঁকেছে,
কিছু কোনো কিনারা পাও নি। প্রেমের পুজার আর কোনো উপহার তো
হাস্তে নেই, ফলতঃ তো স্টাট করে আমার পায়ে চেলে নিজেকে লাভের না,

সেই কাজে সব মন ঢাঙে এই মত একটা টাকাকে সব অর্থব্যয় আদরের
প্রতিরূপ করে আবার কাজে এনে দিতে । কিন্তু কোনো কাজে না গেলে
সব প্রাণ হাশিয়ে উঠে । সব গুঁটী কটীটা আবার কুক লাগে । ও যে
এখন সম্পূর্ণ আদারই , উপরে তোমার কৃপা এখন তো আর লব্ধ
নেই, এখন একে অনেক ঘরে বাঁচিয়ে রাখতে হবে ।

আমি দলপুত্র, বানী, এখন সেই পঞ্চাশ হাজারের বিষয়ে লব্ধ
নেই, হিসেব করে দেখছি, পাঁচ হাজার, এমন-কি তিন হাজার হলেও
চলে যাবে ।

হঠাৎ চানটা কমে গিয়ে বিমলাব হৃদয় একেবারে উজ্জ্বলিত হয়ে
উঠল । সে যেন একটা পানের মতো বললে, পাঁচ হাজার তোমাকে এনে
দেব ।

যে ঘরে বামিকা পান দেখেছিল—

বীধুর লালি কেনে আমি পবন এমন ফুল
অগ্নি মতে তিন কুন্ডনে নাটকো বাতাস ফুল ।
বাণির ললি হাওয়ায় ভালে,
সবার কানে বাজবে না সে—

সেখ'লো ডেবে, যুনা গুঁটী হাশিয়ে দেল ফুল ।

এ টুক সেই সবই, আর সেই পানই, আর সেই একই কথা— 'পাঁচ
হাজার তোমাকে এনে দেব' । 'বীধুর লালি কেনে আমি পবন এমন
ফুল ।' বাণির কিতাবকার চাকটি লক'লেই, চার দিকে তার বাসা ব'লেই
এখন সব । অভিলোভেব চাপে বাণিটি যদি কেহে আত্ম চানটা করে
মিকুম' তা হলে শোনা যেত— 'কুম, এক টাকার তোমার লব্ধক'র কী '
আর, আমি যেহেতুই অত টাকা পাবই বা কোথা ?' ইত্যাদি ইত্যাদি
বামিকার পানের সঙ্গে তার একটি অক্ষরও মিলত না । তাই ফলি,
মোহটাই হল' মত্যা, সেইটেই বাণি, আর মোহ বাত' দিয়ে শৌকী হতে

গল্প বানাই চিত্রকর্য্য ত্যাক । সেই অত্যাশ্চর্য্য নির্মল পুরুষাটী যে কী
 তার আকার নিখিল আকর্ষণ কিছু দেখেছে, এর মূখ কেন্দ্রেই সেটা
 বোকা দাড় । আবার অনেক কষ্ট লাগে । কিছু নিখিলের বড়াই, ও
 লজ্জাকে তার । আবার বড়াই, আমি মোহটাকে শরৎসপ্তকে হাত থেকে
 তুলতেই কেব না । হাকুদী তখন) বস সিঁড়িরবসি তান্দী । অতঃপর
 এ নিয়ে ক্রম করে কী হয়ে ।

বিমলাব মনটাকে সেই উপরের হাণ্ডারেরই উচ্চিয়ে রাখবার ভর
 পাত হাজার টাকার লোকশে দেবে ফেল, কেব আবার সেই মহিমামণ্ডিত
 পুতোর মতনই বসে দেখুন । পুতোরটা হবে তবে এটা কখন ? নিখিলের
 লোকের কইমারিতে অত্যাশ্চর্য্য দেখে যে হোপেনস্কাভির মেলা হয় সেখানে
 লক লক লোক আসে, সেইখানে পুতোরটা যদি দেখা যায় তা হলে মূখ
 হুমুটি হয় । বিমলা উৎসাহিত হয়ে উঠল । ও মনে করলে, এ বোকা বিলিভি
 বাপের পোড়ানো নয়, লোকের ঘর জালানো নয়, এত বড়ো লাখু অশ্রুত
 নিখিলের কোনো আশঙ্কি হবে না । আমি মনে মনে হাসলাম । বাবা
 ন বছর মিন-বাস্তির একত্রে কাটিয়েছে তারাত শরৎসপ্তকে কত অল্প ভেবে ।
 কেবল ঘরকরা কল্যাণকরই ভেবে, ঘরের বাইরের কথা এখন হঠাৎ উঠে
 পড়ে উঠল তার। আর খই পার না । ওহান বছর করে ঘরে বসে বসে, এট
 ওপোটাটী ক্রমাগত বিশ্বাস করে এসেছে যে, ঘরের লোক বাইরের অধিকল
 মিল মুক্তি আনছেই । আত এটা বুঝতে পারছে, কোনো দিন যে কুটোকে
 মিলিয়ে নেওয়া হয় নি আত তার। হঠাৎ মিলে যাবে কী করে ।

হাক ! বাবা কুল বুকেছিল তার। তেকের তেকের গ্রীক করে বুকে মিল,
 যা নিয়ে আবার বেশি চিন্তা করবার দরকার নেই । বিমলাকে হো
 এই উদ্বীপনার বেশে দেখুনের মতো অনেক কল উচ্চিয়ে হালা শঙ্কর নয়,
 মজল এই হাতের কাছটা বস খই পারা যায় সেবে মিলে হচ্ছে । বিমলা
 মনে চৌকি থেকে উঠে লজ্জা পবিত্র মেছে আমি নিত্যক ফেন উভো-

সকল জাঠি বললুম, হানী, তা হলে টাকটা কবে—

বিহলা কিসে পাড়িয়ে বললে, এই হালেক পেখে মাস-কাবায়ের সময়—

আদি বললুম, না, ছেবি হলে চলবে না।

তোমার কবে চাট ?

কালট।

আজ্ঞা, কালট এনে দেব।

নিখিলেশের আত্মকথা

আমার নামে কালকে প্যারাগ্রাম এক চিঠি কেবোকে পড় হচেছে ।
 তুমি, একটা ছুটা এক ছবি বেবোবে, তারপ উপযোগ হচ্ছে । হাসিকতার
 টান পুলে বেতে, সেই সঙ্গে অল্প বিখ্যে কথার দাবাববে সমস্ত দেশ একে
 করে পুগকিত । আমে দে, এই লখিল রসের হোবিসেলার সিচিকিটো
 হাংবট্ট হাংব, আমি জলসোক দাবাব এক লাল চিহ্নে চলেছি, আমার
 নামের আশবদেখানা লাল দাবাব উপর নেই । ১

লিখেছে, আমার লোকের আসামের দাবাব সবকট্ট অলৌকিক করে
 বেবাববে উৎসাহ হয়ে বেতে, কেবল আমার করে কিছু করতে পারবে
 না । দুই-তেরজন লালী দাবা লিখি কিনিচি ডালারে চাং অমিটারি
 চলে আমি হাংবের বিখিরে উলৌকন করছি । লখিলের সঙ্গে আমার
 তলে তলে হোল আছে, মাংকিটোটার সঙ্গে আমি বেপালে চিঠি
 চাংচালি করছি এলা বিখগুগে সববের কালক দাবা বেমেছে দে,
 শৈকক বেবাববে উপবেক খোলাচিত বেবাব বেগ করে বেবাব করে
 আমার আয়োজন দাবা হবে না । লিখেছে : অনমা পুগকো বক্ত, কিছু
 বেবাব মোক খিনামের জমাণ লিখেছে, সে সববল আমরা বানি ।

আমার নামটা লিখি করে দে নি, কিছু দাবাবের আশবতোর ডিঙর
 থেকে সেটা পুগ ততো করে কুটে উঠেছে ।

এ লিখে মাংকুগেল হবিসকুগ জাপান করে কালকে চিঠির পত্র
 চিঠি কেবোকে । লিখেছে, দাবাব এমন লোক বেবে যি বেগি দাবাত
 না হলে এক লিখে মাংকুগাবের কাবদানা-বতের চিনিকুলো পব্ব দাবা-
 দাবাকমেব হুবে সমববে হামশিং কুংকুং দাবাত ।

এ লিখে আমার নামে লাল কালীতে লেখা একখানি চিঠি এসেছে ।

তাকে বঁধি দিয়েছে কোথায় কোন্ কোন্ লিভারপুলের নিয়ন্ত্রকালয়
 কর্মচারের কাজারি পুড়িয়ে ফেঁচা হয়েছে। ফলে : ভগদান পানক
 এমন থেকে এই পানকের কাছে লাগলেন, মায়ের দাবা সত্যক নয় তাহা
 দিতে মায়ের কোল জুড়ে থাকতে না পারে তার ব্যস্ততা হচ্ছে।

নাহ গুই করেছে : মায়ের কোলের অপর সঠিক, ইতিহাসিকান ভগ্ন :
 আমি জানি, এ-সময়ই আমার এখানকার সব ছাত্রদের বসনা
 আমি কয়েক দুই-একজনকে থেকে সেই চিত্রখানা দেখানুহ। বি এ
 গভীর ভাবে বললে, মায়েরাও শুনেছি, বেশ এক-কল থেকে মরিয়া হয়ে
 রয়েছে, অপরকাল দাবা বুঝ করতে তারা না করতে পারে এমন কাজ
 নেই।

আমি বললুম, তাদের অস্ত্রের জনকজিত থেকে একজন লোকও যদি
 তার মানে তা হলে সেটাকে সহস্র থেকে পরাভব।

ইতিহাসে এম এ বললেন, বুঝতে পারছি নে।

আমি বললুম, আমাদের দেশে সেব্যতাকে থেকে পেয়ালাকে পবিত্র ভব
 করে করে আদররা হয়ে রয়েছে, আর তোমরা মুক্তিযুদ্ধ করে সেই
 জুজ্বল তরকে ফের আত্ম-এক নামে যদি দেশে ঢালাতে চাও, অত্যাচারের
 দ্বারা কালুকমতাটীর উপরে যদি তোমাদের দেশের জনসভা হোল
 করতে চাও, তা হলে দেশকে দাবা ভালোবাসে তারা সেই জয়ের পাসনের
 কাছে এক-চুল দাবা মিচু করবে না।

ইতিহাসে এম এ বললেন, এমন কোন্ দেশ আছে যেখানে রাজ-
 পাসন জয়ের পাসন নয় ?

আমি বললুম, এই জয়ের পাসনের দীর্ঘ কোন্ পবিত্র সেইটের দ্বারা
 দেশের মানুষ কতটা দাবীন জানা দায়। জয়ের পাসন যদি চুপি তাকারি
 এবং পবিত্র প্রতি অত্যাচারের উপরই দীর্ঘ দায় তা হলে বোকা দায় যে
 এতদেক দায়কে অস্ত্র হস্তের আক্রমণ থেকে দাবীন করবার জয়ের

এর নাম। কিন্তু হাড়ের মধ্যে কী কান্ড পড়বে, জান্‌ কোকানি থেকে কিনবে, কী বাবে, কার লোক বলে থাকে, এক বনি ভায়ের নামে রাখা হয় তা বলে হাড়েরে ইচ্ছাকে একেবারে লোডা খেঁয়ে অস্বীকার করা হয়। সেটাই হল হাড়কে মড়কুর থেকে বকিত করা।

টহিরবাসে এমি. এ. কলমেন, অত্‌ লোকের সমাজের কী ইচ্ছাকে লোডা খাবে কাউটার কোষাক খোঁজো ব্যবস্থা নেই।

আমি বললাম, কে বললে নেই? হাড়কে নিয়ে লাল-বাবলা যে লেনে পরিহারে আছে সে পরিহারেই হাড়ের আপনাকে নেই করেছে।

এম. এ. কলমেন, তা হলে নই লাল-বাবলাটা হাড়েরেই বমি, কাটাই মড়কুর।

বি. হ. কলমেন, সমীপবাসী হ লম্বাছে সে দিন যে লড়াই লিলেন সেটা আমায়ের মনে খুব লোপেছে। এই যে এ লম্বাছে বহিষকৃত আছেন কহিলার, কিছা সামন্তিকতার চক্রবর্তীরা, কনের সমস্ত মালিকা কাটী দিয়ে মাক এক ছুটাক বিনমিত্তি জুন্‌ পালাব এক নেট। কেন? কেননা, বদামবর্তী কীবা কোরের উলবে ঢালোছেন। হারা বদামবর্তী লাল প্রাক্‌ না খাকাটাটী হলে তাগের লকলের চেয়ে অটো বিলক।

এক এ-লোকত্‌, ছোকরাটি বললে, যেটা ঘটনা জানি। চক্রবর্তীয়ের কেউ কখনও প্রকা ছিল। সে তার একটা হাড় নিয়ে চক্রবর্তীয়ের কিছুতে মানছিল না। আমলা করতে করতে শেষকালে তার কখন লম্বা হলে যে যেতে পার না। মদন ট দিন তার খাব টাঁড়ি চকল না তখন স্বীক লম্বার সমস্ত বেডরে ঘেবেল। এই তার শেষ লম্বল। কহিলারের নামের প্রায়ের কেউ তার গমনে বিনমিত্তি পারল করে না। কহিলারের নাকের কললে, আমি কিনল, পাঁচ টাকা লামে। লাম তার টাকা ছিল হলে। প্রায়ের লামে পাঁচ টাকাতেরই লুকল সে আমি হল তখন তার গমনার পটিলি দিয়ে লামেন কললে, এই পাঁচ টাকা বোম্বার বাজনা-বাকিতে জমা

করে নিলুম।—এই কথা শুনে আমরা সন্দীপবাহুকে বলছিলাম, চক-
বর্তীকে আমরা স্বকট করব। সন্দীপবাহু বললেন, এই-সময় মাঝ
দোকমেই যদি বাস নাও তা হলে কি ঘাটের মত নিয়ে ফেনের কাগ
করবে? একা প্রাণপণে ইচ্ছে করতে জানে, একাই তো একে যত
খোলা-আনা ইচ্ছে করতে জানে না, তাই হয় এসেই ইচ্ছের চলেই না
এসেই ইচ্ছের মরবে।—তিনি আপনার সঙ্গে তুলনা করে বললেন, আমি
চক্রবর্তী'র এলেকার একটি মাত্র নোট যে বসেই নিয়ে দু' নকটি করলে
পাবে, অথচ নিখিলেশ প্রজার ইচ্ছে করলেও বসেই চালাতে পারেন না।

আমি বললাম, আমি বসেই তেরে বড়ো ভিনিস চালাতে চাই, সেই
কাজে বসেই চালাবো আমার সঙ্গে নক। আমি মরা খুঁটি চাই নে বো,
আমি জামা পাছ চাই। আমার কাছে কেঁবি হবে।

ঐতিহাসিক ভেলে বললেন, আপনি মরা খুঁটি'ন পাবেন না, জামা
পাছ'ন পাবেন না। কেননা, সন্দীপবাহুর কথা আমি জানি—পাছ'ন
মানেই কেউ নেই। এ কথা শিখতে আমাদের সময় নেমেছে, কেননা
এগুলো ইচ্ছের শিকার উটো শিকা। আমি নিজের ভেবে লেখেছি,
কুতুবের গোমস্তা প্রকটন করছি টাকা আসার কাজে খেঁবেছিল—
একটা মুসলমান প্রজার বেডে-কিনে মেসার মতো কিছু ছিল না। ছিল
আমি বুঝতী ছি। ভাঙতি বললে, তোর খটকে নিকে শিরে টাকা শোণ
করতে হবে। নিকে করবার উম্মার ছুটে পেল, টাকাও শোণ হল
আপনাকে বলছি, বামীটার চোখের জল ফেলে আমার রাখে দুই হয় নি
কিন্তু বতই করি হোক, আমি এটা শিখেছি যে, যখন টাকা আসার
কাজেই হবে তখন যে মাছ'ন কটর হীকে খেঁজিয়ে টাকা সংগ্রহ করতে
পাবে মাছ'ন-বিলেবে সে আমার চেয়ে বড়ো—আমি পারি নে, আমার
চোখের জল আসে, তাই সব কেসে যায়। আমার সেনকে কেউ যদি বাঁচায়
তবে এই-সব গোমস্তা, এই-সব কুকু, এই-সব চক্রবর্তী'রা।

আমি অতিষ্ঠ হয়ে পেলুম; কান্দুম, তুমি যদি হয় তবে 'এই-সব
 গোমড়া, এই-সব কুকু, এই-সব' ১৩৮নম্বরের হাত থেকে দেশকে বাঁচানোর
 কাজটা আমার। দেখো, ইংল্যান্ডের যে কি হাজার হাজার আত্মে সেইটোই এখন
 তোমার পোষে বাইরের জুটে আছে। তখনই সেটা সাময়িক লৌহাঙ্কুর
 দ্বারা ধরে। কিছু করে যে হাত দিয়ে পালতি হবে সেটা সব চেয়ে বড়ো হাত
নামক। কিন্তুকে যে হাতের মাথা বেঁট করে থাকে সে এখন বরফের হয়ে
গেয়ে তখন তার উৎপাতের দানী পূরণের দান (কক) করা অসম্ভব।
 হরের শাসনে তোমরা নিবিড়ারে কেবলই সকল কান্ডেই সকলকে ঘেঁষে
 দেশ, সেইটোকেই বসি বলতে শিখবে, সেই ভেটের আত্মকে আত্মাচার
 করে সকলকে মানানোটাতেই তোমরা বসি বলে মনে করবে। আমার
 লড়াই সুকলতার এই নিয়াজতার লক্ষ্য।

আমার এই-সব কথা আত্মা শুধু কথা—সবল লোককে বললে দুঃস্বপ্নে
 তার মুহুরীমাত্র ফেরি হয় না। কিন্তু আমাদের দেশে যে সব এসে এ
 ঐতিহাসিক বুঝির পাণ্ড কখনো লজ্জাকে পড়াই কবরীর ভেটের জামের
 পাণ্ড।

এ দিকে পক্ষের কাল দামীকে নিয়ে জাতি। তাকে অগ্রহণ করা
 করিন। সত্তা ঘটনার সাক্ষীর সাধ্যা পরিমিত, যেন কি সাক্ষী না থাকাক
 অসম্ভব নয়। কিন্তু যে ঘটনা আছে নি, তোমরাও করতে পারলে, তার
 সাক্ষীর অস্তিত্ব হয় না। আমি যে মৌরসি স্বর পক্ষ কাছ থেকে কিনেছি
 সেইটে কাঁড়িয়ে দেবার এই কলি।

আমি নিরুপায় তেবে ভাবভিসুম, পক্ষকে আমার নিজ এলাকায়কেই
 জমি দিয়ে বকনাকি করিতে দিই। কিন্তু হাণ্ডার-অশাং বললেন, অজ্ঞাতের
 কাছে লজ্জা হার মানতে পারব না। আমি নিজে চোঁচা দেখব।

আপনি চোঁচা দেখেন?

হুঁ'আমি।

এ-সময় হাটলা-বকদ্বার ব্যাপার— বাটোর-মনার যে কী করতে পারেন বুঝতে পারলুম না। সন্ধ্যাবেলায় যে সময়ে বোঝ আবার শবে তাঁর দেখা হয় সে দিন দেখা হল না। পরের দিনে জানলুম তিনি তাঁর কাপড়ের বাগ্ন আর বিড়ানা নিয়ে বেবিবে গেছেন, চাকরদের কেমন এটাইবু বলে গেছেন, তাঁর কিংবদন্তি দু চার দিন ফেরি হবে। আমি ভাবলুম, সাক্ষী সাংগত করবার ক্ষেত্রে তিনি পক্ষের মাঝে বাড়িতেই বা চলে গেছেন। তা যদি হয় আমি জানি, সে তাঁর পুখা চেঁচা করে। কদম্বারী পুখো মহরম এগু রবিবারে ছড়িয়ে তাঁর ঈশ্বরের কয় দিন ছুটি ছিল, তাঁর ফুলেও তাঁর পোষ পাখা পেল না।

হেমন্তের বিকেলের সিকি দিনের আলোর বড় বনম ঘোলা হয়ে আসতে থাকে তখন ভিতরে ভিতরে মনেবদন বড় বনম হয়ে আসে। সন্ধ্যায় অনেক লোক আছে যাদের মনটা কোঠাখাতিতে দাঁস করে। তারা 'বাঁহির' বলে পরাবকে সম্পূর্ণ অগাধ করে চলতে পারে। আমার মনটা আছে যে- গাছিতলায়। বাঁহিরের চাকরদের সমস্ত উপাধা একেবারে গায়েব উপরে এসে পড়ে, আলো অন্ধকারের সমস্ত মিছা বুকের ভিতরে ঢেকে পড়ে। দিনের আলো বনম প্রথমে থাকে তখন সন্ধ্যায় তাঁর অসংখ্য কাজ নিয়ে চার সিকি ভিত্তি করে দাঁড়ায়। তখন মনে হয়, কীভাবে এ ভাড়া আর-কিছুই করবার নেই। কিন্তু বনম আকাশ হান হয়ে আসে, বনম ঘণ্টার জানলা থেকে মর্তের উপর পড়া নেমে আসতে থাকে, তখন আমার মন কলে, জগতে সন্ধ্যা আসে সমস্ত সন্ধ্যারটাকে আচাল করবার ক্ষেত্রেই। এখন কেবল একের মত অনন্ত অন্ধকারকে ভরে তুলবে এটাইই ছিল জলজল-আকাশের একমাত্র মন্থনা। দিনের বেলা যে প্রাণ অনেকের মধ্যে বিকশিত হয়ে উঠবে সন্ধ্যার সময় সেই প্রাণই একের মধ্যে মূলে আসবে, আলো-অন্ধকারের ভিত্তিকার অর্থটাই ছিল এই। আমি সেটাকে অস্বীকার করে কটন

হয়ে থাকতে পারি নে। তাই সন্ধ্যাটী ঘেঁষে কলকাতার উপর প্রচণ্ড কালো
 ঝড়ের আঘাত হতো অনিমেষ হয়ে শুয়ে তখন আমার শব্দ শুধুমাত্র
 স্নেহ থাকে : সত্য নয়, এ কথা কখনোই সত্য নয় যে কলকাতার কাজটী
 হাড়বের আদি অক্ষ। হাড়ব একাধার হাড়ব নয়, হাড়ব না সে সত্যের
 হাড়বি, হাড়ের হাড়বি। সেই হাড়ব-আলোয় ছুটি-সাতটা কাতের বাইরেকার
 নাকল, সেই অন্ধকারের অন্ধরে যুগে মরবার হাড়বটিকে তুই কি ভিড়িয়েছ
 নাকি হাড়ালি, নিখিলেন সত্যের সত্যের অসংখ্যতম যে হাড়লার হাড়বকে
 স্নেহমাত্র সত্য হিহে পাগে না সেইখানে যে লোক একলা হয়েচে সে কী
 ভয়ানক একলা।

সেদিন বিকেল বেলাটা গ্রীক যখন সন্ধ্যার মোহনামাটির সঙ্গে শৌচোচে
 তখন আমার কাজ ছিল না, কাজে যখন ছিল না, হাড়লার হাড়বও ছিলেন
 না, লুক লুকটা যখন আকাশে কিছু একটা আঁকতে খবতে চাঞ্চিল তখন
 আমি হাড়ি ভিড়বের বাগানে সেলাম। আমার চক্ৰময়িকা ফুলের বড়ো
 সব। আমি টপে করে নানা রঙের চক্ৰময়িকা বাগানে লাড়িয়েছিলাম,
 যখন সবুজ গাছ ভরে ফুল ফুটে উঠত তখন মনে হত, সবুজ সবুজ ছোট
 লগে বড়ের ফেনা উঠেছে কিঞ্চিৎ কাল আমি বাগানে হাট নি, আজ
 বনে মনে একটু হেন্সে বসলাম, আমার বিহীন চক্ৰময়িকার বিহীন সুড়িয়ে
 আসি যে।

বাগানে যখন ঢুকলাম তখন কলকাতার উপর টাঙা গ্রীক আমাদের
 পাড়িলের উপরটিকে এসে লুপ হাড়িয়েছে। পাড়িলের ফলাটিকে নিখিল
 হাড়, জারট উপর নিয়ে হাডা হয়ে টাঙের আলো বাগানের সন্নিহিত দিকে
 এসে পড়েছে। গ্রীক আবার মনে হল, টাঙ যেন হাডা শিখর হিক থেকে
 এসে অন্ধকারের চোখ টিপে শবে দুডকে হাডেছে।

পাড়িলের যে হাড়টিকে বাগানটির হাডো করে থাকে বাক্যে চক্ৰময়িকার
 বি সাক্ষ্যদো রয়েছে সেই দিকে গিয়ে দেখি, সেই পুষ্টিত সোণালয়েটের

জলায় ধাঁসের উপরে কে চূপ করে আছে। আমার বুকের মধ্য খসখস করে উঠল। আমি কাছে যেতেই সেও চমকে তাকাতে উঠে গেল।

তার পর কী করা যায়! আমি ভাবছি, আমি এইখান থেকে কিংবা ঘাব কি না। মিলনাও নিশ্চয় ভাবছিল, সে উঠে চলে যাবে কি না। কিন্তু থাকাকালীন যেমন শব্দ চলে যাকনাও তেমনি। আমি কিছু-একটা মনস্থির করার পূর্বেই বিমলা উঠে বাড়িরে বাথার কাপড় দিয়ে বাড়ির দিকে গেল।

সেই একটুখানি সময়ের মধ্যেই বিমলায় চূপের চূপ আমার কাছে যেন দৃষ্টিমান হয়ে দেখা গেল। সেই মুহূর্তে আমার নিশ্চয় জীর্ণনের মনসি কখনো মনে কেলে গেল। আমি তাকে ডাকলুম, বিমলা!

সে চমকে দাঁড়ালো। কিন্তু তখনো সে আমার দিকে ফিরল না। আমি তার সামনে এসে দাঁড়ালুম। তার দিকে চাওয়া আমার বুকের উপর টানের আলা পড়ল। সে দুই হাত মুঠো করে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে রইল। আমি বললুম, বিমলা, আমার এই শিশুরের মধ্যে চাখি কি বন্ধ, তোমাকে কিসের ভয়ে এখানে বসে বাসব? এমন করে তো! তুমি বাচবে না!

বিমলা চোখ বুজেই রইল, একটি কথাও বললে না।

আমি বললুম, তোমাকে যদি এমন ভাব করে বেঁচে থাকি তা হলে আমার সমস্ত জীবন যে একটা মোহ'র শিকল হয়ে উঠবে। তাতে কি আমার কোনো গুণ আছে!

বিমলা চূপ করেই রইল।

আমি বললুম, এই আমি তোমাকে সত্য বলছি, আমি তোমাকে ছাড়া ফিলুম। আমি যদি তোমার আর-কিছু না ভেবে পারি অল্পত আমি তোমার হাতের হাত-কড়া চব না।

এই বলে আমি বাড়ির দিকে চলে গেলুম। না, না, এ আমার উল্লাস নয়, এ আমার উল্লাসীভ তো নয়ই। আমি যে ভাবতে না পারলে কিছুতেই

৩৩) পার না। থাকে আমার কলদের হার কখন তাকে চিহ্নিত^১ আমার
 কলদের বোকা করে চেখে দিতে পারব না। অত্যাচারীরা কাছে আমি
 খোঁজাঘোঁড়াতে কেবল এই প্রার্থনা করছি, আমি হুব হু পাঠ নেই সেলুম,
 হুব পাঠ সেও খীকার, কিন্তু আমাকে বেঁচে রেখে দিয়ে না। (মিন্যাকে
 সরা বলে বলে বাধায় চেঁচা যে নিজেই মলা চেপে বসে। আমার সেই
 আত্মহত্যা থেকে আমাকে বাঁচাও।)

বৈষ্ণবদ্বারার দ্বারে এসে বেশি মাসটার মশায় বলে আসেন। তখন
 ‘কতবে কিতবে আসবে আমার মন চলেছে। মাসটার মশায়কে লেখে আমি
 দত্ত কোনো কথা ভিজালা করবার আগে বলে উল্লুম, মাসটার মশায়,
 দুকিই হচ্ছে মাসটার সব চেয়ে বড়ো ভিনিস। তার কাছে আর-কিছুই
 নেই, কিছুই না।

মাসটার-মশায় আমার এই টুকুটনার আশ্রয় হয়ে গেলেন। কিছু না
 বলে আমার নিকে চেয়ে বসেন।

আমি বললুম, বই পড়ে কিছুই বোকা হয় না। কাছে পড়েছিলুম,
 চিহ্নাটাই বন্ধন, সে নিজেই হানে, অতকে রাখে। কিন্তু তুমি কেবল
 কথা জ্ঞানক ভাঙা। সত্যি যে তিন পারিবে বাঁচা থেকে ছেড়ে দিতে
 পারি সে তিন দুকতে পারি, পারিই আমাকে ছেড়ে দিলে। যাকে আমি
 বাঁচাই বাঁচি সে আমাকে আমার ইচ্ছাতে রাখে, সেই ইচ্ছার বাঁধন যে
 নিজস্বের বাঁধনের চেয়ে শক্ত। আমি বলছি, পৃথিবীতে এই কথাটি কেউ
 বুঝতে পারতে না। সবাই মনে করছে, সাধারণ আশ-কোথাও করতে হবে।
 আশ-কোথাও না, কোথাও না, কেবল ইচ্ছার মধ্যে ভাঙা।

মাসটার-মশায় কলঙ্গ, আমতা মনে করি, যেটা ইচ্ছা করেছি সেটাকে
 করতে করে পাওয়াই স্বাধীনতা। কিন্তু আসলে যেটা ইচ্ছা করেছি
 সেটাকে মনের মধ্যে জ্ঞান করাই স্বাধীনতা।

আমি বললাম, মাস্টার-মশায়, এমন করে কথা বলতে গেলে টাক পড়া উপদেশের মতো পোনায়। কিন্তু যখনই চোখে তাকে আঙুলমাড়ান দেখি তখন যে দেখি, ওইটাই অদূর। যেনতেনা এইটাই পান করে অমর। তুলসীকে আমরা দেখতেই পাই নে যত কল না তাকে আমরা ছেড়ে দিই। যুদ্ধই পুণ্ডরী জয় করেছিলেন, আলেকজান্ডার করেন নি — এ কথা যে তখন মিনোবখা যখন হঠাৎ লুকনো গলায় বলি। এই কথা কবে পান গেয়ে বলতে পারব? বিপর্যাসেও এই সব প্রাণের কথা ছাপার বইকে ছাপিয়ে পড়বে কবে, একেবারে গছোয়ী থেকে গছের নিখবের মতো?

হঠাৎ মনে পড়ে গেল, মাস্টার-মশায় ক'দিন ছিলেন না, কোথায় ছিলেন তা জানিও নে। একটা লিখিত হয়ে বিজ্ঞাসা করলাম, আদ'ন ছিলেন কোথায়?

মাস্টার-মশায় বললেন, পক্ষুর বাড়িতে।

পক্ষুর বাড়িতে? এই চার দিন সেখানেই ছিলেন?

হী, মনে ভাবলাম যে যেহেতু পক্ষুর নামী সেক্ষেত্র এসেছে তার লোকটা কথাবাক্য করে লেখক। আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে একটা আশঙ্ক্য হয়ে গেল। তরলোকেই হলে হায়েন যে এত বড়ো অদূর কেউ হতে পারে এ কথা সে মনে করতেও পারে নি। দেখলে যে আমি বয়েই সেলুন তার পরে তার লক্ষ্য হতে লাগল। আমি তাকে বললাম, হা, আমাদের তো তুমি অপমান করে ত্যাগাতে পারবে না। আর, আমি যদি থাকি তা হলে পক্ষুরও রাখব, এর মা'র বা সক ছোটো ছোটো ছেলেরা, তারা সাথে যেহেতবে, এ তো আমি দেখতে পারব না। ৪ দিন আমার কথা চুপ করে শুনে, হীও বলে না, নাও বলে না; শেষকালে আজ দেখি পৌচলাপুটলি বাগছে। বললে, আমরা বুঝাচ্চেন বাব, আমাদের পক্ষুরও বাও। বুঝাচ্চেন বাবে না জানি, কিন্তু একটা মোটা-বকর পথ-বকর দিলে

হবে। তাই তোমার কাছে এসে।

আমায় সে যা বলুক তা শুন।

কিছুটা লোক বাহাদুর নয়। লক্ষ লোক জলের কলসী তুলে দেয় না, খাবে এলে চাঁচী করে ভরে, তাই নিয়ে সব সবে দুটিনাটী চলছিল। কিছু সব হাতে আমার ঘেঁরে আসক্তি। নেই তবু আমাকে যত্নের বেশের করেছে। চমৎকার বঁদে। আমার উপরে লক্ষ লক্ষ কলসী বা বেতুখানি ছিল তখন এবার চূড়ে ফেল। আমায় সব দাবনা ছিল, অকস্মে আমি লোকটা সরল। কিছু এবার সব দাবনা হয়েছে, আমি যে দুটিটার হাতে খেলুম সেটা কেবল উপরে বসে কববার কলসী। সাদারে কলসীটা চাঁই বাটী, কিছু তাই বলে একবারে বহুটা খোঁজবোনা। মিসো লাফিয়ে আমি দুটির উপর বসি টেঁকা দিকে লাগতুম তা বলে বসি খোঁজা ফেল। যা খোঁজ, দুটি বিস্ময় হলেন কিছু দিন আমাকে লক্ষ লক্ষ আগলে থাকতে হবে — নইলে হকিমলক্ষ কিছু একটা সাময়িক কাগজ করে বসবে। সে নাকি সব পারিসমাজের কাছে বলেছে, আমি এর কেটা ভাল হামী স্কট্টে জিলুম, ন বেটা আমার উপর টেঁকা ঘেঁরে খোঁজা থেকে এক জাল দাবার খোঁজাও করেছে, বেশি সব দাবা করে বাঁচাও কী করে।

আমি বললুম, ও বাঁচতেও পারে, মরতেও পারে, কিছু এটা যে তো তোমার লোকের কাছে হাকার দলম ডাঙর জাল লল বৈরি করতে, বসে, সমাজ, বাহাদুর, সেটাও সঙ্গে লড়াই করতে করতে যদি হারান যে তা হলেন আমার ঘরে মরতে পারেন।

বিমলার আত্মকথা

এক জগৎ যে এতটা দটতে পারে সে মনেও করা যায় না। আমার সেন সাত বছর হয়ে গেল। এই কয় মাসে হাজার বছর পার হয়ে গেছে। সমস্ত এত জোরে চলছিল যে চলছে বলে বুঝতেই পারি নি। সে দিন হঠাৎ দাঁড়া খেয়ে বুঝতে পেরেছি।

দাদার থেকে বিশেষী মাল বিলায় করবার কথা বন্দন খাশীর কাছে বলতে গেলুম তখন জানকুম, এই নিয়ে বামিনকটা কথা-কাটাকাটা চলবে। কিন্তু আমার একটা বিশ্বাস ছিল যে, তকের দাওয়া তরককে মিথস্ব কব আমার পক্ষে অনাবশ্যক। আমার ডার নিকের বাবুদত্তলে একটা ভাড়া আছে। সন্ধ্যারের মতো আর দটো একটা পুরুষ সবুয়ের ভেটেরের মতো। এ আমার পারের কাছে এসে জেতে পড়ল— আমি তো ডাক দিই নি, এ আমার এই হাওবার ডাক। আর সে দিন কেবলুম, সেই অদুলার— আমার সে চেলেমাত্তর— কটি মুরলী বীশটির মতো সরল এম সরল— সে আমার কাছে বন্দন এল তখন তোর বেলাকার নলীর মতো কেমনে কেমনে তার জীবনের দাবার তিক্তর থেকে একটা বড় দটে উঠল। কেবী তাঁর ততো মূখের মিকে চেবে যে কিরকম মুখ হতে পাবেন সে দিন অদুলার মিকে সে আমি তা বুঝতে পারলুম। আমার নক্তির সোনার কাটি যে কেমনতর কাক করে এমনি করে তো তা কেমনে পেয়েছি।

তাই সে দিন নিজেই পাবে লুৎ বিশ্বাস নিয়ে বক্তবাহিনী বিদ্যামণিয়ার মতো আমার খাশীর কাছে গিয়েছিলুম। কিন্তু হল কী? আর ন কত এক বিনও খাশীর তোবে এমন উল্লাস দৃষ্টি দেখি নি। সে যেন মক্তবাহিনী আকাশের মতো, তার নিজেই মতোও একটুখানি কসের বাপ নেই, আর তার মিকে তাকিয়ে আছে তার মতোও যেন কোথাও কিছুমাত্র বড় মেলা মতে

এ। একটু বহি দাঁড় করতেন তা হলেও বাঁচতুম। কোথাও কীকে ছুঁতেও
শায়েন না। মনে হল, আমি যিরো। খেন আমি বস— বসটা বেই ভেঙে
গেল আমি কেবল অস্বস্তি বহি।

এককাল কপের কক্ষে আমার কপসী কাঁধের উপর করে এসেছি। মনে
ক'নকুম, কিম্বা আমার পক্ষি তেন নি, আমার বানীর ভালোবাসাট
ক'নকুম একমাত্র পক্ষি। আজ যে পক্ষির মত সেখানে করে যেয়েছি, সেলা
ক'ন উঠছে। এখন হঠাৎ সেখানেটা তেঁতে বাঁটির উপর পড়ে গেল।
খেন বাঁচি কী করে।

ভাড়াভাড়াটি খোলা বাসভেঁ বসেছিলুম। লক্ষ্য। লক্ষ্য। লক্ষ্য। যেহে-
তানীর খবর সাধনে সিরে বাবার সময় তিনি বলে উঠলেন, কী লো ভোটা-
লেনী, খোলাটা যে মাথা চিরিয়ে লোক মাঝের চাষ, মাথাটা ঠিক আছে
কো?

সে দিন বাগানে খানী আমারকে অনাথানে বললেন, তোমাকে ছুটি
'দিলুম। ছুটি কি হেঁচকি লগতে লেগেছে বাব কিম্বা খোলা বাব। ছুটি কি
বেটা জিনিস। ছুটি যে কীক। মাঝের হঠাৎ আমি যে চিরদিন আমারের
ক'ন মাঝের সিরেছি, হঠাৎ আকাশে ক'ন করে যখন বললে 'এই তোমার
ছুটি' তখন বেশি, এখানে আমি চলতে প'র নে, বাঁচতেও পারি নে।

আজ সেবার করে যখন চুকি তখন শু শু বেশি আলসাব, শু আলসাব,
শু আলসাব, শু মাট, এর উপরে সেই সবথানী ছলটি নেই। বয়েছে
ছুটি, কেবল ছুটি, একটা কীক। যখন একেবারে শুকিয়ে গেল, পাখর আর
হঠিকলো যেহিয়ে লাভেছে। আলসাব নেই, আলসাব।

এ কপতে লক্ষ্য আমার পক্ষে কোথায় ক'নটুকু টিকে আছে সে লক্ষ্যে
হঠাৎ যখন এক বড়ো একটা বাবা লালস তখন আমার সেলা হল লক্ষ্যের
লক্ষ্য। প্রাণের মতে প্রাণের মাঝা মেসে সেই আকুন যো আমার ভেঁমনি
কবেই জল। কোথায় যিরো। এ যে ভরপুর লক্ষ্য, ছুটি-কল-ছাপিয়ে-লক্ষ্য।

সত্য। এই-সে বাহুবলসে সব ঘুরে বেড়াচ্ছে, কথা কচ্ছে, হাসছে— এই ও
বড়োবানী মালা অপছন্দ, বেকোবানী খাবো জানীকে নিয়ে হাসছেন,
পাঁচালির গান পাচ্ছেন— আমার চিত্তবিকার এই আধিক্য যে এই-সবকে
চেয়ে চাকার গুলে সত্য।

সঙ্গীশ বললেন, পঞ্চাশ হাজার টাক। আমার মাতাল ঘন ঘনে টাক,
পঞ্চাশ হাজার কিছুই নয়। এনে দেন। কোথায় পাব, কী করে পাব, সে-
কি একটা কথা। এই তো আমি নিজে এক মুহূর্তে কিছু-না থেকে একেবারে
সব কিছুকে ঘেন ভাঙিয়ে উঠেছি, যেমি করেই এক ইলাহায় সব ঘন
ঘটবে। পাবব, পাবব, পাবব। একটুন সন্দেহ নেই।

চলে তো এলুম। তার পর তার দিকে চোয় ফেলি, টাকা কটা
কলতক কোথায়? বাহিবটা ঘনকে ঘেন করে লজা পেয়ে বেন ? কিছ ?
টাকা এনে দেবই। যেমন করেই হোক, তাতে মর্নি নেই। যেখানে কিনা
সেখানেই অস্বাভ, লজিকে কোনো অস্বাভ ল্পষ্ট হবে না। চোবই চা
কবে, নিজস্বী বাকা লুই করে নেয়। কোথায় মলমল, সেখানে কো
টাকা অমা হয়, পাঠাবা পেয়ে কাব— এই সব সন্দেহ করছি। অনেক বার
বাড়ির-বাড়িতে গিয়ে মাঝাকার বাড়িতে লক্ষতবদানার দিকে একদু
জাকিয়ে কাটিয়েছি। শুই লোহার পরাকের মতো থেকে পঞ্চাশ হাজার
চিনিয়ে বেন কী করে ? ঘন লজা ছিল না, বার পাঠাবা দিচ্ছে তা
বহি ঘরে গটমানে ঘরে পাড় তা হলে এখনই আমি উঠব হয়ে শুই ঘরা
মতো ছুটে যেতে পারি। এই বাড়ির বানীর ঘনের মতো জাকাতের ল
খাতা হাতে লুতা করতে করতে বেলীও কাছের বর মাপতে লাগল, দি
বাটবের আকাশ নিশক হয়ে বইল, গহরে গহরে পাঠাবা লজা হা
লাগল, ঘন্টার ঘন্টার টা-টা করে ঘন্টা বাজল, লুত বাজবাটি নিম
বাড়িতে ঘুমিয়ে বইল।

পেরকালে এক দিন অমূল্যকে জাকলুম। কলম, বেশের করে টাক

স্বপ্ন— বাতাকির কাজ থেকে এ টাকা বের করে আনতে পারবে না ?
সে বুক ফুলিয়ে বলবে, কেন পারবে না ?

হ্যাঁ বো, আমিও সখীসের কাছে এমন করে বলেছিলাম, কেন পারবে
না । অমূল্য বুক-ফোলায়নে সেবে একটিও আশ্বাস সেলুম না ।

কি জালা করলুম, কী করবে বোলা ছেঁচি ।

অমূল্য যেমনি-বদ আকর্ষণি জ্ঞান বলতে লাগল যে, সে মাসিক কালজের
চাঁচো পরে ছাঁচো আর কোথায় প্রকাশ করবারই খোঁজা নয় ।

আমি বললুম, না অমূল্য, এ সব ছেলেমানুষি ধাঁধো ।

সে বললে, আচ্ছা, টাকা দিচ্ছ নই না হাজার লোকদের বদ করব ।

টাকা পাবে-কোথায় ?

সে অস্বাভাবিক বললে, বাতাকির পুর করে

আমি বললুম, এ সব সবকার মেরী, আমার গবনা আছে, খাট লিখে
দেবে ।

অমূল্য বললে, কিছু বাতাকির উপর দৃষ্টি চলবে না । দুই একটি সহজ
কিছর আছে ।

কিরকম ?

সে আসনার স্তনে কাজ নেই । সে দুই সহজ ।

হবু তনি ।

অমূল্য কোঠার পকেট থেকে প্রায়শে একটি পাবে (একটির খীড়া বের
বলে টেবিলের উপর রাখলে, তার পরে একটি ছোটো শিশুর বের করে
খানাকে দেখালে— আর কিছু বললে না)

কী দরদার ! আমাদের বুড়ো বাতাকিকে হাণ্ডের কথা মনে করতে গর
বে ঘুড়ুওগ ছেঁচি হল না । পর দুখশানি এমনকো যে মনে গছ, একটি
খাক হাণ্ডের পর পাকে পকে, অগছ মুখের কথা এবেদারে অক আভের ।
খানক কথা, এই সংসারে বুড়ো বাতাকি যে করখানি দত্তা তা ও এবেদারে

কেহতে পাচ্ছে না, সেখানে যেন ঝাঁক আকাশ। সেই আকাশে গ্রাণ নেই, বাধা নেই, কেবল মোক আছে : ন হস্তে চক্ৰমানে পরীয়ে।

আমি বললুম, গলো কী, অমূল্য। আমাদের বাহ-মশায়ের যে খী আছে, ছেলেমেয়ে আছে— তার যে—

খী নেই, ছেলেমেয়ে নেই, এমন মাতুল এ কেনে পাও কোথায় ? সেদিন, আমার বাক্যে দ্বা গলি সে কেবল নিজের 'শব্দেই' বসে। 'পাছে' নিজের দুঃসমনে ব্যথা লাগে সেই ভয়েই অকৃতক আশাত কহতে পারি নে, এই 'তা' হল কাণ্ডকাটার চুড়ঙ্গ।

সমীপের মুখের গুলি লাগকের মুখে শুনে বুক কেঁপে উঠল। ক'ন নিত্যক কীচা, ভালোকে ভালো বলে বিশ্বাস করবারই সে গর সময়। আর, শব্দ যে বাঁচাব বয়েস, বাঁচাব বয়েস। আমার ভিতরে যা কেঁপে উঠে যে। নিজের দিক থেকে আমার ভালোও ছিল না, মন্দও ছিল না, ছিল কেবল মরণ মধুর তপ ধরে। কিছু যখন এই আঁঠোবো বহুরের ছেলে যেন অনায়াসে মনে করতে পারলে একজন বুড়ো মাতুলকে বিনা হোরে মোর ফেলাই ধম, তখন আমার পা নিটেরে উঠল। যখন কেহতে সেলুম বহু মন-পাশ নেই, তখন শব্দ এই কথার পাশ বড়ো ভয়-কর করে আমার কাঁচ চেঁচা হিলে। যেন বাসমায়ের অপরাধকে কচি ছেলের মতো কেহতে সেলুম।

বিশ্বাসে-উৎসাহে-জ্বা বড়ো বড়ো গুই বুড়ী সকল চোখের দিকে তো আমার গ্রাণের ভিতর কেমন করতে লাগল। অজগর শাপের মুখের মতো চুকেতে চলেতে, একে কে বাঁচাবে ?— আমার কেন কেন সন্তিকার ম হয়ে উঠে কাঁড়িয়ে এই ছেলেটিকে বুকে চেপে বহতে না ? কেন একে কলহ না, গুর বাহ্য, আমাকে কুই বাঁড়ির কী করবি, তোকে যদি বাঁচাতে ন পারলুম ?

জানি, জানি, পৃথিবীর বড়ো বড়ো প্রতাপ পরতানের সহক হকা বা

কোক উঠেছে। কিন্তু যাঁর যে আছে, একলা পাড়িয়ে এই পাহাড়ানের লক্ষ্যক্ষেপে
চুক্ত করবার ভরসা। যা ততো কাঁচসিঁড়ি চার না, সে সিঁড়ি যত বড়ো সিঁড়ি
হোক, যাঁর যে বাঁচাতে পারে। আর আমার সমস্ত কাম চাচ্ছে এই ছেল-
টিকে দুই হাতে টেনে নিয়ে বাঁচাবার ভরসা।

কিছু আপসেই করে ছাড়াতি করতে বলেছিলেন, এখন তার বড়ো উপায়
কোনো নলি সেটাকে ও মেয়েমানুষের হস্তাক্ষর বলে হাসবে। মেয়েমানুষের
হস্তাক্ষর একা তখনই মাথা পেতে নেও যখন সে পৃথিবী মজাতে বলে।

অমূল্যকে বললুম, যাক, তোমাকে কিছু করতে হবে না, টাকা লাগে
কিন্তু তার আহারই উন্নত।

যখন সে করজা পর্বত থেকে আসে তখন তার দিকে কেহলুম, বললুম, অমূল্য,
আমি তোমার মিনি। আর তাইতোটার লক্ষ্যের তিখি নয়, কিন্তু
তাঁইতোটার আসল তিখি হচ্ছে তিন শো পয়সার মিনি। আমি তোমাকে
আলোচনা করছি, উপস্থান তোমাকে ওকো করুন।

তোমার আমার দুই থেকে এই কথা শুনে অমূল্য একটু থমকে বসিল।
তার পরেই প্রেরণ করে আনার পাথের দুলাল নিলে। উঠে যখন পাড়ালো
তার চোখ জলচ্ছল করছে। তাই আমার, আমি তো। যত্নেরই বলেছি—
তোমার সব বালাই নিয়ে যেন যদি—আমি হলে তোমার কোনো
সমস্যা নেই না হয়।

অমূল্যকে বললুম, তোমার শিশুসন্তান আমার কাছে আছে।

কী করছে, তিখি।

যত্ন প্রাকটিক করব।

এই তো চাই তিখি, মেয়েলেন্দু যত্নের হবে, যত্নের হবে। এই বলে
অমূল্য শিশুসন্তান আনার হাতে নিলে।

অমূল্য তার তত্ন দুইয় বীজিবোমা আমার জীহবায় যতো যত্ন
দেয় প্রেরণ অকলমেবাকীর মতো একে নিয়ে গেল। শিশুসন্তানকে যত্নের

কাপড়ের ভিতর নিয়ে বলল, এই রটল আমার উজ্জ্বল পের লগ্ন,
আমার ভাটকোটের প্রদায়ী।

নারীও জগতে যেখানে মাগে, আমন আমার সেইমানকার জগৎ
হোয় এই একবার পূলে গিয়েছিল। তখন মনে হল, এখন থেকে বুঝি তার
দোলাই রটল।

কিছু ভেবেই পর আমার বন্ধ হয়ে গেল, প্রেমসী নারী এসে আমার
স্বপ্নায়নের দরে প্রাণ লাগিয়ে ছিল।

পরের দিনে সন্ধ্যার পরে আমার মেলা। একটা টুলস পাগল,
আমার জগৎপের উপর কাড়িয়ে বুঝি জগৎ করে ছিল। কিছু এ কী
এই কি আমার বচন। কখনোই না।

এই নিমজ্জকে, এই নিমজ্জকে এর আগে কোনো দিন দেখি নি
সাপুড়ে হোয় এসে এই সাপকে আমার জগৎপের ভিতর থেকে বের করে
দেখিয়ে ছিল। কিছু কখনোই এ আমার জগৎপের মতো ছিল না, এ এই
সাপুড়েই চাকরের ভিতরকার ভিনিস। অপসেবতা কেমন করে আমার
উপর চব করেছে। আজ আমি যা কিছু করছি সে আমার নয়, এ
আমার লীলা।

সেই অপসেবতা এক দিন বাঃ মরণ হাতে করে এসে আমার
বললে, আমিই তোমার বেশ, আমিই তোমার সন্ধ্যা, আমার চেতন
তোমার বাব কিছুই নেই। দ্বন্দ্বমাত্র।

আমি হাত জোড় করে বললুম, তুমিই আমার দম, তুমিই আমার দা
আমার দা-কিছু আছে সব তোমার পোনে ভাসিয়ে দেব। দ্বন্দ্বমাত্র।

পাঁচ হাজার ডাই ১ আচ্ছা, পাঁচ হাজারই নিয়ে বাব। কালই ডাই ১
আচ্ছা, কালই পাথে। কলকে কলমহলে এই পাঁচ হাজার টাকার লান হয়ে
যতো কেনিরে উঠবে—তার পরে দুতালের উঠবে—অচলা পৃথিবী
পায়ের তলায় টলমল করতে থাকবে, চোখের উপর আতন ছুটবে, কানের

কিছু কক্ষের বর্জন থাকবে, সামনে কী আছে কী নেই তা বুঝতেই পারব না— তার পরে টকতে টকতে পড়ব নিজে মজার কথা । সবত আত্মন এক নিমিষে নিবে যাবে, সমস্ত ছাউ ছাউয়ার উড়বে, কিছুই আর থাকি থাকবে না ।

টাকা কোথায় পাওয়া য়েত পারে সে কথা এর আগে কোনো মতেই ভাব পাচ্ছিলুম না । সে দিন তীর উত্তরকনার আলোতে এই টাকটা হঠাৎ চোখের সামনে প্রত্যক্ষ দেখতে পেলুম ।

কি দড়র আমার ছাউ পুরোটা সময় তাঁর বড়ো ভাক আর যেতো একত্রে তিন ছাকার টাকা করে প্রণামী নিয়ে থাকেন । সেই টাকা পড়ে বড়বে টাকের নামে বাগে ভয়া হবে তলে বাতচে । এবারের নিম্ন-মত প্রণামী দেওয়া হয়েছে, কিছু জামি টাকাটা এখনো বাগে লাগানো হয় নি । কোথায় আছে তাপ আমার জানা । আমারের শোবার ঘরের শালু কাপড় ছাকবার চোড়ো কুঠির কোণে লোটার দিক্ আছে, তাইট মনে টাকাটা রেখা হয়েছে ।

কি দড়বে এই টাকা নিয়ে আমার ছাউ বসকাটার বাগে ভয়া শিরে যান, এবারে তাঁর আর বাগা হল না । এই ভকটে কো কৈকে মনি । এই টাকা সেন মেধেন বলেই আটক আছে, এ টাকা বাগে নিয়ে

যা লাগ কার । আর, এই টাকা আমি না নিই যেন খাওয়া বা বাখা

কই । প্রলম্বকরী বর্জন বাড়িয়ে বিড়োজন, বসন্তেন, আমি কবিত্ব, বাগকে বে । আমি আমার বুকের বক মিশ্র, এই পাও ছাকার টাকার । ম পে, এই টাকা যাব সেন তার সামাজ্যই কতি হবে, কিছু আমাকে এবার জুনি একবারে কড়র করে নিলে ।

এর আগে কত দিন শুকাননী-মোজারানীকে আমি কয়ে কয়ে চোখ ফেলি— আমার বিবাসলতাল ছাউকে কুন্ডিরে ঠাণ্ডা কাকি করে কেমন

টাকা নিচ্ছেন, এই ছিল আমার নালিশ। তাঁদের স্বাধীনের যত্নের পরে অনেক সরকারি কর্মিসমূহ তাঁরা লুকিয়ে সজিয়েছেন, এ কথা অনেকবার আমার স্বাধীকে বলেছি। তিনি তার কোনো কথার না করে চুপ করে থাকতেন। তখন আমার বাগ হাত, আমি বলতুম, লান করতে হবে হাতের তুলে দান করে, কিছু চুরি করতে গেবে কেন? বিদ্রোহ সে দিন আমার এই নালিশ শুনে মুচকি হেসেছিলেন। আর আমি আমার স্বাধীর সিন্ধ থেকে এই ব্যক্তাবানীর মেজোবানীর টাকা চুরি করতে গলেছি।

বাহে আমার স্বাধী সেই ঘরেই তাঁর কাপড় ছাড়েন, সেই কাপড়ের পকেটেই তার চাপি থাকে। সেই চাপি লবণ করে নিয়ে লোহার সিন্ধও গুলানুম। অল্প যে একটা লবণ হল মনে হল, সমস্ত লুম্বিনী যেন কেঁপে উঠল। হঠাৎ একটা ক্ষেত আমার হাত না গিম হয়ে বুকের মধ্যে এক এক করে কাপড়ে থাকল।

লোহার সিন্ধুকের মধ্যে একটা টানা লেহাও আছে। সেইটে লবণ বেশলুম, নোট নেই, কাগজের মোড়কে ছাপ করা গিনি লাভানো। তার মোড়কে কত গিনি আছে, আমার কত সরকার, সে তখন হিসেব করতে সমর্থ নয়। কুচিটি মোড়ক ছিল, সব কথা নিয়েই আমার আঁচলে বাসলুম।

কম জাবী নয়। চুরির চায়ে আমার ঘন ঘন হাট্টিতে লুকিয়ে পড়ল। হবজো নোটের আঁচা হলে সেটাকে হাত বেগি চুরি করে মনে হাত না এ যে সব সোনা।

সেই রাতে মিছের ঘরে যখন হোঁচ হোঁচ তুকের হল তখন থেকে এ বর আমার আর আপন বইল না। এ ঘরে আমার কত বড়ো অধিকাড়— চুরি করে সব ঘোড়ালুম।

মনে মনে কপতে লাগলুম, কলকাতার? কলকাতার? কেন, আমার কেন! আমার সোনার কেন! সব সোনা সেই কেশব সোনা, এ আর স্বাধী নয়।

কমিটি'র নিম্নলিখিত প্রতিবেদনটিতে বলা হয়েছে যে, 'আমি লক্ষ্য করছি যে, অনেক ক্ষেত্রেই সরকারি কর্মকর্তাদের দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই সরকারি কর্মকর্তাদের দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই সরকারি কর্মকর্তাদের দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

विषय सूची

কিন্তু কত কষ্টে : আমি চাকের উপর করে করে কাঁচিলাম : কোলের মাঝ
 করে সেই তাম্বাকুলি যদি একটি একটি মোহনের মতো আমাকে চুরি
 করতে হয়, অন্ধকারের বুকের মধ্যে লুকিয়ে সেই তাম্বাকুলি, তার পরদিন
 থেকে ভিতরালের কণ্ঠে যদি একবারে ফিরা, মিশ্রনের আকাশ
 একবারে অন্ধ, তা হলে সে চুরি যে সময় কণ্ঠের কাছ থেকে চুরি হয়।
 আর আমি এই-সে চুরি করে আসলাম এত বোঁটা চুরি নয়, এ যে

আকাশের চিরকালের আলো চুবিরই মতো ; এ চুহি সময় জনকের পাচ থেকে চুহি , কিম্বদ চুহি, ধর্ম চুহি ।

ছায়েব উপর পড়ে হারি কেটে গেল । সন্ধ্যায়ে তখন বুকলুম আমার বামী এত কণে উঠে চলে গেছেন তখন সন্ধ্যায়ে শাল হুজি গিয়ে আমার ঘরের দিকে চলেলুম । তখন মোজাবানী খাতিয়ে করে তাঁর বাবাঝার টেবের পাচ-কটিতে ফল দিচ্ছিলেন । আমাকে দেখেই বলে উঠলেন, বাবা ছোটোবানী, শুনোচ্চিস খবর ?

আমি চূপ করে ঠাড়াণুম, আমার বুকের মধ্যে কাপড়ে লালল । মনে হতে লাগল, আঁচলে বাবা গিনিগুলো শালেশ ভিতর থেকে বড়ো বেশি উঠে আছে । মনে হল, এখনই আমার কাপড় ছিঁড়ে গিনিগুলো বাবাঝার কন্ কন্ করে ছড়িয়ে পড়বে , নিজের সঁখর চুহি করে কতুর হয়ে গেছে । এমন চোর আছ এটি বাচির হালী-চাকরদের কাছেও খবর পড়ে যাবে ।

মোজাবানী বললেন, তোমার দেবীডোদুদানীর চল ঠাকুরসোবের স্তম্ভের লুঠ করবে নাগিয়ে বোমারি ডিগ্গি লিগেছে ।

আমি চোরের মতোই চূপ করে ঠাড়িয়ে বসলুম ।

আমি ঠাকুরসোকে বলছিলাম তোমার লবঙ্গদর হতে । দেবী কল হও গো, তোমার চলবল ঠেকাও । আমরা তোমার বক্তব্যাহরমের শিখি মানছি । কেবল কেবল অনেক কাপড় তো হল , এখন হোয়াই তোমার ঘরে শিখি বটতে দিও না ।

আমি কিছু না বলে ভাড়াভাটি আমার পোকার করে চলে গেলুম । তোজাবানিতে না গিয়ে কেলোছি, আর ওঠবার জো নেই, এখন বসে বসে কই করব ততই দুকতে থাকব ।

এ টাকার্টা একনি আমার আঁচল থেকে বসিয়ে সন্ধ্যায়ের হাতে গিয়ে ফেলতে পারলে বাচি । এ হোকা আমি আর বইতে পারি নে, আমার পাখর কেন ছেঁচে আছে ।

সকাল-বেলাতেই কব সেলুয়, সন্ধ্যায় আমার কাছে আসেন।
আজ আর আমার সাক্ষাৎ ছিল না— কাল দুটি দিয়ে ডাকাডাকি
গেঁয়ে চলে সেলুয়।

ঘরের মধ্যে কুকেট ছেঁপি, সন্ধ্যায়ের সঙ্গে অমূল্য বলে আছে। মনে হয়,
আমার হানসহায় বা-কিছু বাকি ছিল সমস্ত যেন কিছু কিছু করে আমার পা
থের মেয়ে দিয়ে পাড়ের কলা দিয়ে একেবারে মাটির মধ্যে চলে যেন।
সন্ধ্যায় চলে আসেন। এই বালকের সামনে আজ আমাকে উল্লেখ্য করে
'না'ও করে। আমার এই চুঁবিব কথা এরা আজ সন্ধ্যায়ের মধ্যে বলে আসেন।
বলে। এর উপরে আর একটুখানিও আরও বাধে দেয় নি।

পুত্র-মাটবাক আমার বুকে না। কথা যখন পনের উল্লেখের বস
সামান্য পথ টেরি করতে বলে তখন বিশ্বের চন্দকে চুকে চুকে করে
করে পনের খোঁখো বিড়িয়ে দিতে পনের একটুখানি বাধে না। কথা মিথের
পনের সন্ধ্যায়ের মেয়েও যখন মেয়ে পনের সন্ধ্যায়ের সন্ধ্যায়
চন্দকে করেই পনের আনন্দ। আমার এই হুঁচকির লজ্জা পনের
পনের কোণের পাড়ের না। পনের পনের পনের পনের পনের পনের
পনের পনের উল্লেখের দিকে। তার বে, পনের কাছে আমি কেউ বা।
পনের কাছে কেউ মেয়ে পনের মধ্যে।

কিছু আমাকে এমন করে নিখিয়ে কোন সন্ধ্যায়ের পাড় পেরে কী?

এই পাড় পাড়ের টাকা। কিছু আমার মধ্যে পাড় পাড়ের টাকার চেয়ে
পেরি কিছু ছিল না কি? ছিল বৈকি। সেই সবটাই তো সন্ধ্যায়ের কাছে
সন্ধ্যায়ের, আর সেই সন্ধ্যায় তো আমি সন্ধ্যায়ের সমস্তকে ফুৎ করতে
দেখি। আমি আসে যে, আমি কীভাবে যে, আমি পেরি যে, আমি
সন্ধ্যায় যে, সেই বিবাহে, সেই সন্ধ্যায় দুই কল ডানিয়ে আমি দাঁড়ি হয়ে
সন্ধ্যায়। আমার সেই সন্ধ্যায়কে যদি কেউ পেরি করে ফুলত তা চলে
আমি করে দিয়েও বীড়কুম, আমার সমস্ত সন্ধ্যায় ডানিয়ে দিতে আমার

লোকসান হত না।

আজ কি এরা বলতে চায়, এসময়টী যিহো কথা? আমার মনে
যে দেবী আছে তাকে বরাচর সেবার শক্তি তার নেই? আমি যে শপ-
পান করেনিলাম, যে পান করেন অগা হতে মূল্যের নেমে এসেছিলুম, সে কি
এই মূল্যকে স্বর্ণ করবার জন্তে নয়? সে কি স্বর্ণকেই মাটি করবার জন্তে?

সম্মীল আমার মুখের দিকে তার তীব্র দৃষ্টি বেধে গলে, টাকা চার
হানী।

অমৃতা আমার মুখের দিকে চেয়ে বসিল—সেই দানব—সে আমার
মাথের পক্ষে জমায় নি গড়ে, কিন্তু সে চোখ তার মাথের পক্ষে জমেছিল—
সেই মা, সে যে একটী মা! আর, এটী কতি মূখ, এটী চিত্র চোখ, এটী
জল্প নহেন। আমি মেয়েমাগল, আমি সব মাথের জাত, ও আমাকে বললে
কিনা 'আমার চোখে দিম তুলে দান'—আর, আমি সব চোখে বিবট তুলে
সেব।

টাকা চাই, হানী। বাগে লজ্জায় আমার ইচ্ছা হল, সেই সোনার
নোকা সম্মীলের মাথার উপর ছুঁতে ফেলে দি। আমি কিছুতেই স্বীকার
গিবে যেন মূল্যে পারতিলুম না, পছন্দ করে আমার আর লজ্জাটা কখনো
লাগল। তার পর টেবিলের উপর সেই কাগজের মোড়কগুলো যখন পড়ল
তখন সম্মীলের মুখ কালো করে উঠল। সে নিশ্চয় ভাবলে, এটী মোড়ক
গুলোর মধ্যে আবুলি আছে। কী যুগ। অক্ষমতার উপরে কী নিঃ-
স্বজ্ঞা। মনে হল, ও যেন আমাকে মাংসের পাত্রে। সম্মীল ভাবলে, অর্থাৎ
বুঝি সব সত্য সব কত্রে বসেছি, সব পাচ ঢাকার ঢাকার জারি চা-
ল টাকা জিরে বকা করতে চাই। একবার মনে হল, এটী মোড়কগুলো নিঃ-
স্ব জামলায় বাইরে ছুঁতে ফেলে দেবে। ও কি ভিক্ষু? ও যে বাজা।

অমৃতা কঁকাসা করলে, আর নেই, হানীজি?

ককণায় তর্য তাত গলা। আমার মনে হল, আমি বুঝি চীৎকার করে

কেনে উঠে। প্রায়শঃই জলকে ঘেঁষে চলে যাবে একটু কেবল ঘাট নাকলুয়।
সন্ধ্যা হুপ করে বইল, মোড়কগুলো ছুঁলেও না, একটা কথাও বললে না।

চলে যায় ভারি, কিন্তু কিছুতেই আমার পা চলছে না। পৃথিবী ভা-
ঙা-ক হয়ে আমাকে যদি টেনে নিত তা হলেই এই মাটির পিও মাটির মধ্যে
মাটির গোধে বাঁচত।

আমার অপর্যায় এই বাসকের ন্যূন পিছে থাকল। সে হঠাৎ ঘুম একটা
সানন্দেই জান করে বলে উঠল, এই কম কী, এতটাই তের হয়ে। তুমি
আমাদের বাঁচিয়ে, বাঁচিয়ে।

কলেই সে একটা মোড়ক ঘলে ফেললে, গিন্জিলা বক্ বক্ করে
উঠল।

এক বৃহত্তর সন্ধ্যার ন্যূন ঘেঁষে একটা বাসো মোড়ক ঘলে গেল।
তারও ঘুম-চোঁষ আনন্দে বক্ বক্ করতে লাগল। অনেক ভিহরকার এই
হঠাৎ উল্টো বাঁচবার সময়টা সামলাতে না পেরে সে ভৌকি থেকে লাফিয়ে
উঠে আমার কাছে ছুটে গে। কী তার হাতের ছিল জানি নে। আমি
দাঁড়াতের মতো অমূল্যের ন্যূনের সিকে কেবল তেরে ফেললুম— হঠাৎ
একটা চাটুক বেয়ে তার ঘুম ঘেঁষে বিবর্ণ হয়ে গেছে। আমি আমার সমস্ত
শক্তি নিয়ে সন্ধ্যাকে ঘেঁষে গিলুম। পাখাদের টেবিলের উপর মাথাটা তার
থক করে ঝেকল, তার পাবে সেখানে থেকে সে মাটিতে পড়ে গেল। কিছুক্ষণ
তার আর লাড়া বইল না। এই পূর্বের তেরের পরে আমার নদীরে আর
একটুকু হল ছিল না। আমি ভৌকির উপরে বলে পড়লুম। অমূল্যের ন্যূন
আনন্দে বীণ হয়ে উঠল, সে সন্ধ্যার সিকে ফিরেও রাখলে না, আমার
পায়ে ধুলো নিয়ে আমার পায়ের কাছে বসল। করে কাটি, করে বাঁজা,
তার এই অস্বাভাবিক আর আমার নৃত্য বিবর্তনের শেষ ভাবাবিষ্ক। আর
আমি পাকলুম না আনার কারা তেরে পড়ল। আমি ভুটী গাড়ে ঝাঁচল
কিরে ন্যূন চলে যাবে ছুঁনিতে কাঁপতে লাগলুম। হাকে হাকে আমার পায়ে

মানক কল সবে মাঝে তেঁও চোখ বুলে হোন্, ঘেঁ অকথ্যে কহু
তব নি এমনিভাবে সখীপ টেবিলের কাছে বসে নিমিষলো কমালে বাপে
অমূল্য আমার পায়ের কাছ থেকে উঠে দাঁড়ালো, হুঁ হুঁ কবচে তা
চোখ।

সখীপ অসকোচে আমারে ঘূষের লিকে চোখ বুলে বললে, হ হ'হ'হ
টাকা।

অমূল্য বললে, এত টাকা তো আমারে বরকার নেই, সখীপদা,
হিসেব করে দেখেছি, সাতো তিন হাজার টাকা। হলেই আমারে এখনকার
কাজ উদ্ধার হবে।

সখীপ বললে, আমারে কাছ তো কেবলমাত্র এখনকার কাছটী না
আমারে বা বরকার তার কি সাধ্য আছে ?

অমূল্য বললে, তা হোক, উল্লিখিত বা বরকার হবে তার জন্তে আমি
হাবী, আপনি নই আড়াই হাজার টাকা বানীমিলিকে কিনিবে যিন।

সখীপ আমার ঘূষের লিকে চাইলে। আমি বলে উঠলুম, না, না, এ
টাকা আমি আর ছুঁতেও চাই নে। এ নিয়ে তোমাদের বা-বুনি তাই হবে

সখীপ অমূল্যের লিকে চেয়ে বললে, মেয়েবা যেমন করে লিখে পারে
এমন কি পুরুষ পারে ?

অমূল্য উল্লসিত হবে বললে, মেয়েবা যে ভেবী।

সখীপ বললে, আমিবা পুরুষবা বড়ো-বড়োর আমারে লিকিকে লিখ
পারি, মেয়েবা যে আপনাকে ভেত। ওরা আপনার প্রাণের ভিতর ঘেঁ
সন্ধানকে কল দেয়, পালন করে, ব্যক্তি থেকে নয়। এই লানই তো সব
হানি।

এই বলে সখীপ আমার লিকে চেয়ে বললে, হানী, আমা কুমি বা লিখ

হাঙ্গরের ঘোষ হয় উঠো বাড়ি আছে । আমার একটা বৃদ্ধি বুঝতে পারি, সন্ধ্যার আমারকে ডেকেছিল, কিন্তু আমার আর একটা বৃদ্ধি তোলে । সন্ধ্যার চরিত্র নেই, সন্ধ্যার লজ্জা আছে । সেই জেদ ও যে দুর্ভাগ্যে ভাবকে জাগিয়ে তোলে সেই দুর্ভাগ্যই দুর্ভাগ্যবান মাঝে । মেঘটার অক্ষর কৃষ্ণ গর হাতে আছে, কিন্তু কৃষ্ণের মধ্যে সন্ধ্যার অক্ষর ।

সন্ধ্যার কথানে সব গিনি বহুছিল না, সে বললে, জানী, তোমার এবারি কথাল আমাকে দিতে পার ?

আমি কথাল দেব করে দিতেই সেই কথালটি নিয়ে সে হাথার তোললে । তার পনেরই হঠাৎ আমার পাথের কাছে বলে পাত আমাকে প্রণাম করে গলে, তেরী, তোমাকে এই প্রণামটি দেবার ভাঙেই দুটে এসেছিলুম, কুড়ি আমাকে ছাড়া হেবে কেলে গিলে । তোমার এই বাক্যটি আমার গর । সেই বাক্য আমি হাথার করে নিজেছি ।

বলে হাথার তোললে সেলেছিল সেইখানটা আমাকে মেথিয়ে গিলে ।

আমি কি লজ্জা কুল বুঝেছিলুম । সন্ধ্যা কি দুটো হাত বাড়িয়ে দিয়ে তখন আমাকে প্রণাম করবেই এসেছিল ? তার মুখে তোলে হঠাৎ যে বক্তব্য কেনিতে উঠল সে তো মনে হল অস্বাভাবিক সেখানে সেলেছিল । কিন্তু হঠাৎ সন্ধ্যা এমন আশ্চর্য গর হাথারের ভাঙে যে বাক্য করতে পারি নে, লজ্জা সেখবার তোলে যেন কোন অজিমেত মেলায় বুকে আসে । সন্ধ্যাকে আমি যে আঘাত করেছি সে আঘাত সে আমাকে দ্বিগুন করে ফিরিয়ে গিলে, তার হাথার কাত আমার বুকের ভিতরে বকলানত করতে লাগল । সন্ধ্যার প্রণাম তখন সেলুম আমার কুড়ি তখন মহিমামিত্র যে উঠল । টেবিলের উপরকার গিনিগুলি সমস্ত লোকনিম্মাকে, বসেছিল সমস্ত জেনারকে, উলেকা করে কাক কাক করে হাঙ্গরের লাগল ।

আমাদেরই মতো অনুলোচনও মন কুলে সেল। কলকালের অন্ধে সন্ধ্যাপের প্রতি তারে যে স্নান প্রতিচ্ছন্দ হয়েছিল সেই আবার বাধানুত হয়ে উঠলে উঠল, আমার পূজার একা সন্ধ্যাপের পূজার তার জন্মের পুণ্যস্মৃতি লগ হয়ে গেল। মরণ বিশ্বাসের কী বিশ্বস্ততা জোড়-বলোকার তুচ্ছতা-বাহ আলোটির মতো তার চোখ থেকে বিকীর্ণ হতে লাগল। আমি পূজা নিলেম, আমি পূজা পেলেম, আমার পাপ জ্যোতির্ময় হয়ে উঠল। অনুলা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাত ছোঁচ করে বললে, কাম্যমাস্তব।

কিছু পূর্বের রাণী তো সব সময়ে স্তম্ভিত পাঠি নে। নিজের মনে ভিতর থেকে নিজের পাবে নিজের প্রত্যাকে বাচিয়ে রাখবার সখল আমার যে কিছুই নেই। আমার পোষার ঘরে ঢুকতে পারি নে। সেই গোচর সিন্ধুক আমার দিকে স্তব্ধটি করে থাকে, আমাদের পালক আমার দিবে যেন একটা নিষেধের চান্না বাচার। আপনাব ভিতরে আপনাব এই অসম্মান থেকে ছুটে পালাতে টেকে করে, কেবলই মনে হয়, সন্ধ্যাপের কাছে গিরে আপনাব গর তানি দে। আমার আত্মসম্মান মানির গরবের থেকে অগতঃ সেই একটুমার পূজার বেদী বেগে আছে, সেখান থেকে যেখানেই পা বাড়াই সেখানেই পূজ। তাই দিনবারি পট বেদী থাকতে পড়ে থাকতে চাই, তা চাই, গর চাই, দিনবারি গর চাই, পট মলের পেছালা একটুমার পান হতে থাকলেই আমি আর বাঁচি নে। তাই সময় নিম্নই সন্ধ্যাপের কাছে গিরে তার কথা শোনবার অঙ্কে আমার জাপ কাঙ্ক্ষ, আমার অস্থিরতা হুলাটু পাধার অঙ্কে মাথ পৃথিবীর মতো সন্ধ্যাপকে আমার এত চরুকাব।

আমার আমি শুধুবেলা যখন বেতে আসেন আমি তাঁর সামনে কলক পারি নে। অথচ না-বসতি এতট বেশি লজ্জা যে সেগ আমি পারি নে। আমি তাঁর একটু শিহনের দিকে এমন করে বসি যে তাঁর সঙ্গে আমার মুখোমুখি খটে না। সে দিন তেমনি করে কল আছি, তিনি ব্যাঞ্জন, এমন

সব বোঝানী এসে বসলেন। বললেন, হাওরো, তুমি কই-সব জাকাখির
নামনি চিঠি হেসে উল্লিখে থাক, কিন্তু আমার কই হয়। আমাদের এবার-
কাল কলকাতার টাকারটা তুমি এখনো বাজারে লাগিয়ে থাক।

আমার স্বামী বললেন, না, সময় পাই নি।

হেজোতানী বললেন, দেখো কই, তুমি বাজার আসাবলান, ক টাকারটা—

স্বামী হেসে বললেন, সে যে আমার লোহার ঘরের লোহার ঘরে লোহার
চিকুর আছে।

যদি সেখানে থেকে নেয়, বলা যায় কই।

আমার ও ঘরোয় যদি চোর চোরক তা হলে কোন দিন তোমাকে
চুরি হতে পারে।

কিন্তু, আমাকে কেউ নেবে না, হয় নই তোমার। নেবার যতো
কিনিস তোমার আসলার ঘরেই আছে। না নাট, হাট না, তুমি কই
চাকা দেখো না।

সব-কাজনা চালান যোত আর কিন শীতক আছে, সেট মজুট ক
টাকার আমি কলকাতার বাজারে লাগিয়ে দেব।

দেখো কই, কুলে বেতো না। তোমার যে বকম তোলা এন, কিছুট
বলা যায় না।

এ ঘর থেকে যদি টাক চুরি হয়ে তা হলে আমারই টাক চুরি হয়ে,
তোমার কেন পারে, বউবানী।

হাওরো, তোমার কই সব কথা শুনেও আমার পারে জব্ব আছে।

যদি কি আমার-তোমার তেল ঘরে কই বজি, তোমারই যদি চুরি
হয় সে কি আমাকে বাজারে না। লোভা বিবাহে সব কেড়ে নিয়ে আমার
এ লক্ষ্য কেউটি কেবোতেন তার দূলা চুরি আমি চুরি নে। আমি কই,
তোমাদের কলকাতার যতো কিনারি সেবার নিয়ে কুলে বাজারে লাগি
ন। সেখান আমাকে যা লিয়েছেন সেট আমার তেলতার চেয়েও বেশি।

কী লো ছোটোবানী, তুই যে একবারে কার্ঠের পুতুলের মতো ছুপ করে
 বটিলি ? জান তাই ঠাকুরপো ? ছোটোবানী মনে ভাবে, আরি তোমারে
 খোশামোদ করি। তা, তেমন দায়ে পড়লে খোশামোদই করতে চাই
 কিছু তুমি কি আমাদের হেবনি ফেরৎ যে খোশামোদের অপেক্ষা করে ?
 যদি চাও এই মাপের চক্রবর্তীর মতো তা হলে আমাদের বক্তাবানীও
 নেকসেস। আর খুণ্ডে যেত, আরপয়সাতীর মতো তোমার হাতে পাবে দখল
 করেই ছিন কাটত। তাও যদি, তা হলে ওর উপকার চাই, বানিয়ে বানিয়ে
 তোমার নিম্নে করদায় এক সময় পোত না।

এমনি করে মেজোবানী অনর্গল বলে যেতে লাগলেন, তাইই মাঝে
 মাঝে ঠেঙকিটা ঘণ্টটা চি-চিম্বাচ্ছে বুজোটার প্রতিও ঠাকুরপোর মনে
 যোগ আকর্ষণ করা চলতে থাকল। আমার তখন মাথা দুড়ছে। আর (এ
 সময় নেই, এখনই একটা উপায় করতে হবে।) কী হতে পারে, কী করা
 যেতে পারে, এই কথা যখন দার দার মনকে জিজ্ঞাসা করছি তখন মেজো
 বানীর বহুনি আমার কাছে আসছে অসহ্য বেশ হতে লাগল। কিন্তু
 আমি জানি, মেজোবানীর চোখে কিছুই লেগে না। তিনি কখনো
 আমার মূখের দিকে চাঞ্চিলেন, কী দেখছিলেন আমি নে, কিছু আমার
 মনে হচ্ছিল, আমার মূখের সমস্ত কথাই যেন সেই বদা পড়ছিল।

হুসারদের অস্থ নেই। আমি যেন নিতান্ত দয়ক কৌতুকে হেসে উঠে
 লুম; বলে উঠলুম, আসল কথা, আমার 'পরেই মেজোবানীর বক্তাবানী
 চোর ভাকাত সময় দাখে কথা।

মেজোবানী মুচকি হেসে বললেন, তা ঠিক বলছিস লো, মেজোবানীর
 চুবি কতো নরমেনে। তা, আমার কাছে বদা পড়তেই হবে, আমি তো মার
 পুরুষ-মাড়হ নই ! আমাকে ভোলাবি কী দিয়ে ?

আমি বললুম, তোমার মনে একই যদি ওর থাকে তবে আমার দ
 কিছু আছে তোমার কাছে নাহয় আমিই রাখি, যদি কিছু লোকসান পড়ি

একটি মিছে।

মেজোবানী ফেসে বললেন, কোনো একবার মেজোবানীর কথা
শুনো। এমন লোকসমূহ আছে যা ইংকাল পরকাল কাটান দিয়ে উদ্ধার
হয় না।

আমাদের এই কথাবার্তার মধ্যে আমার কান্না একটি কথাও বললেন
না। তার ব্যগ্গা হয়ে যেতেই তিনি থাইরে চলে গেলেন, আঙকাল তিনি
যাও বিলাস করতে করেব মনো বলেন না।

আমার অবিকাল আমি শুননা ছিল আঙকির ভিতর। সব আমার
নিকর কাছে যা ছিল তার নাম ছিল পুত্রের হাজার টাকার কম হবে
না। আমি সেট পছন্দের ব্যয় নিয়ে মেজোবানীর কাছে গুলে গিলুম।
তখন মেজোবানী, আমার এই পছন্দা বটল ফোঁটাও কাছে। এখন থেকে
আমি নিশ্চিত থাকতে পার।

মেজোবানী সঙ্গে হাত দিয়ে বললেন, পরা, দুটো বে অধিক করলি।
তুই কি সস্তি ভাবিল, দুটো আমার টাকা চুরি করবি এই ভয়ে হচ্ছে
আমার ঘুম হচ্ছে না।

আমি বললুম, ভয় করিয়েই যা ফোঁটা বী। সত্যের কে কাছে চেয়ে
বলে, মেজোবানী।

মেজোবানী বললেন, তুই আমাকে বিবাহ করে লিখা দিতে এসেছ
কি? আমার নিকর পছন্দা কোথায় দাঁদি টিক নেই, কোন্‌র পছন্দা
সত্যের নিয়ে আমি যদি আর কী। তার নিকে লাসী চাকর খুঁজে, কোন্‌র
ও পছন্দা চুরি নিয়ে হাত, তুই।

মেজোবানীর কাছ থেকে চলে এসেই বাড়ির বৈতক বান্ধা হয়ে অফলাকে
ফেল পাঠালুম। অফ্‌লার সঙ্গে সঙ্গে বেশি সন্ধ্যা এসে উপস্থিত। আমার
কখন ঘেরি করবার সময় ছিল না। আমি সন্ধ্যাকে বললুম, অফ্‌লার সঙ্গে
আমার একটু বিশেষ কথা আছে, আপনাকে একবার—

সন্ধ্যা কাটাইসি হেসে বললে, অমূল্যকে আমার থেকে আলাদা করে
দেখ নাকি ? তুমি যদি আমার কাছ থেকে একে জাহিজে নিতে চান তা
হলে আমি স্তব্ধ একিমে দাঁড়তে পারব না ।

আমি এ কথাই কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে বসিলাম ।

সন্ধ্যা বললে, অমূল্য! বেশ, অমূল্যের সঙ্গে তোমার বিশেষ কথা বেশ বলা
নিজে তার পরে আমার সঙ্গে একটু বিশেষ কথা বলার অবসর দিতে চান
কিন্তু । নইলে আমার চার হবে । আমি সব জানতে পারি, তার জানতে
পারি নে । আমার ভাল সকলের ভালের বেশি । এট নিজে চিত্তবিন্দু
বিদ্যাতার সঙ্গে লড়াই । বিদ্যাতাকে হারান, আমি হারব না ।

শীত কটাকে অমূল্যকে আশ্রয় করে সন্ধ্যা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল
অমূল্যকে বললুম, গাছী চাই আমার, তোমাকে আমার একটি কাজ করা
দিতে হবে ।

সে বললে, তুমি যা বলবে আমি তাই দিয়ে করব, কিচি ।

শালের জিহব থেকে গহনার বাঁধ দেব করে তার সামনে বেঁধে বললুম
আমার এই গহনা বন্ধক দিয়ে হোক, বিক্রি করে হোক, আমাকে ছ হাজার
টাকা বাত শীত পরে এনে দিতে হবে ।

অমূল্য বাখিত হয়ে বলে উঠল, না কিচি, না, গহনা বিক্রি-বন্ধক না,
আমি তোমাকে ছ হাজার টাকা এনে দেব ।

আমি বিরক্ত হয়ে বললুম, এ সব কথা রাখো । আমার আর একটু
সময় নেই । এট নিজে যা গহনার বাঁধ । আর হারের টেনেই কলকাতায়
যাও, পরশুর যতো ছ হাজার টাকা আমাকে এনে দিতে হবে ।

অমূল্য বাঁধের জিহব থেকে হীরের চিকটা আলোতে কুলে না
আবার বিচলিত হয়ে গেল । আমি বললুম, এই-সব হীরের গহনা টী
কালে সবচেয়ে বিক্রি হবে না, সেই জন্য আমি তোমাকে যে গহনা দিচ্ছি
এর নাম দ্বিধ হাজারেরও বেশি হবে । এসবই যদি ঘর সেও ভাল—

কিছু হু হাকার টাকা আবার নিশ্চয়ই চাই।

অমূল্য মনসে, যেকোনো মিনি, তেওয়ারি হাত থেকে এই-সে হু হাকার টাকা নিয়েছেন সন্দীপবাবু, এবং জগৎ অর্থাৎ তাঁর সঙ্গে কলকাতা করেছি। তোমার পারি নে, এ কী লজ্জা! সন্দীপবাবু বলেন, তোমার ওস্তাদ লজ্জা পেতেন করতে হবে। তা হু হো হো হো হিচ্ছ এ যেন একটা আলাদা কথা। তোমার ওস্তাদ মরতে ভয় করি নে, মাঝেতে মরা করি নে, এই শক্তি পোষি। কিছু তেওয়ারি হাত থেকে এই টাকা নেওয়ার চানি কিছুকে মন থেকে আত্মাভাবের পারিছি নে। এইখানে সন্দীপবাবু আমায় চেষ্টা অনেক শুন, ঠিক এক তিলক কোর মেরি উনি বলেন টাকা দার বাগে ছিল টাকা যে লুটিয়া তাবত এই মোহটা কাটাওনা। তাই, এতটা ব্যাকমা'রতা মন বিন্দু।

বলতে বলতে অমূল্য উৎসাহিত হয়ে উঠেন লালল। আমাকে জোতা পোশাক পরে এই-সব কথা বলবার উৎসাহ আনন্দ হেঁচ হেঁচ। ও বলতে বলেন, কীভাবে তুমি লালল সিক্কর বলেছেন আমায় এক কেউ মাঝের পাতে না। কাটিকে সব কথা, ও একটা কথা আর। টাকা হল কতটা সেই বলব কেউ কথা। টাকা কতটা এক কেউ লুটি কত না, লজ্জা কেউ সঙ্গে নিয়ে যায় না, ও তো কতটা আত্মাভাব আর না। ও আত্ম আত্মার, লাল আমায় চেলেদ, আর এক চিন আমায় হ্যাঁজনের। সেই চকল টাকা হল কতটা কারোই মন তখন তেওয়ারি অকর্মণ্য চেলেদ হ্যাঁজনে না পাতে সেপ-সেবকদের সেবার যদি লাগে তা হলে তাবত লিখা করলেই সে কি লিখিত।

সন্দীপের মুখের কথা তখন এই বলকের মুখে লুনি তখন ভয়ে আমায় কি কীপাতে থাকে। মারা লাগতে তাবা যদি বর্জিয়ে লাল নিয়ে বেশক, মরতে যদি হয় তাহলে জেনেতেনে মরক। কিছু, আমার, একা যে কাটা। শব্দ বিশ্বের আধিবার এরকম যে নিচর কথা করতে চাই। একা লাগবে

সাপ না জেনে হাসতে হাসতে তার সঙ্গে খেলা করতে যখন হাত বাঁধে তখনই স্পষ্ট বুঝতে পারি, এই সাপটা কী ভয়ঙ্কর অস্তিত্ব। সম্মীপ প্রিয় বুঝেছে— আমি নিজে তার হাতে মরতে পারি কিংবা এই ডেসেপ্টিক তার হাত থেকে ত্যাগিয়ে নিয়ে আমি বাঁচব।

আমি একটু হেসে অমূল্যকে বললুম, তোমাদের দেশসেবকদের সেবার ক্ষেত্রে ও টাকার ব্যবহার আছে বুঝি ?

অমূল্য সপর্শে মাথা তুলে বললে, আছে বৈকি। তাহাই যে আমাদের রাজা, পারিষদ। তাদের নিকি কর হয়। আপনি জানেন ? সম্মীপবাহকে ফালি ফালি ছাড়া অল্প দাঁড়িতে কখনো চড়তে দিই নে। হাফভোসে তিনি কখনো লেনমার সাক্ষাতিত হন না। তার এই মহালা তাঁকে হাফভোসে তার নিজের ক্ষেত্রে নয়, আমাদের সকলের ক্ষেত্রে। সম্মীপবাহ বলেন, সাধারণ বাবা উপর ঐক্যের সম্মোহনই হচ্ছে তাদের সব চেয়ে বড়ো অস্ত্র। কারিগরদের গ্রহণ করা তাদের পক্ষে কুশলগ্রহণ করা নয়, সে হচ্ছে আরো খতি।

এমন সময় নিম্নলিখিত হয়ে বললে, না, আমাদের কথা হয়ে গেছে। বিশেষ কিছু না।
তাহাতাটি আমার গমনের বাস্তব উপর পাল চাপা দিলুম। সম্মীপ বীকা হতে বিজ্ঞান। কবলে, অমূল্যর সঙ্গে তোমার বিশেষ করার পাল এখনো কুয়ের নি বুঝি ?

অমূল্য একটু লজ্জিত হয়ে বললে, না, আমাদের কথা হয়ে গেছে। বিশেষ কিছু না।

আমি বললুম, না অমূল্য, এখনো হয় নি।

সম্মীপ বললে, তা হলে দ্বিতীয়বার সম্মীপের প্রস্তাবন ?

আমি বললুম, হ্যাঁ।

তা হলে সম্মীপকৃত্বের পুনঃপ্রবেশ—

সে আর নয়। আমার সময় হবে না।

সকলের চোখের দিকে তাকান। বলল, কেমন বিশেষ কাজেরই সময়
নাহে, আর সময় নষ্ট করার সময় নেই।

উঠল। প্রথম সেখানে দৃশ্য সেখানে অবলা আশ্রমের অফিসের
কিছু থাকতে পারে কি? আমি তাই বুঝে গিয়েছিলাম, না, আমার
সময় নেই।

সকল যুগ কালী করে চলে গেল। অতীত কিছু উল্লেখ হয়ে বলল,
সেইদিন, সকলকে বিদায় করে দিল।

আমি তেজের সঙ্গে বললাম, বিদায় করে দেব না। আমি
এই একটি কথা তোমাকে বলে রাখি অতীত, আমার এই পক্ষের
কথা কুনি প্রকাশের সন্ধান থাকবে বলতে পারবে না।

অতীত বলল, না, বলব না।

তা হলে আর তেরি কোনো না, আর আমার পাড়ারই কুনি চলে
গেল।

এই বলে অতীতের সঙ্গে একটি আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। বাড়ির
দেখি বাতাসের সন্ধান পাড়িয়ে আছে। বললাম, যেমন সে অতীতকে
বোঝে। সেইটেই বোঝার জন্যে বোঝে থাকতে হল, সন্ধান, কী বলতে
পারিলাম।

আমার কথা বোঝার কথা না, বোঝার কথা, সময় সময় নেই

কখন—

আমি বললাম, আরো সময়।

অতীত চলে গেল। তবে একটি সন্ধান বলল, অতীতের কাছে একটি কী
সময় ছিল, কী কিসের দায়।

বাড়ীতে সকলের চোখ এতদিকে পড়ে নি। আমি একটি শব্দ করেছি
লাম, আশ্রমকে কী বলবার দায় তা হলে আশ্রমের সামনেই কিছু।

কুনি কি তাকান অতীত আমার কাছে বলবে না।

না, বলবে না।

সন্ধ্যাপের বাগ আর চালা খইল না, একেবারে আশ্রয় হয়ে উঠা বললে, তুমি যেন করছ তুমি আমার উপর প্রকৃত করবে। পাড়বে এ-
শই অমূল্য, একে বহি আমার পায়ের তলায় নাড়িয়ে দিই তা হলে এ-
কর হৃদয়ের মরণ হয়। একে তুমি তোমার পছন্দ করবে? আমি খং-খং
শে হবে না।

চল, চল। এত দিন পরে সন্ধ্যাপ বুকেতে পেয়েছে, ও আমার কথা
চল। তাই হয়। এই অশ্রু-মত বাগ। ও বুকেতে পেয়েছে, আমার
শক্তি আছে তার সঙ্গে জোর জবাবদি বাটল না, আমার কটাক্ষের মতো
পর তর্কের প্রাচীর আমি কেটে দিতে পারি। সেই ভয়েই আত্ম-
আত্মালম। আমি কেউ কথা না বলে একে ঘনি কেবল হাসলুম। এত দিন
পরে আমি ওর উপরের কোমর এসে ঠাকিয়েছি, আমার এ অশ্রু-মত
যেন না হারা, যেন না নাড়ি। আমার চরণটির মধ্যেও যেন আমার মা-
একটু থাকে।

সন্ধ্যাপ বললে, আমি জানি তোমার ও বাগ পছন্দ করব।

আমি বললুম, আপনি যেমন-খুশি আশ্রয় করুন, আমি বলব না।

তুমি অমূল্যকে আমার চেয়ে বেশি বিশ্বাস কর? জান? এই বলে
আমার হৃদয় চালা, আমার প্রতিশ্রুতির প্রতিশ্রুতি, আমার পায়ের
সঙ্গে সেলে ও কিছুই নয়।

যেখানে ও তোমার প্রতিশ্রুতি নয় সেইখানে ও অমূল্য, সেইখানে আমি
ওকে তোমার প্রতিশ্রুতির চেয়ে বিশ্বাস করি।

মাঝের পূজা-প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তোমার সমস্ত পছন্দ আমাকে দিতে
প্রতিশ্রুত আছ, সে কথা কখনো চলেবে না। সে তোমার হেঁজুরই হা
গেছে।

দেখতা বহি আমার কোনো পছন্দ বাকি রাখেন তা হলে সেই পছন্দ

এতদ্ব্যতীত কেন? আমার যে পছন্দা চুরি যায় সে পছন্দা কেন কেন করবে?

সেহে, কুখি আমার কাছ থেকে অর্থন করে কখনো নাগর চেহা কোরো।
এখন আমার কাছ আছে, সেই কাছ আসলে হয়ে থাক, তার পরে
এখনের গুটি মেয়েলি হুলাকলা বিখ্যাতের সময় হবে। এখন সেই কীলার
কমিন যোগ দেব।

এ মুহুর্ত আমি আমার কামীর চোখা চুরি করে সন্ধ্যার হাতে নিয়েছি।
এই মুহুর্ত থেকেই আমাদের সমাজের ভিতরকার প্রবৃত্তি চলে গেছে।
কিন্তু যে আমাদেরই সময় দুলা মুচিরে নিয়ে আমি কান্দা কান্দা হাতো লগা
হয়ে গছি তা নয়, আমার পুরী সন্ধ্যারের লোক ভালো করে খেলবার
সব কাছাকাছি আছে না। মুহুর্তের মধ্যে না হলে লোক তার উপর আর তীর
বাত চলে না। সেই ভুলে সন্ধ্যারের আত্ম আর সেই কীরে মুক্তি নেই।
এই সময়ের মধ্যে কলহের কলহ উপর আনবার লক্ষ্যে

সন্ধ্যার আমার মুখের উপর তার উপর। চান্দ্রাণী কুলে বলে হইল,
সময়ে সেময়ে তার চেহা যেন অসংখ্য আকাশের তুফান হতো কলে
কলে লাগল। তার পা দুট একবার ঢকল হয়ে উঠল। বুকের পারলুম
সেই উঠি করছে, এখনই (সে উঠ) এসে আমাকে চলে করবে। আমার
বুকের ভিতরে ফলতে লাগল— সমস্ত সন্ধ্যারের লিঙ্গ সবলব করছে, কখনো
কথা এক কাঁ ধাঁ করছে। বুকের, আর হেটু বসে থাকলে আমি আর
উঠতে পারতাম না। প্রাণপণে লক্ষিতে আসন্ন্যাক চৌকি থেকে ভিত্তি নিয়ে
কোঠে সরজার দিকে ছুটলুম। সন্ধ্যারের কলহের কলহের মধ্যে থেকে কুলারে
টিল, কোথায় পালায়, হানী?

সবকালেই সে লোক নিয়ে উঠে আমাকে বহুতে গেল। এমন সময় বাইরে
চিহ্ন বসে কোনো যেতেই সন্ধ্যার চান্দ্রাণী চৌকিতে ফিরে এসে
লেন। আমি বাইরের বেশকের দিকে দূর করে বইগুলো মাঝের দিকে
ফাকিয়ে হইলুম।

আমার স্বামী যবে ডোকরা মারট শঙ্কীল বলে উঠল, শুধে নির্দিষ্ট
তোমার শেল্কে হাউনি' নেট ১ আমি মকীহানীকে আমারেব ১০৮
কলেম-ভাবের কথা বলছিলাম। মনে আছে তো ১ হাউনিচের ১০৮
কবিতাটি-তজমা নিয়ে আমারেব ১০৮ জনের মধ্যে লড়াই ১ বল কী ১ ১০৮
নেট ১ সেই যে—

She should never have looked at me,
If she meant I should not love her !
There are plenty .. men you call such,
I suppose .. she may discover
All her soul to, if she pleases,
And yet leave much as she found them .
But I'm not so, and she knew it
When she fixed me, glancing round them

আমি চিঠিতে লিখেছি তার একটি বাংলা কবেছিলুম, কিন্তু সেটা এখন
হল না 'গৌড়কন্যা'তে আমারেব করিয়ে ল'ল যুগে নির্দয়'। এক দিন
হাউনিচের কথা বলি, আর সেটি নেট ১ বিখ্যাত কথা করে আমায়
সে ফাঁড়া কাটিয়ে গেলেন। কিন্তু আমারেব হকিম্বাচরণ, সে যদি তার
নিম্নক মফালের ইনস্পেক্টর না হত তা হলে নিশ্চয় কবি হতে পারত, ১
খাসা তজমাটি কবেছিল, শুধে মনে হয়, তিক যেন বাংলাভাষা পড়ছি
কেন কিয়োগ্যকিতে নেট এমন কোনো কোণে ভাষা নেই—

আমায় ভালো বাসবে না সে এই যদি তার ছিল জানা,
তবে কি তার উচিত ছিল আমার নামে লুটী হানা ১
তেমন-তেমন অনেক মানুষ আছে তো এই পরাবাসে
(যদিও ডাই, আমি তাদের গনি নেকো মাফুস নাহে)—

। তত্বে তৎপাত করত । আর চলবে না, যখন তোমাকে আমার জন্যে
ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে ।

মুসলমানের চরে না আরও কোনো ভয় আছে ?

এমন ভয় আছে যে ভয় না থাকারী কাপুরুষতা, আমি সেই তা
থেকেই বলছি তোমাকে যেতে হবে, মসখীপ । আর দিন-পাঁচেক পরে আমি
কলকাতায় বাছি, সেই সময় তোমারও আমার সঙ্গে থাকতে চাই । আমাদের
কলকাতায় বাচিতে থাকতে পার, তাতে কোনো বাধা নেই ।

আচ্ছা, পাঁচ দিন চাণবাব সময় পাননা গেল । ইতিমধ্যে মসখীপ
তোমার মউচাক থেকে দিল্লীর চব্বার গুল্মগান করে নেওয়া থাক
আমুনিক বালাব কবি, খোলো তোমার আর, তোমার বাই লুই বা
নিই— চুবি তোমারই— চুমি আমারই গানকে তোমার গান করে—
নাহয় নার তোমার হল, কিছু গান আমার ।

এই বলে তার বেস্তব মৌা মোটা ভাটা গলায় ঠেঙবীতে গ-
দয়লে—

মধুকতু নিভা হবে বটল তোমার মধুর দেশে ।

বাগদা-আশার কণ্ঠাটামি তাগদায় লেগা যেচার ভেঙ্গে ।

খায যে জনা সেই শুণু বায, ফুল ফোটা ভো ফুরোষ না ছায,

করবে যে ফুল সেই কেবলই হবে পল্লভ বেলোমেষে ।

যখন আমি ছিলেম কাছে তখন কত সিরেচি গান,

এখন আমার বুবে-বাগদা, এবং কি গো নাই কোনো গান ।

পুলকনের ছায়ায় ঢেকে এই আশা তাঁই সেলেন রেখে—

আত্মন-ডরা আত্মনকে জোর কাশায় ঘেন আছাচ এসে ।

সাহসের অব নেই— সে সাহসের কোনো আবেগ নেই, এবং

আত্মনের অতো নর । তাকে বাধা দেওয়ার সময় পাওয়া যায় না ; তার
নিকে কদা ঘেন বন্ধকে নিকে কদা, বিদ্বান সে নিকে ঘেনে উকিরে সে

আমি বাইরে বোঝে এসুম। বাইরে ভিতরের দিকে বদল চলে যাচ্ছিল
হাস্য তেজি, অমূল্য কোথা থেকে এসে আমার সামনে ঠাট্টাঘোলা। বললে,
কিছু কিছু ভেবে না। আমি চললুম, কিছুকিছু নিশ্চল হয়ে
কিছু না।

আমি তার নিতাল্প তল দূরের দিকে চলে বললুম, অমূল্য, নিজের
কাজ ভাবনা, যেন তোমাদের সঙ্গে ভাবের পারি।

অমূল্য চলে যাচ্ছিল, আমি তাকে ডেকে ডিজানা করলুম, অমূল্য,
তোমার মা আসছেন ?

আছেন।

যেন ?

এই, আমি যাযের কেয়ার হলে। বাবা আমার খবর বললে ছাড়া
আছেন।

যাক তুমি, তোমার মায়ের কাছে গিয়ে বাব, অমূল্য।

হিহি, আমি যে এখানে আমার মাকেন লেগছি, আমার কোনকেন
সমস্যা।

আমি বললুম, অমূল্য, আজ রাতে বাবার আসে তুমি এবার থেকে
সব ফেরা।

সে বললে, সময় হবে না চিহ্নিতানী, তোমার পালক আমার সঙ্গে যাবে,
আমি নিয়ে যাব।

তুমি কী ক্ষেত ভালোবাস, অমূল্য ?

মায়ের কাছে থাকলে সৌভাগ্যে সেরে তার দিই বেড়ুম। জিরে এসে
তোমার কাকের ঠেকি দিই যাব, চিহ্নিতানী।

নিখিলেশের আত্মকথা

বাঁহি তিনটে'র সময় জেলে উঠেই আমার চোখ মনে হয়, যে কণা আমি এক দিন বাস করতুম সে যেন হবে কৃত হয়ে আমার এই বিচীন, এই গর, এই-সব জিনিসপত্র দপল করে গলে আছে। আমি বেশ বুঝে পারলুম, যাঁহর কোন পরিচিত লোকের কৃতকেশও হয় করে। চিরকালের জন্যে যখন এক মুহূর্তে অজানা হয়ে গঠে তখন সে এক বিচীর্ণ জীবনের সমস্ত ব্যবচারণ যে সত্য ঘোষে চলছিল, আজ তাকে যখন এমন খালে ডালাতে হয়ে যে খাল এমনো কাটা হয় নি, তখন বিষম দাঁড়া লগে যায়, তখন নিজের স্বভাবকে বাঁচিয়ে চলা শুরু হয়, তখন নিজের দাঁড় তাকিয়ে মনে হয়, আমিও বুড়ি আব-একজন কেউ।

কিছু দিন থেকে বুঝতে পারছি, সমীপের লল-বল আহারের ভরসা উপাত্ত শুরু করেছে। যদি আমার স্বভাবে দ্বিগুণ থাকতুম তা হলে সমীপের জোবের সঙ্গে বলতুম, এখান থেকে চলে যাব। কিন্তু গোলেমান অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছি। আমার পদ আর সরল নেই। সমীপকে চলে যেতে কলার মতো আমার একটা লজ্জা আছে। সব সঙ্গে আর-একটা গা এসে পড়ে, তাতে নিজের কাছে ছোটো হয়ে যায়।

দাম্পত্য আমার জিতবের জিনিস ছিল, সে তো কেবল আমার গৃহস্থ আশ্রম বা শাসাবহা হা নয়। সে আমার জীবনের বিকাশ। সেই কতটা বাইরের দিক থেকে গর উপরে একটুও ছোব দিতে পারলুম না, কিন্তু সেলেই মনে হয়, আমার দেহতাকে অশ্রমান করছি। এ কথা কাউকে বোঝাতে পারব না। আমি চরতো অকৃত। সেই কতটাই হজতো ঠকলুম। জিত আমার বাইরে'কে ঠকা থেকে বাঁচাতে গিয়ে জিতকে ঠকাই কী করে।

যে সত্য অস্তর থেকে বাইরে'কে দখী করে তোলে আমি সেই সত্য

শীত। নিমেষিক। তাই আত্ম-আত্মকে বাইরের জগৎ থেকে দূর করে দিও।
 তে। আত্মকে (সেই) আত্মকে বাইরের জগৎ থেকে দূর করে দিও।
 দূর করে দিও সেই দূর করে দিও।
 দূর করে দিও সেই দূর করে দিও।
 দূর করে দিও সেই দূর করে দিও।

সেই মুক্তিযে যান যে-এই সাক্ষী। থেকে থেকে অস্বস্তির ভিতর
থকে আসার অস্বস্তির ভিতরে সাক্ষী সান (স্বপ্ন উ)।
বাহ্যে ভেতরে সেই স্বপ্ন মুক্তি (স্বপ্ন উ)।
স্বপ্ন উ। সেই স্বপ্নস্বপ্ন থেকে থেকে স্বপ্ন উ।

[illegible]

ফিলিপিনা থেকেই সেখানে আসি, সন্ধ্যা হলে আইনগার বাড়িতে।
সন্ধ্যা আসিবার কথার পর যেখানে গিয়েছিল সেটি, সেখানে ভেলকি
বসিয়ে তোলাতোই এর আশঙ্কা। যখন আইনগার ঘনিষ্ঠ পর জন্ম হলে তা হলে
নবাবসি দিয়ে মনোহাঙ্গ জোজ্ঞন করাই যে মনোহাঙ্গ বাড়িতে আসিবার কথার
পরে সেখানে সাধন, এটি কথা নুতন মুক্তিবে প্রমাণ করে ও পুনর্জিত হয়ে
উঠে। জোলাতোই তার কান্না মিছেকেন না কুসিমে সে থাকতে পারে
না। আইনগার বিবাহ, সন্ধ্যা কথার হয়ে যতবার নুতন-নুতন কৃতক গতি

করে প্রত্যেকবার নিজেই মনে করে 'সত্যকে পেয়েছি'— তার এক কথের
সঙ্গে আর-এক সঙ্গীর হস্তই বিরোধ থাকে।

যাই হোক, দেশের মধ্যে আমার এই 'তাড়িখানা' নামিবে জেলায়
আমি কিছুমাত্র সাড়া দিতে পারব না। যে তরুণ দুঃখেরা দেশের কাজে
লাগতে চান, গোটা থেকেই তাদের মেনা অত্যাস করানোর চেহারা
আমার ঘেন কোনো চাত না থাকে। যবে কুলিয়ে যাবে কাজ আমার
করতে চায় তারা কাজটারই খাম খটো করে দেখে, যে মানুষের মনে
জোলায় সেই মনের নাম তাদের কাছে কিছুই নেই। প্রমত্ততা থেকে
দেশকে যদি বাঁচাতে না পারি তবে দেশের পূজা হবে দেশের বিধিনিষেধ,
দেশের কাজ বিমূখ সম্মানের মতো। দেশের বুকে এসে থাকবে।

বিমলাব সামনেই সম্মীপকে বলেছি, তোমাকে আমার বাড়ি থেকে চাল
মোতে হবে। এতে চমকটা বিমলা এবং সম্মীপ দুজনের আমার মনে
কুল বৃদ্ধি। কিন্তু এই কুল বোঝার তার থেকে মুক্তি চাই। বিমলা
আমাকে কুল বৃদ্ধি।

ঢাকা থেকে মৌলবি প্রচাবকের আনন্দগোনা চলছে। আমাদের
এলাকার মুলমানেরা গোটাটাকে প্রায় বিক্রয় হস্তেই থালা করত। কিন্তু
হুই-এক কাছপায় গোটা-কম্বাই দেখা গেল। আমি আমার মুলমান প্রজাদের
কাছে তার প্রথম খবর পাঠি এবং তার প্রতিবাদ শুনি। এবারে বৃদ্ধ
ঠেকানো শক্ত হবে। বাপারটার মূলে একটা ক্রিয়ম জেব আছে। বাকী
দিয়ে গেলে ক্রমে তাকে অক্রিয়ম করে তোলা হবে। সেইটেই
আমাদের বিচ্ছিন্ন পক্ষে চাল।

আমার প্রধান প্রধান বিন্দু প্রজাকে তাকিয়ে অনেক করে বোঝাবার
চেষ্টা করলাম। বললাম, নিজের বই আরবা রাখতে পারি, পরের বইয়ের উপর
আমাদের হাত নেই। আমি বোটার ব'লে শাক তো রক্তপাত করতে পারি
না। উপায় কী? মুলমানকেও নিজের বইমতো চলতে দিতে হবে। তোমার

কোলমাল কোরো না ।

ভাড়া বললে, যাহায্য, এই দিন তো এসব উপলব্ধি ছিল না ।

আমি বললাম, ছিল না, সে অনেক ইচ্ছা । আমায় ইচ্ছা করেই থাকে
'নৃত্য হয় সেই পথটী হোমো' । সে তো কলকাতার পথ নয় ।

ভাড়া বললে, না যাহায্য, সে দিন এটী, আসল না বললে কিছুতেই
যাবো না ।

আমি বললাম, আসলে কোথায় তো যাযাবরী না, তার উপরে যাহায্যের
কিছু ছিলো খেতে উঠতে থাকবে ।

একর মতো একজন ছিল টি-ব্রেডি পড়া, সে খেলকান দুলি আকড়াতে
শিবেচে । সে বললে, সেখান, এটা তো একজন একটা সাধারণত কথা নয়,
যাহায্যের বেশ কৃষিকরান, এ তোমার খেতে যে—

আমি বললাম, এ তোমার মহিষের চুর দেয়, মহিষের চুর করে, কিন্তু তার
কাতামুত মাথায় নিয়ে সবচেয়ে বড় হোমো যখন উঠেন তবু নৃত্য করে বেড়াই,
তখন ঘরের কোঠাটী নিয়ে দুসলমানের সঙ্গে বলতা বললে বহু মনে মনে
হাসেন, কেবল কলকাতাটী বললে হয়ে পড়ে । কেবল কোঠাটী যদি অবশ্য হয়
যাহা হোমো যদি অবশ্য না হয়, তবে পটা যদি নয়, এটা অল্প সাধারণ ।

টি-ব্রেডি-পড়া বললে, এর নিচেনে কে আছে সেটা কি দেখতে পাচ্ছেন
না ? দুসলমানেরা জানবে সেবেচে তাহলে শান্তি হবে না । পান্থকের কী

কাণ্ড তাড়া করেচে শুনেছেন তো ?

আমি বললাম, এটী যে দুসলমানের অর্থ করে আর্থ আমায়ের উপরে
হোনা সত্যর ভাষে, এটী অসুটী যে আমায় নিচের তাহলে শান্তিযেচি । বহু যে
এমনি করেই বিচার করেন । আমায় বা এর কাল হবে কনিচেরি আমায়ের
উপরেই তা বহু হবে ।

টি-ব্রেডি-পড়া বললে, আচ্ছা ভালো, তাটী বহুত হয়ে থাক । কিন্তু এর
কথা আমায়েরও একটা কথ আছে— আমায়েরই এবার জিত— যে আইন

ওদের সকলের চেয়ে বড়। নাকি সেই আইনকে আজ আমরা খুঁটিয়ে
করেছি, এত দিন এরা বাক্য ছিল, আজ ওদেরও আমরা ভাঙাতি খেয়ে
এ কথা টকিটাসে কেউ লিখে না, কিন্তু এ কথা চিরদিন আমাদের মা-
থাকবে।

(এ দিকে কাগজে কাগজে অখ্যাতিতে আমি বিখ্যাত হতে লাগলাম
তখনই চক্রবর্তীরের এলাকায় নতুন করে দুশান ঘাটে কেশবেরের মন
আমার কৃপণাভাব দানিয়ে খবর খবর করে সেটাকে ভাঙ করেচে, তার মত
আরও অনেক অসম্মানের আয়োজন ছিল। এরা কাগজের কল খুলে
কাববার করবে বলে আমাকে খবর দেওয়া কেনায়ে এসেছিল। আমি
বলেছিলুম, যদি কেবল আমার এট-কটি টাকা লোকসান হেত খেদ ছিল
না। কিন্তু তোমরা যদি কাবখানা খোল তবে অনেক পরিবার টাকা মার
যাবে, এট-জুড়েই আমি খেদার কিনব না।

কেন মশাই, দেশের হিত কি আপনি লক্ষ্য করেন না ?

কাববার করলে দেশের হিত হতেও পারে, কিন্তু দেশের হিত বরা-
কলেই তো কাববার হয় না। যখন মাপা ছিলুম তখন আমাদের ব্যয়
চলে নি। আর, খেদে উঠেছি বলেই কি আমাদের ব্যয়সা হু হু করে
চলবে ?

এক কথায় বলুন-না, আপনি খেদার কিনবেন না।

কিন্তু যখন তোমাদের ব্যয়সাকে ব্যাবসা বলে বুঝব। তোমাদের
আত্মন জ্বলছে বলেই যে তোমাদের ইচ্ছা চতবে, সেটার তো খোলা-
প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখছি নে।

এরা মনে করে, আমি খবর হিসাবী, আমি কৃপণ। আমার ফকৈ কল
বাবের হিসাবের খাতাটা এদের খুলে দেখাতে ইচ্ছা করে। আর, সেই
এক দিন মাতৃকৃষিতে কলের উন্নতি করতে কসেছিলুম, তার ইতিহাস
এরা বুঝি জানে না। ক' বছর ধরে জাত্য মহিলার থেকে আর আনিবে ও

কোনো। সময়কারি কৃষিবিজ্ঞানের কঠোরতর পরামর্শে বড় বড়ের কবল বহন
 তেত পারে তার কিছুই থাকি থাকি নি। অবশেষে তার থেকে মজলটা কী
 হোক সে আমার এলাকার চাষিদের চালা অধিকার। আশুভ (সেটা চালা
 তো পেছে) তার পরে সময়কারি কৃষিবিজ্ঞানকে বজায় করে এখন অনেক কাজে
 চালানি সিঁহ কিংবা বিহেলী কামাংসের চাষের কথা বলতে পেছি এখন
 অনেক পেয়েছি, সেই পুরোনো চালা হানি আর চালা থাকে না। কোন
 এখন কলসেরকলের কোনো লাভানক ছিল না, লাভানকটা হয় কখন নীচের।
 আর, সেই-যে আমার কলের জাহাজ — এর হোক, সে সব কথা তুল লাভ
 কী। কলসিদের যে আশুভ একে আশুভ হোক আমারই কলসিগুলি সব
 তাই যদি থাকে তবে তো এক।

এ কী ধরন। আমাদের চাকরার কাড়'রোম কাড়'র হয়ে গেছে। কাল
 তাই লবন লাভনার লাভে লাভ হাজার টাকার এক কিশি সেখানে কম
 লাভিল, আজ তোরে নৌকা করে আমাদের লবন বহন হবার কথা।
 লাভানক ভবিষ্যৎ বলে বলে নায়েব টাকার থেকে লাভ। চা'য়ে লব কৃষি
 শিকার নোট করে কাড়'রকি করে বেছে'ছিল। আশুভ হারে কাড়'রের
 এর বন্ধু-পিতুল নিয়ে হালখানা লুণ্ঠে। কালের লবন পিতুলের পুলি
 পরে কখন হয়েছে। আশুভের বিষয় এই যে, কাড়'রেরা কেবল ছ টাকার
 টাকা নিয়ে ব্যক্তি ছেড হাজার টাকার মোট ঘরের মতো ডকিবে কোল চলে
 গেলে। আমাংসে লব টাকার নিয়ে আশুভে লাভক। হাট হোক,
 শাক্তের পালা শেষ হল, এইবার পুলিসের পালা আরম্ভ হবে। টাকা
 তা পেয়েই, এখন লাভানক থাকবে না।

ব্যক্তি ভিতরে গিয়ে বেশি সেখানে বড় বড় পেছে। হোতাওয়ানী
 সে কলসে, ঠাকুতপো, এ কী সন্ধান।

আমি উল্লিখে দেবার জন্যে কলসুন, সন্ধানের এখনো অনেক ব্যক্তি

এই সে দিন সন্ধ্যায়, নদীর ধারে তোমাকে নিয়ে এরা এক ভাণ্ড খাবেন বলেছে ! তি ছী ! আমি তো ভয়ে মরি ! ছোটোবানী যেমের কাছে পড়তে গর তো ভয়-ভয় নেই ! আমি কেনারাম পুস্তকে চাকিয়ে পাণ্ডিত্যবোধে বোঝাবার করে নিয়ে তবে বাচি ! আমার মাথা খান খানকরসে, তুমি ওর কাতায় বাণ ! এখানে থাকলে এরা কোন দিন কী করে এসে !

মেজোবানীমিহির ভয় ভাবনা ছাড় আমার প্রাণে তুমি বসন করলে মরশুণ, তোমাদের লসনের দ্বাবে আমারে তিকা কোনো দিন খুঁজে নী !

সানকরসে, তোমার শোবার ঘরের পাশে ওই-দে টাকটা জেবেছ, ওই ভালো করছ না ! কোন রিক থেকে এরা ঘর পায়ে আর পেরকালে— আমি টাকার ভয়ে ভাবি নে, ভাই— কী জানি—

আমি মেজোবানীকে ঠাণ্ডা করবার জন্যে বললুম, আজ, ও টাকটা বেব করে এখনই আমারে পাণ্ডিত্যবোধে চাকিয়ে দিচ্ছি ! পরশদিন কলকাতার ব্যাংকে জমা করে দিয়ে আসব !

এই বলে শোবার ঘরে ঢুকে সেখি, পাশের ঘর বন্ধ ! সবজাতি বাব সিনেট তিতব থেকেই বিমলা বললে, আমি কানচ ছাচ্ছি !

মেজোবানী বললেন, এই সকাল-বেলাতেই ছোটোবানীর সাক্ষ হতে অবাক করলে ! আজ বুন্দি গেলের কলকাতার ঘরের বৈঠক বসবে ! ওলো, ও ছেবীচীখুবানী, লুটের মাল বোঝাই হচ্ছে নাকি ?

আজ-একটু পরে এসে সব গ্রিক করা যাবে, এই বলে বাইরে এসে সেখি সেখানে পুলিশ-ইন্সপেক্টর উপস্থিত ! জিজ্ঞাসা করলুম, কিম্বা সন্ধ্যা

দেব কামেশ্বর শ্রীমন্তে ।

সে কী কথা ! ওই তো ভয়ম হইতে ।

ভয়ম কিছু নয় । শায়েব চামচা-এরো কেতুমনি বক শব্দেই । সে সব
সেই কীতি ।

কালেমকে আমি কোনোরূপেই সত্যের কথাই জানিবে না ।

বিশালী সে কথা মানিতে গতি আছে, কিন্তু তাই বলেই যে চুরি করিতে
শায়ের না তা বলা যায় না । এম সেখানে পশ্চিম দেশের যে লোক বিশ্বাস
করে এসেছে সেও এক দিন ।

তা যদি হয় আমি একে ছেলে দিতে পারেন না ।

আপনি যেমন কেন ? তার হাতে সেবার তার ছোট ছোট ।

কালেম ছ ছাড়াও টাকা নিয়ে বাকি টাকাটা কেলে রাখলে কেন ?

ওই বোকাটা মনে করে সেবার কাজটী । আপনি শাই মদুন, লোকটা

শাই । ও আপনাদের কাছাকাছিই পড়ায় সে, যেসকল কাছাকাছি এ

অকলে মত চুরি কাছাকাছি হইতে নিশ্চয় তার মনে না আছে ।

শাইবালগা পশ্চিম-দেশে মাইল দুই কাছাকাছি সেও এক হইতে দেখেন

করে কিংবা এসে মনিষের কাছাকাছিই কাছাকাছি সেখানে শায়ের ইন্সপেক্টর
তার অনেক চুরিও দেখাশোনা ।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কালেমকে এনেছেন ?

তিনি বললেন, না, সে মানস কাছাকাছি । এখনই যেপুটিয়ায় আসতে
গমত আসছেন ।

আমি কালুম, আমি তাকে দেখতে চাই ।

কালেমের সঙ্গে সেবা হুগা মাত্র সে আমায় না অচিরে করে কেঁকে বললে,

খোদার কল, মহারাজ, আমি এ কাজ করিনি।

আমি বললুম, কাসেম, আমি তোমাকে সম্বোধ করি নে। তুমি তোমার, বিনা মোরে তোমার শাপ্তি ঘটতে দেব না।

কাসেম তাকাতকৈর ভাবনা করিতে পারিলে না। কেবল দুঃ

অত্যাধিক করতে লাগল— চার শো পাঁচ-শো লোক, এত বড়ো বড়ো কল
তলোয়ার ইত্যাদি। বললুম এসময় বাজে কথা, হয় ভয়ের দ্বিগুণ হয়
বেড়ে উঠেছে, নয় পরাভবের লক্ষ্য চাপা দেবার জন্যে বাড়িয়ে তুলেছে
শব্দ দাবণ্য, চবিশকুড়র সঙ্গে আমার পক্ষান্ত, এ তাইটী কাজ, এমন কি
জাহেদর একোম সহাবের গলায় আশ্রয়াক স্মৃতি স্মৃতিতে পেয়েছে বলে তার
বিশ্বাস।

আমি বললুম, হেগ, কাসেম, আশ্রয়াকের উপর ভর করে ব্যবহার লাগে
নাম জড়াস নে। চবিশকুড়র এর মতো আছে কি না সে কথা বসিয়ে
তোলাবার ভাব তোমার উপর নেই।

বাচি কিংব সেসে মানসাব-মশাযকে ভেঙে পাঠালুম। তিনি মাথা নোচ
বললেন, আর কল্যাণ নেই। সময়ে পরিবে গিরে কেন্দকে তার আশ্রয়
বসিয়েছি, এমন কেন্দর সমস্ত পাপ উদ্ধার হয়ে ফুটে দেয়াবে, তার আর
কোনো লক্ষ্য থাকবে না।

আপনি কি মনে করেন এ কাজ—

আমি জানি নে, কিছু শাসনের হাওয়া উঠেছে। লাপ লাপ, হেমা
এলেকা থেকে গুরের এখনই বিদায় করে শাপ।

আর এক দিন সময় জিরেছি। পরন্তু এরা সব দায়ে।

হেগ, আমি একটি কথা বলি, বিমলাকে তুমি কলকাতায় নিয়ে যাও
এখান থেকে তিনি বাটবোটাতে সাক্ষীৰ্ণ হবে কেন্দ্রেন, সব মাদ্রবের তা
তিনিদের গ্রিক পরিমাণ দ্বারা থাকছেন না। ঐকে তুমি একবার পুখিটী
হেথিয়ে লাও— মাদ্রবকে, মাদ্রবের কর্মকেহকে, উনি একবার কড়া জাণ

জেনে জেনে নিল।

আমিও ওই কথাই চাখছিলাম।

কিন্তু, আমি যেবি কোথো না। সেখো নিখিল, মাড়লের ইতিহাসে শব্দীর সবল সেনকে সমস্ত আড়ল নিয়ে বৈরি হয়ে উঠেছে। ওই সময় শব্দীরেও বহুকে বিকিয়ে লোককে বাড়িয়ে তোলা চলবে না। আমি নানি, কুরোশ এ কথা মনেই লগে মানে না, কিন্তু তাই বলেই যে কুরোশটি খায়ালি শুক এ আমি মানব না। শব্দীর কণ্ঠে হাতের মতের অমর হয়, কোনো আশ্রিত বসি মরে যা হলে মাড়লের ইতিহাসে লেন অমর হবে। ওই শব্দীর অতীত জগতের মতো ওই কানহরায়টি খাটি হয়ে উঠুক, শব্দীরের অসংকীর্ণ অতীতটির মাড়লমানে। কিন্তু বিশেষ থেকে এ কী শব্দীর মতাবলী লেন আমায়ের লেন পূরণ করলে।

সমস্ত লিন এটী-লব নানা হাফামে কেটে গেল। জাঁক হয়ে গিয়ে কয়েক মন্থ। সেই টীকাটি আমে বের না করে কাল লকালে লের কাঁচের বেধ খির করেছি।

হাতে করল একে সমস্ত দুই জেতে গেল। দর অতীত। একটা কিসের লক যেন অন্যতে পাচ্ছি। লুচি কেউ কানহে।

থেকে থেকে বাহল্য হাতের সমস্ত হাফামে মতো চোখের কলে করা এক-একটা লীদনিখাস অন্যতে পাচ্ছি। আমে ও মনে হল, আমায় ওই সমস্তের থেকে ভিত্তিকার কাজ।

আমায় হয়ে আর কেউ নেই। বিলা কিছ লিন থেকে হোমনা-হেটী শব্দীর হয়ে শোয়। আমি বিচানা থেকে উঠে লকলুম। বাইরের দাড়াখায় গিয়ে লেখি, বিলা মাটির উপর উপড় হয়ে লগে দরোহে।

এ-সব কথা লিখতে লগা যায় না। এ যে কী, তা কেবল লিখিট আমের লিনি লিখের অর্থের মধ্যে লগে উপরতের সমস্ত বেলাকে লেখল করছেন।

আকাশ হুক, তারাতলি নীল, তারি নিশব্দ— তাইই থাকখানে ওই একটা
নিশাচীন কথা!

আমরা এই-সব যখনযখনে আসাদের সঙ্গে শায়ের সঙ্গে মিলিত
হাশো বন্ধ একটা-কিছু নাম দিয়ে চুকিয়ে কেসে দিই। কিন্তু, যখনযখনে
বন্ধ ভাসিয়ে দিয়ে এই যে মাথার উপর উঠছে এবং কি কোনো নাম
আছে? সেই নিশিধবাহে, সেই লক্ষ্যকোটি তারার নিশিধতার মাঝখানে
লাগিয়ে, আমি যখন ওর দিকে চেয়ে দেখলুম তখন আমার মনে লজ্জা
উঠল, আমি একে বিচার করবার কে। হে প্রাণ, হে মৃত্যু, হে অসীম বি,
হে অসীম বিশ্বের উপর, তোমাদের মধ্যে যে বসন্ত বয়েছে আমি কোন্
হাতে তাকে প্রণাম করি।

একবার ভাবলুম, কিবো ঘাট। কিন্তু পারলুম না। নিশিধে বিমলা
শিরের কাছে বসে তার মাথার উপর হাত রাখলুম। প্রথমটা তার মনে
পরীর কানের মতো লজ্জা হয়ে উঠল। তার পরেই সেই কঠিনতা
ফেটে ফেটে কাছা লজ্জা দাবায় হয়ে যেতে লাগল। মস্তকের ছক্কের মতো
এত কাছা যে কোথায় দরতে পারে সে তো ভেদে পাওয়া যায় না।

আমি আশে আশে বিমলার মাথার হাত বুলাতে লাগলুম। তার
পরে যখন এক সময়ে হাড়ে হাড়ে সে আমার পা-চুটো টেনে নিলে
বুকের উপরে এমনি করে চেপে ধরলে যে আমার মনে হল, সেই আঘাত
তার হুক ফেটে যাবে।

বিমলার আত্মকথা

আজ সকালে অমূলার বলকাতা থেকে ফেরবার কথা। বেহালাকে
দল ডেকেছি, সে এসেই যেন বলল নেই। কিন্তু স্থির থাকতে পারছি নে।
সবের ঐক্যবানায় গিয়ে বলে দাঁড়ম।

অমূলকে বলেন আমার গমন বেহালা আর বলকাতার মাঝামুখ
মত নিজের কথা ছাড়া আর কোনো কথা বুঝি মনেই ছিল না। এ কথা
বহুবার আমার বুঝিয়ে বলি না যে, সে ছাড়া অন্যত্র, আস টাকার গড়না
কাজান যেভাবে গেলে সবাই তাকে সন্তোষ প্রকাশ দেবে। আমার
এ অসহায় যে আমারের নিজের বিলাস আসার দায় না চাপিয়ে আমাদের
এ উপায় নেই। আমার মতবার সময় পাঁচ জনক বুঝিয়ে দাঁড়ি।

ভাতা অফিসের করে বলেছিলেন, অমূলকে পাঁচবার। যে নিজে বলিয়ে
থাকে সে নাকি অমূলকে পাঁচবারে পাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমিই বুঝি তাকে
বলব। ভাট্টা আমার, আমি তোমার এমন গিলি, যে দিন মনে মনে তোমার
বদলে ভাট্টাকৈতি মিলবে সেই দিনই বুঝি মনে মনে হাসবে। আমি যে
সকলানের বোকাই নিয়ে কিংবা আত।

আমার আজ মনে হচ্ছে, হাউসকে কে কে সময় মনে অসহায়ের
মত হবে। হঠাৎ কোথা হতে তার দীর্ঘ এসে পড়ে, আর এক বাতেরই যত্ন।
নিম্ন আসে। সেই সময়ে সকল লোকের থেকে দূর দূরে কোণাক ভাবে
গিয়ে বসে। হ্যাঁ না কি? পল্টে যেখানে পাড়ি, তার কোণাক যে ভাটা
শাসন। সে যে বিলাসের মনোভাব হতে, নিজে পুড়তে থাকে সবারে
শাসন শাসনবার ভাট্টাই।

মটী বাজল। আমার কেমন বেশ হচ্ছে, অমূল। বিশেষে পড়েছে,
শুক পুড়িয়ে পড়েছে। আমার গমনের ব্যক্তি নিয়ে কান্ড মৌলমাল পড়ে

গেছে, কাপ বাজ, ও কোথা থেকে সেলে, তার জবাব তো লেখ করে
আমাকেই দিতে হবে— সমস্ত পৃথিবীর লোকের সামনে কী জবাব দিবে
মেজোবানী, এত কাল তোমাকে বড়ো অবজ্ঞা করিছি। আর তোমার
হিন্দু হল। তুমি আজ সমস্ত পৃথিবীর রূপ হবে শোধ তুলবে। যে ভগবান
এইবার আমাকে বাঁচাবে— আমার সমস্ত অত্যাচার ভাসিয়ে দিবে। এত
দ্বানীও পায়েও তলায় পড়ে থাকবে।

আর থাকতে পারলুম না, তখনই বাঁচি ভিতরে মেজোবানীর কাছে
গিয়ে উপস্থিত হলুম। তিনি এখন বাগানভায়ে বোতলের বসে পান শাফাফ
পান খাচ্ছে। বাঁচোকে বেশে মুচুগুগু গল্পে মনটা সজুটি হলে
তখনই সেটা কাটিয়ে নিয়ে মেজোবানীর পায়েও কাছে পড়ে তাঁর পান
খুলো নিলুম।

তিনি বলে উঠলেন, ৬ কী লো মেজোবানী, তোমার হল কী। হ্যাংগার
উকি কেন।

আমি বললুম, দিদি, আজ আমার জন্মতিথি। অনেক অসুস্থতা কাটিয়ে
করো দিদি, আশীর্বাদ করো, আর যেন কোনো দিন তোমাদের কোনো
না হিট। আমার ভাবি ছোটো মন।

বলেই তাঁকে আমার লগাম করে 'কাডাকা'তি উঠে এসুম। মিন
পিছন থেকে বসতে লাগলেন, বলি ৬ ছুটি, তোমার জন্মতিথি, এ কথা আমি
বলিস নি কেন ? আমার এখানে তপুর বেলা তোমার মেমসার বইল। গরী
বোন, কলিস নে।

ভগবান, এমন কিছু করে দাতে আজ আমার জন্মতিথি হয়। এই
বারে নতুন হতে পারি নে কি ? সব দুখে মুখে আর-একবার সেটা খেতে
পরীক্ষা করে, গুরু।

বাঁচিরে ঐশ্বর্যবান্য-মতের মতন চুকতে যাচ্ছি এমন সময় সেখানে
সকল এসে উপস্থিত হল। বিত্বার সময় মনটা যেন বিকিয়ে উঠে। যত

শব্দের আলোয় তার যে দু' তেঁতুলের তালে প্রতিফলিত হয়, একটুকু
হল না? আমি বলে উঠলাম, আশ্রমি যান এখন থেকে।

সকীল হেসে বললে, অদূর তো এট, এবারে বিশেষ কথাই শুন
ব আমার।

তোতা বলল, যে অধিকার আমার আছে সে অধিকার আমার কাছে
কি করে? বললাম, আমার কেবল থাকবার চরকার আছে।

বাবী, আর একজন লোক যার থাকলেও কেবল থাকার বাধ্যতাই
আমাকে কুমি যেন করে — তোদের লোক — আমি সকীল লোক
লোকের মালিক আমি কেবল।

আশ্রমি আর এক সময় আসলে, আমায় বলল আমি —

অদূরকে সঙ্গে নিয়ে আসছেন?

আমি বিরক্ত হয়ে ঘর ছেড়ে বোঁটার দ্বারা উপবেশ করছি, এমন
সময় সকীল তার শব্দের ভিতর থেকে আমার পানোর বাস্তু বের করে ঠিক
তার ল'খের টেবিলের উপর রাখলে।

আমি তাকে উঠলাম — বললাম, তা হলে অদূর যাব না?

তোয়ার দাঁড়ি?

কলকাতায়?

সকীল একটু হেসে বললে, না।

উঠলাম। আমার কাঁটোটা পড়ল। আমি তোমার বিলাসের লজ্জা
সবকিছু লিখোক — অদূর এক লোক।

সকীল আমার দুখের তার লোক বিতুল করে ফলে, এর দৃষ্টি, বাবী?।
পানোর বাস্তু এক সময় হলে কোন কালে হেঁচকো দেবীর লুপ্ত
পেট চেঁচিয়ে? কিয় হো কোল, তেঁতুলের দাঁড় থেকে আমার কি
কিভাবে নিয়ে চলে?

আমাকে বলতে বলতেই তার নাঃ ইচ্ছা হল তুমিই চিই, এ

গହନାର 'ମରେ ଆମାର ସିକି ମହନାର ସହଯା ନେଟି । ଆମି ବଳସୁଦ, ଏ ମଧ୍ୟ-
ଆମନାର ବଳି ଲୋଚ ଧାକେ ନିସେ ବାନ ନା ।'

ସନ୍ଧ୍ୟା ଦଳେ, ଆଜି ବାଳାବେଳେ ସେବାନେ ଘଟ ସନ ଆରେ ସବୁବେଳେ ମୋର
ଆମାର ଲୋଚ । ଲୋଚେର ସତେ ଏତ ବଡ଼ା ସହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି କି ଆମ 'ସୁ
ଆରେ ? ପ୍ରାଣିବୀର ଦାବା ଝୁଲ ଲୋଚ ଗ୍ରାସେର ଝିରାସତ । ତା ହେଲେ - ଏତ
ମହନା ଆମାର ?

ଏହି ବାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦଳଟି ହୁଲେ ନିସେ ଲାଲେର ସମୋ ଡାକା ହିତେଟି ସ-
ସବେର ସମୋ ଡକଣ । ତାର ଡୋସେର ଗୋଡ଼ାର କାଳି ମାଡ଼େ, ମୁହ ଡବ-
ଓଢ଼ମୁହ ଡୁଲ । ଏକ ବିନେଟି ତାର ଡକଣ ସହାସେ ଲାବନା ସେନ କରେ ଡିଲେଟି
ତାକେ ସେମା ମା ହେଟି ଆମାର ଦୁକେର ଡିଟବଡ଼ାର କାମଡେ ଡିଲେ ।

ଅମ୍ଭୁଲା ଆମାର ଦିକେ ନା ଡାକିବେଟି ଏକେବାରେ ସନ୍ଧ୍ୟାଲେ ନିସେ ବାଳା
ଆମାନି ମହନାର ବାନ୍ଧ ଆମାର ଡୋରକ ସେକେ ସେବ କରେ ଏନେଟିନେ ?

ମହନାର ବାନ୍ଧ ଡୋରାବଟି ନାକି ?

ନା, କିନ୍ତୁ ଡୋରକ ଆମାର ।

ସନ୍ଧ୍ୟା ହାତା କରେ ହୋସେ ଡିଲେ । ଦଳେ, ଡୋରକ ସହାସେ ଆମି ହାତ
ଡେଲବିଡ଼ାର ଡୋ ଡୋରାବ ବଡ଼ା ମୁହ ହେ ଅମ୍ଭୁଲା । ଦୁମିକ ସହବାବ ଆମେ ବା
ଡୋରାବକ ହସେ ସବେର ଡେଲି ।

ଅମ୍ଭୁଲା ଡୋକିବ ଡିମର ବାସେ ମଡେ ଡୁଇ ହାତେ ମୁହ ଡେକେ ଡେଲିଲେର ବା
ସାଧା ସାଧିଲେ । ଆମି ତାର କାରେ ଏସେ ତାର ସାଧାର ହାତେ ହେବେ ବଳସୁ-
ଅମ୍ଭୁଲା, କି ବାସେ ?

ଡେଲିନେଟି ସେ ଡାକିବେ ଡିଲେ ବଳେ, ଡିଲି, ଏ ମହନାର ବାନ୍ଧ ଆମିଟି ନିସେ
ହାତେ ଡୋରାକେ ଏନେ ସେବ ଏହି ଆମାର ସାବ ଡିଲ । ସନ୍ଧ୍ୟାବାସୁ ତା ଆମାର
ତାହି ଡିନି ଡାକାଡାକି—

ଆମି ବଳସୁଦ, କି ହସେ ଆମାର ଏହି ମହନାର ବାନ୍ଧ ନିସେ ? ଏ ବାନ୍ଧ-
ତାତେ କଡ଼ି କି ?

অমূল্য বিবিক্ত হয়ে বললে, বাবু কোথায় ?

সন্ধ্যা বললে, এ হলো আমার । এ আমার বোনীর কন্যা অম্বা ।

অমূল্য শালসের মতো বলে উঠল, না না না । কখনোই না । দিদি, এ
বাঁধ তোমাকে তিরিয়ে এনে দিবে'ই, এ কুঁহি আর কাউকে লিখে পাঠাবে

বাঁধি বললুম, তাই, তোমার নাম ঠিকনি আমার হয়ে গেল, কিছু
সেবার দার লোক সে নিয়ে থাক না ।

অমূল্য তখন বি শা ওরও মতো সন্ধ্যাদের দিকে তাকিয়ে শুভার শুভার
লোক, প্রদুম, সন্ধ্যাদাদু, অশ্বিনী, অশ্বিনী অম্বি তাকিয়ে ছড় কঠি নে ।
সন্ধ্যাদের দাঙ্গা দাঁড়ি আসলি নেই ।

সন্ধ্যা বিবিক্তের হালি হালকাগে সেই করে বলল, অমূল্য, তোমারও
এক দিনে জানা উচিত, তোমার শালসকে বাঁধি ছড় কঠি নে । ইক্কিহানী,
সন্ধ্যা আজ আমি নেব বলে আসি নি, তোমারও ছেদ বলেই এনে
দুপুর । কিছু আমার জিনিস দু'ন । এ আমার হাত থেকে নেবে সেই
সজার নিবারণ করবার জেজুই সময়ে এ বাঁধে আমার দাঁড়ি সেই করে
সামান্য হিয়ে বলিয়ে নিলুম, এমন আমার এই জিনিস তোমাকে
আমি জানি কহছি, এই গেল । তোমার সেই দালাকর লোক কুঁহি (বাঁধা)
শকা করে, আমি চললুম । কিছু দিন থেকে তোমাদের চুকনের দারা
বিশেষ কথা চলছে, আমি তার মতো নেই । বহি কোতো বিশেষ ঘটনা
যদি পড়ে আমাকে কোব লিখে পাঠাবে না । অমূল্য, তোমার কোঁহিও যদি
দাবুতি হা-কিছু আমার দরে ছিল সমগ্রই সাক্ষরে তোমার দালাকরে
পাঠিয়ে দিবে'ই । আমার দরে তোমার কোতো জিনিস দালা চলবে না ।

এই কল সন্ধ্যা তাড়াতাড়ি দর থেকে চলে গেল ।

আমি চললুম, অমূল্য, তোমাকে আমার পছন্দ বিকি করছে দিবে
দরদি হয়ে আমার দালা ছিল না ।

কেন, মিথি ।

আমার ভয় হচ্ছিল, এ গরমের ঝড় নিয়ে পাছে তুমি বিলম্ব না
পাছো তোমাকে কেউ চোর বলে সন্দেহ করে ধরে । আমার সে ছ' বোতল
টাকার কাজ নেই । এখন আমার একটি কথা তোমাকে শুনতে হবে
এখনই তুমি বাড়ি যান । যান তোমার মায়ের কাছে ।

অমলা ভাবের ভিতর থেকে একটা পুটলি বের করে বললে, 'না
এ আমার টাকা এনেছি ।

জিজ্ঞাসা করলুম, কোথায় পেলে ?

তার কোনো উত্তর না দিয়ে বললে, গির্নিব ভেঙে অনেক চেষ্টা করলে
সে হল না, তাই নোট এনেছি ।

অমলা, মাথা ঝাঁপ, সতীয়া করে বলো, এ টাকা কোথায় পেলে ?

সে আপনাকে বলব না ।

আমি চোখে যেন অন্ধকার দেখতে লাগলুম । বললুম, কী কাজ করছে
অমলা ? এ টাকা কি—

অমলা বলে উঠল, আমি জানি, তুমি বলবে এ টাকা আমি অর্জ
করে এনেছি । আচ্ছা, তাই স্বীকার । কিন্তু, যত বড়ো অজ্ঞান তত বড়ো
নাম, সে নাম আমি লিখেছি । এখন এ টাকা আমার ।

এ টাকার সমস্ত বিবরণ আমার আর স্মৃতিতে টান্ধে হল না । শিবকোণ
সংকুচিত হয়ে আমার সমস্ত শরীরকে যেন গুটিয়ে আনতে লাগল । আমি
বললুম, নিয়ে যাও অমলা, এ টাকা যেদান থেকে নিয়ে এসেছ তুমি
সেখানে দিয়ে এসো ।

সে যে বড়ো শক্ত কথা ।

না, শক্ত নয়, তাই । কী কল্পে তুমি আমার কাছে এসেছিল
সম্বীপও তোমার যত বড়ো অনিষ্ট করতে পারে নি আমি তাই করলুম

সম্বীপের নামটা যেন তাকে খোঁচা মারলে । সে বললে, সম্বীপ

উপরে দাপে জগছে। সে বাগ প্রকাশ করলে না। বললে, ফেলো, ওই আমার কোনো বাগের সে দিনি থাকে তো নিয়ে যান।— বলে আমার গায়েৰ উপর চাবির মোড়াতী ফেলে দিলে। কোথাও এঁই আমার কিজাসা কবলুম, কোথায় বেধেছেন বলুন। সন্ধ্যা বললে, আপন তোমার মোহ ভাঙে তার পরে আমি বলব। এমন নয়।— আমি কেবল কিছুতেই তাকে মচাতে পারব না, তখন আমাকে অল্প উপায় নিতে হয়েছিল। এর পরেও তাকে এঁই ছ বাগের টাকার মোট চেঁখিয়ে এর দিনি কটা নেবার অনেক চেষ্টা করেছি। দিনি বেন লিখি বলে আমার তুলিয়ে বেধে এর শোবার ঘর থেকে আমার বোরাহর ভেত্রে গহনার কাছ নিয়ে তোমার কাছে এসেছে। এ বাগ তোমার কাছে আমাকে না আসতে দিলে না। আমার বলে কি না, এ গহনা সবই তখন আমার যে কতখানি দক্ষিত করেছে সে আমি তাকে বলব। এ আমি কখনো মাপ করতে পারব না। মিথি, এর ঘর একবারে ছুটে গেছে। দুমিট ছুটিও লিয়েছে।

আমি বললুম, তাই আমার, আমার খীলন সার্বক হয়েছে। দিন অমূল্য, এখনো থাকি আছে। শুণু মায়া কাটালে হবে না, যে কারী যোগেছি সে দুয়ে ফেলতে হবে। সেবি কোরো না অমূল্য, এখনই বাগ, এ টিক যেখান থেকে এনেছ সেটখানই বেধে এসে। পারবে না, লক্ষী তাই।

তোমার আশীর্বাদে পারব, মিথি।

এ শুণু তোমার একলাব দাবা নয়। এর মধ্যে যে আহাৰও পা আছে। আমি যেহেতুতব, বাটীরে বাগ আমার বহু। নইলে তোমার আমি যেহেতু লিখুম না, আমিই যেহেতুম। আমার সঙ্গে এঁইটেই সব তেজ কঠিন পাতি যে, আমার শাপ তোমাকে সায়দাতে হতে।

ও কথা বোলো না, মিথি। যে বাগের চলেছিলুম সে তোমার বাগা নয় সে বাগা দুইয় বলেই আমার ফলকে উঠেছিল। মিথি, এবার তোমার

কাজের হেতু—এ দ্বারা আমার আরও কাজের ভয়ে দুইটি চোক, কিন্তু
 আমার পায়ের দুটো বিয়ে কিত্তি আসবে, কোথায় ভয় নেই। তা হলে এ
 চোক যেখানে থেকে এনেছি সেইখানেই কিত্তিও কিত্তি হোক, এই আমার
 বক্তব্য।

আমার বক্তব্য নয়, জাঁকি, উপরে বক্তব্য

এই আমি জানি নে। সেই উপরে বক্তব্য আমার দুই পিঠে রয়েছে এই
 আমার বক্তব্য। কিন্তু কিত্তি, আমার কাছে আমার অন্যতর আছে। সেই
 আমার আমার করে তবে যাবে। কিত্তি কিত্তি হোক। তার পার পক্ষে অনেক
 এই জাঁকি কাজ সেখানে আসবে।

আমার পিঠে চোক পিঠে কিত্তি কিত্তি পিঠে পিঠে, আসবে।

অমলা চলে যেতেই আমার দুই পিঠে পিঠে। কোন মতের পাড়াকে
 পিঠে পিঠে। কিত্তি, আমার পিঠের পিঠে পিঠে এমন সব পিঠে পিঠে
 পিঠে পিঠে। আর পিঠে পিঠে পিঠে পিঠে পিঠে পিঠে পিঠে পিঠে পিঠে
 পিঠে পিঠে পিঠে পিঠে পিঠে পিঠে পিঠে পিঠে পিঠে পিঠে পিঠে পিঠে
 পিঠে পিঠে পিঠে পিঠে পিঠে পিঠে পিঠে পিঠে পিঠে পিঠে পিঠে পিঠে

কিত্তি কিত্তি কিত্তি, অমলা। আমার পিঠে পিঠে পিঠে পিঠে পিঠে পিঠে
 পিঠে পিঠে পিঠে পিঠে পিঠে পিঠে পিঠে পিঠে পিঠে পিঠে পিঠে পিঠে
 পিঠে পিঠে পিঠে পিঠে পিঠে পিঠে পিঠে পিঠে পিঠে পিঠে পিঠে পিঠে

কিত্তি। কিত্তি।

কী, কানীয়া?

অমলাবাবুকে হেঁকে হেঁকে।

কী জানি, কিত্তি অমলাবাবু নামে কিত্তি হেঁকে হেঁকে হেঁকে হেঁকে
 পিঠে পিঠে পিঠে পিঠে পিঠে পিঠে পিঠে পিঠে পিঠে পিঠে পিঠে পিঠে
 পিঠে পিঠে পিঠে পিঠে পিঠে পিঠে পিঠে পিঠে পিঠে পিঠে পিঠে পিঠে
 পিঠে পিঠে পিঠে পিঠে পিঠে পিঠে পিঠে পিঠে পিঠে পিঠে পিঠে পিঠে

কাজে অগোচর করে ফলে ছিলুম। যেমনি তোমার বেচারা'কে দেখেছি আমি সে কিছু বলবার পূর্বেই তাড়াতাড়ি বলে উঠলুম, আচ্ছা আচ্ছা, আমি যা'ক এখনই যাচ্ছি। তোমালুটো আসবই হবে তা' করে বলল। তা'বলে পো'র মন'সি'ল। মকীদানী, কাদা'বে সব চেয়ে বড়ো লড়াই এই হয়ে'র লড়াই সংঘো'রনে সংঘো'রনে কাটা'কাটি। এর বা'ল লক'চে'লী বা'ল। আ'বার মিশ'র তেল'ী বা'ল'ও আছে। এ'ই দিন সা'বে এ লড়াই'য়ে মকীদে'র সব'ক'ক মি'ল'ে,

তোমার ক'লে অনেক বা'ল আছে, বল'ব'জি'ল। লু'খী'ক'র ম'দ'ো তে'ল'লুম, বে'ল'ও তুমি'র মকীদ'কে আ'প'ন হ'জ'াম'ত'র ফে'রা'ত' সা'ব'লে, আ'বার আ'প'ন হ'জ'াম'ত'র 'নে' আ'ন'লে। লি'কা'র 'চ'ো 'চ'ো ল'ড়'ল। খে'ন 'চ'ো'ক'ে মি'ল'ে'ক'ী ক'ল'ে ব'ল'ো ৭ এক'দা'বে মিশ'ল'ে'স মা'ব'বে না তোমার খা'চ'ায় পূ'বে বা'খ'বে ১০ 'র'র আ'গে থাক'তে ব'লে বা'খ'ছি ব'ল'ী, এ'ই জী'ব'জি'ক'ে ব'ল' ক'ব'া'ও যে'ম'ন ল'ক' 'খ' ক'ব'া'ও তে'ম'নি। অ'ত'এ'ব' লি'বা' অ'হ' তোমার হা'তে যা' আছে তা'র ল'ক' 'খ' ক'ব'তে বি'ল'খ' কো'র'ো না।

মকীদে'র ম'নে'ব' জি'ভ'ত'বে এক'টা প'রা'জ'ে'ব'ের সা'ল'হ' এসে'ছে ব'লে'ই সে অ'মি এমন অ'ন'গ'ল' ব'ক'ে গেল। আমা'র বি'ব'ল' ৮ খা'ন'ত' আমি অ'মু'ল'্য'ক'র 'ক'ে'ক'ে'ছি, বে'চা'রা গ'ল' ম'জ'ব' তা'ব'ই না'ম' ব'লে'ছিল, ৮ 'ত'াকে জী'ব'জি'ক'ে' নি'ক'ে এসে উপ'স্থি'ত' হ'বে'ছে। আমা'কে ব'ল'তে বে'চা'র' সম'য়' জি'লে না 'খ' 'খ'ক'ে' জী'ব'জি'ক'ে' নি, অ'মু'ল'্য'কে 'ক'ে'ক'ে'ছি। কি'ছ' অ'ফ'ত'ল'ন' মি'ল'ো। 'চ'ো' জু'ব'ল'কে বে'শ'ত'ে' পে'র'ে'ছি। খে'ন আমা'র জ'ব'ল'ও জা'ফ'গা'জি'র প'ড়া'হ'জ'ান' কা'জ'তে সা'ব'ব' না।

আমি বললুম, মকীদবাবু, আপনি গল্প গল্প করে এত কথা বলে ১০ কেম'ন করে ৭ আগে থাকতে এ'কি ঠে'ত'বি হ'বে' অ'ল'ে'ন ৭

এক মুহূর্তে মকীদে'র মু'খ' বা'গে লাল' হ'বে' উ'ল'। আমি বললুম, খে'ন 'খ'ক'ক'ে'ব' বা'জা'র' না'না' ব'ক'মে'ব' ল'খা' ল'খা' ব'ল'না' লে'খা' থাক'ে, ব'খ'ন 'খ' 'খ'ে'খা'নে ল'ব'কা'র' খা'টি'য়ে' দে'ব'। আ'প'ন'ার সে-ব'ক'ম' বা'জা' আছে না'কি ৭

主 持 人

সন্ধ্যা কথাতার উপর একটু বিশেষ ঝুঁকি গিয়ে বললে, ঠা, হকীরা
সকালেই আমাকে চেকে পাঠিয়েছিলেন। আমি যে হট্টবাক্যে লাস্যবৃত্তি
কাজেই শুধুমাত্র সবে কাজ ফেলে চলে আসতে চলে।

সন্ধ্যা বললেন, কাল কলকাতার ঘাটিক, তোমাকে ঘেঁষে হবে।

সন্ধ্যা বললে, কেন বলো দেখি। আমি কি তোমার অশুচির নাকি।

আজ্ঞা, তুমিই কলকাতায় চলে, আমিই তোমার অশুচির চলে।

কলকাতার আমার কাজ নেই।

সেইজন্মেই তো কলকাতায় বাসনা তোমার ছবকাব। এখন তোমার
বড় বেশি কাজ।

আমি তো নচচি নে।

হা চলে তোমাকে নচাশে হবে

কোথায়

ঠা, কোথায়।

আজ্ঞা বেশ, নচব। কিন্তু, জগৎটা তো কলকাতা আর তোমার বেয়ে
এই দুই ভাগে বিভক্ত নয়। মাংসে আরও জগৎ আছে।

তোমার গতিক ক্রমে মনে হয়েছিল, জগতে আমার এলেকা জগৎটা
কোনো জায়গাটী নেই।

সন্ধ্যা তখন পাঁচিয়ে উঠে বললে, মাংসের এমন অবস্থা আসে যখন
সমস্ত জগৎ একটুকু জায়গায় এসে মেকে। তোমার এই বৈয়াকরণোক্তিই না।
আমার বিশ্বাস আমি প্রত্যাক করে দেখছি, সেই জন্মেই এখন থেকে না
নে। হকীরাণী, আমার কথা কেউ বুঝতে পারবে না, হয়তো তুমিও বুঝে
না। আমি তোমাকে বন্ধনা করি। আমি তোমারই বন্ধনা করতে চলেছি।
তোমাকে কোথার পর থেকে আমার মত বন্ধ হয়ে গেছে। কলকাতার না
— কলকাতা, কলকাতা, কলকাতা। হা আমাকে কলকাতা করে, কি
আমাকে বিনাশ করেন। বড়ো বন্ধন সেই বিনাশ। সেই বন্ধন

[illegible]

করা ভালো—আপনাকেও জানি নে। মাঝে মাঝে আসে। তাকে শ্রী
 কী প্রচণ্ড যন্ত্রণা তৈরি হচ্ছে তা সেই কষ্ট যেহেতুই জানেন—হাংরা
 থেকে লম্ব হয়ে পেলুম। প্রথম। প্রথমেই যেহেতুই শিব, তিনিই আমাকে
 তিনি এখন মোচন করছেন।

কিছু দিন থেকে বাবে বাবে মনে হচ্ছে, আমার দুটো বৃদ্ধি আমার
 আমার একটা বৃদ্ধি বুঝতে পারছে, সন্দীপের এই প্রণয়ন করা কব, যা
 এক বৃদ্ধি বলছে, এই গো মধুর। জটাজ বধন হোলে জটাজ চারি দিক দাব
 নাটার শেষ ভালোব তেনে নেয়—সন্দীপ যেন সেই মননের দৃষ্টি—এ
 দাবার আগেই সব প্রচণ্ড টান এসে পড়ে—সমস্ত আলো, সমস্ত বসন্ত
 থেকে, আকাশের মুক্তি থেকে, নিশ্বাসের বাতাস থেকে, চিরদিনের সকা
 থেকে, প্রতিদিনের জীবনী থেকে হোলের পলকে একটা নির্দিষ্ট সন্দীপের
 মধ্যে একবারে লোপ করে দিতে চায়। কোন মহামারীর দৃষ্ট হলে এ
 এসেছে, অশিষময় পড়তে পড়তে বাস্তা দিয়ে চলেছে, আর দুটো আলো
 হোনের সব বালকরা, সব সুবন্ধরা। বাস্তবের এই জটিলতায় যিনি যা সব
 আছেন তিনি কোন উদ্দেশ্যে—তার অস্তিত্ব প্রাণের সবকিছু ছেড়ে, তার
 এরা সেখানে যত্নের ভাণ্ড নিয়ে পানসতা বসিয়েছে; পূণ্যের উপর তে
 ফেলতে চায় সব প্রণয়, চুবদার করতে চায় চিরদিনের প্রণয়। সব
 বৃদ্ধলুম, কিছু মোহকে হো মেকিয়ে বাস্তব পাঠি নে। সন্তোষ কাল
 তপস্রার পরীক্ষা করবার জন্তে সন্তোষেরই এই কাজ। হাংরাই দাব
 সাক পাবে এসে তপস্রার সামনে নুতন করতে থাকে। প্রথম, হোমরা দা
 তপস্রার মিথি হয় না, তার পথ নীচ, তার কাল মধুর, তাই বহুদা
 আমাকে পাঠিয়েছেন, আমি তোমাদের বসন করব, আমি বৃদ্ধী
 আমি বহুদা আমার আলোকনেই নিম্নের মধ্যে সমস্ত মিথি।

একটুখানি চুপ করে থেকে সন্দীপ আমার আমাকে কলসে, এবার যা
 বাবার সময় এসেছে, দেখি। ভালোই হচ্ছে। তোমার কাছে আসে

বাব আহার করে নেচে । তার শব্দও যদি থাকি তা হলে একে একে
 বাব'র সব এই করে থাকে । পৃথিবীতে যা সকলের চেয়ে বড়ো ভাতকে লোকে
 খা'ত লগা করতে খেলেই সবখা'ত খা'ত । যুদ্ধের সময়ও যা খন'ত ভাতকে
 খেলেও যথো ব্যাপ্ত করতে খেলেই সীমাবদ্ধ করা হয় । আমরা সেই
 খ-বারে এই করতে ব্যর্থ'স্থির । ঐক এমন সময়ে কোমার'ই বজা উঠত হ'ল,
 'আম'র লুককে তুমি লুক' করলে, আম' কোমার' এই লুক'হা'কত । আমি
 কোমার' এই বিলায়েব যথোই কোমার' বন্দনা সকলের চেয়ে বড়ো হয়ে
 গ'ল । কেনী, আমি'ক আম' কোমার'কে লুক' হ'লুম । আম'র মাটির
 হাঁকতে কোমার'কে দর'ছিল না, 'ক ম'লিক তা'র'ক ল'লকে ভা'য়ে ভা'য়ে
 ব্য'ছিল, আম' কোমার' বড়ো লুক'কে বড়ো ম'লিক'তে লুক' করতে চল'লুম ।
 'আম'র কা'চ থেকে ক'রেই কোমার'কে ল'ল' করে ল'ল' । কোমার' কোমার'
 কা'চ থেকে কোমার' খেতে'ছিলুম, কোমার' কোমার' কা'চ থেকে সব খা'ল ।

কোমার'র উপর আম'র প'ননা'র ব্যাপ্ত' ছিল । আমি কোমার' ক'লে করে
 লে'লুম, আম'র এই প'ননা আমি কোমার' হ'ল' লিখে হাঁক'ক'লুম তাঁর চরণে
 লুক' লুক'ক' লিখে ।

আম'র হামী' উপ করে হ'লেন । লক্ষী'ক' হ'ল' চলে গেল ।

যুদ্ধ'র ক্ষেত্রে নিজে'র যথো বাব'র হৈ'দ'ি ব'য়ে'র ব্যর্থ'ছিলুম, তে'ন
 ল'ল' কোমার'নী'র'ল'ে ব'ল'লেন, কী'লো' হু'দ', নিজে'র ক'ল'ব'িয়ে'র নিজে'কেই
 ব্য'ল'ল'ল'র উচ্চ'ল' হ'ল' লুক' ।

আমি ব'ল'লুম, নিজে'কে ভা'ল' আম' কা'উকে ব্য'ল'ল'ল'ল'র নেই লুক' ।

কোমার'নী' ব'ল'লেন, আমি যে কোমার' ব্য'ল'ল'ল'ল'র কথা নয়, আমরা
 ব্য'ল'ল'ল' । সেই কোমার'কে কোমার' ক'ল'ছিলুম, এমন সময় ব'ব'র ক'লে লিখে
 লিখে হে'ল'— আম'র'কে কোমার' কা'উ'র'িয়ে'র লুক' ল'ল'ক' লো ভা'কা'ত প'ল'ক
 ক'ল'কা'র টাক' লুট' নিজে'কে । লোকে ব'ল'তে, এইবার ভা'ল' আম'র'কে

সাত গুলি কলকাতা আগমন ।

এই মনের ভনে আমার হনটী হালকা হল । এ ভনে আমারেইই টান
এখনই অমূল্যকে তাকিয়ে বলি, এই ড হাজার টাকা এইখানেই আমার
সামনে আমার স্বামী'র হাতে সে কিভাবে দিক, তার পরে আমার যা বাক্য
সে আমি তাঁকে বলব ।

যেজোবানী আমার মুখে'র তার গলা করে বসলেন, অথাক বলে

তো'র মনে একটু'র ভর-ভর নেই ?

আমি বললুম, আমারে'র বাড়ি লুট করতে আসবে এ আমি নিশ
করতে পারি নে ।

বিশ্বাস করতে পার না ? কাছারি লুট করবে-এইটেই বা বিশ্বাস করতে
কে পারত ?

কোনো জবাব না দিয়ে মাথা নিচু করে পুলিশি'র মতো নাড়াবোলা
পূ'র দিকে লাগলুম । আমার মুখে'র দিকে খানিক কল তাকিয়ে বসে
বসলেন, ঘাট, ঠাকুরপোকে থেকে পাঠাই, আমারে'র সেই ড হাজার টাকা
এখনই দে'র করে নিয়ে কলকাতায় পাহাতে হবে, আর লে'রি করা নয়

এই বলে তিনি চলে যেতেই আমি পিঠের দাবকোণ সেইখানে আল
ফেল বেখে তাকাতাড়ি সেই লোহার শিকুকের ঘরে গিয়ে দরজা খুলে
বিলুম । আমার স্বামী'র এমনি ভোলা মন যে লেখি তাঁর যে কাপড়
পকেটে ঢাবি থাকে সে কাপড়টা তখনো আলনার কলছে । চাবির বি
থেকে লোহার শিকুকের চাবিটা খুলে আমার তাকেটের মতো লু'কা
ফেললুম ।

এমন সময় বাইরে থেকে দরজার খাড়া পড়ল । বললুম, কাপড় ছাড়ো

তখনে পেলুম যেজোবানী কলেন, এই কিছু আগে লেখি পিঠে টান
করছে, আমার এখনই শা'জ করার ঘুম পাড়ে গেল । কত মীসার এ
বেখব । আজ বুঝি তকের হালকাভরনের খেঁক করবে । তলে, ও তে

এই দুই মনুষ্যের মধ্যে যোগাযোগ হইল না।

কী ভাবে করে একবার আসে, আসে গোরাবর সিন্ধুকটা বুলবুল। বোম
এ মনে ভাবছিলুম, যদি সমস্তটা স্বত্ব হয়, যদি হঠাৎ সেই ভোতা কোমরটা
এই দুইয়েরই যেই সেই কামড়ের মোড়কগুলি ঠিক এইমনি লাগানো
পারে। তাহ হই, বিশ্বাসযোগ্যের এই বিশ্বাসের মতোই সব শূন্য।

যিহাখিহি কামড় চাটতেই হল। কোনো মতের নেই, তাই নড়ন করে
এই বুলবুল। মেঘোরাণীও সঙ্গে সঙ্গে হেঁচকি বিনি বসন জিজ্ঞাসা করলেন
যদি, এর লাগ কিসের? আমি বললুম, ভয়।

মেঘোরাণী হেসে বললেন, একটি কিছু চুপে। সেলেই আমি সাহ।
এ সেবেছি, যেহে মতো এমন সাধুনে সেপি।

অত্যাধিক ভয়বীর করে হো'রা'র হো'র বড়ি এমন সময় সে এসে
সমসিলে দেখা একটি ভোটে চিড়ি আমার হাতের শিলে। হাতে অত্যা
লগ্নাঃ। তিনি, যেহে ভেবেছিল কিছু সাধ করতে পারলুম না। আসে
হো'র'র আক্ষেপ লাগল করে আমি, তার সঙ্গে হো'র'র লগ্নাও গ্রহণ করব।
যেহে কিসের আসতে লগ্নাও হবে।

অত্যাধিক ভয়বীর করে হো'রা'র হো'র বড়ি এমন সময় সে এসে
সমসিলে দেখা একটি ভোটে চিড়ি আমার হাতের শিলে। হাতে অত্যা
লগ্নাঃ। তিনি, যেহে ভেবেছিল কিছু সাধ করতে পারলুম না। আসে
হো'র'র আক্ষেপ লাগল করে আমি, তার সঙ্গে হো'র'র লগ্নাও গ্রহণ করব।
যেহে কিসের আসতে লগ্নাও হবে।

এই অপরাধের মূল যে আমি আছি এই কথাটা এমনটী মীকার করা
আবার উচিত ছিল। কিন্তু, মেঘোরাণী সাধের বিশ্বাসের উপরেই দাঁড় করে,
সেই যে ভয়ের জন্য। সেই বিশ্বাসের সূত্রে ফাঁকি দিয়েছি, এই কথাটা
আমিই তার পরে সাধের টীকে খাওয়া আমায়ের সঙ্গে বড়ো করি। যা
আমরা ভাবে ঠিক তার উপরেই যে আমায়ের শীর্ষকে হানে— সেই ভাড়া
ফিলিসের হোঁচা নড়তে-চড়তে আমায়ের প্রাণ দুইয়েরই বাজতে থাকবে।
অপরাধ করা শক্ত নয়, কিন্তু সেই অপরাধের সন্দেহময় করা মেঘোরাণী

পক্ষে যত কঠিন এমন আর কারও নয়।

কিছু দিন থেকে আমার খামীর সঙ্গে বেশ সহজে কথাবার্তা করার প্রণালীটা বন্ধ হয়ে গেছে। তাই হঠাৎ এক বড়ো একটা কথা কেমন করে এম' কখন যে তাঁকে বলব তা কিছুতেই ভেবে পেলুম না। আর 'হা' অনেক ঘেঁষিতে যেতে এসেছেন, তখন বোলা হুটো। সজ্জনবৎ হয়ে কিছু প্রায় যেতে পারলেন না। আমি যে তাঁকে একটা অফবোদ করে বেলা বলব, সে অবিকারটুকু বুইয়েছি। মূখ্য ভিঁবিঁয়ে আঁচলে চোখের জল মুচলুম।

একবার ভাবলুম সাকোচ কাটিয়ে বলি, গবেব যবো একটা বিশদ কথা'সে, তোমাকে বড়ো জাণ্ড সেখাজো— একটা কেসে কথাটা। তা তুলতে থাকি এমন সময় বেড়াবা এসে যবব দিলে, বাবেগোবা'ব কাসে সকাবকে নিয়ে এসেছে। আমার খামী উলবিহমুখে তাচাতাতি উঠে চলে গেলেন।

তিনি বাটীবে বাগদাবে একটা পাবেই মেজো'বানী এসে বললেন— ঠাকুরসো কখন যেতে গেলেন আমাকে যবব দিলি নে কেন? আর তাঁর খাবাব ঘেবি বেশে নাটীতে পেলুম— এবই মনো কখন—

কেন, কী চাই।

জ্ঞানছি, তোরা কাল কলকাতায় থাকিস তা হলে আমি এখানে থাকতে পারব না। বড়ো'বানী তাঁর বাবা'বসন্ত ঠাকুরকে ছেড়ে কোম্পানী নড়লেন না। কিন্তু আমি এই তাকাতির দিনে যে তোমাদের এই পূর্ব যব আগলে বলে কখার কখার চম্কে চম্কে যবব সে আমি পারব না কাল বাগদাই তো ঠিক ?

আমি বললুম, হা, ঠিক।

মনে মনে ভাবলুম, সেই বাগদাব আগে এইটুকু সময়ের মধ্যে ব'ব ইতিহাসই যে তৈরি হয়ে উঠবে তার প্রিকানা নেই। তার পরে ব'ব কাতাতেই বাই কি এখানেই থাকি, সব সমান। তার পর থেকে সাপাবা

এ কেমন, কীমনতী যে কী, যে জানে। সব খোলা, খুল।

এই যে আমার ক্ষুদ্র বৃহৎ টীল বাল, আর কারেক কলী হাত
আছে— এই সময়টাকে কেউ এক দিন থেকে আর এক দিন সময় লকিয়ে
সেখানে টেনে টেনে বুধ লীল করে, কিন্তু আমার মনে তা হলে হবেই যেন
আমি নীরে নীরে একবার সময়টা খোলাখোলা করে ফেরে নিই। অতঃপর এই
আমসরটার কাজে নিজেও এত সাহায্যকর কারত কার তুলি। কলারের দীর্ঘ
এক জন হাটীর নীচে থাকে, এত জন অনেক সময় মনে। সে এক সময় সে
মনে হয়, তাদের দৃষ্টি কোনো কখনো এই বিহীন হাটীর উপর একবার খেঁচ
একটু অক্ষুর লেখা লেখা অমরী লেখতে লেখতে হতে পারে। এমন তাকে
কোনোমতে খাঁড়ল দিয়ে, বুক দিয়ে, লাল লিহ চাপ লেখার আর সময়
লাগবে তার না।

মনে করছি, কিছুই ভাবব না, অসাড় হাত তুল করে লাভ লাগবে, তার
সব মাথার উপরে যা এসে পড়ে লক্ষ্যে। সে লক্ষ্যের মতোই হোক বা
বোঝে তা হয়ে থাকে— কান্দোলাল, হোলাহোলি, হোলাহোলি, লাল, কালের
কাল, সবই।

কিছু অদূরার সেই আনন্দোৎসাহের সীলিত প্রকার, হালকের দৃশ্যমি
একিছুতে কলিতে লাগছি নে। সে তো তুল করে বলে কালার কালিকা
করে নি, সে যে ছুটে গেল বিলম্বের মাঝখানে। আমি নীরে অমন তাকে
প্রশ্ন করি— সে আমার বালক (বালক), সে আমার কলারের খোঁজ
একবারে খোলাখোলা কেউ নিতে এসেছে, সে আমার মনে নিজের মাথার
নিজ মাথাকে ধীড়াবে, তখনকারই এমন ভাবনক লগা আমি লইব কেমন
করে। লাল আমার, হোলাহোলি প্রকাশ। কাঁই আমার, হোলাহোলি প্রকাশ।
নিজ দৃষ্টি, প্রকাশ দৃষ্টি, নীর দৃষ্টি, নিজের দৃষ্টি, হোলাহোলি প্রকাশ।
কলারের দৃষ্টি আমার চেলে হতে আমার কোলে এসে, এই সব আমি
কামনা করি।

টিক সেই ঘূরুতেই আমাদের ঠাকুরবাড়ি থেকে আবেষ্টিত কীলার বড়ী কোঠা উঠল। আমি ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলুম।

বায়ে লোকজনদের শিখি খাওয়ানো গেল। মেজোবানী এসে বললেন-
নিকে নিজেই খুব খুশ করে জয়তিথি করে নিলি যা হোক। আমাদের বুঁদ
কিছু করতে দিবি নে? এট বলে তিনি ঠাব সেই প্রায়োফোনটোয়ে ফর
বায়োর নটীলের মিচি ডক। তবেই ফর তানের কবরত শোনাতে লাগলেন-
মনে হতে লাগল, যেন গছবীলোকেব প্রবচনালা মোড়ার আশ্রয়াল খেব
চিঁচি চিঁচি শব্দে হুমাননি উঠেছে।

খাওয়ানো শেষ করতে অনেক দাত হয়ে গেল। ইচ্ছা ছিল, আর
বাত্তে আমার স্বামীর পাতের খুলো নেব। শোবার ঘরে গিয়ে দেখি, তিনি
অকাতরে ঘুমোছেন। আজ সমস্ত দিন তাঁর অনেক মোহামুদ্রি, অনেক
ভাবনা দিয়েছে। খুব সাবধানে মশাবি একটুখানি খুলে তাঁর পাখার
কাছে আশ্রয়ে আশ্রয়ে মাখা রাখলুম। চুলের স্পর্শ লাগতেই ঘুমের ঢোকা
তিনি ঠাব পা দিয়ে আমার মাথাটা একটু হেলে ফিলেন।

পশ্চিমের বাতাকার গিয়ে বসলুম। ঘুরে একটা শিমুল গাছ অঙ্কুরার
কছালের মতো ঝাঁড়িয়ে আছে, তার সমস্ত পাতা করে গিকেছে, তার
পিছনে সলমীর টান নীবে নীবে অগ্নি গেল।

আমার হঠাৎ মনে হল, আকাশের সমস্ত তারা যেন আমাকে হুদ করতে
হাতি বেলাকার এই প্রকাণ্ড অগ্নি আমার নিকে যেন আর চোখে চাইছে-
কেননা, আমি যে একলা। একলা মাছবের মতো এমন স্ত্রীছাত্তা যা
কিছুই নেই। যাব সমস্ত আত্মীয়স্বজন একে একে ঘরে গিয়েছে সেও এত
নয়, হুতুর আতাল থেকেও সে লক পার। কিন্তু যাব সমস্ত আপন মাতা
পাশেই জ্বরেছে তবু কাছে নেই, যে হাতের পরিপূর্ণ সোনারের সফল ১৮
থেকেই একেবারে খসে পড়ে গিয়েছে, মনে হয়, যেন অঙ্কুরার তার খুলো

না, বরং কপ না তোমার আশীর্বাদ এসে পৌছয়।

এখন সময় পাবের দশ প্রলম্ব। আমার বুকের তিতরটী তুলে উঠে
কে বলে, দেবতা দেবা কেন না। আমি বুঝ তুলে চাইলুম না পাচ্ছে আমার
কৃষ্টি তিনি সইতে না পাবেন। এসে, এসে, এসে! তোমার পা আমার
মাথায় এসে ঠেকুক, আমার এই বুকের কাপনের উপরে এসে ঠাট্কাও বস
আমি এই মুহূর্তেই মরি।

আমার শিরের কাছ এসে বসলেন। কে? আমার স্বামী। আমার
স্বামীর জন্মের মতো আমার সেই দেবতারই সিংহাসন নড়ে উঠেছে।
আমার কান্ড আর সইতে পারলেন না। মনে হল, মুচা দাব। তার পা
আমার শিরার ঝাঁপে যেন ছিঁচে গেলে আমার বুকের দেবতা বার
জোয়ারে ভেসে যেয়ে পড়ল। বুকের মতো তাঁর পা চেপে ধরলুম— ও
পায়েব তিক চিরজীবনের মতো গুঁথানে আঁকা হয়ে যায় না কি?

এইবার তো সব কথা বুঝে গেলেনই হাত। কিন্তু এর পরে কি আর ক
আছে? থাক গে আমার কথা।— তিনি আসে আসে আমার মাথা
হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। আশীর্বাদ পেয়েছি। কাল যে অসমানে আমার
কণ্ঠে আসছে সেই অসমানের ডালি সকলের সামনে মাথায় তুলে দি
আমার দেবতার পায়ে মরণ হয়ে প্রণাম করতে পারব।

কিন্তু এই মনে করে আমার বুক জেঁট বাজে, আজ ন বছর আগে
যে নরক বেছেছিল সে আর ইচ্ছায় কোনো দিন বাজবে না। এত
আমাকে বরণ করে এনেছিল যে। জগো, এই জগতে কোন্ দেবতার পা
মাথা বুটে মরলে সেই বউ চন্দন-চেলি পায়ে সেই বরণের সিঁড়ির
ঠাট্কাতে পারে। কত দিন লাগলে আর— কত দুঃ— কত দুঃস্বাদ— ও
ন বছর আগেকার দিনটিতে আর-একটিবার কিরে যেতে? দেবতা ন
কৃষ্টি করতে পারেন, কিন্তু তাহা কৃষ্টিকে কিবে করতে পারেন এমন
কি তাঁর আছে?

निर्देशनम्

[illegible][illegible][illegible]

ଆସି ବଳରାମ, ତୁମ ହାତେ ଏହି ଚଢ଼ିକାଳୀଙ୍କ ଡିଆର (ସେଇ ଚଢ଼ିକାଳୀ ହେଉ) ।
କଟିଯାଉ ଆସି ମି ।

যাহা কিছু কিছু থাকলোই সে বীড়ি। কিন্তু, কোনো যাহা কিছুই না
মারি ৭

অসিদ্ধোক্তাঃ সন্তে, কিং বস্তু বাক্যং অসিদ্ধোক্তাঃ ॥

সন্ধ্যা নাভি ৮টা চলে একবার এসে, একবার ফেরা'সে কত ভিনিসে
উপরে আমার মাথা।

এই বলে আমার চাত নবে টোনে নিয়ে গেলেন। তার ঘরে গিয়া
যেখি ছোটো ঘরো নানা বকমের বাগা আর পুতুলি। একটা বাগা খান
যেখালেন, এই যেখো হাকুরখো, আমার পান সাঝার সবজাম। কেখাখা
কুচিয়ে খোতলের মতো পুবেছি, এই সব ফেশক এক-এক টিন মসলা।
যেখো জাম, মশপাচিশক কুলি মি, হোমামের না পাট আমি খেলাম
লোক কুচিয়ে নেবই। এই ডিকনি হোমাবই খেলেই ডিকনি, আর এই-

কিহ, বাগাখটা কী মেজোবানী ? এই বাগা খুলেই কেন ?

আমি যে হোমামের সঙ্গে কলকাতায় দাছি।

সে কী কথা ?

ভয় নেই তাই, ভয় নেই। হোমাম সঙ্গেও ভাব করতে যান না,
ছোটোবানীর সঙ্গেও কথা কবন না। মদ্যেই তো হবে, তাই সময় খানক
গজাতীরের মেনে আশ্রয় নেয়া চলো। মীলে হোমামের সেই মো
বটভলার খোচায়ে সে কথা মনে হলে আমার মনেই যেহা হবে— এই
কলকাতা তো এত দিন হবে হোমামের আলাজি।

এক কণ পরে আমার এই বাড়ি যেন কথা করে উঠল। আমার কণ
মন ছয় তখন ন বড় বড় মেজোবানী আমায়ের এই বাড়িতে এসেছেন।
এই বাড়ির ছায়ে রূপুর বেলায় উই পাড়িলের কোণের ছায়ায় বসে ঠর ঠর
খেলা করেছি। বাগানে আমতাপাতে চলে উপর থেকে কাটা আম
ফেলছি, তিনি নীচে বসে সেগুলি কুচি-কুচি করে তার সঙ্গে দুই সব
মনোশাক মিশিয়ে অপখা তৈরি করেছেন। পুতুলের দিবারে ছোট উপর
যে-সব উপকরণ কাটা-খর থেকে গোপনে সংগ্রহ করার প্রয়োজন ছিল
তার তার ছিল আমারই উপরে, কেননা হাকুরখার বিচারে আমার কোন
অপরাধের দণ্ড ছিল না। তার পরে যে-সব শৌখিন ভিনিসের সঙ্গে মন

'সার তাঁর আকস্মিক ছিল সে আকস্মিকের ব্যাপক ছিলুম আমি, আমি জানতাম
 বিবর্ত করে করে যেমন করে হোক তখন তাঁর করে আনুভূম্য তাঁর পরে
 যান গেল, তখনকার দিনে জর হলে করিবাতের কণ্ডার পাগলো কিনে দিন
 তখন জরম তল আর এলাচলান আমের লতা ছিল, মোজাবানী আমের
 হুগ লটরে পাগলোনে না, কত দিন লুকিয়ে লুকিয়ে আমের কবাব হলে
 লোহেন। এক এক দিন বরা পড়ে হোক তল লমান লটরে হোয়ে। তার
 পরে বোটা হুগার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমেইর হয় 'মি'র হুগে উঠে, কত
 বসতাম হোয়ে, বিহবামার নিয়ে আরে আরে অনেক চলা লোকের এরা
 লোহেনক হলে লোহেন, আমের তার হুগলানে 'মি'র হলে পড়ে বসনো
 বসনো হলে হোয়ে যে যান হোয়ে 'মি'র হুগে আর কুচের এ। কিছু
 তার পরে প্রমাণ হোয়ে, আমের মিল সেই বটীরে আরে হোয়ে অনেক
 লতা। এমনি করে নিশ্চয়ল থেকে আর পাগল, একটি বরা লম্বা দিনে
 'মি'র অবিক্রি হুগে হোলে উঠে, সেই লম্বার পাগল লমানা এই দুই
 বটীর লম্বার হয়ে আ'মির ব্যাপার হুগে পাগলো তার হুগা উঠিয়ে
 লতা লম্বারকে অবিকার করে উঠিয়ে, লতা লম্বার, মোজাবানী তাঁর
 লম্বা হোটাখোটা 'মি'র লতা উঠিয়ে লতা 'মি'র করে আমেরে বটীর
 হুগে হুগার দুই করে উঠিয়ে, লতা এই 'মি'র লম্বার লম্বার লম্বার
 লতা আমের লম্বার মধ্যে হলে 'মি'র হুগে আমের লতা লম্বার লতা লতা,
 'মি'র মোজাবানী, 'মি'র লতা হলে থেকে আর এ লতা বসনো এরা 'মি'র
 লতা এ বটীর হোয়ে বটীরে কানো 'মি', 'মি'র তাঁর লম্বার আমেরে
 'মি'র কোটে হোলে অসবিকারের মধ্যে হোলে চললো, অমর, সেই আমের
 লম্বারের কথা দুই কুটে লম্বারই 'মি'র না, অমর কত লম্বারের লতা হুগা
 হোলে। এই লম্বারকটুক বটীর পরিপূর্ণতায় 'মি'র লম্বারের মধ্যে
 লতা এই একটিমাত্র লম্বারকে 'মি'র লম্বারের লম্বার বটীর অমর লতা
 লতা লতা, তাঁর বেলনা যে কত লম্বার সে আর তাঁর এই লতা

ওচাঞ্চি বায়পুটিলির কথা জিজ্ঞাসে বসে আসে। বুকলুম এমন কথা
 কোনো দিন বুঝি নি। আমি বুকেছি, টাকাকচি বহু-বাহারের চাপ নিয়ে
 ছোটোখাটো সামান্য সাপারিক বুটিনাটি নিয়ে, বিমলের সঙ্গে আমায়
 তাঁর যে বাহ্যিক কপড়া হয়ে গেছে তার কারণ বৈষয়িকতা নয়, তার কারণ
 তাঁর জীবনের এই একটিমাত্র সময়ে তার জাতি তিনি প্রকাশ করতে পারেন
 নি— বিমল কোথা থেকে বসায় থাকতেন এসে একে জান করে দিয়েছে।
 এইখানে তিনি নড়তে-ওড়তে যা পেয়েছেন, অসচ্ তাঁর নালিশ করলে
 জোর ছিল না। বিমলও এক প্রকায় করে বুকেছিল, আমার উপর মোহ
 রানীর জাতি কেবলমাত্র সামাজিকতার দাবি নয়, তার চেয়ে অনেক
 গভীর, সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই আটলশনের সম্পর্কটির পরে তার কথা
 উঠে। আজ বুকের বহুজাতির কাছে আমার দলবদ্ধ করে যা নিয়ে
 লাগল। একটা তোমাদের উপর বলে পড়লুম। বললুম, যেতোমাদের
 আমরা হুজনেই এই বাড়িতে যে দিন নতুন কথা দিয়েছি সেই দিনের
 আর-একবার কিবে যেতে বড়ো ইচ্ছে করে।

যেতোমাদের একটা জীবনব্যাস কেলে বললেন, না জাতি, যেতে
 নিয়ে আর নয়। যা হয়েছি তা একটা জন্মের উপর দিয়েই থাক, জেগে
 কি সব?

আমি বলে উঠলুম, হুজনের ভিতর নিয়ে যে মুক্তি আসে সেই মুক্তি
 চেয়ে বড়ো।

তিনি বললেন, তা হতে পারে মাকুদসে, তোমরা পুরুষমানুষ
 তোমাদের ক্ষেত্রে। আমরা মেয়েরা বাগতে চাই, বাগা পড়তে চাই—
 আমাদের কাছ থেকে তোমরা সরে জাকা পারে না গো। জাতি
 মেলাতে চাপ আমাদের হুকু নিতে হবে, কেন্দ্রে পারবে না। সেই জন্য
 তো এই-সব বোকা সাক্ষিয়ে বেবেছি। তোমাদের একেবারে হালকা
 ছিলে কি আর বন্ধা আছে?

আমি হেসে বললাম, 'তাই তো দেখছি, তোকা বঁলে বেশ স্পষ্টই তোকা
দেখ।' কিন্তু এই তোকা দাঁটার মজুরি তোমরা দু'জনে লাভ বাসেই
আমরা লাভিত করি রে ।

মেজোবানী বললেন, 'আমাদের তোকা হচ্ছে ছোটো ভিনিসের তোকা ।
যেহেঁতু বাক সিঁকে থাকে সেই বঁলে, আমি লাভাজ, আমার কাঁচ কাটুকই
না ।' 'এমনি করে তোকা ভিনিস দিয়েই আমরা আমাদের মোট লাভ
করি ।— কখন মেজোবানী হাং, টাকহাং ।'

হাঙির লাভে মেজোবানী । সে এখনো এর সময় আছে ।

তোকা টাকহাং, লাখী, 'আমার একটি কমা হাংরে হবে— আজ
কাল সকাল বেচে নিয়ে দুপুর বেলায় কেউ খুঁজিয়ে নিয়ে, পাঁজকে হাঙিরে
এক ভালো খুম হবে না ।' 'তোমার লাখী এখন হাংরে, সেখানেই যেন হয়,
হাং-হাং হলেই ভেঙে পড়বে । ভালো এখনই তোমাকে নাটকে খেতে হবে ।

এখন সময় কেমা হাং একটি মোটো স্টেন কুখাং বললে, লাখোলাখাং
বাঁকে লেগে করে এনেছে, হাং-হাংের লাভ দেখা করতে চাই ।

মেজোবানী বাঁক করে টেনে বললেন, 'হাং-হাং তোমার লাভ লাভের যে
লাখোলাখাং তীর লাভে সেখানেই রয়েছে । বঁলে আজ সে, হাং-হাং এখন নাটকে
খেতেন ।

আমি বললাম, 'একবার সেবে আমি সে, হাং-হাং কোনো তরুণি লাভ
করছে ।

মেজোবানী বললেন, না, সে হবে না । ছোটোবানী কাল বিয়ের পরে
বৈধি করেছে, হাং-হাংকে সেই পরে বেলে লাখীরা লাভ মেজোবানী
করে লাখছি ।

বঁলে তিনি আমাকে হাংরে বাক টেনে হাংরে হাংরে হাংরা টেনে নিয়ে
লাখীরা হাংকে লাভা বাক করে লিলেন । আমি হাংরে হাংকে বললাম, 'আমার
লাভ লাভকে যে এখনো—

তিনি বললেন, সে আমি ঠিক করে রাখব, তত বল তুমি স্থান করে
নাও।

এই উপোস্তের লাস্যকে অমান্য করি এমন সাধ্য আমার নেই।
সামান্যে এ যে বড়ো দুঃখ। থাক সে, দাবোদাগাবু বলে বসে পিঠে খাব ও
নাওর হল আমার কাজের অবশেষ।

উত্তিমদো সেই তাকাতি নিয়ে দাবোদা দু পাঠ জনকে খবর দাব
করছেই। বোজট একটা না—একটা নিবীর লোককে বের-বেরে এনে খাব
গরম কবে বেগেছে; আজও বোব হয় তেমনি কোন এক অভ্যন্তর
পাকড়া করে এনেছে। কিন্তু পিঠে কি একটা দাবোদাট খাবে? সে
ঠিক নয়। সবজার সমাজ বা লাগালুম। মেজোবানী বাটবে থেকে বললেন,
জল ঢালো, জল ঢালো, মাথা গরম হয়ে উঠেছে বুঝি?

আমি বললুম, পিঠে চুজনের মতো সাজিয়ে পাঠিয়ে। দাবোদা খাব
চোব বলে খবেছে পিঠে তারই প্রাণা, বেচাবাকে বলে দিয়ে তার নাম
যেন বেশি পড়ে।

দবাসজব তাকাতাটি স্থান সেবেই সবজা বলে বেবিয়ে এলুম। সেই
সবজার বাটবে মাটির উপরে বিমল বলে। এ কি আমার সেই বিমল, সেই
তেজে অভিমানের চরা গরদিনী। কোন ভিকা মনের মতো নিয়ে এ আমার
সবজাতেও বলে থাকে! আমি একটু খমকে হাতাতেই সে উঠে দূর গেল
নিচু করে আমাকে বললে, তোমার সঙ্গে আমার একটু কথা আছে।

আমি বললুম, তা হলে এসো আমাদের ঘরে।

কোনো বিশেষ কাজে কি তুমি বাটবে দাঙ?

হী, কিন্তু থাক সে কাজ, আসে তোমার সঙ্গে—

না, তুমি কাজ সেবে এসো— তার পরে তোমার খাওয়া হলে সব
হবে।

বাটবে গিয়ে যেখি দাবোদার পাঠ শূন্য, সে থাকে বলে এনেছে।

কখনো কখনো শিরে থাকে :

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, এ কী, অমূল্য হে ।

সে এক-মুখ শিরে নিয়ে বললে, থাকে হ্যাঁ । সেরে করে খেয়ে নিয়েছি, খেয়ে কিছু যদি না খয়ে করেন তা হলে যে কী ব্যক্তি আরও কতকাল বেঁচে পেরে । — হাঁলে শিরেগুলো সব কতকাল বেঁচে নিলে ।

আমি হারোমোর বিকে চেয়ে বললাম, বালাকখনো কী ।

হারোমো হেসে বললে, হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার হেঁদালি কো হেঁদালিই যে খেয়ে, তার উপরে তোমার হালের হেঁদালি নিয়ে মাথা ঘোরাচ্ছি ।

এই হাঁলে একটা হেঁদা জাকজার পুড়ান দুল একমুখা নোট সে খামার সামনে দরলে । বললে, এই হ্যাঁ হ্যাঁয়ের ক বাক্যের টাঁকা ।

কোথা থেকে কোথাল ?

আশ্চর্য অমূল্যবাহুর হাত থেকে । উনি কাল রাতে আপনাদের চকুটা বাক-বির নাহেদের কাছে গিয়ে বললেন, তোমার নোট লাগিয়া গেছে । দুই থেকে নাহেদ এক ভর লাগ নি যেমন এই তোমার হাল কিনে গেছে । তার ভর হল সবাই সন্দের করতে, এ নোট সেই চকিয়ে ঘোরাছিল, এমন বিশেষ লক্ষ্যবান্না করে একটা অলম্বদ লম্ব বান্নার কুলেছে । সে অমূল্যবাহুরে বাক-বাহুরে ছল করে বলিলে হোস্ট খামার খবর নিয়েছে । আমি হোস্টের চক্রে গিয়েছি কোর থেকে টাঁক নিয়ে গিয়েছি । উনি বললেন, কখন থেকে পেয়েছি সে আপনাদের বলব ন । আমি বললাম, না বললে আপনি কো ছাড়া লাগেন ন । উনি বলেন, কিবো কখন । আমি বলি, বাচ্চা, তাই বলুন । উনি বলেন, কোলের মাথা থেকে কুড়িয়ে পেয়েছি । আমি বললাম, কিবো কখন আর লম্ব নব । কোমার কোম, সেই কোমের কখন আপনি কী লক্ষ্যবানে গিয়েছিলেন, লম্ব বল তাই । উনি কললেন, এ লম্ব বান্নিয়ে কোমেরে আমি মাথের লম্ব লাগ, লেকরে কিছু চিন্তা দরলেন না ।

আমি বললুম, হসিচরণবাবু, তুমি লোকের ছেলেকে নিয়ে খিঁচিখিঁচি টানাটানি করে কী হবে ?

দারোগা বললেন, তুমি তুমি লোকের ছেলে নয়, উনি নিবারণ ঘোষালের ছেলে। তিনি আমার ভ্রাতৃ-পুত্র ছিলেন। মহারাজ, আমি আমার বদলে কিছু ব্যাপারখানা কী। অমূল্য জানতে পেরেছেন কে চুঁবি কাগজে এই কলকাতারবরের বন্ধক উপলক্ষে তাকে উনি চেয়েন। নিজের খরচ দায় নিয়ে তাকে উনি বাঁচাতে চান। এই-সব হচ্ছে তাঁর বীরত্ব। বলা আমারেবও বরেন এক দিন তোমাদেরই মতো। ওই আচাৰ্য-উনিই ছিল পডত্ব ব্রহ্ম কলকাতা; এক দিন স্ট্র্যাণ্ড-একটা পোকের মাটিতে গ্যাং হানকে পাচারা-গালাব জ্বলন্ত থেকে বাঁচানার জন্যে গ্রাফ জেনারেল সঙ্গ-সবজার দিকে ছুঁকেছিলুম, বৈশাখ কসুকে পেড়ে।— মহারাজ, এ-চোর ধরা পড়া পক্ষ হল, কিন্তু আমি বলে রাখছি কে এর মূলে আছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কে।

আপনার নামেব তিনকড়ি হস্ত আর ওই কাসেম মদার।

দারোগা তাঁর এই অত্মদানের পক্ষে নানা দুক্তি দেখিয়ে বদন চলে গেলেন আমি অমূল্যকে বললুম, টাকাটা কে নিয়েছিল আমাকে যদি এর কারণ কোনো কতি হবে না।

সে বললে, আমি।

কেমন করে ? ওরা যে বলে ডাকাতেই হল—

আমি একলা।

অমূল্য বা বললে সে অস্বস্ত। নামের দ্বারা আহাব সেরে বাইরে যাওয়াছিল, সে আহাটাই ছিল অস্বস্ত। অমূল্যর দুই পকেটে দুই শিল, একটাতে কীকা টোট, আর-একটাতে ভলি ডব। ওর মুখের আশে-পাশে ছিল কাসো মূখোণ। হঠাৎ একটা কুন্দ-আই লঠনের আগো নগোনে মুখে বেলে পিডলের কীকা আগুয়াল করতাই সে বাঁটমাই বধ করে দুই

সেই। হু-ভাৰজন বৰফলক দুটো আশেভেঁটি ভাতৰ মাৰাৰ উপৰ শিকলৈ
 পাৰাৰ কৰে দিলে, 'ভাতা'ৰে দেখানে পাৰলৈ ধৰেৰ মতো দুকে বৰফা
 নক ঘৰে দিলে। কালৈৰ সন্ধাৰ লগী হাতে দুটো এল, তাৰ পা লক্ষ্য কৰে
 তলি হাজভেঁটি সে ঘৰে পৰল। তাৰ পাৰে কই নাহেবাক লিখে লোভাৰ
 'লক্ষ্য' বুলিয়ে হু হাজাৰ টাকার মোটকলো লিখে আশাৰে কাছাৰিৰ
 এক খোচা হাটল পাচ-ভৰ দুটীয়ে সেই খোচাটাকে এক কাছাৰে ভেঙে
 লৈ পৰলিৰ সকালে আশাৰ এবানে এল শৌচোহে।

আমি কিজাসা কৰলুম, অমূল্য, এ কাছ কেন কৰেৰে লৈল।

সে কালৈ, আশাৰ বিশেষ কৰকাৰ ছিল।

ভাৰে আশাৰ কিবিয়ে লিলে কেন ?

বাৰ চকুয়ে কিবিয়ে লিলুম বাৰে চাকুৰ, তাৰ লাহনে আমি কল।

হিমি যে ?

ছোটোবানীলিহি।

বিমলকে ভেঙে পঢ়িলুম। তিনি কেবা'মি লক্ষ্য কাল মাৰাৰ উপৰ
 'পাৰ' কিবিয়ে পা ভেঙে আশাৰ আশাৰ ঘৰেৰ মতো চকলৈ, পাৰে কুতোক
 ছিল না, ভেৰে আশাৰ হানে হাল, বিমলকে এমন খেল আৰ কখনো লৈৰি
 '—সকাল-বেলাকাৰ টংগেৰ মতো এ খেল আশাৰকে আশাৰেৰ আশা
 লিখে ভেঙে কলোহে।

অমূল্য বিমলৰ পাচৰে কাৰে কুৰিৰ হাৰে প্ৰশাৰ কৰে পাচৰে বুলা
 লিলে। উঠে বাঁকিয়ে বলল, হোমো'ৰ আশাৰেৰ পাৰল কৰে এলোহি, হিমি।
 লক্ষ্য কিবিয়ে লিয়েছি।

বিমল কলল, বাঁকিয়েচ, ভাট।

অমূল্য কলল, তোমাকে দল কৰেই একটা হিম্যা কৰাক যদি মি।
 হোমো'ৰ হোমো'ৰকাৰ হাৰ হটল তোমো'ৰ পাচৰে হলাৰ। কিবে এল এট
 'লিহি' দুকেই তোমো'ৰ প্ৰশাৰক পেয়েছি।

বিমলা একখাটা টিক বুকেতে পাতলে না। অম্বা পকেট থেকে
কমাল বের করে তার প্রতি খুলে মকিত শিঠিগুলি দেখালে। ওদের
সব খাট নি, কিছু ঘেঁষেছি— তুমি নিজের হাতে আমার পাতে তুলে নিও
বা ওভাবে হ'লে এটিগুলি কমানো আছে।

আমি বললুম, এখনে আমার আর ব্যবহার নেই। সব থেকে বেশি
গেলুম। মনে ভাবলুম, আমি তো কেবল একে একটাই মরি, আর ওরা অমন
কুশপুত্রদির গলায় ঝেঁচা ছুতোয় মালো পরিবে মনো দ্বারে তার ওরা
কাউকে তো মরার পথ থেকে কেবালেত পারি নে— যে পারে সে টিকিয়ে
পারে। আমাদের বাপীতে সেই অমোঘ ইতিহাস নেই। আমরা শিখার
আমরা অকার, আমরা নিগোনা, আমরা নীচ জালাতে পারব না। আমরা
জীবনের ইতিহাসে সেই কথাটাই প্রমাণ হল, আমার সাফানো বাতি জল
না।

আবার আবে আবে অম্বাপুরে গেলুম। বেশি হয়, আর বেশি
মেজোবানীর ঘরের দিকে আমার মনটা ছুটল। আমার জীবনও এ সামান্য
কোনো—একটা জীবনের বীণায় সত্য এক স্পষ্ট আঘাত দিয়েছে, এটা অমন
করা আজ আমার যে বড়ো ব্যবহার। নিজের অস্তিত্বের পরিচয় তো নিজে
মতো পাওয়া যায় না, বাটীর আর কোথায় যে তার নোঁক করতে হয়।

মেজোবানীর ঘরের সামনে আসতেই তিনি বেরিয়ে এসে বললেন, ও
যে ঠাকুরপো, আমি বলি, বুঝি তোমার আজন্ম হেরি হয়। আর যা
নেই, তোমার খাবার তৈরি হয়েছে, এখনই আসছে।

আমি বললুম, তত জন সেই টাকটা বের করে টিক করে রাখি
আমার শোবার ঘরের দিকে যেতে যেতে মেজোবানী জিজ্ঞাসা করলেন
দাখোদা যে এক, সেই চুড়ির কোনো আশ্চর্য্য হল না।

সেই স্ব স্বাকার টাকা ফিরে পাবার ব্যাপারটা মেজোবানীর বাক
আবার করতে হচ্ছে হল না। আমি বললুম, সেই নিয়েই তো চলবে

সেবার শিক্কের ঘরে গিয়ে লকট থেকে চাবির খোঁজ বের করে
লেন, শিক্কের চাবিদাঁট নেই। অতঃপর আমার অন্বেষণে। এই চাবির
খোঁজ নিয়ে আজ সকাল থেকে কতবার কত বার ঘুরেছি, আলফা
ঘুরেছি, কিন্তু একবারও লকট কবিরি নি যে সে চাবিটা নেই।

মেকোহানী বললেন, চাবি কই ?

আমি তার কথার না করে বুঝি, সে লকট ও লকট লাগা লম্বা
লম্বা করে লম্বা ভিনিসের টাসকে ছোঁড়াগুঁড়ি করলুম। আমারে বোক
বোক বাকি হইল না যে চাবি খোঁজা নি, কেউ একজন বিা থেকে খুলে
নিয়বে। কে নিয়ে যাবে ? ই যবে ? —

মেকোহানী বললেন, যাব হোয়ে না, আমার কুমি খেরে লাগে। আমার
কুমার, কুমি অসাবধান বলেই মেকোহানী এই চাবিটা খিলের করে তার
পাশে খুলে রেখেছে।

আমার জাবি সেলফাল হেবাত লাগল। আমারে এ জামিরে বিয়ল
বিা থেকে চাবি বের করে দেবে, হাঙ্গার খুঁজা নেই।

আমার খোঁজা লম্বা আজ বিয়ল ছিল না, সে লম্বা হাঙ্গার থেকে তার
জামিরে অম্বলকে নিয়ে বলে খানখাঙ্কিল। মেকোহানী তারে জাকরে
খানখাঙ্কিলেন, আমি হাসে করলুম।

যেহে উইচি এমন লম্বা বিয়ল এল। আমার ইজা ছিল, মেকোহানীর
লাফর এই চাবি-চাবানোর কথাটার আলোচনা না হয়। কিন্তু সে আর
খইল না। বিয়ল আসলেই তিনি ভিজাল করলেন, হাঙ্গারের সেতার
শিক্কের চাবি কোথায় আছে জামিল।

বিয়ল বললে, আমার কাছে।

মেকোহানী বললেন, আমি যে গলেছিলাম। তার লিকে চাবি ছাড়া
যাক, মেকোহানী বাইরে লেগাবো সব ভর নেই, কিন্তু ভিতরে ভিতরে
লক্ষ্যই হতে পারে নি।

বিমলের দূর মেখে মনে কেমন একটা খটকা লাগল : কলসুয়, আমা, চানি এমন তোমার কাছেই থাক, যিকলে টাকাটা বেব করে নেব।

মেজোবানী কলে উঠলেন, আমার যিকলে কেন ঠাকুরপো, এই মল গটা বেব করে নিয়ে বাচ্চাকির কাছে পারিয়ে দাও।

বিমল বললে, টাকাটা আমি বেব করে নিয়েছি।

চমকে উঠলুম।

মেজোবানী জিজ্ঞাসা করলেন, বেব করে নিয়ে বাচ্চাকি কোথায় ?

বিমল বললে, খরচ করে ফেলেছি।

মেজোবানী বললেন, ওমা, শোনো একবার ! এত টাকা খরচ করি কিসে ?

বিমল তার কোনো উত্তর করলে না। আরিও তাকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করলুম না, বরজা ধরে চুপ করে কাঁড়িরে বসলুম। মেজোবানী বিমলকে কী একটা বলতে বাজিলেন, যেমে গেলেন, আমার মুখেও মিল চেয়ে বললেন, বেশ করেছে নিয়েছে। আমার বামীর পকেটে থাকে যা কিছু টাকা থাকত সব আমি চুরি করে লুকিয়ে রাখতুম। কানকুম সে টাকা না। কুতে লুটে থাকে। ঠাকুরপো, তোমারও গ্রাফ সেই মলা। কত শেখানো যে টাকা গডাতে জান ! তোমাদের টাকা যদি আমরা চুরি করি তাহা সে টাকা দকা পাবে। এখন চলো, একটু ঘোরে চলো।

মেজোবানী আমাকে ঘোবার ঘরে ধরে নিয়ে গেলেন, আমি কেমন চলছি আমার মনেও ছিল না। তিনি আমার বিছানার পাশে মলে প্রকর মুখে বললেন, ওলো ও দুটু, একটা পান কে তো, তাই। তোমার যে ঘে বায়ে বিবি হয়ে উঠনি। পান নেই ঘরে ? নাহর আমার ঘর খোলা আনিরে দে-না।

আমি কলসুয়, মেজোবানী, তোমার তো এখনো বা-ওরা হয় নি।

তিনি বললেন, কোন্ কালে।

এটা একেবারে খিঁচা কথা। তিনি আবার পালে বলে হা-হা বলতে লাগলেন, কত হাস্যাত্মক কত হাস্য কথা। সানী এসে লম্বার বাটবে খেতে বসে গিলে, বিহনের জ্বর হাতা হয়ে থাকে। বিহন কোনো লাফা গিলে না। ফেজোরাগী বললেন, ও কী, একমো জোর থাকবে হয় নি বুঝি? ফোজা যে ডের হল। — এই বলে জোর করে ডাকে করে নিয়ে গেলেন।

সেই ৩ হাজার টাকার ডাকাতির সঙ্গে এই লোটার শিকড়ের টাকা এর করে নেওয়ার যে যোগ আছে তা বুঝতে পারলুম। কী বকরের যোগ তা কথা জানতেও ইচ্ছা করল না। কোনো দিন সে গরম করবে না।

বিদ্যাত্মা আদ্যাত্মের জীৱন চবির মাস একটু ভাঙ্গল। কতটুকু চেনে চেনে। আদ্যাত্মা নিজের চোখে স্টোকে কিছু-কিছু বসান হয়ে পুঁজিয়ে গিয়ে নিজের মনের মধ্যে একটা স্পষ্ট চেহারা তুলিয়ে তুলে, এই কীর অভিযাত্রী। পল্লী-বস্তার টানবা নিয়ে নিজের জীৱনটাকে নিজে গঠি করে তুলে, একটা বড়ো বাইজিয়াকে আদ্যাত্মা লম্বার মধ্য দিয়ে বাক করে ফেলে, এই ফোজা বস্তার আদ্যাত্মা মনে আছে।

এই লম্বারমতে এক দিন কাটবে। প্রকৃতিকে কত বকিত করেছি, নিজেকে কত মনে করেছি, সেই অন্ধরের ইতিহাস অন্ধকারীই জানেন। শক কথা এই যে, জীবন জীৱন একমো ভিমিল নয়, গঠি যে করে সে নিজের চার দিককে নিয়ে গঠি গঠি না করে করে বার্ষ হয়ে। মনের মধ্যে তাই একমো একটা প্রকাশ ছিল যে বিহলকণ এই বস্তার মধ্যে উদ্ভব। লম্বার প্রকাশ দিয়ে তাকে তালো মনে বাসি তখন ফের পাঠন না, এই ছিল আদ্যাত্মা কোর।

এমন সময় স্পষ্ট বেগতে পেলুম, নিজের সঙ্গে সঙ্গে নিজের চার দিককে গরম লম্বারই দৃষ্টি করলে পারে তাহা এক কালের মাত্র, আদি সে হারকেন না। আদি মাত্র নিবেছি, কাটতে ময় দিতে পারি নি। মনের কালে

আপনাকে সম্পূর্ণ ডেলে দিয়েছি তারা আমার আত্ম-সবই নিয়েছে, যেহেতু আমার এই অধরতর মিনিসটি ছাড়া। আমার পরীক্ষা কঠিন হল। সে চেয়ে দেখানে সহায় চাই সব চেয়ে সেখানেই একলা হলুম। এই পরীক্ষা-কঠিন জীবন, এই আমার পথ রইল। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমার দুর্গম পথ আমার একলায়েই পথ।

আমি সঙ্কেত চক্ষে, আমার মধ্যে একটা অস্ত্রাচার ছিল। বিদ্যায় সক্ষে আমার সবকটিকে একটা প্রকটিন ভালোবাসা নিয়ে নির্মিত করে চালাই করল, আমার ইচ্ছাও চিত্তের এই একটা অবদানি আছে। কিন্তু মাছের জীবনটা তো ছাচে ঢালবার নয়। আর, ভালোকে কড়বস্ত্র বনে করে পান তুলতে সেলেই যবে গিয়ে সে তার ভয়ানক শোণ নেয়।

এই জ্বলন্তের ভয়েই আমরা পরস্পরের সঙ্গে ভিতরের ভিতরের রক্ত হয়ে গেছি, তা জানতেই পারি নি। বিদ্য নিজে যা হতে পারত তা আমার চাপে উপরে কুটে উঠতে পারে নি বলেই নীচের তল থেকে তার জীবনের মধ্যে বীণ খইয়ে ফেলেছে। এই ছাড়াই টাকা আত্ম করে চুপি করে নিতে হয়েছে। আমার সঙ্গে এ সেই ব্যবসায় করতে পারে নি কেননা এ বুঝেছে, এক জায়গায় আমি এও থেকে প্রকলম্পে পথের আমাধের মতো একরোখা আইতিহার মাছের সঙ্গে দ্বারা ফেলে তার মেলে, দ্বারা মেলে না তারা আমাধের ঠিকার। সবল মাছকেও আমাধ কপি করে তুলি। আমরা সহধর্মীকে গভতে গিয়ে হীকে বিকৃত করি।

আমার কি সেই গোড়ার কথা দায় না? তা হলে একবার সবকটা হাত্যার চলি। আমার পথের সন্ধিনীকে এবার কোনো আইতিহার শিকার দিয়ে বীধতে চাইব না। কেবল আমার ভালোবাসার বীণি বাজিয়ে দল, তুমি আমাকে ভালোবাসো, সেই ভালোবাসার আলোতে তুমি যা জ্বলে পূর্ণ বিকাশ হোক, আমার কর্ম্ম একেবারে চাপা পড়ুক। তোমার মতো বিনাভার যে ইচ্ছা আছে তারই অব হোক, আমার ইচ্ছা সজ্জিত হয়ে

দিয়ে থাক ।

কিন্তু, আমাদের কথাকাণ্ড যে বিচ্ছেদটা কিভাবে কিভাবে জন্মছিল সেটা
খাতিয়ে নেওয়া একটা কঠিন যন্ত্রণা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়তে যে আর
‘যে তার উপর অত্যাচার ওপড়া’ বলে করতে পারবে ? যে আর তার আত্মলে
সকলি আপনার লক্ষ্যবস্তুদের কাছ মিলেছে করে সেই আরও যে এক
পথে ছিন্ন হয়ে গেল । আরও চাকা দিয়ে হে । এই কতকে আমার ভাষা
বোঝা দিয়ে একেবারে বোঝানোকে আমার জন্য দিয়ে পাগল পাগল জড়িয়ে
বাইরের স্পর্শ থেকে আত্মল করে রাখবে । এক দিন এমন হবে যে, এই কতক
এক পথকে থাকবে না । কিন্তু, আমার কি সময় আছে ? এত দিন গেল কুল
যেতে, আজকের দিন এক কুল কাটবে, তার দিন লক্ষণে কুল লোভবাসে ?
তার পরে ? তার পরে আর লক্ষ্যবস্তু ? তারে কিন্তু, অক্লান্ত কি আর
কানো কানে হবে ?

একটা কি বড় করে উঠল । কিন্তু, সত্যিই ? ঠিক, বিমল লক্ষ্যের কাছ
থেকে দিবে থাকে । বেশ হলে লক্ষ্যের পাশে এলে এক অল্প কুল করে টাঙিয়ে
ছিল— পরে চুকবে কি না চুকবে কোরে লক্ষ্যবস্তু না । বেশ দিয়ে বাজিল ।
আমি ততক্ষণেই উঠে দিয়ে ছাড়লাম, বিমল ।

সে স্বল্পের ঠিকানা, তার (সি) ছিল আমার লিখ । আমি তখন তার
পরে ছাড়ে যথো দিয়ে এলাম ।

যদি একসেই মোড়ের উপর পড়ে দুখের উপর বেটা বাঁচিল ঠিক করে তার
তার কাজ । আমি একটি কথা না বলে তার হাত তার হাতের কাছে ধরে
ঠিক ।

কাজের বেশ যেমে দিয়ে উঠে বসতেই, আমি তখন আমার কুলের
কাছে টেনে নেবার চেষ্টা করলাম । সে একটি কোণ করে আমার হাত
টানিয়ে নিয়ে টাট পেতে আমার শরীর উপর তার হাত রাখা যেভাবে
বোঝা করতে লাগল । আমি পা সরিয়ে নিলেই সে ছুট হাত দিয়ে আমার

পা জড়িয়ে ধরে গল্পগল্প করে বললে, না না না, তোমার পা সজিয়ে দিচ্ছি
না— আমাকে পুজো করতে দিয়ে।

আমি তখন চুপ করে রইলুম। এ পূজার বাপা দেবার আমি কে?
যে পূজা সত্য সে পূজার দেবতাও সত্য— সে দেবতা কি আমি যে মাংস
সংকোচ করব?

বিদ্যালয় আত্মকথা

চলে, চলে, এইবার বেড়িয়ে পড়ো, সকল আশাভাঙ্গা দেখানে
 পূজার সমুদ্রে বিশেষে সেই সানন্দোৎসবে - সেই মিষ্টি মীনের অঞ্চলের
 মধ্যে সমস্ত শব্দের জার মিলিয়ে ধাবে। আর আমি তব কবি মে,
 আশ্রয়কেও না, আর কণ্ট্রিও না। অর্থাৎ আশ্রয়ের মধ্যে দিয়ে বেড়িয়ে
 বেড়ছি, যা পোড়োবাথ তা পুড়ে ছাঁট হয়ে গেছে, যা বাকি আছে তার
 আর বসন্ত নেই। সেই আমি আশ্রয়কে 'নিবেদন করে' কিন্তু তাঁর পায়ে
 যিনি আমার সকল অশ্রুচোষকে তাঁর বকীর শেফালীর মধ্যে ঢেলে করেছেন।

আজ হাতে কলকাতার ঘোর হলে। এর অল অল্প বাহিরের এলাকা
 গোলমালে জিনিসপত্র পোড়োবাথ কাগজ ঘন স্তরে সারি মি। এইবার
 বাজতুলো টোনে নিয়ে পোড়োবাথ কলসর, বাজিক বাজে বেশি আমার
 বামীণ আমার পায়ে এসে জুটলেন। আমি বললাম, না, ত হবেনা, তুমি
 যে একটু ঘুমিয়ে নেবে আমারকে কথা শিখে।

আমার বামী কললেন, আমিই যেন কথা 'লিখেছি, কিন্তু আমার ঘুম
 তো কথা ফের মি, তার যে লেখা নেই।

আমি বললাম, না, সে হবেনা, তুমি গুতে যাও।

তিনি কললেন, তুমি একলা পাবেন কোন ?

দুশ পারব।

আমি না হলেও তোমার চলে, ত তাঁক তুমি বড়ো চাক বড়ো, কিন্তু
 তুমি না হলে আমার চলে না। তাই, একলা যাবে কিছুকি আমার ঘুম
 এল না।

এই কাজে তিনি কাছে সেজে গেলেন। এমন সময় কোথা এসে জামিনলে,
 নবীনবাণু এসেছেন, তিনি বদল স্তরে কললেন।

ধবর কাকে দিচ্ছে বললেন সে কথা জিজ্ঞাসা করবার জোব ছিল না।
আমার কাছে এক মুরুর্তি আকাশের আলোটা বেন লজ্জাবতী লতার মত
সংকুচিত হয়ে গেল।

আমার স্বামী বললেন, চলো বিমল, স্নানে আসি সন্ধ্যা কী হয়ে।
তো বিদ্যায় নিয়ে চলে গিয়েছিল, আমার বদন কিবে এসেছে তখন
হয় বিশেষ কোনো কথা আছে।

যা পড়ার চেয়ে না-বাধ্যতাটি বেশি লজ্জা। বলে স্বামীর সঙ্গে কথা
মেলুম। বৈঠকখানার ঘরে সন্ধ্যা ঠাঁড়িয়ে দেয়ালে-টাঙানো ছবি দেখছি।
আমরা যেতেই বলে উঠল, তোমরা চাবত, লোকটা কেবল কেন না পড়ার
সম্পূর্ণ শেষ না হলে পোস্ত বিদ্যায় হয় না।

এই বলে চাকরের ভিতর থেকে সে একটা কয়ালের পুঁটুলি বের করে
টেবিলের উপরে ধলে দরলে। সেট গিনিঙলো। বললে, মিছিল, কল
কোবো না। ভেদো না, চরায় তোমাদের মাংসে পড়ে লাগু হয়ে উঠে।
অল্পতাপের অলঙ্কল ফেলতে ফেলতে এই ছ হাজার টাকার গিনি দিবে।
দেবার মতো ভাঁটকাচেনে সন্ধ্যা নয়। কিয়—

এই বলে সন্ধ্যা কথাটা আর শেষ করলে না। একটু চূপ করে আমার
আমার দিকে চেয়ে বললে, মক্ষীবানী, এত দিন পরে সন্ধ্যার নির্মল ভীষণ
একটা কিছু এসে চুকেছে। বারি জিনেটের পর জেনে উঠেই হোজ পাব
সঙ্গে একবার সুতোপুটি লড়াই করে দেখেছি, সে নিতাই কাকি নয়, তা
হেনা চুকিয়ে না দিয়ে সন্ধ্যারও নিকৃতি নেই। সেই আমার বদন-মি
কিছু হাতে দিয়ে গেলুম আমার পূজা। আমি প্রাণপণ তেঁা বস
দেখলুম, পৃথিবীতে কেবলনার তারই ধন আমি নিতে পারব না— হেনা
কাছে আমি নিঃস্ব হয়ে তবে বিদ্যায় পাব, মেবী। এই নাম।

বলে সেই গহনার বাজটিও বের করে টেবিলের উপর রেখে
কত চলে বাবার উপক্রম করলে। আমার স্বামী তাকে থেকে ফলেন

তবে বাও, সখীশ ।

সখীশ বহুবার কাছে আসিয়ে বললে, আমার সময় নেই, মিলিল ।
এক সেরেফি, মুসলমানের মত আমাকে হাফুজা করার হুকুম লুই করে
দিয়ে ডাকের পোষাকানে লুইতে বাধ্যকার মতলব করেছে । কিন্তু, আমার
এই থাকার বহুকার । উক্তের সাদি হুকুমে আর লিখিল ডিএইট হাফ
যাচ্ছে । আরও, এমনকিও হুকুম চললুম । তার লগে আমার একটু অক-
বাল পেলে যেমতামত লগে বাকি সময় কথা কুঁকড়ে লেব । যদি আমার
সফার্ম নাও, কুমিল বেশি তেরি কোরো না । মকীতাদী বলে চললুমলিলী-
চলিলুমলিলী ।

এই বলে সখীশ হাত তুলে চলে গেল । আমি শুক হয়ে বসেলাম । তিনি
যাও পরোক্ষলো যে কত কৃষ্ণ সে আর কানে ছিল এমন করে লেখতে
লাইলি । কত ভিনিস লগে নেই কোরো কী লগে, এই কিছু আগে
বাই ভাবছিলুম । এমন মনে হল, কানে ডিএইট মেবার বহুকার নেই,
বলল যেহিহে চলে হাফুজাটাই বহুকার

আমার খাচী ঢোকি থেকে উঠে চলে যায় ব হাত লগে আগুে আগুে
কললেন, আর হো বেশি সময় নেই, এমন কামকলে লেবো মনো থাক ।

এইর সময় চক্ৰনাথবাবু যাবে কুকেই আমায় লগে অকবালের কাছে
লকুডিত হলেন, বললেন, হাল কোরো হা, বহর লিগে আসলে সাদি
লি — মিলিল, মুসলমানের মত খোসে উঠেছে । হবিলকুদর কাছারি লুই
হবে পেছে । লেজকে কব ছিল না কিন্তু মোবলের উপর তার যে আত্যাচার
আবহু করেছে সে হো প্রশ্ন থাকলে লগে কব কব না

আমার খাচী কললেন, আমি হলে চললুম ।

আমি তাঁর হাত লগে চললুম, কুমিল লিগে কী করতে পারবে । হাফুজা-
বশাই, আসনি ঝুঁক থাকল চলল ।

চক্ৰনাথবাবু কললেন, হা, বহর বহরার হো সময় নেই ।

আমার স্বামী বললেন, কিছু ভেবে না, বিষয়।

জানলার কাছে গিয়ে দেখলুম, তিনি খোঁচা ছুটিয়ে দিচ্ছে চলে গেলে
হাতে তাঁর কোনো অঙ্গও ছিল না।

একটু পরেই মেজোবানী ছুটে ঘরের মধ্যে ঢুকতেই বললেন, কখনও
ছুট, কী সর্বনাশ করলি! ঠান্ডরপোকে ফেঁসে দিলি কেন!

মেজোবানীকে বললেন, ডাক ডাক, শিশুগিরি মেওয়ারানবাবুকে ডেকে আন
মেওয়ারানবাবুর সামনে মেজোবানী কোনো দিন যেয়েন নি। সে
তাঁর লজ্জা ছিল না। বললেন, মেজোবানীকে ডিকিয়ে আনতে শিশুগিরি
পাঠান।

মেওয়ারানবাবু বললেন, আমরা অনেক মানা করেছি, তিনি কি করে
না।

মেজোবানী বললেন, তাঁকে বলে পাঠান, মেজোবানীর ওলাউরা হয়েছে
তাঁর মরণকাল আসছে।

মেওয়ারান চলে গেলে মেজোবানী আমাকে গাল দিতে লাগলেন,
দাঙ্কলী! সর্বনাশী! নিজে মরলি নে, ঠান্ডরপোকে মরতে পাঠালি।

দিনের আলো শেষ হয়ে এল। জানলার সামনে পশ্চিম-দিশে মেওয়ারান
পাড়ার ছুটির বন্ধনে-গাছটার শিঁড়নে বসে আছেন। সেই স্বর্বাঙ্গের প্রত্যেক
দেখাটি আজও আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। অপরান ঘড়ির
কেজ করে একটা মেঘের বটা উত্তরে দক্ষিণে দুই ভাগে ছড়িয়ে পড়েছিল,
একটা প্রকাণ্ড পাখির তানা ফেলার মতো; তার আঙনের বোঁ
পালকগুলো থাকে থাকে সাঝানো। মনে হতে লাগল, আজকের দিনটা
কেন বহু করে উড়ে চলেছে রাসের সমুদ্র পার হবার ভেত্রে।

অন্ধকার হয়ে এল। দূর গ্রামে আঙন লাগলে খেকে খেকে যেমন তা
নিখা আকাশে লাকিয়ে উঠতে থাকে তেমনি বহু দূর থেকে এক-একটা

এক-একটা কলসেরে সেই সবকায়ের জির বোকে ঘেঁষে কেঁপে উঠেছে
লাগল।

ঠাকুর-দর বোকে সম্ভাব্যতার পথ খুঁজি বোকে উঠল। আহি আহি,
অকারণেই সেই ঘরে গিয়ে ছোঁচফাট করে বসে আছেন। আহি এই
ঘরের ঘরের জানলা ভেঙে এক পা কোথাক নড়তে লাগলুম না।
সামনের দাওয়া, প্রায় আরও দূরকার পল্লভূত ঘাই এম তাহল শেষ
দায়ে পাড়ের বেলা কাশল হয়ে চল। হাকবাতির বড়ো বিঘিটা অড়ের
এবের হস্তো আকাশের নিকে চাকিয়ে বঠল। তা লিখের ভটকের উপর-
বার নকশোনাটা উঠু হয়ে চাকিয়ে কী ঘেঁষে একটা লম্বায়ে লাগে।

হাতি বেলোয়ার পথ যে কত বেগেরে উত্তোলন করে তার ঠিকানা নেই।
বাকি কোথায় একটা কাল নড়ে, মনে হয় দূরে ঘেঁষে কে ছুটে পালাচ্ছে।
হায়ে বাতাসে একটা চরভা পড়ল, মনে হল সেটা ঘেঁষে লম্বা আকাশের
কত খড়সে করে পড়ার পথ।

হায়ে হায়ে হাওয়া ঘরের কালো ঘরের দায়ে নীচে গিয়ে আলো
লেন্দে পাঠি, আর পথে আর লেন্দে পাঠি নে। কোথার দায়ে পথ কনি,
হায়ে পথে ঘেঁষে ছোঁচফাটের হাকবাতির সেই বোকেই বেঁধিয়ে ছুটে
চলেছে।

কেন্দলই মনে হতে লাগল, আহি কেন্দলই সব বিপদ কেটে যায়।
আহি বহু কল বেঁচে আহি লাগলকে আমার পাল নালা দিব বোকে হাকতে
পাকবে। মনে পড়ল, সেই পিগলটা বাজের মতো আছে। কিছ এই লম্বা
দায়ে জানলা ভেঙে পিগল নিয়ে ঘেঁষে পা পড়ল না, আহি যে আমার
ডায়েরা প্রতীকা করছি।

হাকবাতির যেউচির খটখট তা তা ক'রে লগা বাকল।

তার বানিক পথে ঘেঁষে হাওয়া অনেকগুলি আলো, অনেক জিহ।
সবকায়ের সমস্ত জনতা এক হয়ে ছুটে গিয়ে মনে হল, একটা প্রকাণ্ড কালো

গবেষণায় ১৯২২ সালের মধ্যভাগে বাতাব্যায়িকভাবে মুক্তিও ১৯২৩ সালে প্রকাশ্যে প্রকাশিত হয়। প্রথমে প্রথম প্রকাশ কালে মধ্যভাগে-মুক্তির কথা আর লিখিত হইলেন সরস্বতী ১৯২১ বৃন্দাবনের পবিত্রিত সাধুজনে সে-সময়ই পুনরায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। বহুমান সাধুজন উক্ত পবিত্রিত সাধুজনের পুনরুত্থান এবং মধ্যভাগের পাঠের পবিত্র অধিষ্ঠা। উপজাতিগণি বহন সাময়িক পথে সাধারণিক প্রকাশিত হইয়াছিল তখনই ইহার আনন্ডজন বিকল্প সমালোচনা হইতে থাকে। গবেষণায় পথে একবারি চিঠির উত্তরে বৌদ্ধমতে ১৯২২ সালের অধ্যয়নের মধ্যভাগে যে 'সিকারীজিনি' বিবরণিতলেন তখন 'এই মুক্তি হইল—

কোথার উত্তর

আমি যা লিখে থাকি তা অনেকের ভালো লাগে না। এই কথাটি আমাকে সাধারণের হেতুগত দৃষ্টিতে কোথার ভেট হয় না। আত্মবিকারকণে সে ভালোবাস আমার লক্ষ্য নহে। এই কথা বহুদূরিত ফার ফার কোথা আমার পক্ষে অসম্ভব।

এমন অবস্থায় হইয়া একবারি চিঠি লেখুন, সেই চিঠিকে অধিবেশন আছে কিন্তু অবমাননা নহে। চিঠিগণি কোনো মহিলার লেখা, তিনি আমার অপরিচিত। এই চিঠিতে ইংরাজীভাষিক সাধু ও লৌকিক এক সাধুসম্প্রদায়িত কল্পা প্রকাশ পায়। তিনি চাষাবাস করেছেন, কিন্তু চাষ লিখে চান নি।

তিনি লিখেন কোনো গ্রিকানা ফের নি, অথচ কয়েকটি গ্রন্থ করেছেন, এর থেকেই অনুমান করছি যে, এই গ্রন্থ তিনি সাধারণের হয়ে পাঠিয়েছেন এক সাধারণের গ্রিকানাবেই এম কথার চান।

অতএব তাঁর ভাবনার উত্তরে যে-কটি কথা কথার আছে সে আমি

এই সবুজপত্র-যোগে তাঁর কাছে সবিনয়ে নিবেদন করি। এই উপলক্ষে সাধারণত আমাদের দেশে যেভাবে সাহিত্যবিচার হয়ে থাকে প্রসঙ্গতঃ সে সম্বন্ধেও কিছু আলোচনা করব।

প্রথমতঃ তিনি কিছু কোণের সম্বন্ধে বিজ্ঞান করেছেন—যদি বাইরে উপজ্ঞানখানি লেখবার উদ্দেশ্য কী।

এবং সত্য উদ্ভবটি এই যে, উপজ্ঞান লেখার উদ্দেশ্যই উপজ্ঞান লেখা কথায়, গল্প লিখার আদায় খুশি।

কিন্তু একে উদ্দেশ্য বলা যায় না। কেননা 'খুশি' বলাই উদ্দেশ্যকে অস্বীকার করা। এটা বসন কোনো একটা উদ্দেশ্যই সোকে প্রত্যাপনা করে। তখন সেটা সেই বসনেরই কথাটা স্পষ্ট হওয়া সম্ভব হইবে।

কিন্তু অনেক সময় উদ্দেশ্য বাইরে থেকে কেমনে পাওয়া যায়। হঠাৎ গায়ে চিহ্ন আছে কেন হঠাৎ তা জানে না, কিন্তু হঠাৎ সম্বন্ধে যাব তা লেখেন তাঁরা বলেন এবং উদ্দেশ্য হচ্ছে এই-সময় চিত্তের ছায়া বসে। আলোছায়াব সম্বন্ধে সে যেমতামত মিলিয়ে থাকতে পারবে।

এই আশঙ্ক্য সত্যও হতে পারে, মিথ্যাও হতে পারে, কিন্তু উদ্দেশ্য যে হঠাৎ মনের নয় সে কথা সকলকেই মানতে হবে।

উদ্দেশ্য হঠাৎ নহে, কিন্তু হঠাৎ চিত্তের দ্বিধা দ্বিধাকর্মের একটি উদ্দেশ্য হো প্রকাশ পাচ্ছে। তা হইতো পাচ্ছে। তেমনি যে কালে লেখক জগৎগ্রহণ করেছে সেই কালটি লেখকের চিত্তের দ্বিধা হইতো। আপন উদ্দেশ্য ফুটিয়ে ফুলেছে। তাকে উদ্দেশ্য নাম দিতে পারি বা না পারি এ কথা বল চলে যে, লেখকের কাল লেখকের চিত্তের মধ্যে পোড়াবে ও অস্বাভাবিক হইবে।

আমি বলছি, এ কালও শিল্পকাল; শিল্পকালের কাজ নহে। বলা আমাদের মনের মধ্যে তার নানা রঙের হইতো কাল বুনছে, সেই তা ফুটি; আমি তার থেকে যদি কিছু আলায় করতে চাই তবে সে উদ্দেশ্য

তাঁই বসছিলুম, ঘরে-বাইরে গল্প বন্ধন, লেখা যাচ্ছে তখন তার সঙ্গে
সঙ্গে লেখকের সামগ্রিক অভিজ্ঞতা জড়িত হয়ে পড়েছে এবং সেখানে
ভালো-বন্দ-লাগাটাও যেনা হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সেই বহিন্দের মধ্যে
শিল্পেরই উপকরণ। তাকে যদি অল্প কোনো উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা হয়
তবে সে উদ্দেশ্য লেখকের নয়, পাঠকের। শৌখিন লোকে চমকটা পুঙ্খ
থেকে চামচ তৈরি করে; কিন্তু চমকী জানে তার পুঙ্খটা তার পক্ষে
অন্তর্গত— শুটাকে কেটে নিয়ে চামচ করা অস্বস্ত তার উদ্দেশ্য নয়, যে তার
'জারক'।

গল্পের মত *

তার পরে কথা হচ্ছে, আমার মনস্তত্ত্বের সঙ্গে পাঠকের মনস্তত্ত্বের
বন্ধন বিবেচন ঘটল তখন পাঠক আমাকে হও দিতে বাধ্য।

মাটির উপর পড়ে গেলে শিশু সেমন মাটিকে মাঝে তেমনি এমন হাস
সাধারণ পাঠকে হও দিতে থাকে, এ কথা আমার বিশেষরূপ জানা। তাঁ
ব'লে হও যে দিতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। কৃত্তকে না ভয় পায়
পারি, এমন-কি, কৃত্তের ভয় অনিষ্টকর মনে করতেও পারি, তবু কখন
ভয়ের পর পড়বার সময়ে সে কথা মনে রাখবার দরকার নেই। যেমন
মজারমতের কথা নয়, বসের মজকৃতির কথা। শুটান বসিক বন্ধন কোন
হিন্দু আর্টিস্টের আঁকা দেবীমূর্তির বিচার করেন তখন যদি তিনি কখন
পারেন যে তিনি বিশ্ণুনাথি তা হলেই ভালো, যদি না পারেন তবে সেভাবে
হিন্দু আর্টিস্টকে দোষ দেওয়া চলবে না। কারণ হিন্দু আর্টিস্ট, মজারমত
আপন মত বিশ্বাস সংস্কার অভ্যাসে ছবি আঁকবেই। কিন্তু কেহনু তাঁ
ছবি সেইকভাবেই তার মতো মত বিশ্বাস সংস্কারের অস্তিত্ব একটি তিনি
থাকবে, সেটি হচ্ছে হস, সে বস যদি অহিন্দুর অগ্রাঙ্ক হয় তবে হস কে
বোধের অভ্যাসে সেটা অহিন্দুর হোব, নয় হসের অভ্যাসে সেটা হিন্দু
আর্টিস্টের হোব। কিন্তু হোবটা মত বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে না। প্রাণ

লেখিকার দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, এই উপভাসের আখ্যায়িকা কি অসম্ভব
কল্পনা-প্রসূত, না বাস্তবে কোথাও তার আভাস পাওয়া গেছে। যদি মো-
কামি তবে সে কি আধুনিক 'পাক্ষাত্তানিকান্তিম্যানী বিলাসী-সম্ভ্রম'ের এ-
প্রাচীন হিন্দুপরিবারে ?

উক্তর এই, আখ্যায়িকাটি অধিকাংশ গল্পের আখ্যায়িকার মতো।
আমার কল্পনা-প্রসূত। কিন্তু এইটুকুমাত্র বললেই লেখিকার প্রশ্নের সম-
পূর্ণ উত্তর দেওয়া হয় না। সেই প্রশ্নের মধ্যে একটি কথা চাপা আছে যে, যে
ঘটনা-প্রাচীন হিন্দুপরিবারে অসম্ভব।

গ্রিক একটা গল্পের ঘটনা সেই গল্পের অস্তিত্ব অবস্থার মধ্যেই ঘটতে
পারে, আর কোথাও ঘটতে পারে না— প্রাচীন বা নবীন, হিন্দু বা মুসলিম
কোনো পরিবারেই না। অস্তিত্বের কোনো বিশেষ পরিবারে কী ঘটেছে।
কথা শ্রবণ করে শুদ্ধন করাটী চলে, গল্প লেখা চলে না। মানবচরিত্রের
সমস্ত সম্ভবপরতা আছে সেইগুলিকেই ঘটনাবৈচিত্র্যের মধ্যে সিয়ে গল্প
নাটকে বিচিত্র করে তোলা হয়। মানবচরিত্রের মধ্যে চিত্রস্বভাব আছে
কিন্তু ঘটনার মধ্যে নেই। ঘটনা নানা আকারে নানা জায়গায় ঘটে, যে
ঘটনা দুই জায়গায় গ্রিক একটী-বকম ঘটে না। কিন্তু তার মূলে যে মান-
চরিত্র আছে সে চিত্রকালই নিজেকে প্রকাশ করে এসেছে। এই জন্য সে
মানবচরিত্রের প্রতিই লেখক দৃষ্টি রাখেন, কোনো ঘটনার নকল করা
প্রতি নয়।

সাহিত্যবিচার

তা হলে প্রশ্ন এই যে, প্রাচীন হিন্দুপরিবারে সর্বত্রই মানবচরিত্র কি
মহৎসাহিত্যের রাশ মেলে চলে। কখনো লাগাম ছিঁকে বানার মধ্যে গি-
রতে না ?

আমরা বৈদিক দৌরানিক কাল থেকে এইটাই কহে আসছি যে, ক-

432

হিন্দুধর্মীদের কতটা লাভ হইবে, বুদ্ধদেবের আশ্রয় হিন্দুনাথী, ৭১
 কী আশ্রয় হিন্দুনাথী, এই সকল বিচার-প্রদর্শন আবারের কোন সাহিত্য
 বিচারের নাম ধরে নিজের সামান্য বাচিয়ে চলতে পারে— ভগবতের
 কোথাও এমন কথা যায় না। শেক্সপীয়ার অনেক নাট্যকার সৃষ্টি করেছে
 কিন্তু তাদের মধ্যে টমস-রমসীস কতটা প্রকট হয়েছে এ নিয়ে কেউ
 করে না এমন কি, তাদের পুস্তানির মাধ্যমে নিজের গুণে পরিচয় ও
 পয়সা হোসনা বাকী দেওয়া পুস্তানি পাঠ্যের দ্বারাও ঘটা সম্ভব নয়।

আমি ইচ্ছা করি এ কথা বলে ভালো করব না। কেননা, ভগবতের
 কোথাও নেই সেটাই ভাবতে আছে, এই ক্ষেত্রে আধুনিক বাঙালির
 কিছু ভাবত তো বাঙালির সৃষ্টি নয়, আমরা সাহিত্য-সমালোচনা ও
 করবার পূর্বেও ভাবতবই ছিল। সেই ভাবের অলংকারে নাট্য
 বিচার মন্তব্যাদির সব মিলিয়ে কথা হয় নি, মানবচরিত্রের বৈচিত্র্য
 অনুসারেই তাদের শ্রেণীবিভাগের চেষ্টা হয়েছিল। আমি এ-বকম শ্রেণী
 বিভাগ ভালো বলি নে। কারণ, সাহিত্য তো বিজ্ঞান নয়, সাহিত্যে ভেদ
 আছে নাটক-নাট্যকার ওলাই চলে থাকলে সেটা পুস্তকের দ্বারা হয়, প্রাচীন
 দ্বারা হয় না। তবু যদি নিতান্তই শ্রেণীবিভাগের সব সাহিত্যও যেটাই
 হয় তা হলে দর্শন-নির্মিত হিন্দু ও অহিন্দু এই দুই শ্রেণী না ধরে বরং
 মানবজাতকের বৈচিত্র্য -অনুসারে শ্রেণীবিভাগ করা কর্তব্য।

অন্যদের

লেখিকার কাছে আমার শেষ নির্দেশন এই যে, পত্রের স্তম্ভের
 পত্রের চেয়ে বেশি কিছু যদি আদায় করতেই হয় তা হলে অন্তত পত্র
 শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। আর-একটি কথা এই যে, আর্থিক
 জালোবাসি, তা যদি না হয় তা হলে কেনের সোকেই কাছে লোভ
 হওয়া আমার পক্ষে করিন হতে না। সত্য প্রেমের পথ আবারের নয়।

পথ দুইই । সিঁড়িলাই সকলের প্রতিবেশ নেই এত সকলের ভাবনোও করে না, কিন্তু সেদের পেছের বসি হুগল ও অসম্মান সহ্য করি তা হলে তবে এই লাভনা থাকবে যে কাটা বাঁচিয়ে চলবার ভয়ে সাধনায় যিৎখাচরণ করি নি । হুগল পাঠি থাকবে হুগল নেই, কিন্তু আমায় সকলের চোখ বেচনার বিষয় এই যে, যা লভা হলে করি তাৎক প্রকাশ করতে কিয় লেখিকার আমায় অনেক সকল প্রসঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করে লিখেছি । সে আমায় হুগল, কিন্তু সে আমায় অসম্মান নয় ।

—সদয় পত্র । ১৭৭৭ অক্টোবর

যদি বাটের হুগলকে প্রকাশিত হইবার পর প্রকাশ পড়ি ইহার বিস্তার সমালোচনা চলিয়াছিল । ১৭৭৭ সালের ১৬ই মাসের প্রকাশীতে সাহিত্য-বিভাগ প্রকাশে বসিগুনায় এ সম্বন্ধে খবর প্রকাশ করেন, নিম্নে তাহা মুদ্রিত হইল—

সাহিত্যবিভাগ

যদি বাটের উপস্থাপনায় লিখিত বাগ্মণ্য পাঠক মহলে এখনো কথ্য চলিতেছে । হুগলবের সময় আমায় প্রকাশ হইয়াছে হুগল পাঠ ডাক্তার পত্র করে । সম্ভ্রান্তি ভাষাবাদ হুগল প্রকাশ পাঠিতেছে । এক ভাষাবাদ (কবি লায়, যদি বাটের সম্বন্ধে জেদিত চোখ আমদের লাইনে লাইনে প্রকাশিত হইয়া কুড়িয়াছে । ইত্যন্তে পদসাহিত্যের বিশেষ চিত্র করিয়া উপস্থিত হইল । পাঠে ইহা প্রকাশিত হইয়া পড়ে, সেই ভক্ত এ সম্বন্ধে উপলব্ধি পাকিতে থাকিলাই না ।

পদ্যের লিখা হুগলবের লোক হুগল চলে না । হুগলবের অনেক পদ্য হইতেই কবিরা এ সম্বন্ধে অবসরগিলেছে হুগল ডাক্তার লিখা থাকেন । হুগল

কালিদাসের কবিতাটি লিখিযাচ্ছেন, কিন্তু কিছুনাগাচার্যের সহিত বৎ
 প্রতিবাদ করেন নাই। সাধারণত কবিদের নিজস্ব-অসহিষ্ণু হলিহা বাল
 আছে, কিন্তু সেই অসহিষ্ণুতা লটকা (দুই-একজন ভাড়া) তাঁরা
 নিজেরাই কোত্ত অতুতর করিযাচ্ছেন, সাহিত্যকে ক্ষুদ্র করিযা য়ে
 নাই। যখন তাঁহাদের লেখার প্রতি কেত কলহ আদোষ করিযাছে তা
 সেই কলহভক্তনের তাঁর তাঁহারা কালের হস্তেই সমর্পণ করিযাছে।
 তাঁহাদের মধ্যে গীতোগ্য ভাগ্যবান তাঁহাদের লেখা সম্বন্ধে ইংই পত
 হইয়া গেছে যে, তাঁহাদের বচনার কলমে আলংকারিক ভিত্ত, একটা ব
 একশোটা থাকিতে পারে, কিন্তু তদু তীতা হইতে বস বাহির হইয়া
 নাই। সাহিত্যে যে কলহভক্তনের পালা অনেক দিন হইতে অনেক
 অভিনীত হইয়াছে, গীতোগ্য আলংকারিক তাঁহাদের পতনা হইতে ব
 পারদায় বন্ধা পাঠিযাচ্ছেন।

ঘরে-বাটবে সম্বন্ধে বসবোধ লটকা যদি কথা উঠিত তবে সে কথা
 কটু হেউক নীতথ থাকিতাম। কিন্তু যে কথা উঠিযাছে তাহা সাহিত্যসীম
 বাহিরের জিনিস। তাহা যুক্তির অমিকারের মধ্যে, স্তম্ভবৎ জ্ঞাত
 তরু চলে, এবং তরু না ঢালাইলে কর্তব্যশালন করা হয় না। ব
 ঘাটা অস্তায় তাহাকে ক্ষুদ্র করিযা গেলে সাধারণের প্রতি অস্তায়
 হয়।

ঘরে-বাটবে বাহির হইবাব পরেই আমার বিকল্পে একটা ন
 শোনা গেল যে, আমি এট উপস্তানে সীতার প্রতি অসম্মান কর
 করিযাছি। কথাটা এতই অদ্বুত যে আমি আশা করিযাছিলাম যে, ও
 কি, আমাদের বেশেও ইতা গ্রাহ্য হইবে না। কিন্তু বেখিলার লোকে
 সাহেবের সহিত ইতা গ্রহণ করিযাছে, এবং ভদ্রপনের নিজস্ব একক
 যেতন নির্ধারিত হইয়াছিলেন এ গ্রহণ সেইজন্য পদাঘাতের সহ
 লাইব্রেবি-বদের টেকিল হইতে নির্ধারিত হইতে থাকিল।

[illegible]

শিঙের কাছে ইঁদার পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই এক মুহূর্তেই আমার কন
সম্মুখ হইবে। কিন্তু সেই শিঙাই কি বড়ো হইয়া এম এ পাশ করি
য়া, গল্পের গাফসটা মরাস্ ফিলজফির নীচে ঢাণা পড়িয়া সব ঘরে পড়ি
পড়ক আঙড়াটতে থাকিবে!

বাই চটক, সকল ভাবাব সকল সাহিত্যেই ভালো মন্দ হইবে
চরিত্রেরই মাতুল আসবে স্থান পাবে। পুণ্যভূমি ভারতবর্ষেও সেইর
বরাবর চলিয়া আসিয়াছে। এই অল্পট খর-বাইরে নেতলে বসন সন্ধ্যা
অবতারণ। পরিচিতিলাভ তখন দুহুটের অস্তর আসিয়া করি নাই যে, এ
লইয়া আমাদের দেশের উপাদেশ্যবী এত সন্ধ্যামান লোকের কাছে আমা
এমন অব্যবসিতিব দ্বারে পড়িতে চাইবে। এখন হইতে ভবিষ্যতে
আশঙ্কা মনে রাখিব, কিছু অস্তর সন্ধ্যামান করিতে পারিব না, কেন
আমাদের দেশের বর্তমান কাল ছাড়াও কাল আছে, এবং পরামাত্র লো
ছাড়াও লোক আছে, তাহারা নিশ্চয়ই থাকবে মূখ হইতে এই মন
নীতিবিকল্প কথা শুনিতে চায়— হাউ মাউ বাউ! মাতুলের গল্প পড়
চক্রবিন্দু বারলা প্রমোদেণ তাহারা বালা তাবা সবকিছু উদ্বিগ্ন হা
না।

জানি আমাকে প্রশ্ন করা হইবে, সন্ধ্যা বস্তু বড়ো মন্দ লোকই হই
তাহাকে দিয়া সীতাকে অপমান কেন? আমি কৈফিয়ত-স্বরূপে দাবী
লোছাই মানিব। তিনি কেন দাবকে দিয়া সীতার অপমান ঘটাইলেন
তিনি তো অনায়াসেই দাবকে দিয়া বলাইতে পারিতেন যে, 'দাব
আমি কিন হাতে তোমার পায়েব দুলা লইয়া ২৭ লগাটে তিলক কাটি
আসিয়াছি।' বেদব্যাস কেন কুশাসনকে দিয়া, অরুণকে দিয়া হৌশ
অপমানিত করিয়াছেন? দাব্য থাকবে যোগ্যই কাজ করিয়াছে, কুশ
অরুণ বাহা করিয়াছে তাহা তাহাদিগকেই সাজে। তেমনি আমার ম
সন্ধ্যা সীতা সবকিছু বাহা বলিয়াছে তাহা সন্ধ্যাপেরই যোগ্য; অতএব

ঈশ্বরদেবের চক্রবর্তীকে একটি চিঠিতে (২০ জানু, ১৯২২) ভরসা
দেখে স্বীয়জনাথ লিখিয়াছিলেন—

একখ চৌধুরী এই পত্রটিকে ছপক বলে ঘাখা করেছেন, কিন্তু সে
কি কতকটা লীলাচ্ছন্দেই করে থাকেন। এর মধ্যে কোনো জ্ঞান
ছপকের চেষ্টা নেই, এ কেবলমাত্রই পদ। হাড়নের অভ্যন্তর মধ্যে
এক একের সঙ্গে অভ্যন্তর যাত্রপ্রতিযাত্রা যে হাসিকাতা উজ্জ্বল।
কিন্তু এর মধ্যে তারই বর্ণনা আছে। তার চেয়ে বেশি যদি কিছু থাকে
অবাস্তব এবং আকস্মিক।

STATE CENTRAL LIBRARY
Council of N.W.L.
CALCUTTA

